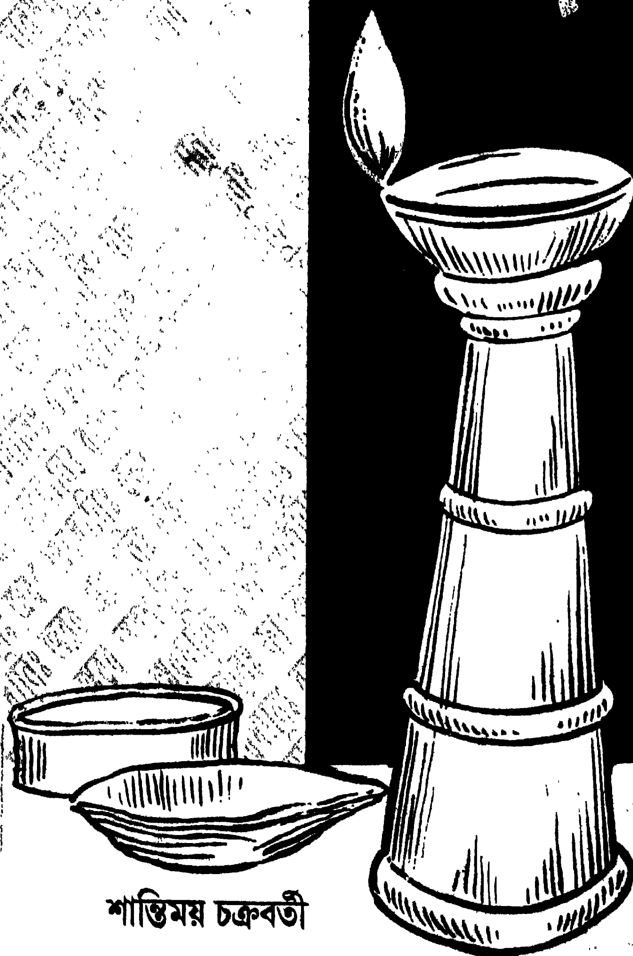
কক - বরকের উৎস সন্ধানে

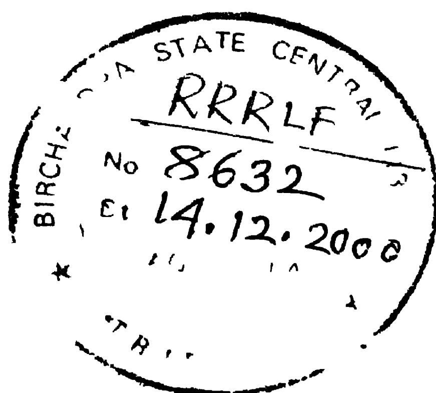


শান্তিময় চক্রবর্তী

॥ কক-বরকের উৎস সন্ধানে ॥

(ত্রিপুরী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান)

শান্তিময় চক্রবর্ত্তী
রিসার্চ এসিষ্টান্ট, অবসরপ্রাপ্ত
আগরতলা, ত্রিপুরা।



নাইসিংদি পাবলিশিং, ইন্দ্রনগর, আগরতলা। ত্রিপুরা।

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০০০ইং

প্রকাশক : নাইসিংদি পাবলিশিং,
ইন্দ্রনগর, আগরতলা।

অক্ষর বিন্যাসে : মেগাকম্পিউটার,
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

প্রচ্ছদ অলংকরণে : সৃজনী,
জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা।

মুদ্রণে : ভারত অফসেট,
রোনাল্ডসে রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

দাম : ২০০ টাকা।

॥ উৎসর্গ ॥

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
স্বর্গীয়া হিরণ প্রভা দেবীর
চরণ কমলে নিবেদিত।

\- গ্রন্থকার।

"এই ভাষা অধিকাংশ আর্য্য সংস্কৃত ভাষা মূলীয় এবং স্থানীয় আদিম ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন রূপান্তরিত।"

ভূমিকা। কক্-বরক্-মা।
শ্রীরাধা মোহন দেববর্ম্মণ।

॥ সূচীপত্র ॥

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ইয়াং মাসিঙী তাংমাঁইয়া সামুং,

আইয়াং মাসিং মা খলাইনা সুপুং।

নুং বদা লগি ত তঙন সাদি।

অ জাদু, অ রাংচাক, নাইসিংদি - নাইসিংদি।

নাইসিংদি - গ্রন্থকার।

অর্থ ঃ এ জীবনে যে কাজগুলো শেষ করতে পারিনি আসছে জীবনে তা শেষ করতে হবে। বলো, তুমিও কি আমার সঙ্গে থাকবে ?
ওগো প্রিয়তম, সোনামণি- অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো।

-গ্রন্থকার।

।। আমার কথা ।।

কথা যখন আছে, অবশ্যই তার উৎসস্থলও থাকবে। পৃথিবীর সকল ভাষার ক্ষেত্রেই এ সূত্রটি সমভাবে প্রযোজ্য। কক-বরকের (ত্রিপুরী ভাষার) ক্ষেত্রেও তাই।

যেদিন থেকে কক-বরক শিখছি, সেদিন থেকেই মনের মধ্যে একটা কথা নাড়া দিচ্ছিল - বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী ইত্যাদি ইন্দো-এরিয়ান শাখা ভাষা সমূহের মধ্যে বহুযুগ থেকে লালিত-পালিত ত্রিপুরার সবুজ বনানীর কোলে একটা জনজাতির ভাষা চতুষ্পার্শের ভাষাগুলোর প্রভাব এড়িয়ে কি করে এতকাল পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য বহন করে অবিকৃত থেকে গেল ! অথচ একথাতো বলা যাবে না, কক-বরকভাষীদের আশ পাশের জাতি সমূহের সাথে কোন প্রকার সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না। বরঞ্চ বলা যায়, কিছু কিছু কৌম সমাজের আচার আচরণের কথা বাদ দিলে হিন্দু ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ত্রিপুর জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা ইত্যাদির মূলে এমন গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে যে - যা থেকে কোন কালেই এদের বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। ত্রিপুবার বাজন্যকুলের কুল দেবতা চতুর্দশ দেবতার পূজার মন্ত্রগুলোই সুপ্রাচীন কাল থেকে হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে জাতির নিবিড় যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করছে। তবে ত্রিপুরী ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে সৃষ্ট ব্যবধান তো আজকের মতো সর্বকালেই ভাষা বিজ্ঞানীদেব বিভ্রান্ত করেছে। কোন একটি কক-বরক শব্দ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী কিংবা অপর যে কোন ভাষা থেকেই আসুক না কেন, আত্মকরণের বিভিন্ন জটিল সূত্রেব মাধ্যমে ভাষায এসে নতুনরূপ পাওয়াব ফলে এর আদিরূপটি যে কি ছিল তা কোন ভাষাতাত্ত্বিকেব পক্ষেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এবং আজও হচ্ছে না।

এই গোলক ধাঁধাঁয় বিভ্রান্ত হয়েই ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে সুরু করে বহু বিদগ্ধ ভাষা বিজ্ঞানী কক-বরকের পিতৃত্ব-মাতৃত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কেউ বলছেন - ভোট বার্মীজ, কেউ বলছেন - ভোট চীনীয়। আবার কেউবা কক-বরক শব্দাবলীর গায়ে চৈনিক ভাষাতত্ত্বের ঢঙে বিভিন্ন ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক ধ্বনির (Phonetic Tone) সন্ধান পেয়েছেন। বহুকালের পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে উপেক্ষা করে যাঁরাই পূর্ব নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে এ জাতীয় গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন - তাঁরা যে বিভ্রান্ত হবেন - এতে আর বিচিত্রতা কি আছে !

আমি ভাষা বিজ্ঞনী নই। কিন্তু এটুকু জানি, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো

ভাষা বিজ্ঞানের দুরূহ সূত্রগুলোও অপৌরুষেয় নয়; এগুলোও মনুষ্যকৃত গবেষণালব্ধ বিজ্ঞান চেতনারই স্বার্থক ফলশ্রুতি। ঠিক এ বিশ্বাসটিকে সম্বল করেই গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবত অন্ধকারে হাতরেছি, অনেক চরাই - উৎরাই পেরিয়েছি। শেষ পর্যন্ত একদিন যখন সাফল্যের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছি - সেদিন হঠাৎই ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো একটি ঋষিবাক্যের মাধ্যমে পেয়ে গেলাম আমার বহুকালের সাধনার স্বীকৃতি। ঋষি বাক্যটি হলো, "এই ভাষা অধিকাংশ আর্য্য সংস্কৃত ভাষা মূলীয় এবং স্থানীয় আদিম ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন রূপান্তরিত।" (ভূমিকা, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা জীবন ও সমগ্র রচনা)। বলা বাহুল্য, এ রূপান্তরণটি কিভাবে সম্ভব হয়েছে, বর্ত্তমান পুস্তকের সেটিই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

বর্ত্তমান পুস্তকটিতে কক-বরকের পরিকাঠামো, শব্দাবলীর বুৎপত্তি ও গঠন প্রণালী, উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি বহু নতুন নতুন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কৃত, পালি, বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী ও চর্য্যাপদ ইত্যাদি থেকে যথাসম্ভব ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। অন্যান্য ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন করে, বিশেষ করে প্রতিবর্ণীকরণ সূত্রের মাধ্যমে শব্দটির উৎসস্থল নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি। প্রতিবর্ণীকরণের এই সূত্রগুলো সংস্কৃত, পালি, মাগধী পূর্বী প্রাকৃত, বাংলা, অসমীয়া, বর এবং কক-বরক প্রভৃতি ভাষা আলোচনা করেই স্থির করা হয়েছে। ফলে উল্লিখিত সূত্রগুলো ব্যাপক ভাবে না হলেও অল্প বিস্তর প্রত্যেকটি ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ধ্বনি পরিবর্ত্তনের এই সূত্রগুলোর মূল কথা হচ্ছে - প্রাতবর্ণীকরণ। প্রতিবর্ণীকরণ হচ্ছে একটি বা একাধিক বর্ণেরস্থলে অপর একটি বর্ণ বা একাধিক বর্ণের ব্যবহার।

কক-বরক আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে বর এবং রিয়াং ভাষার প্রসঙ্গ অপরিহার্যভাবে এসে গেছে। কেননা, পাণ্ডুলিপির মন্ত্র দৃষ্টে একথাই আমার বার বার মনে হয়েছে, কক-বরকের অনেকানেক শব্দের আদিরূপটি বর এবং রিয়াং ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই কক-বরক শব্দাবলীর বুৎপত্তিগত ক্রম বিকাশের আলোচনায় বর এবং রিয়াং ভাষার আলোচনাও আংশিকরূপে এসে গেছে।

কক-বরকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক নতুন নতুন উপসর্গ, প্রত্যয় ও অনুসর্গের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা'নাকি ইতিপূর্বে কোথাও আলোচিত হয়নি। নতুন বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে স্বভাবতঃই কোথাও কোথাও কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে। সহৃদয় পাঠক, গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের নিকট বিনম্র অনুরোধ রইল, পুস্তকের বিভিন্ন ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করতে সাহায্য করলে বাধিত হব।

এ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গক্রমে ভাষার (কক-বরকের) জনক ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা প্রণীত 'কক-বরকমা' নামক ত্রিপুরী ভাষার ব্যাকরণ পুস্তক এবং কক-বরক সাহিত্য সম্রাট সুপণ্ডিত দশরথ দেববর্মা (ভাষা শিক্ষায় আমার শিক্ষক এবং মৎ প্রণীত দুটি পুস্তকের সপ্রশংস ভূমিকা লিখকও বটে) প্রণীত 'কগ-বরক ছাঁরীঙ' নামীয় দুটি পুস্তকের উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে সমালোচনাও করা হয়েছে। এর দ্বারা উক্ত নমস্য পণ্ডিতদ্বয়ের পাণ্ডিত্যের প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে কোথাও বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত করা হয়নি। যা' কিছু বলেছি, শুধুমাত্র ভাষার স্বার্থেই বলেছি। কোথাও অনিচ্ছাকৃতভাবে সামান্যতম অমর্যাদা প্রকাশ পেয়ে থাকলে সর্বতোভাবে মার্জনা চাইছি।

পুস্তক রচনায় নতুন বিষয়কে ভিত্তি করে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়, আলোচনায় আমি সম্পূর্ণরূপে একাকী - নিঃসঙ্গ পথিক। তবে পুস্তক রচনার সূচনা কাল থেকেই বন্ধুবর সুপণ্ডিত শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন সাহার পরামর্শ বিভিন্ন ভাবে আমাকে প্রেবণা জুগিয়েছে। দু'একটি বাক্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে খুব সামান্যই হবে। বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত বিষয়ক বিভিন্ন জটিল প্রশ্নে ডঃ সীতানাথ দে, পি, এইচ. ডি, ডি. লিট, প্রফেসর এবং আমার স্ত্রী শিক্ষিকা শ্রীমতী খেলা গোস্বামীর সহায়তা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

ছাপার ব্যাপারে এবং প্রেস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্যের জন্য পরমাত্মীয় শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্য (বাবু) এবং ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীস্নেহময় রায় চৌধুরীর সুবিজ্ঞ পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি।

অবশেষে, যাঁর অসীম কৃপায় এই পুস্তকের রচনা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি, সেই সংগ্রমা (= সাংগ্রমা) দেবী বা জগজ্জননী আদ্যামার চরণে শতকোটি প্রণাম।

শান্তিময় চক্রবর্ত্তী
ইন্দ্র নগর, আগরতলা।
জানুয়ারী, ২০০৮ইং

॥ অক্ষর সংকেত ॥

প্রা.কব.= প্রাচীন কক-বরক।
কব.= কক-বরক।
প্রা. বর.= প্রাচীন বর।
আধু. বর= আধুনিক বর।
তুঃ= তুলনীয়।
পৈ. প্রা.= পৈশাচী প্রাকৃত।
শৌ.= শৌর সেনী।
প্রা. বাং= প্রাকৃত বাংলা।
অপ.= অপভ্রংশ।
প্রা.= প্রাচীন/প্রাকৃত।
বাং= বাংলা।
সং= সংস্কৃত।
পা.= পালি।
পা.লি.= পাণ্ডুলিপি।
প্রতি.= প্রতিবর্ণীকরণ।
অস.= অসমীয়া।
ধৌ.-জৌ= ধৌলি-জৌগড় অনুশাসন।
কৌ.= কৌনজ।
মাহা.= মাহারাষ্ট্রী।
ম. বাং.= মধ্যবাংলা।
ক্রি.= ক্রিয়া।
বি= বিশেষ্য।
বিণ.= বিশেষণ।
দে. বাং= দেশজ বাংলা।
উপ.= উপসর্গ।
বৈদে.= বৈদেশিক।
ফা.= ফারসী।

পুস্তকে যে সকল উদ্ধৃতির পাশে সংখ্যা রয়েছে, সংখ্যাটিকে পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের শ্লোক সূচক সংখ্যা কিংবা কোথাও চর্যাপদের সংখ্যা বুঝতে হবে। যেমন, দোনাই ১ (এক নম্বর শ্লোক)। চোন্তাই ৩৩ (তেত্রিশ নম্বর শ্লোক)।

॥ সংকেত চিহ্ন ॥

✓ ধাতুবাচক চিহ্ন।

\+ সংযোগ বাচক চিহ্ন।

' পদমধ্যস্থিত বা পদান্তিক চিহ্ন অ-এর লুপ্তস্বর জ্ঞাপক। এবং ও -এর অর্দ্ধস্বর জ্ঞাপক।

< উৎপত্তির বা বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন - যেমন ক< খ অর্থাৎ ক, খ থেকে আগত।

\> পরিণতির বা বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন - যেমন, ক > খ অর্থাৎ খ, ক থেকে আগত।

প্রথম অধ্যায়

।। সুর্চ্য পুজার খনাইমনি ।।

পূর্ব প্রসঙ্গ ঃ সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯৬৮ সনের কোন এক সময়ে সহ-শিক্ষা অধিকর্তার কক্ষে পাণ্ডুলিপিটি প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয়। আমাকে অনুবাদ কার্যের জন্য ডাকা হয়েছিল। যতটুকু শুনেছি, পাণ্ডুলিপিটির প্রাপ্তিস্থান আগরতলাস্থিত উজীর বাড়ী। কিন্তু অযত্নে রক্ষিত বলে বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলোকে একত্রিত করে সরকারী কর্তৃপক্ষ শ্লোকগুলোর ক্রমিক নম্বর যুক্ত করেন। কক-বরক না জানা ব্যক্তির দ্বারা যথেচ্ছভাবে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছে বলে স্বাভাবিক কারণেই শ্লোকগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি।

নামকরণ ঃ ত্রিপুবা সবকারের সংগ্রহশালায় বক্ষিত সম্ভবতঃ কক-বরক এবং বর ভাষাব একমাত্র প্রাচীনতম নিদর্শন চল্লিশটি শ্লোকে (সাধারণতঃ প্রতিটি শ্লোক আট লাইনে) লিখিত পাণ্ডুলিপিটির মলাটের পৃষ্ঠায় রয়েছে "সূর্য্য ফুজা খেলাইমনি" শীর্ষক নাম। উদ্ধৃত তিনটি শব্দের বানান লক্ষ্য করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, পরবর্ত্তীকালে কোন এক সময়ে এটি সংযোজিত হয়েছে। একারণে পাণ্ডুলিপির একত্রিশ নম্বর শ্লোকের অন্তর্গত "সুর্চ্য পুজার খনাইমনি" অংশটিই পাণ্ডুলিপির যথার্থ নামকরণ হওয়া উচিত বলে মনে করছি।

রাজমালায় চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

হিমালয় অন্তকরি চতুর্দ্দশ দেবা।
অগ্রেতে পূজিত সূর্য্য পাছে চন্দ্র সেবা ।।

রাজমালা, প্রথম লহর।

যদিও পাণ্ডুলিপিতে পূজিত দেবদেবীগণের মধ্যে সাংগ্রমা, সুবরাই রাজা, খারচি দেবতা, কামশ্রী নাকা ইত্যাদি দেবদেবীগণও রয়েছেন; তবু সূর্য্য যেহেতু এ বিশ্বচরাচরের সমস্ত শক্তির উৎস, তাই "সুর্চ্য পুজার খনাইমনি" নামটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

এখানে 'সুর্চ্য' শব্দটি 'সূর্য্য' শব্দের আত্মকরণের রূপ। 'পুজার' শব্দটিতে পদান্তে র-প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সমসাময়িক কালের চর্য্যাপদে তথা বাংলা ভাষায় র- প্রত্যয়যুক্ত পদের নিদর্শন রয়েছে (র-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় শব্দ 'খনাইমনি' (করা হল) সংস্কৃত 'কর্' শব্দ থেকে প্রতিবর্ণীকরণে ক> খ, র > ন, ল (৬নং সূত্র), 'আই' প্রত্যয়যোগে 'খনাই' এবং পালি ম-প্রত্যয় জাত 'মনি' (আধু. মানি) দ্বারা গঠিত। কাজেই এ নামটিতে সমসাময়িক কালের ভাষা ও সংস্কৃতির ইঙ্গিত রয়েছে। তাই এ নামটিই অপর নামটির চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

।। পাণ্ডুলিপির পাঠবিধি ।।

সরকারী সংগ্রহ শালায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মন্ত্রগুলো হুবহু তোলা হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপিতে যেখানে যেমন, যেভাবে রয়েছে পুস্তকেও তা হুবহু অবিকৃত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলা এবং অসমীয়া মিশ্রিত লিপিতে বিশেষ পদ্ধতিতে লিখিত বলে পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো পাঠের সময় বিশেষ কিছু কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। নতুবা সুখপাঠ্য কিংবা অর্থোদ্ধার সম্ভব হবে না।

১। পাণ্ডুলিপির প্রায় প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বিসর্গের ন্যায় দুটি বিন্দু (ঃ) রয়েছে। দুটি বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী এক একটি অংশ এক একটি খণ্ডিত মন্ত্রাংশ রূপে বুঝতে হবে। বিন্দু দুটির অর্থ তান্ত্রিক ব্যাখ্যানুযায়ী হবে। ১নং শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ৰ, ৰু, ৰু জাতীয় বর্ণকে 'র' রূপে উচ্চারণ করতে হবে। এগুলো অসমীয়া বর্ণমালার - র।

৩। যে সমস্ত স্থানে ড, ঢ রয়েছে, সেখানে ড এবং ঢ কে প্রাচীন বাংলার ন্যায় ড়, ঢ় উচ্চারণ করতে হবে।

৪। য-কে সর্বদা ইয় (ইঅ) সংস্কৃতের ন্যায় উচ্চারণ করতে হবে।

৫। শব্দের উপরিস্থিত বিন্দুকে (০) সংস্কৃতের ন্যায় অনুস্বার পড়তে হবে। যেমন, সা°গ্রমা= সাংগ্রমা। ন°থানি= নংথানি। পাণ্ডুলিপির দু'একটি স্থানে অবশ্য অধুনা বাংলায় ব্যবহৃত ং অনুস্বারের মতো অনুস্বার রয়েছে। এগুলো অনুলিখকের

লিখন প্রমাদ বলেই মনে হচ্ছে। অনুলিখনের বহু পূর্বে অর্থাৎ প্রায় চতুর্দ্দশ শতকের কাছাকাছি সময় থেকে বর্ত্তমানরূপে (ং) অনুস্বার লিখনের প্রথা চালু হয়েছিল।

৬। পদাদির ঙ এবং ঞ কে পালিভাষার মতো ন-রূপে উচ্চারণ করতে হবে। ৪০নং শ্লোকে ঙ্গ (মঁাতে) বর্ণটিও ন-রূপে উচ্চারিত হবে। যেমন, ঙজিনি২৭ = নজিনি (নিজের)।

৭। পাণ্ডুলিপিতে 'ছ' এবং 'দ'-কে প্রায় একই আকৃতিতে লিখা হয়েছে। পাঠক নিজ পাণ্ডিত্যের আলোকে টীকার সাহায্যে কোথায় 'ছ' এবং কোথায় 'দ' হবে বুঝে নেবেন।

৮। মন্ত্রে বিভিন্ন শ্লোক কিংবা শ্লোকের বাক্যাংশ কোথাও দুবার বলা হয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথমটি দেখে দ্বিতীয়টি কিংবা কোথাও দ্বিতীয়টি দেখে প্রথমটি পাঠ করলে অর্থোদ্ধারে সহায়ক হবে।

৯। পাণ্ডুলিপির বিভিন্নস্থানে বর্ণের উর্দ্ধে এবং আ-কার কিংবা ঔ-কারের উপরের অংশ আধুনিক লিখন পদ্ধতির বিচারে অবাঞ্ছিতভাবে বর্দ্ধিত করা হয়েছে; যা'নাকি অধুনা কক-বরক এবং বর ভাষায় ব্যবহৃত খাকসার (ী) অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে এগুলো তৎকালীন লেখার ধরণ বা ষ্টাইলরূপে ধরে নিতে হবে। আধুনিক খাকসার (ী) সহিত এর কোন যোগাযোগ নেই।

১০। পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে প্রতিটি উদ্ধৃতির পাশের সংখ্যা শ্লোকের ক্রমিক সংখ্যা বুঝতে হবে।

অস্পষ্ট হস্তাক্ষর, শব্দের দুর্বোধ্যতা, শ্লোকগুলোর ধারাবাহিকতার অভাব এবং সর্বোপরি লেখকের অক্ষমতার জন্য প্রতিটি শ্লোকের হুবহু অনুবাদ দেওয়া গেল না। সম্ভব স্থলে ছোট ছোট বাক্যাংশের হুবহু অর্থ, মর্মার্থ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হল। এস্থলে লেখকের অক্ষমতার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

।। পাণ্ডুলিপিতে যে যে পরিবর্ত্তন করা হলো ।।

সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত 'সূর্য্য ফুজা খেলাইমানি' (মৎ প্রদত্ত নাম 'সুর্চ্য পুজার খনাইমনি') নামীয় পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষণের পূর্বে ভাষা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত শ্লোকগুলোর ক্রমিক নম্বরের মধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। জরাজীর্ণ ও শতছিন্ন পাণ্ডুলিপিটির অভ্যন্তরস্থিত কিছু পৃষ্ঠাও সম্ভবতঃ হারিয়ে গেছে। প্রাপ্ত পৃষ্ঠাগুলোতে লিখিত মন্ত্রের শ্লোকগুলোর পূর্বাপর লক্ষ্য করে বর্ত্তমানস্থলে শুধুমাত্র ক্রমিক নম্বরের ক্ষেত্রেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে কখনো শ্লোকগুলোর স্থান পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ পুস্তকে প্রদত্ত পরিবর্ত্তনের নিয়মগুলো অনুসরণ করে অগ্রসর হলে সহজেই অর্থোদ্ধারে সক্ষম হবেন বলে মনে করছি। অপরাপর ক্ষেত্রে মূল পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর সহ বিরাম চিহ্ন, যতি , মাত্রা সমস্ত কিছুই মূল পাণ্ডুলিপির মতো যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোথাও সামান্যতম ভুল-ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যে সমস্ত শ্লোকগুলোর স্থান পরিবর্ত্তন করা হয়েছে - সেগুলো কোথায় ছিল এবং কোন শ্লোকের উপরে বা নীচে এনে স্থাপন করা হয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ মিউজিয়ামে প্রদত্ত ক্রমিক নম্বরগুলো পরপর সাজিয়ে অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন। তাই প্রতিটি শ্লোকের পাশে বন্ধনীর ভিতর ইংরেজীতে মিউজিয়ামের ক্রমিক নম্বর দেওয়া হলো। যেমন, 15, 39 ইত্যাদি।

প্রতিটি শ্লোকের উপরে 'শ্লোক নং' সহ ক্রমিক সংখ্যাটি লেখকের প্রদত্ত বুঝতে হবে।

শ্লোক নং - ১

ব দোনাইঃ। থামাসা'গ্রোমাঃ। মানী খিশাই ২ঃ। ফানী খির্শ্বাই ২ঃ
মগমতক্ষ শেদো 1B

সংঃ ফাংমতক্ষ শেদোগ্রংঃ। মন্ধাংচু সুগ্রংঃ। কবুসুগ্রংঃ জ্যাতি দোগ্রংঃ।
মহাতি শেদোগ্রংঃ বর্শ্চি শোগ্রংঃ থানী শেদোগ্রংঃ। তাওমা শেদক্ষ শংগ্রংঃ।
তাওচলাং কদ্দৈঃ। ক্ষুম কচাগঃ বাকৈঃ। ক্ষুম কচুম বাকৈঃ। মানি উচুগ নাইঃ

ফানি চান্দাই বাইঃ। মাকতা দ্রোচি বাইঃ। কাকতা দ্রোচি বাইঃ। তাই নঃ
মনানীঃ। হার্থি নঃমনানীঃ। সাং গ্রোনমনানিঃ ওথনাও ১ 1A
শ্রীঃ// নমনানীঃ। তনাও মাওখিঃ। তনাও ফাগুকাঃ। চাসুরুথাং না
ইঃ। শুগাকৈ কাকানঃ। দুগাকৈ কাকানঃ ইথাফাং ওঁ নাঙ্ক্ষা পূর্ব্বনাঃ।

শ্লোকসং – ২

৭ খুন্দ তৌঙ নাংক্ষাঃ। অুনক্ষযনাঃ। জাইনি ক্ষুম খদওঃ হার্য়িনি
ক্ষুম খদওঃ। ইতি ॥ ওানছকানি বছাঃ। লাম ।২
ছকাই নি বছাঃ। বুগছামা ইকেযাস্রঃ বুর্ছা তৈকেযা
স্রঃ। জই নমনানীঃ। হার্থি নমনানীঃ। সাংগ্রোনমনানীঃ। শ্রী।

শ্রীঃ॰) ওযনাও নমনানীঃ। মযাং যাওযানৈঃ। কতোও ক্ষুমা যানৈঃ।
তৈযান্দাই লংস্রঃ। তৈকর্থা কলংস্রঃ ইতি- -।২

শ্লোক নং - ৬

দী নমো আব্রহ্মভুবনালোকা দেবর্ষিঃ পিতৃমানবা তৃপ্যন্তু পিতর সর্ব্বে পিতৃ
পিতামহাদয়ঃ॥ আব্রহ্মস্তু
স্তুপর্য্যন্তং সাবিতঃ আগতাদয়ঃ
তৃপ্যন্তু সতের সর্ব্বামাতৃমা
তামহাদয়ঃ॥ অতীত কুল কো
টিমাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং ম
দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবন এ যং
যে বান্ধবা বান্ধবা বা যে অন্য ==
ন্মনি বান্ধবা তে সর্ব্বে তৃপ্তি যথা ও

ওঁ দেবাস্মাত্তো কাশ্যপঃ ॥ন++ নমস্তেস্তু মাচনাম যে স্মৃতা তেষাম পা১।
মনাঘে তর্প্পয়িনিং মহা ॥১॥ যে চাস্মাকং কুলেজাতং পুত্রা গোত্র
নাস্তিতা * জলিবারি মদ্দাদত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়িতদকং ॥ জবাকুসু
ম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং পাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং।
ও

শ্লোক নং - ৫

কতং*ই কাচমানি বাকাই কতৈ বাইচমানি ২'- ॥ গুইঁ ॥
ইতি মাথইকমানি সমাপ্ত ॥০॥ যজাদৃষ্টং তথাদি লেখং লেকো
কো নাস্তি দোষকঃ ॥ খুটীবস্তু মাণিনে থুকেশ্ব ২ শ্রীস্বস্তব
ল্লভ দেব শর্ম্মনঃ সাক্ষেরক্ষোতি ॥ শ্রী দুর্গা প্রশাদ নারায়ণ ত্রিপুরসু
প্রসুকামিদং ॥ ইতি সেষ্টং ১৬২১ ॥ তাং ০০০ ২৮॥ ভাদ্র ॥ ৪ঠ ॥

বাড বাঙ্গা।   ৪। সিবৈক নাই বাকচুআ থৈফাং কাজানি বার্তা ঃ।
চুবৈক নাইবাকবথৈতে কাজা   নিবার্তা ঃ ওআনৈ কমাই-
বাঃ আমাআগ্গানি বাটাঃ   সিকৈ সকথানিঃ সকসক
থানিঃ থানি বেংথানি   বককাও স্থানাসিমৈঃ-   5

শ্লোক নং - ৬

সাংঙক মানং চুঙফানাং   কাঙফানা নদা মহেন্দ্রমানিক্য
নাই চুথাবাচুথা ঙনম   নৈ জাওথাঙনমনৈ ওমাং
ওনি ২৭বেঙ বাথা থা   ওমাই ফানাওসা ২৭মৈকং   ৬
ঙ সিদ্ধি থাঙনা তঙ দো   গোশাকিং ।। ওথাকাই

শ্লোক নং - ৭

হৌঙ্গমাং ননশাশেথ নন চেথা চাথাক জকাকদি
খীচ্য/ নৃ থান জকাকদি মাই কতৈ শকেগাক বাংগ্রংতে ⌊7
খরুগাকা ওথাতং কাই ছানাই কাড়িং এককারুগা
বাছেক কাইদামাই চিবদান কারুগা এগফানি বাঙ্গাই

বা মবানি অনাইবাই মকানি থাথাই বাই খকমন ২ খবৈ
বাওইদি দমেন ২ দমে এ চাওইদি কার্দ্রি হীগনাই ⌊7
নাচু হীংনাই বককং ছুন বককং বাই কান বথা
ছাওগেনেন মদা মহেন্দ্র মানিক্য চুগী থানি আমা

শ্লোক নং - ৮

তার্মিনি বাছেংবাই সংগনাদি ফানাই নংগ তাত্তফমাই।সিকাম
মক্কাথা ওথানজৌমনু থা চপকাং মগননাই — ।৪
চংও পাকান পাঠানাই থাথাও থানং নাইনাই কাঁও
থা খুল্লগনাইনাই ছেুও থানি পেংগ মাত্তন ভুল পেংগ তরু

বাং নাইথা ছামগ্র। থবিবং হনৈঃ নাওবাং নাওথা শত্ত্রন
থবিথং হনৈ বানোনাই ঝদি তেঁথুগ দাহংং থাঃ থাঃ ।৪
বথানাক্সদি মাকাগছা থং থক্সথা মতমনাইদি
নাক্স ছুং দাক্সথা মকন ছুগনা মতমফাম গনাং ফুনা

শ্লোক নং - ৩

নদা মহেন্দ্রমানিক্য নাকে থৌচাকি চকা থৈখবু
ঙ্ক নসৗ থাচাকি চকা থাথু নুগনৗ নভাও নুসৗ ৭
সবাও সুনৗ জাংই ন খু নুমুই হার্তিন খুলুমনৗ
সাংকনঃ খুলুমনৗ ওয়ানাওন খুলুমনৗ নদা মহেন্দ্র

মানিক্য নাকৗ চোফিবিননৗ কাওকিবিননৗ অকমাকি বিথং হামাকি
বিথঃ কেকেঙ্ক ককৈথং হসৗ কঠাক ককৈ থং হসনৗ কেকেঙ্ক ৭
অনাই কঠাক অগনাংই খুকথ হংনৈ আকি হৈং
ভানৗ নাথং হনৈ কাচাই নাথং হনৈ কাথাইনি বাচেঙ বাই।

শ্লোক নং - ১০

বুদ্ধি থা আচাযাইথা বুদ্ধি আচাই জওথং হনৈ থাক্ষি আচাইথা
থাকি আচাই জওথং হনৈ শানথাম ফাইজওথং হনৈ ॥০
হক থাহাম ফাই জওথং হ নৈ মনৈঃ দান থাংথং হনৈ হ
কেনেগপ্পা হক থাংথং হনৈ মাজনা দোগচি মাজনা জার্পি
মাজনা কৌথক মাজনা কাহাম মাজানি দোগচি মাজানি

জার্পি মতৈজোনিংওবী মাজানি কাহাম আচাই জওথং হনৈ মাক
বাং বাডাও থংহনৈ সুকবাং বাজওথং হনৈ তিনি ফুংবা
হনি তিনি দান বাহনি আংংবা দোগচি মান্ত্র দোগ ॥০
চি দোগচিনি থাহাম মান্ত্রনি থাহাম দাওকাই বাং
চিং আগুরু থকাই চিং মাওচুনু মাওনা থাচুনু থুনা

শ্লোক নং- ১১

ওঁ মাথৈ কমানি-নৈ   দোনাই আম্মা আঙকম্মা আফাতে যানাও কাজা
হীঃ তৈসেনাংথক ঃ নাংকন ঃ   * নাই নাংনাই ঃ নাংপ্রিকি ঃ
নাংচিঃ নাগুইমাঃ তৈম   কৈ নাথকঃ কামশ্রীঃ নাকাঃ ।।
হাওকংপকং নাওচুনাক   কাফাং থাম্মাঃ সিনি হাদানি

* নোঙদঃ হাদঙ চনৈনি   বাথুঙ চনৈনি চনৈমগুনাং থাফাং কৈসংনাং
হাবুঙ ববাগকা তৈবুবাগ   কা নথতাই ববাগকা বাস্থা ।।
ববাগকা কাচ্ছিং কুকৈবা   থুচ্ছিং কুকৈবা থাকিকি মৈছো
হাও থাংসৈ কুসৈছোও তাও থাংসং হনৈ থামচুওকাং যদুওবা

শ্লোক নং - ১২

নাথু খুলুমই থাবুচফা ঃ তৈবুনংবা তমানি থাচেঅং বাংখংযা আছু+ ++
ই নাফানাওই থামোকাঅংনি সিন্ধু ওং তোখো° তোদো গোমাণি
- ।। ইং ।।০।।

শ্লোক নং - ১৩

মুচুবাঃ খাকামি লাখো থঅংই ঃ জ্বিমে মখো থঅংখ ঃ বুদ্ধি খাচাইযা
ঃ বুদ্ধি খাচাই থাখুঅংনৈ ঃ খা ।খ আচাইযাঃ খাকি আচাই থুঅং
ইঃ শানকাম ফাই থাড়ু খুঅংনৈঃ ২ককাম ফাই থাখুঅংনৈ ঃ ৪
মনৈ শানাই খুঅং ২নংকে নই ছানাওকাই খুঅং সাজনা দো ।।৩
গাঁচিঃ সাজনা তাকানি ঃ মাথানি কোথকং শাতানি কামঃ ছাওনাই

বাংখিং ছাকবা' বামতাং থুঙই: শুকতা' বাম থুঙই: তিনি ফুংবানিনিং
২স্রীঃ। তিনি শানবানি: থাংবা দোগাচি: মান্ত্রি দোগাছি দোচিনি
কাহাম: মান্ত্রি কাহাম: ছা তাকাই বাংখিং: থাপুক থকাইখিং
ঃ শাখু নুঙ শাওম থুও ঙ থুনাং: নদা মহেন্দ্র মানিক্য:
তাইন থুলুমই: হাতিন থুলুমই: শাংকন থুলুমমা**(ফমা) |13

শ্লোক নং-১৪

আকোন আচাইথা ২কোন থকাইথা :। এক কক্‌তাংউক্ত |14 থাঃ।।

ওঁ আশির্ব্বাদ ।। দৈাওমাই আওমা মাংগকমা: হুর্তিকং পকং নাওচু
নাও*+: জাফাইথা নিনি ২নাই নিনি মোধমাই: হায়ুং চন
ইঃ বায়ুং চন ২নৈ চন ই মুগমা' : যাফা' কঙনা': হাবুং
বুবাগকঃ তৈবুববাগকা : মৌথন্তাই বভাগকা: বাসুযা |14
বুবাগকা .... বা থুচিং কবৈকবা: থাসুচুবা: কুকথু

শ্লোক নং - ১৫

বৈরঙ্গ ও আথকানি মাইকাং: মৈথুনি খানগী: খুরুঙ্গ মাই
খনাইঙ্গ: ছুমছোখ জও খনাইঙ্গ: খ ||৬
+ খং*ৗখ: বাদু* +ৗখ: কাজানি ছোগনাই: কাজানি
ছুগনাই চামন চাখ: ++ মন মোংমন: বামন বামন:

চামন চামন: বকতৈখং লেম: বকতৈব মেমন: কাজানি ছিগনা
ই: কাজানি ছুগনাই: খাইচোগ তেনাংঙ্গ: খা ||৬
+ ই জনাত্তে নাংঙ্গ: চুমেনা২দি: খাওঙ্গনাইদি: কবে

শ্লোক নং - ১৬

নকবেঃ চমই মাথাঃ খাওনা নাইথাঁ ৪ থংটেং তংথানিঃ
* * বাকে তংথানিঃ আবোনু নথাঃ আবোমি নথাঃ ৪ |15
আমাই আমাঃ কনাক কানা কাহাঃ কথাক কথ্যাক দাঃ
তোমে রেকাই থনাই থোঃ তোমে রেকাই কাইথোঃ থাথ কুফাক্রাঃ

ওঁ

চাকওফানাঃ থাংখাঃ তাকছান্দি থানে থগঃ কচনে থাওানঃ
খানক ওঁ আনঃ আনিদ্রা বাঃ আনি মাংবা ৪ দ্বা |15
ওনাদিঃ বাবই কাজা বাই বাবই মে ওথাবাই চা
মাবু চানা ৪। তৈবু নানা হামে কংগে শিমসোকাদি ৪।

শ্লোক নং - ১৭

মায়ঃ তৈবুনংঅঃ আবুচাথানিঃ তৈবুনংথানিঃ থাচা
ইমাকাসিনাঃ। থকা ইমাহিনাঃ ফাথা
কিকিঙ্কুগাঃ তংনাও আচুকঃ তনাও সেং ২ |17
থকঃ তনাও কুকুংঅঃ তনাও ওআন ওনা

ওখানখান: কাজানি ছান: মথমা খমাইগ্রই: ভাজানি
ছান: পূন্দোআ থমা ইগ্রই: খুলু মৈারি ছান: ॥17
জওজামা খামাই-গ্রই: বুকছাচাঙ্গে আই থমা
ইগ্রই: তৈকেবেংগ্রই কাগ্রই: তৈকচৌং কাগ্রই: তৈখাংনন্দাই

শ্লোক নং - ১৮

মথমা
নাই।খিনাই কাজা: নাই।খিনাই বতক: নাই।খিনাই কথাম: নখা
আমুকমা ও নংছা আমুকদাং : নাইখিন বান্দাই : ১
ছান্দোন মথমা: ওআ ওন পূন্দোআ: ॥18
নাংগ্রন জওজমা: চিনি বেংখা: চিনি বককাওইযা:

শ্লোক নং - ১৯

ওঁ নমঃ নুথুনি তাকাব্রিঃ সোড়ুনি তার্পিঃ নৌখানিড়ুং গীকড়ুং গ্রীকঃ
ড়ংগীকঃ জাঁফাংথ নাংখাঃ চবকাঃ বদৌ অনাংখাঃ খুম্রফনাঃ দাং
খৌং আচনানিঃ ওআনাও আর্চৈ - নানি জাই খাই আচৌ ॥৭
নানি হার্ত্তি আচোনানিঃ নখুং কথাক থনাই আনঃ কুং
কথাক থনাই আনঃ দাগনাই মিআনিঃ থকাং পুর্ব্বানিঃ

সার্থকি তাবাদিঃ দানাই মিআনিঃ থকাং পুর্ব্বানিঃ খুঁনৌছি
খৌঃ অহানাবাকৈ দাওঃ ইতি মানেইংফাং জাঁফাংথঃ বা ॥৭
জানানিঃ ফাংকনাই বা ঃ ফাংচনাংদিঃ চৌআকনা
ই বাঃ চৌআবনাংদিঃ কচৌক কনাইবাঃ কআব নাংদিঃ।

শ্লোক নং – ২০

ওঁ নমঃ আখাংআ মাংখাই বকাঃ বাদা আ নাংখা খুমফলাঃ বেবেং নগ খান্দাইঃ
কাদাঙ্গ বাসুআঃ আং আনাওযা থাকিছাঃ বুহা মাই রুআ * ।২০
ইঃ বুদাইতে রুআইঃ চেংমাই কথাক খনাই আনঃ অর্থ
ঠাই কথাক খনাই আনঃ নগ খান্দাই ওয়াঃ নগ কথাক খনাইআ

খকাংতাবাদিঃ জাম্বিকি তাবাকদিঃ খকাং বাক খালাই জাপি শ্রীং
কিবাক খালাইঃ মনকিকি নাঃ কোন কিস্কিনাঃ স্নাইমা ।২০
সিমেঃ স্নাইনাঙ্গ চেঃ দোওঃ নখুং কথাক খনাইমানিঃ ১ঃ

শ্লোক নং - ২১

৭

আমাঞ্চিং থিমা নংবকৌনিঃ আংবাকৌনিঃ নংদকানি বছাঃ
আংদকনি বছৗঃ ঙমানি - থানি ৪ ঙফানি থানিঃ হা
কৌফাথানিঃ মিনাংফাথানিঃ খেকৌআই ফাঃ থানিঃ ।২।

দাঙ্গৌ আচৌগনানিঃ উআনাও আচৌগনানিঃ তাই আচৌ
গনানিঃ হার্ত্তি আচৌগনানিঃ দানাই মিআনি থকাং পু(১)
র্খানিঃ স্নানাং সিমেঃ স্নানা সামেঃ দৌওঃ আথাংহাইঃ
কথাক থনাই মিনি ঃঃঃ ।। ।২।

শ্লোক নং- ২২

১৩) নংবথা কানিঃ আথব. আকানিঃ মানম কাইহা ফানফা কাইহাঃ
কংতৈঙ তৈকুনঃ কুংতৈঙ হামুনঃ কুতৈঙ মগসুনঃ- ১
আচুকঃ নংখুনুদি আংখুনুমনাঃ আনি কাওনঃ আংনি |22B

নামুন নংতমাদেঃ নংআচো মাকাসি নঃ বাচামাকাসি ন নংখু
নুম খানাইঃ বথাই আং তথা অনঃ আং আগও ন খুনুম
নাঃ বুহামাই কআনঃ বুহা তৈকআনঃ থকাং তাবাদিঃ
জাগাকি তাবাদিঃ থকাং বাক থানাই জাগাকি বাথানাইঃ |22A

শ্লোক নং - ২৬

ওঁ নমঃ আমাদাগোমাঃ নংবকৌনিঃ আংবকৌনিঃ নংদকনি বহাঃ থাং
দকানি বহাঃ ভুমানি থানিঃ ভুফানি থানি হাকৌফা ২৪
থানিঃ মিনাংফাথাংনিঃ থেকৌথাইফা থানিঃ নংবকআকনিঃ

জাত্তেনকর্গ নাইঃ দকাং কাম্দ নাইঃ মন কিকিনা কোংন কিকিনাঃ ২৪
দাগনাই মিথানিঃ থকাং পুর্খানিঃ থানামিংমংনিঃ থানা
অমৈঃ দৌও ঃ ১ ঃ জাগওন্নী থুনুমানি ঃ ঃ ||

শ্লোক নং- ২৪

আং আচৌমাকসিক্সঃ বাচামাকাসিক্স আচাইমাকাদিক্সঃ থকমাসিক্সঃ
চামাকাদিক্সঃ নংমাদিক্সঃ আং খুনুমনাঃ নংওনাদৈঃ আংবখা ২৫
ইত আহনঃ খুকাং তবাদিঃ ই আম্নিকি তবাকাদিঃ খ
কাং বাক খানাইঃ ই আম্নিকি বাকখানাইঃ ই আও নকন খানাইঃ

আংব আকানিঃ মানমাকাই ছাঃ ফানফা কাইছাঃ কুংমেং টেকুনঃ কু
মেং জাগসুনঃ কুংরেং মগ সুনা আংচুকঃ নংখুনাদিঃ - ১ ২৫
খুমদোকনঃ খুমদোই আগ কমৈঃ খুর্ম দোফুনগনাঃ
মখাঁ মাওআনঃ আচৌমাকাদিক্সঃ বাচামাকাদিক্সঃ নংখুনাংদি।

শ্লোক নং - ২৫

ওঁ আমাবাংশেংথোমা: ঙৈশেখুনি ঐানিদিও আখকনি মাইকাঙ: ইকমাই খনাই:
থংখুক হায় দৌতাও খনা লৈ: থংখুক কাইথ ঙৈ —
কুলৈ: কোংঙৈং মগখুলৈ: কুনেচংং জাগখুলৈ: হানটা 25A
জাগেকলৈ: ধনটা জাগকমৈ: আছক নং খুমদি: আচৌমাক

দিলৈ: বাজামাকদিলৈ: নখুনুমদি: আং খুনুমনা: আচৌমাক
দিলৈ: বাজামাকদিলৈ: চামাকাদিলৈ: নমাকামিলৈ: ১
আংখুনুনা আনি কাও লৈ: আনি নামলৈ নং 26B
তনাদে: আংবখাই তআন খকাং জবাদি: জামিকি

শ্লোক নং - ২৬

জাবাকিদি: দাগনাই মিখানি: খকাং পূৰ্বানি: শ্ৰীনাসিঙৈম:
মানামমৈ দৌ: মখাঁমা ওবালৈ: ধনটাচা খ্ৰী॥
কাকমনি: ॥১॥ 26A

দকা° কাদনাই: মন কিঙ্কিনা: কো°ন কিকিনা ছাগ্নাই মিথানি: থ
কা° পুর্বানি: স্নানাসিমৈ: স্নানাআমৈ দো: ॥১॥ খু ২
ম্ন ফনাকাকুমানি: ॥২॥ মখাঁ° মাওমানি: ॥১॥ শ্রীকৃষ্ণ

|25B

শ্লোক নং - .২৭

ওঁ নমঃ আফাকুমাড়ানি কাজা: ন° ফাইদি: ন° দকুতৈ: আ°
দকুতৈ: ন°ব আকানি: আ°ব আকানি: গুমানি
মানি: গুফানি .থানি: নম: তমাওইভু°: ন°ফাপকু মাইভু° খ্রী, |27B

ন°ত নাওইভু°নি দাথা°ন: ন°পকু মাইভু°নি দাথন: ফাথাকিদা: ন°
খুনুমাদি: আ° খুনুমনা: আনি কাওন°: আনি না
মৈ: ন°তমাদৈ ন° অনিম° চ্চিন°: আনি ছাগসীন°: ন° |27A

শ্লোক নং– ২৮

খুনুমনাই : বথাই আংতআইনঃ আং কংথং জাগমুংন্যঃ
কুংথেং তেকুন্যঃ কুংথে থং মগমুন্যঃ বুহা মাই 28B
কআন্যঃ থাআ তৈক আন্যঃ আইচা থানগনই বাই ।২

আং খুনুমনা : নংহাআম কমাঃ নংহা অমুকশাঃ দআন্যঃ নুখুংক
* T° নাঙ্মা কাংকচাংনা হাঁ বুকচাংনাঃ তৈবুকচাংনা
পুজাকচাংনা আনি থকাংনাই : আনি জাপী কিনাই : 28A

শ্লোক নং — ২৯

তনাও হাচুক্ঃ। তনাও নচুক্ঃ।

আমাসাংত্তোংমা: যাঁ হাম্ং সিথাবাহাম্ং দাথান: নগম্ংসি আবান: নগাম
সাথাবান: তিনাও হাচুক্ ওনাও নচুক্ বাকৈনি যান্টৌ

ও * মনে থায: নথুংনি ঋিনাও কান্দন থায: [29A]
পুনগ ঘুন্দু আকান্স নথাখু তাও নগ তাওজনা জাথাচি

কাপথায: যাপেংখং মংথনা কোংকান্স থায: চাগনাই কেকৈ
নগনাই ককৈ: বিহিগামা কক: বছাইত্ত আকক:
নাইকনাওথন: বনকনন ওনায: ইঁকহাকথ: [30B]
দানাংকথ: চমান্স ফাইয: কমাইতথ: চৌপা

শ্লোক নং- ৬০

কাগঙ্গ ননঃ চোপক্রামথনঃ কাচাকি মন যাঃ মৌগীনি মনযাঃ
মিকাংম মথাঃ ওযাজই মনযাঃ মুবৈ চাক্লদিঃ— — 30A
চাবৈ চাক্লদিঃ চাথাক্ল তাকাৰ্কাদিঃ নংথাক্লও কো
কদিঃ নংন অপেথাঃ নংন দানেথাঃ ই আওন তাকাদিঃ

যংক্লনাই থাঃ সুফাক্লনাইথাঃ জাফাংকনাইথা দথিনঃ
বাদাগ কনাই থাড়ওৱঃ দকজওনিন নুথাঃ দকফাং
আচাইথাঃ নাকেংহংনিআ নিঃনাকানি আনিঃ দকজও 31.A
নিতাক্লৰথাঃ দেমাযুনুদিঃ জমাযুনুদিঃ থকা জীবাকাদিঃ

শ্লোক নং— ৬১

চুকাং তাহিমদিঃ থকাং জাবাদিঃ জাপিকিজাবাদিঃ থকাংথা
থমাইঃ জাপিকি বারুথা মাইঃ মন কিকিনাঃ কোংন
কিকিনা ছাগমাই মিহা নিঃ থকাং পূর্ব্বানিঃ থানা 31B
ছিমেঃ স্থানাসমেদোঃ ।।১ঃ।৪।। কুনবেংমানিঃ ।। থা

থকাং জাবাকাদিঃ জাআমিকি জাবাদিঃ থকাং বারু থামাইঃ ২য়/১৬
জাপিকিবারু থামাইঃ ম ন কিকিনা কোংন কিকি ৮
নাঃ ছাগমাই মিথানিঃ থকাং পুর্ব্বানিঃ স্থানাছি 29B
মেঃ স্থানাসমেদো ।।৩।। সুর্চ্য. পুজাক থমাইমানিঃ।।১।।

শ্লোক নং— ৩২

ওঁ সমজস ফাইখা: নড়ং পুঅতমন: তমাও সেংখক: আও খাচুক: নং
আচাই মন: সুবকাই কাজা আরু চায়ুক: তৈবু নং ফুক: কাংমাতে
থাকক: কুমাতে থাকক: দাংখো নথুলং মযুক: ওঝাওন খুং 33B
নুংখুক: ওখুক: নং আচাংনবা: নং খুচাংবা: খেমুচুকনাআনি:—

থামুচুকনাআনি: নংআচাংবা: নংখচাংবা: নংন কিছাদকবাংগ বাইং
থাক্লা তবথা: বুস্নেতবথা দোও নাংথকবাই: ফনাংখা: নং 32A
দাখিন কুমাকিচগ: আও নন ইগ দখিন কুমাকিচগ: অন
তা মানেঙ্গ ফাংন: অন: নাইদেঙ্কাই: তনাও আচুক: তনা

শ্লোক নং- ৩৩

ওনবুরু: তৈবু বাথনাংতৈ বু চোন্তাই: মৈসা চিচিরিঅং: চিনাগ্ন: কেথৈ
ন থাকাদা: ইমরুগন থাথ: থারুগন থাথ: ব থাল খুজৈ
না: বফগমুগচরা থাচুবৈ কনাংথা: তৈ নংন থাথা তৈন.
ঐ ফাইথা: কনফংঅংনু নাইথা: বুকিফা° থঅাংকৈ তওথা: তা* 32B

তাই তনফাইথা: তৈন তনফাইথা: তৈবেং বক্ল: তৈকথোঙ্গ বক্ল:
তৈফান্দাই বক্ল: নন্দা থাম কফা: নংদা থামকমা: সাতা 34A
গও বক্ল: সাজনাতবক্ল: পুনদুথাতবক্ল: তাওজালা
তবক্ল: সমজম বক্ল: নংন দোথাক্ল: থাড়ু° কচাংনা: নগড়ু° কচাংনা:

শ্লোক নং- ৩৪

হাবুক চাংনাঃ তৈকাকচাং নাংড় বাকচানাঃ আনি থকাংনাইঃ আনি
জাম্রি নাক্লঃ অবুব আইগ নাগঃ দানব থাঙ্গনাগঃ—
আনি থকাংনাইঃ আনি জাগি কিনাই থকাং জাবাকুদোঃ 34 B
জাপ্রি কিজা বাচাদাঃ থকাং বাকুথানাইঃ জাপ্রি কিবাকুথা

নাইঃ মন কিকিনাঃ কৌন রিবিনাঃ হাগনাই খিআনি থকাং
প্রার্থানিঃ থানাসিমৈঃ থানাবাকে দোঃ ৪ঃ ইতিঃ শ্রী
১ঃ থাকাচি পুড়াকঃ তৈচিং কেমানিঃঃঃ হাংগং চকাবিঃ ৮
কেবেগআকাআঃঃ 33 A

শ্লোক নং - ৩৫

কপ্র লোথা: থাথাকপ্রনোথা: জই মাসথা আনি: হাতিমাসথা আনৈ:
খাওঃথা: থাক্কথা ও চিনি দাগ নাইপাই গ্বনাগ্ব: চিনি সিং২ 35A
নাই পাই গ্নাগ: চিনি মাংনাহ পাই গ্বনাগ্ব: মথাঁ বাইতেদি:
বাখেও বথা: বাক্লুবথা: ও চংসনগ অতাঙ্কসি: চল তস শ্রুচুনাই:

চকাফাং থুনাই: থাই চিলিগ থাংফাই বমাই নাই হানি: বফ্যং
ফাঁআনি: দানক দানদানি: অকব অকদানি: অকজাংক্ল তং 35B
ফাইদি তেই তসফাদি: কাঁচ লকৈ জাংক্ল জাসফাই থা:
তেই তসফাইথা: কোবং সৌ থাঙ্নাই: কদোংগ বাম্লুআ:

শ্লোক নং-৩৩

গ্রেতথ: ফাদি মানি ও   জোনকাও: ফানি থোঙ্গাই কাও:
মাকবাগ্লাচি কাও খাকবা   *চি কাও: তেনি খাংও মত° তে
নাগ্লা মানি খুমত° তেনাগ্লা   চৌনাও তেনাগ্লা ছিলাও তে
নাগ্লা খামুং° মর্ম নংগ্লা: খামাদমানংগ্লা: সুবকাই কাজা   36A

থাঁথা: নুগ্লা হসমফুং: মড়ি° বকাই: খেথা: কাজা কাইদ্বাও নও দিথে:
বথাই গ্রকাইবা আমন: বথাগ্রে   কাই বাচান: কিদিব কাগনা°
বাগ্র: চিহাগ্লথা: তেনি খাওমজ্জ কুলথা: মানি খুম মত° বাকথা:
চৌনাও কথা ছিনাওকথা: মাজ নকথা: সাভানাকথা: থাইবু   36B

শ্লোক নং - ৩৭

তথ: কবেন কবে: থাদি বুং আই তৈআ: থাথা: বাকাওন
লৌং খৈথেন্দ্রিং থা: কাডাগি ববুগ: গাতি কলাইনা:
পাকিকনাইনা: কিদিববাক গনা° বাং: দিবুদাংস থক |37 A
থা: হথ গৌথাক্তিং: ঠাকংগনা°ংস: আথাই গনা°ংস

চনাংতুথ: থা°দি থাঁডাইতে আকাও: থাথা: ববনুংস খৈথেন্দ্রি
ংথা কাডাগি ববুগ: গাতি কলাইনা° পাকিকনা
ইনা: কিদ্বি বাকগনা° বাই: দিবদাংস থক থা: |37 B
হথ গৌথাক্তি: আকগনা°ংস থাথাই গনা°ংস চনা

শ্লোক নং- ৩৮

নিফাতাও মননৗথায়' নুখুনি তিলাও কান্নথায: পুন
গন্দ্ব * দোআ বাম চাইযা ** ন্নথাথ: তাও নগতা
ও নগ নাও জাচিং কবৈন্ন থাথ: আংস্লং মথনা 38A
থবৌং ন্নথায: চাগনাই কবৈ নগলাই কবৈ

তাই কবৈ: হাথি কবৈ নবাওনচং নুফাই লা ন: নবাওফা
ই থাদৈ: কবৈন কবৈ: হনৈ থাথা: আনও খৗনাকৈছা
বা*ন: সাথং মাওগো ক্ষান্তি: তনাও আচুব: 38B
তনাও নগং ব হা* গনান্ন: আথাই গনা* চলান্ন

শ্লোক নং — ৩৯

ওঁ নমঃ সিদ্ধি। আনাওনাৎকুদা। চেথাই দৌ দানিন
তেনাই। থেংবেখুং ..... নিন তেনাইঃ তৈমুযু 40 A
আঃ তৈচিবুঅঃ তৈলাংসুথঃ তনাও আচুকঃ তন

ওনগচুৰঃ তনাও সিংখু থফাঃ তনাও আনও- আনঃ তনাও
ফালফানঃ তনাওক কুযঃ আনাও. দানা তৈ
হা চেথাই দৌদানি তনাইঃ থেবেখুংগানি নতে 40 B
নাই তৈমুযুথঃ তৈচিবুঅঃ তৈম্বাংসুথঃ আথ

শ্লোক নং- ৪০

খুৰৈথা: আৰাম খুৰৈথা আখুব বানথা: আবাৰব
মানথা: থাজাংফা - - - - ইথা: থাবাড়ংফা 39A
ইথা: নংবৰদৈ: আং আনাও দ্বামাবৈৰগাঁ: নং
নে আংনাই: আই ৰচাগ: আনাও খঁচাগ: মতাই থৰ

চাঁগ: আই থৰচাঁগ: তমা থানাই ন মান: আন বাতৈ থনা
ন মান: দৈ নবা আ থনাই ন মান: সুবৰাই বাজা:
আবুচাবা: দৈবুনংথা: কামাতৈ থাকৰং: ইৎ 39B
মাতৈ থাকৰং: আবুচাবা: দৈবুনংথা: বাৰৈ

॥ শ্লোক নং - ১ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ- ৭ঁ - মন্ত্রের প্রারম্ভেই সাংকেতিকরূপে লিখিত চিহ্নটি হচ্ছে বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্মাত্মক বীজমন্ত্র - তথা বৈদিক প্রণব মন্ত্র। উচ্চারণ অ-উ-ম। বেদ বা উপনিষদের বর্ণনানুযায়ী প্রণব মন্ত্রটিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজন দেবতা সুপ্তভাবে বিরাজমান। অ (ব্রহ্মা)-উ (বিষ্ণু)-ম (মহেশ্বর)। মন্ত্রের আদিতে ওঁ কাব উচ্চারণ করলে মন্ত্রের সকল দোষ বিনষ্ট হয় বলে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের প্রারম্ভেই এটি উচ্চার্য। বৈদিক ঋষিগণ বেদাদি পাঠের প্রারম্ভে কিংবা কোন কোন চরণের অন্তে 'ঘোঙ' ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। এটি অউম (ওঁ) ধ্বনির উচ্চারণ বিকরণজাত ধ্বনি বিশেষ। চন্তাই সহ চতুর্দশ দেবতা বাড়ীর পূজারিগণও পূজার সময় পূত মন্ত্রাদি পাঠের প্রারম্ভে কিংবা চরণের মাঝখানে মাঝে মাঝেই 'ঘোঙ' ধ্বনি উচ্চারণ কবে থাকেন।

তান্ত্রিক মতে মন্ত্রটির বিশেষ অর্থ রয়েছে। বরদা তন্ত্রের ষষ্ঠ পটলে উল্লিখিত বীজমন্ত্রগুলোর অর্থানুযায়ী বীজমন্ত্রটির উর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (ঁ) অংশটির অর্থ হচ্ছে, 'জগন্মাতা, বিশ্বমাতা, জগজ্জনী'। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চিহ্নটির উপর কোন বিন্দু থাকলে তার অর্থ হবে 'দুঃখ হরণ'।

দোনাই - প্রকৃত শব্দটি হলো 'দনাই'। সম্ভবতঃ বাংলা ভাষার আদিস্তর থেকেই 'জনার্দ্দন' বা বিষ্ণুকে আদর করে 'দনাই' বা 'জনাই' নামে ডাকা হতো। [বুৎপত্তি ঃ জনার্দ্দন √দন + আই প্রত্যয় = দনাই। উচ্চারণে দোনাই। জনার্দ্দন √জন + আই প্রত্যয় = জনাই]। বৈদিক পূজাদির প্রারম্ভে ওঁবিষ্ণুঃ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বাবা আচমন করা হয়। এস্থলেও প্রারম্ভে '৭ঁ দোনাই' মন্ত্র দ্বারা জনার্দ্দন বা বিষ্ণু স্মরণান্তে আদ্যাজননীর অর্চনার সূচনা করা হচ্ছে।

ঃ দোনাই শব্দের অন্তে বিসর্গের মতো দুটি বিন্দু রয়েছে। পাণ্ডুলিপির প্রতিটি শ্লোকের বিভিন্ন চরণের অন্তে কিংবা মধ্যে এ জাতীয় বিন্দু লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্রানুযায়ী এ বিন্দু দুটির মধ্যে একটির অর্থ হলো, 'দুঃখনাশন' এবং অপরটির অর্থ হলো, 'সুখ ও সুখপ্রদ'।

আমা ঃ আমার মা। পালি ভাষায় 'আমা' বলতে 'আমার মা' কে বুঝায়।

সাংগ্রমা ঃ উপজাতিদের মধ্যে 'সাংগ্রমা' দেবীর পূজার বিশেষ প্রচলন রয়েছে। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বানানে অন্ততঃ দশবার সাংগ্রমা দেবীর উল্লেখ রয়েছে। জগজ্জননী আদ্যা শক্তিই এখানে ভিন্ন নামে সাংগ্রমা দেবীরূপে পূজিতা। সাংগ্রমা শব্দের বুৎপত্তি গত ব্যাখ্যায় এর প্রকৃত অর্থটি জানা যায়।

বর ভাষায় জোনাকিকে বলা হয় 'সাংগ্রেমা', কক-বরকে 'চেংখারু'। দুটি শব্দের উৎপত্তিস্থল এক হলেও বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা বিভিন্ন। দুটি শব্দেরই বুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যথাক্রমে 'প্রথম আলো দানের উৎস' এবং 'উজ্জ্বলতা বা আলোদানকারী'। যে সংস্কৃত মূল শব্দটি থেকে প্রতিবর্ণীকরণের মাধ্যমে 'চেখারু' এবং 'সাংগ্রেমা' শব্দ দুটি বুৎপন্ন হয়েছে প্রথমে সে শব্দটির বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা নির্ণয় করা যাক। যেমন, সং জ্যোৎস্নাকৃত > প্রাকৃত বাং. জোনহাকিঅ > বাং জোনাকি। এস্থলে লক্ষ্যনীয় হলো, সংস্কৃত 'জ্যোৎস্না' শব্দ থেকে প্রাকৃত বাংলায় 'জোনহা' এবং 'কৃত' শব্দ থেকে 'কিঅ' অংশ বুৎপন্ন। এবার কক-বরক চেংখারু (জোনাকি) এবং বর. সাংগ্রেমা (জোনাকি) শব্দের বুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দুটি শব্দই জোড় কলম শব্দ। সংস্কৃত জোৎস্না শব্দের √জোন > অংশ থেকে কক-বরক চেং(খারু) এবং বর সাং (গ্রেমা) অংশ দুটি বুৎপন্ন।

কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই প্রতিবর্ণীকরণ সূত্রানুযায়ী (ধ্বনি পরি. ১/খ সূত্র) অনুনাসিক ব্যতীত স্ববর্গান্তগত যে কোন একটি বর্ণ ক্ষেত্র বিশেষে বর্গের অপর বর্ণের স্থলে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ চ বর্গের (চ = ছ = জ = ঝ) একটি বর্ণের স্থলে অপরটি হতে পারে। মাগধী প্রাকৃতে স > চ হয়। কিন্তু কর্ক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই ক্ষেত্র বিশেষে চ (= স) = ছ (= স) = জ (= স) হয়। এ সূত্রানুযায়ী বলা যায়, উপরে উল্লিখিত জোৎস্না শব্দের √জোন/জন থেকে চেংখারু শব্দের চেং(খারু) অংশ এবং বর সাং (গ্রেমা) শব্দের 'সাং' অংশ বুৎপন্ন। কক-বরক শব্দ 'চেংখারু'র দ্বিতীয় অংশ সংস্কৃত √কৃ > খারু [ক > খ , স্বার্থিক আ-কার যোগে খা, ঋ-কার রু-তে পরিবর্তিত] শব্দ থেকে বুৎপন্ন। অর্থ : আলো বা উজ্জ্বলতা দানকারী।

বর (√জোন > সাং) + 'গ্রেমা' অংশের 'গ্রে' এসেছে স্বার্থিক এ-কার যোগে সংস্কৃত 'অগ্র' শব্দের √গ্র অংশ থেকে। 'মা' অর্থ এখানে উৎস, মূল, মাতা, জননী ইত্যাদি বুঝাচ্ছে। তাই বর সাংগ্রেমা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হলো, 'আলোর আদি জননী বা উৎস'।

শব্দ দুটির উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'সাংগ্রমা' শব্দের বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'সাং' অংশটি এসেছে সংস্কৃত 'জননী' বা 'জনয়িত্রী' শব্দটির √জন অংশ থেকে জ = স (ধ্বনি পরি. সূত্র নং ১/খ), স্বার্থিক আ-কার যোগে 'সা' এবং ন-এর স্থলে ং অনুস্বার (ধ্বনি পরি. ৭নং সূত্র) = সাং। গ্র-অংশ এসেছে সংস্কৃত 'অগ্র' (√গ্র) শব্দ থেকে। পদের অন্তঃস্থিত মা-এর অর্থ হলো মাতা, মূল, উৎস বা সৃষ্টির উৎস স্বরূপা। সব সহ সাংগ্রমা (সাং + গ্র + মা) শব্দের অর্থ হচ্ছে - আদি জননী,

বিশ্ব জননী, বিশ্ব প্রসবিনী আদ্যামা, জগজ্জননী আদ্যামা। [কক-বরকে সন্তানবতী যে কোন স্ত্রী লিঙ্গ বাচক প্রাণী বুঝাতে 'মা' যুক্ত হয়। যেমন, বুরুইমা - সন্তানবতী নারী। সুইমা - মা কুকুরী, সন্তানবতী কুকুরী। তকমা-সন্তানবতী মুরগী বা পাখি] এ বিশ্বচরাচরের প্রাণীকূলের তিনি আদি জননী; তাই তিনি সাংগ্রমা। আবার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো- সং জননী/জনয়িত্রী ✓জন সং+ অগ্র ✓গ্র+মা = সংগ্রমা। এস্থলে স-এব পরে স্বার্থিক আ-কার ধরা হয়নি। জ = স, ন = ং।

মানী খির্শাই ঃ মায়ের আনন্দদায়ক। মানি - মায়ের, খির্শাই - আনন্দ দায়ক। ফানী খিশ্বাই ঃ পিতার আনন্দ দায়ক। মানী.....খিশ্বাই - এখানে পিতামাতা বলতে পিতৃকুল ও মাতৃকুল বুঝতে হবে। এ দুকুলের আনন্দ বর্দ্ধক। পূজার পুর্বাহ্নে এ দুকুলের পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হচ্ছে। বৈদিক পূজানুষ্ঠানে মাতৃ-পিতৃ প্রণাম করার রীতি রয়েছে। 'খিশ্বাই' শব্দ 'খুশ' শব্দ জাত। রেফ-এর আগম, আই প্রত্যয়যুক্ত।

ফামতক্ষ শ্ছোঐ ঃ পূজার উপকরণ বেগুন শোধন করে। বৈদিক পূজাদিতে পুষ্পশুদ্ধি এবং পূজার উপকরণাদি শোধন করার বিধি রয়েছে। স্বচ্ছ (সুছে) সুঐ - পুনর্বার বা ভাল করে শোধন করে। ৱাবু সুঐ ঃ - সব কিছু শুদ্ধ বা শোধন করে। জাতি ছোঐ - জাতি কে (ত্রিপুর জাতিকে) শোধন করে বা পবিত্র করে। মহতি শ্ছোঐ - জাতির মহৎ ব্যক্তিদের পবিত্র করে বা স্মরণ করে। বর্শি শৌঐ - বেড়ে দেওয়া ভোগ্যবস্তু শোধন করে। খানীশ্ছৌঐ - খাদ্যবস্তু শোধন করে। তাওমাশ্ছেঈ স্বংঐ - মুরগী ছেদনান্তে রান্না করে। তাওচলাং রুছেছ - মুরগী শোধন করে। ক্ষুম - কুসুম, ফুল। কচাগ - লাল, বাঁরে - বেড়ে, পরিবেশন করে - কছম - কাল। ক্ষুম...কছম বাঁরে - লাল এবং কালফুল বেড়ে বা পরিবেশন করে অথবা পূজার জন্য পুষ্পথালিতে সাজিয়ে। মানি ঔচুগবাই - দীনতা সহকারে দেবীকে বলা হচ্ছে, 'আমার এতটুকুই' পূজার আয়োজন, এ সামান্যটুকু দিয়েই তোমাকে বন্দনা করার বাসনা করেছি।

ফানি - পিতার। ছান্দাই - সম্বন্ধিত ব্যক্তিবর্গ, জ্ঞাতি। বাই - দ্বারা, দিয়া, সহিত। ফানি....বাই - পিতার বা পিতৃকুলের জ্ঞাতিবর্গ সহ। মাকওাদ্রৌচিবাই - সম্ভবতঃ এই অংশটির অর্থ 'আস্ত একটি থেতলান বাঁশ'। কাকওাদ্রৌচিবাই - খণ্ডিত একটি থেতলান বাঁশ। মাকওাদ্রোচি......বাই - আস্ত এবং খণ্ডিত একটি থেতলান বাঁশ সমেত। তাইনমনানি - পুনর্বার প্রণাম করা হলো। অর্থাৎ পূজার জন্য আহৃত উপকরণ সমূহকে প্রণাম করা হলো। হার্থিনমনানি - বেদীকে প্রণাম করা হলো। সাংগ্রো (= সাংগ্রমা) নমনানি - আদ্যাশক্তি জগজ্জননীকে প্রণাম। ওয়ানাও নমনানী - বংশ দণ্ডকে প্রণাম। বৈদিক পূজার্চনায় ব্যবহৃত জলপূর্ণ ঘটের প্রতীক বংশদণ্ড।

তনাও - তন+আও প্রত্যয়। রাখি বা রাখা হলো। মা-মাতা, গুরি - গুরা বস্তু, আবীর। তনাও মাগুরি.....ফাগুরা - মায়ের জন্য আবীর এবং পিতার জন্য আবীর রাখা হলো। মা স্ত্রী লিঙ্গ বলে 'গুরি' স্ত্রীলিঙ্গরূপ এবং 'ফা' পুংলিঙ্গ বলে 'গুরা' পুংলিঙ্গ হয়েছে। অচেতন পদার্থে বিশেষ্যানুযায়ী লিঙ্গারোপ। ফা- পিতা। সংস্কৃত পিতৃন (পিতা) শব্দ থেকে জাত। চ্যসুরুযাংনাই ঃ (পূজার উপকরণাদি) সম্পূর্ণরূপে দিয়েছি বা দিতে চেষ্টা করেছি। শুগারৈ কারান, রূগারৈ কারান - আবীরাদি গুরা বস্তু শুকিয়ে, পিষে পবিত্রভাবে দেওয়া হয়েছে। ইয়াফাং - প্রথমে, প্রারম্ভে, গোড়ায়। ওঁ নাংক্ষা - ওঁ নমঃ হওয়া উচিত ছিল। লিখন প্রমাদ। পুর্ব্বনা - পূর্ব পুরুষ। ইযাফাং .....পুর্ব্বনা - প্রারম্ভে পূর্ব পুরুষদের প্রণাম।

॥ শ্লোক নং-২ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ ৭ ধশদ - সম্ভবতঃ ওঁ তৎসৎ। ঔওঁ নাংক্ষা - ওঁ নমঃ। ক্ষুমফনা - কুর্ম মুদ্রা। দেবাহ্বানে বৈদিক পূজাদিতে করণীয় অন্যতম মুদ্রা। তাইনি....শদও - পুণর্বার পুষ্পশুদ্ধি করা হলো। হার্থিনি ক্ষুম শ্ছও - বেদীর ফুল শোধন করা হল। ইতি - সমাপ্ত। ওানছরানি - বাঙালীদের। 'ছরাই' বহুবচন সূচক প্রত্যয়। আধুনিক বরতে 'ছর'(+আই) বহুবচনের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বিছর - তাহারা। বছা -সন্তান। লামছরাইনি - পথিকদের। ওানছরাইনি.......বছা - বাঙালীদের সন্তান, পথিকদের সন্তান। বুগছা (বছা) মাইরেয়াঐ - সন্তানকে অন্ন না দিয়ে। বুর্ছা তৈরেয়াঐ - সন্তানকে জল না দিয়ে। বুগছা.:.....বুর্ছা তৈরেয়াঐ - এ অংশের দুটি অর্থ হতে পারে, ১) আমা সাংগ্রমা বাঙালীদের সন্তান বা বাঙালীদের দেবী বলে তাকে ওানছরানি বছা (বাঙালীদের সন্তান) বলা হচ্ছে। ২) বাঙালীদের মতো অথবা পথের ছন্নছাড়া নারীদের মতো সন্তানকে অন্নজল দেয় না বলে তিরস্কার করা হচ্ছে।

বুগছা - হওয়া উচিত ছিল 'বছা'। পদমধ্যে গ (= ক) স্বার্থিক প্রত্যয়। বুর্ছা - 'বছা'। হওয়া উচিত ছিল। পদমধ্যে স্বার্থিক রেফ (= র) প্রত্যয়।

•তাইনমনানী - পুনর্বার প্রণাম করা হলো। হার্থিনমনানী - বেদীকে প্রণাম করা হলো। (সং ধাত্রী, ধরণী, পৃথ্বী, ভূমি) √ধা >)হা+(বেদী √দী >) থি (সূত্র নং ১গু, ৪), র-এর স্থান পরিবর্ত্তন। সাংগ্রোনমনানী - সাংগ্রমাকে প্রণাম।

ওয়নাও নমনানী - বংশ দন্ডকে প্রণাম। বৈদিক পূজাদিতে ব্যবহৃত জলপূর্ণ ঘটের প্রতীক বংশ দন্ড। মখাং - মুখমন্ডল। থাও (থক) তেল। ফানৈ (ফুলই) লেপন করে বা মেখে। কতোঔ (কতগ) কন্ঠে। ক্ষুম ফানৈ - ফুল জড়িয়ে বা প্যাঁচিয়ে। কতোঔ......ফানৈ - কন্ঠে ফুল জড়িয়ে বা ফুলের মালা পরিয়ে। তৈফোন্দাইলংঐ - জলদ্বারা বন্ধন বা অর্ঘ দিয়ে। তৈকেথা রলংঐ - জলাধিপতিকে (অর্ঘ) দেওয়া গেল। এ অংশটি বৈদিক পূজাদিতে জলশুদ্ধ এবং অর্ঘের সহিত তুলনীয়।

।। শ্লোক নং-৩ ।।

টীকা- টিপ্পনী ঃ তিন নম্বর শ্লোকের প্রথম দিকে খানিকটা অংশ শাস্ত্রানুমোদিত মন্ত্র নয়। মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণের নিজস্ব রচিত। এবং শেষের দিকে দুই লাইন সূর্য প্রণাম। মধ্যাংশে অপর মন্ত্রগুলো পিতৃ তর্পণের মন্ত্র। মন্ত্রগুলোর ক্রম রক্ষিত হয়নি। প্রথম দিকে মন্ত্র দাতা ব্রাহ্মণের স্বকপোল কল্পিত অংশের যথাসাধ্য শুদ্ধ করা হল। যেমন, ওঁ নমো শাস্ত্র ব্রাহ্মণ গো ব্রাহ্মণ দেবর্ষি....স্থলে হওয়া উচিত ছিল, ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতা মহোদয়ঃ।। অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাম। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম।। এর মধ্যে লক্ষ্মণ তর্পণ থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় লাইনের "আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং সবিতঃ সাগরাদয়ঃ" অংশ বাদ যাবে।

ওঁ যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাংযান্তু যে চাস্মত্তোয় কাঙ্খিনঃ।।

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসুচ যে স্থিতাঃ তেষামাপ্যায়নায়ৈ তদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রো গোত্রিনো মৃতা। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্র নিষ্পীডনোদকম।। মন্ত্রের শেষে রয়েছে 'জবাকুসুম সংকাশং....ইত্যাদি সূর্য প্রণাম।

যে কোন পঞ্জিকায় উদ্ধৃত মন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে, উদ্ধৃত তর্পণের মন্ত্রগুলোর মধ্যে নানা প্রকার অসঙ্গতি রয়েছে। এথেকে মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রলিখকের শাস্ত্র সম্বন্ধে স্বল্প বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাণ্ডুলিপির দু'একটি স্থানে লিখন প্রমাদ বাদ দিলে সর্বত্র অনুস্বারকে সংস্কৃত অনুস্বারের ন্যায় বিন্দু দিয়ে দেখানো হয়েছে। কিন্তু তর্পণের মন্ত্রগুলোতেই সংস্কৃত অনুস্বারেব পরিবর্তে বাংলা অনুস্বারের রূপ ব্যবহৃত হযেছে। এ থেকে মনে হচ্ছে,

তর্পণের এই মন্ত্রগুলো পরবর্ত্তীকালে কোন এক সময়ে সংযোজিত হয়েছিল।

॥ শ্লোক নং ৪ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ স্থানাসমে দীও (= দৌত্ত) - স্থানের সময় সীমা থেকে বা সময় থেকে। এ শ্লোকে মাত্র একটি শব্দই রয়েছে। এ থেকে মনে হচ্ছে এটি অন্য কোন শ্লোকের খণ্ডিতাংশ।

॥ শ্লোক নং-৫॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ পাঁচ নম্বর শ্লোকের প্রথম চরণের শেষে একটি সাংকেতিক শব্দ রয়েছে- ঙ্গ। এ শব্দটির এতদ্দেশে প্রচলিত নাম 'আদ্যিকলা আনজি' বা 'আনজি'। অথর্ববেদে 'আন্হ্' রূপে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। (Sans. Eng. Dictionary. Monier William. Page 140). শব্দটির বুৎপত্তি হল সং আন > মধ্যভারতে আনয়তি > পূর্বাঞ্চলে ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণদের মুখে তা হয়েছে 'আনজি'। যার অর্থ হল 'সমাপ্ত'। হিন্দুর দশকর্ম পদ্ধতির অন্যতম বিদ্যারম্ভ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বে শিক্ষার্থীকে এটি হাতে ধরে লিখান হয়ে থাকে।

পাণ্ডুলিপিতে যেখানেই এই সাংকেতিক শব্দটি রয়েছে সেখানেই পূজা অনুষ্ঠানের একটি অংশের সমাপ্তি বুঝতে হবে। পঞ্চম শ্লোকের প্রথম চরণের (যদিও এ চরণটি অন্য একটি শ্লোকের বিচ্ছিন্ন অংশ) অন্তে রয়েছে বলে এটি কোন একটি পূজা পর্বের সমাপ্তি সূচনা করছে। পরবর্ত্তী বাক্যাংশ 'ইতি মায়ই রমনি সমাপ্ত' (ইতি অন্নদান সমাপ্ত হল) এ থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

যজাদ্রষ্টং তথানিখেতং (শুদ্ধপাঠ - যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং) - যা দেখছি, তা লিখছি। অনুলিখক শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দেবশর্ম্মণঃ- এর উক্তি। তিনি যে প্রাচীন পুঁথি থেকে বর্তমানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি লিখেছেন, তাতে যা রয়েছে হুবহু তাই লিখছেন বলা হচ্ছে।

নাস্তি দোযক ঃ- দোষ নেই। সুবস্তু (শুদ্ধপাঠ - শুভমস্তু) - শুভ হোক। সাক্ষরঞ্চেতি-(স্বাক্ষরং চ ইতি) - স্বাক্ষর এবং সমাপ্ত।

শ্রী দুর্গা প্রশাদ নারায়ণ ত্রিপুরস্য পুস্তকমিদং - দুর্গা প্রসাদ নারায়ণের এই পুস্তক। রাজমালা পাঠে জানা যায়, তৎকালে 'নারায়ণ' উপাধি ত্রিপুরার সামন্ত, সেনাপতি ও চতুর্দ্দশ দেবতার - পূজক ব্যতীত অন্যের প্রতি প্রদত্ত হত না। এ থেকে বলা যায়, পুস্তকের অধিকারী শ্রী দুর্গা প্রসাদ নারায়ণ চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক চন্তাই ছিলেন।

সেঙ্গ - সন শব্দের বিকৃতরূপ।

১৬২১ শকাব্দ। তাং - তারিখ। শকাব্দের সহিত ৭৮যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাই ১৬২১+৭৮ = ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০০খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ পাঁচ বৎসব কালের ত্রিপুবার ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামদেব মাণিক্যেব মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ও নরেন্দ্র মাণিক্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পরে পুনঃরায় নরেন্দ্রমাণিক্য রত্নমাণিক্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও নিহত হলে রত্নমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম কর্তৃক দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য নিহত হলে ঘনশ্যাম মহেন্দ্রমাণিক্য নাম গ্রহণ কবে ত্রিপুরাব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল দু'বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি। পাণ্ডুলিপির বিভিন্নস্থানে মহেন্দ্রমাণিক্যের নাম উল্লেখ থাকাতে প্রতীয়মান হয় যে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজায় রাজা ও রাজ পরিবারের এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনায় মন্ত্র উচ্চারিত হতো। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গবেষক মহেন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন সন নির্ণয় করেছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপির সন দেখে একথা বলা যেতে পারে যে ১৬৯৮খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দুবছর কাল মহেন্দ্রমাণিক্য রাজত্ব করেছেন।

আজকাল আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী থেকে খারচি পূজা শুরু হয়। যদি দেবতা প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই এ তারিখটি খারচি পূজা শুরুর কাল বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে ২৮শে ভাদ্র তারিখটি দৃষ্টে অনুমান করা যেতে পারে, পূজা শুরুর কাল থেকেই জনৈক কৃষ্ণ বল্লভ দেবশর্মা কর্তৃক অনুলিখনের কাজ শুরু করা হয়েছিল এবং ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ভাদ্র তা সমাপ্ত হয়েছে।

কচুআথৈফাং রাজানি বার্ত্তা ঃ- কচুআথৈফাং রাজার খবর। কচুআ থৈ ফাং বলতে সম্ভবতঃ কোন দেবতাকে বুঝাচ্ছে। ফঁতৈ রাজানি বার্ত্তা - সম্ভবতঃ পান রাজার (অধিপতির) বার্তা। আমাসাংগ্রনি বার্টা (= বার্ত্তা) - আমা সাংগ্রমা দেবীর বার্ত্তা। এস্থলে পূর্ববর্ত্তী শ্লোকের অনুকরণে 'বার্ত্তা' ও হতে পারে।

৪৩ - শ্লোকের প্রথম অংশের তারিখের শেষে ৪৩ সংখ্যাটি পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধকরণের বৎসব এবং চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠাব ৪৩তম বৎসব।

সংখ্যাটি ত্রিপুরাব্দ বলে অনুমিত হয়।

।। শ্লোক নং-৬।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ নছা মহেন্দ্রমাণিক্য নাই ছুযাবাছুযাঙ্গ নমনৈ - সন্তানরূপী মহেন্দ্রমাণিক্যকে দৃষ্টিদানকারী শুভ-অশুভ শক্তিকে প্রণাম করে। হাঁমৈরং - শুভ কুশলে।

সিদ্ধ অঙ্গঐ তঙ্গ দৌ গোশাগ্রিঁ - সিদ্ধি হোক প্রভু (গোসাই)। এখানে 'গোসাই' বলতে দেবতাকে বুঝাচ্ছে। 'কৃষ্ণ' ও হতে পারে।

।। শ্লোক নং-৭।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ নন শশেখ (= সপেখা) - তোমাকে সমর্পণ করেছি। নন ঢানেখা (দানেখা) - তোমাকে দান করেছি। চায়াঐ তাকারদি - না খেয়ে ত্যাগ করো না। নংয়াঐ তাকারদি - পান না করে ত্যাগ করো না। মাই কঁতে - সুমিষ্ট অন্ন। শরেগার - বিশেষ ধরনের পাত্র, যাতে দেবতাকে ভোগ দেওয়া হয়েছে। বাংতে - প্রচুর। খরগরা ওয়াতঙ্গ কাইছানাই - বাঁশের তৈরী একটি খরগরা (কাঠি?) নিয়ে। বাছেক - ছোট চঞ্চলী। কাইছানাই - একটি নিয়ে।চিবছাঐ কারগা - চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। ঞাগফানি বাঞ্ছাইবা - নাগ পিতার সন্তান।

মবনি (= সরণি) তানাইবাই - লৌহার একটি তানাই (হাতা) দ্বারা। সরণি খাখাইবাই - লোহার একটি কাঠি দ্বারা। খরমন খরমন - চুক চুক করে। খঁবৈ বাওইদি (= চাওইদি) - তুলে নিয়ে খাও। দমেন দমেন দমেঐ চাওইদি - থেকে থেকে বা দম নিয়ে নিয়ে খাও। .....বকরঙ্গ - খড়গ। ছন - শৃঙ্গ, শিং। বকরঙ্গ বাই - খড়গ দ্বারা। রান বখা - কেটে এসেছি।

খী ঃ এ শ্লোকের পাশে 'খী' শব্দটি থেকে মনে হচ্ছে, এটি লক্ষ্মী দেবীর ভিন্ন নাম।

।। শ্লোক নং-৮।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ তার্পিণি - তর্পণের। বাছেঙ্গবাই - চঞ্চালী বা কাঠিদ্বারা। ....সিকাম মন্বায়া (= মনুয়া) কুকিদের (কুকিদের আজও সিকাম বলা হয়) এটি নয়। ওয়ানজৈ মনুয়া - বাঙ্গালীদেরও (জাতি) এটি নয়। ....।

....মারাঙ্গছা - এক থালা। অঙ্গঅঐখা - হয়েছে। মতম নাইদি - সুঘ্রাণ নাও। ....।

।। শ্লোক নং-৯।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ নছা মহেন্দ্র মাণিক্য - তোমার সন্তান মহেন্দ্রমাণিক্য। ....তাংইন খুলুমই - স্পর্শ করে প্রণাম করে। হার্তিন খুলুমঐ - বেদীকে প্রণাম করে। সাংঙ্গরবংন খুলুমঐ - সাংগ্রমা দেবীকে প্রণাম করে। ওয়ানাওন খুলুমঐ - বংশদন্ডকে প্রণাম করে।

নছা মহেন্দ্রমাণিক্য - তোমার সন্তান মহেন্দ্র মাণিক্য। চেফিবিঐ - সত্যপথ অনুসরণ করেছে। ✓সচ্চবিঅ Past participle of সচ্চবই < সত্যা পয়তি, Make true, verify তরমারি বিযং - বৃদ্ধির দিকে। হামারি বিয় ঃ মঙ্গলের দিকে। কেবেঙ্গ কৈরেথং হঐ (হুনই) - বাধা-বিপত্তি না থাকার জন্য। কঠার কৈরে,থং হনঐ (শুদ্ধাপাঠ কঠার তাওথং) - পবিত্র থাকুক বলে। কেবেঙ্গ তংনাই - যে সমস্ত বাধা বিপত্তি রয়েছে। কঠার তগনাংই - পবিত্রতা রয়েছে। ......এাচাইনাথ" - জন্মাবধি বধির। ইনৈ - বলে।। রূংফাইনি - রূপার। বাচেঙ্গ - < চেচারি, চঞ্চালি। এস্থলে ছোট কাঠি। রূংফাইনি বাচেঙ্গ - রূপার ছোট দণ্ড।

এ শ্লোকটির মর্মার্থ ঃ দেবতাকে স্পর্শ করে প্রণাম করে দেবতা অধিষ্ঠিত বেদীকে প্রণাম করে, সাংগ্রমাকে প্রণাম করে, (ঘটের প্রতীক) বংশ দন্ডকে প্রণাম করে সত্যপথ অনুসরণকারী তোমার সন্তান মহেন্দ্র মাণিক্যের কর্মের দ্বারা (কাওরিবিঐ' শ কর্মের মধ্যে বৃদ্ধির পথে (তরমারি বিযং) মঙ্গলের পথে কোন বাধা বিপত্তি না থুকুক, পবিত্র থাকুক।

।। শ্লোক নং-১০।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ বুদ্ধি যা আচাইয়াইয়া (আচাইয়া) - বুদ্ধি জাগছেনা। বুদ্ধি আচাই তাওথং হনৈ - বুদ্ধি জাগুক। (আধু. বুদ্ধি আচাই তংথুন হিনই)। খাকি. খাক্ষি - খারচি (৩৪) শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ। খাকি আচাই তাওথং হনৈ - খারচি দেবতা জাগরিত হোক। (খারচি, খাকি, খাক্ষি, খাখি শব্দের বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা অন্যত্র দেওয়া হয়েছে) শানখাম (= সান খাহাম বা কাহাম) - শুভদিন। ফাইতাওথং - আসুক, আসতে থাকুক। হর খাহাম - শুভরাত্রি। মনৈ - অন্ধকার। ছান (সাল, বর ভাষায় সান-সূর্য) - দিন। থাংথং (= থাংথুন) - চলে যাক। কেনেগঐ হর থাংথং - অন্ধকার বা অশুভ রাত কেটে যাক। সাজনা - সজ্জা। দোগচি (দক+চি) - যোড়শ। সাজনা দোগচি - ষোড়শ প্রকার সজ্জা। রাজকীয় ভাবে বৈদিক পূজাদিতে দেবতাকে ষোড়শ প্রকার সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

তার্পি - তর্পণ করা, প্রীত করা। সাজনা তার্পি - প্রীতিকর সজ্জাদি। কোঁয়ব - কুণ্ডল। সাজনা কোঁয়র - কুণ্ডলরূপ সজ্জা। সাজনা কাহাম - উত্তম সজ্জা।

সাজনি তার্পি - প্রীতিপদ সজ্জা। সাকবাং (= সাকফাং) - দেহ, দেহলতা। সাকবাং বাতাওথং হনৈ - দেহ ধারণ করে বা জাগরিত হয়ে কথা বলুক। সুকবাং বাতাও - দেহ ধারণ করে কথা বলুক। 'সাক' শব্দের পাদপূরক শব্দ 'সুক'। তাই দ্বিতীয়টির অর্থ ও প্রথমটির অর্থের পরিপূরক হবে। ভাষায় এ জাতীয় অপরাপর শব্দ - বুফাং-ওয়াফাং (গাছ- গাছড়া), ওয়াতুই - পানতুই (ঝড়-বৃষ্টি), কাইছিং-খুছিং (কচ্ছপাদি) ইত্যাদি। তিনি- আজ। ফুংবাহনি - পঞ্চম (দিনের) ভোরে (সং প্রত্যুষ ✓প > কব. প্রতি. ✓ফ+উং প্রত্যয় = ফুং + বাং. পাঁচ ✓পা > কব. প্রতি. বা +সং অহ (দিন) = বাহ + বিভক্তি প্রত্যয় নি = ফুংবাহনি)। তিনি ফুংবাহনি - আজ পঞ্চমদিনের প্রত্যুষে। ছানবাহনি - পঞ্চম দিনের। আঙ্গরা - আমরা, রা-বহুবচন সূচক চিহ্ন। আঙ্গরা দোগচি - আমরা ষোলজন। মন্ত্রি দোগচি - ষোলজন মন্ত্রি। দোগচিনি খাহাম - ষোলজন পূজারী এবং ষোলজন মন্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে। ত্রিপুরার রূপকথায় সাধাবণতঃ দক (ছয়) এর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'নককুড়িদক, নকদকনি নক কাইসা (ছ'কুড়ি ছ'ঘরের এক ঘর)। ছাওরাই (ছাতরাই) - ধূপ। বাংচিং - প্রচুর বৃদ্ধি পেতে থাকুক। আগুরু থরাইচিং - সুগন্ধ অগুরু প্রচুর পরিমান (দেবস্থলে) স্থাপিত বা দেওয়া হোক।

মাওচুনুঁ (= শাওতুনু) - শরীর এবং তনু। সাওঐ (= শাওঐ) - শারীরিক শ্রম

দিয়ে, বিশেষ্য পদ ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত। খাতুনু - মনও তনু। খুঐ (খাঐ হওয়া উচিত ছিল) - মন দিয়ে। ১৩ নং শ্লোকের টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

মর্মার্থ ঃ বুদ্ধি জাগরিত হচ্ছে না, বুদ্ধি জাগরিত হতে থাকুক। খাঙ্কি (= খারচি) দেবতাগণ জাগরিত হচ্ছে না, দেবতাগণ জাগরিত হতে থাকুক। শুভদিন আসুক, শুভ রাত্রি আসুক। অন্ধকার দিন চলে যাক, অন্ধকার রাত্রি কেটে যাক। কুণ্ডলাদি ষোড়শ প্রকার উত্তম প্রীতিপদ সজ্জা প্রস্তুত; (দেবতাগণ) জাগরিত হোক, কথা ফুটুক। আজ পঞ্চম দিন (পূজার সময়কাল মোট সাতদিন), পঞ্চম প্রভাত। আমাদের ষোলজন পূজারী এবং ষোলজন মন্ত্রীর মঙ্গল হোক। অগুরু এবং ধূপের তীব্রতা বর্দ্ধিত হোক। শারীরিক শ্রমের সহিত মন-প্রাণ মিশিয়ে পূজা করা হচ্ছে।

।। শ্লোক নং-১১।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ ওঁ - প্রণব মন্ত্র। মাঁযৈবমণি - অন্নদান। দোনাই (= দনাই) - জনার্দ্দন, বিষ্ণু। আমা সাঙ্গবংমা (= আমা সাংগ্রমা) - আমার মা আদি জননী, আদ্যাশক্তি। ......নাংগ্রিরি - লেগে থাকার কারক, যিনি লেগে লাগেন। (তুঃ বর. ফুরুংগিরি - শিক্ষাদানকারী, গ্রিরি < কারী)। নাংচি ঃ নাগুইমা (= নাংগুইমা)- তীব্রভাবে যিনি লেগে থাকেন।

কামশ্রী। ইনি সম্ভবতঃ কামদেব। নাকা - ইনি সম্ভবতঃ হিমাদ্রি বা হিমালয়। নিনি হাদনি - তোমার স্বাদের। হাদ < সং স্বাদ।

নৌঙ্গদ ঃ (= নুংদৌ) - পান কর। দঃ - অনুরোধ সূচক ধ্বনি। দ, দৌ ইত্যাদি বিভিন্ন বানানে মন্ত্রে ধ্বনিটি রয়েছে। যথার্থ বানান 'দো' হওয়া উচিত। সং তু > দ, দো, দৌ। হাবুঙ্গ বুবাগরা - সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি। সম্ভবতঃ 'ক্ষ্মা'(পৃথিবী) রূপে পূজিতা। তৈবুবাগরা - জলভাগের অধিপতি। ইনি সম্ভবতঃ 'অব্ধি' (সমুদ্র) রূপে মন্দিরে পূজিতা হচ্ছেন। নখন্তাই বুবাগরা - গৃহরূপ খণ্ডস্থানের অধিপতি, বাস্তু. দেবতা। বাযুয়া ববাগরা - অশুভাধি পতি। কাছিং - কচ্ছপ, কঁরৈবা (= কুরুইবা) - নেঁই, বা- পাদপূরক ধ্বনি। খুছিং - 'কাছিং' শব্দের পাদপূরক, শব্দদ্বৈত। খারিরি - মন জ্বালা কবা, মৈছো - মরিচ (লংকা) শব্দের আত্মকৃত রূপ। মরিচ > দেশজ বাং 'মইছ' > মৈছো (আধু. মছ)। খারিরি মৈছো - প্রচণ্ড মুখ জ্বালাতনকারী ঝাল লংকা। হাও - মাটিতে। থংঙ্গনৈ - খেলার কালে। ....তাও থংঙ্গ ইনৈ - খেলতে থাকার সময়। খামচুওবাঁ (= খামচুই) - খই, ধান ভেজে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ, লাজ,

খদিকা। ক্করাও - কড়া, একটি অর্থে। খাওছবা (= খচাঅবা) - কুড়াল বা কুড়িয়েছে। হাও.....খছওবা - দেবতাগণ শিশুর ন্যায় মাটিতে খেলার সময় একটি খই কুড়িয়ে নিয়েছে।

॥ শ্লোক নং-১২॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ এগার নম্বর শ্লোকের 'খামচুওবাঁ ক্করাও খছওবাঁ' অংশেব পরে - নাযু নিয়েছে। খুলুমই - প্রণাম করে। হাবুচাফা (= আবুচাবা) - স্তন্যপান করে, আ স্থলে হা। বর. আবু, কব. আবুক - স্তন্য। দেশজ বাং আবু - মাংস গোলক, কচি শিশু। 'চাফা' স্থলে 'চাবা' হওয়া উচিত। বা- পাদপূরক ধ্বনি। তৈবুনংবা - জলও পান করে। বু(= ব) সংযোজক অব্যয় - নং (= নুং) - পান করা, পান ✓ন, স্বার্থিক অনুস্বার। হামৌরাঙ্গঐ - শুভ কুশলে, 'হামৈরঙ্গে' হওয়া উচিত। সিদ্ধ - সিদ্ধিলাভ করা, কর্ম বা অভিলাষ সফল হওয়া। ওঙ্গ (= অং) - হওয়া। তোথোং (= তংথুন) - থাকুক। তৌ দৌ - হোক, তৌ (= তং) 'তং' (থাকা) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। দৌ - নিশ্চয়ার্থে অনুরোধসূচক ধ্বনি, পাদপূরক। গোশঞিঁ (= গোসাই) - প্রভু। হামৌরাঙ্গঐ.........গোশঞিঁ - শুভ কুশলে কর্ম সফল হোক, প্রভু।

॥ শ্লোক নং-১৩॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ মুচুবা - ইচ্ছা, মন। খা, রিমি - অপরিচ্ছিন্ন মন, কলুষিত হৃদয়। মুচুবা......লাথৌথঙ্গই - হৃদয় মন থেকে থেকে কলুষিত হচ্ছে। ......বুদ্ধি যাচাইযা - বুদ্ধি জাগছেনা। বুদ্ধি......থাথুঙ্গনৈ - বুদ্ধি জাগুক। খা......আচাইযা - খারচি জাগছেনা। মধ্যবর্ত্তী অংশে 'খাখি' শব্দে হ্রস্ব ই-কার দেওয়া হয়নি, লিখন প্রমাদ। খাকি আচাই থুঙ্গই - খারচি জাগুক। শানকাম.......থুঙ্গনৈ - শুভদিন আসুক। হরকাম....থাথুঙ্গঐ - মঙ্গলময় রাত্রি আসুক। ফাই থাথুঙ্গঐ (= ফাই তংথুন)। মনৈ.......নই - অন্ধাকর দিন। কেটে যাক। সাজনা দৌগচি - ষোড়শ প্রকার সজ্জা। সাজনা তারপি - প্রীতিপ্রদ সজ্জা। শাজনি কাম - পরিধেয় সজ্জা।

ছাত্তনাই (= ছাতরাই) - ধূপ। ছাকবাং বামতাং থুঙ্গঐ - কোলে সন্তানাদি খেলা করতে থাকুক (?)। শুকবাং বাম থুঙ্গঐ - পুত্র পৌত্রাদি কোলে খেলা করুক (?)। এই অংশের মর্মার্থ হলো, কোলে পুত্র পৌএাদি খেলা করুক। অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হোক (?)। তিনি ফুংবানিনি - আজ পঞ্চম দিনের প্রত্যুষে। তিনি শানবানি - আজ পঞ্চম দিনের (পূজার কথা বলা হচ্ছে)। আঙ্গবা দৌগচি - আমরা ষোলজন। (পূজারী)। মন্ত্রি দৌগছি - ষোলজন মন্ত্রী। দৌগচিনি কাহাম - এখানে ষোলজন মন্ত্রী এবং ষোলজন পূজারীর মঙ্গলের কথা বলা হচ্ছে। ছাতারাই বাংথিং - ধূপ বর্দ্ধিত হোক বা সুগন্ধ বিস্তার লাভ করতে থাকুক। শাথুনুঙ্গ (= শাওতুনু) - দেহও তনু। শাওঐ - (দেহ ও মন) যুক্ত করে বা খাটিয়ে। খুওঙ্গ (= খাতুনু) - মন ও তনু। খুঐ (তনু ও মন) যুক্ত করে বা খাটিয়ে। শাথুনুঙ্গ.....খুওঙ্গ খুঐ - মনে-প্রাণে। দেহ ও মন যুক্ত করে কর্ম সম্পাদনের কথা বলা হচ্ছে। 'শাথুনুঙ্গ শাওঐ খুতঙ্গ খুঐ' অংশটি দশ নম্বর শ্লোকের 'সাওচুনু সাওঐ খাতুনু খুঐ' অংশের অনুরূপ। দুটি অংশেরই শুদ্ধপাঠ হওয়া উচিত, 'শাওতুনু শাওঐ, খাতুনু খাঐ'। দুটি অংশের অর্থও এক প্রকার। মর্মার্থ ঃ মনে প্রাণে বা দেহমন যুক্ত করে (পূজা করা)। শারিরীক শ্রম ও মানসিক ভক্তি যুক্ত করে দেবতাকে অর্ঘ নিবেদন করা। নছা মহেন্দ্র মাণিক্য - তোমার সন্তান মহেন্দ্র মাণিক্য। তাইন খুলুমই - পুনর্বাব প্রণাম করে। হার্ত্তিন খুলুমই - (দেবতা অধিষ্ঠিত) বেদীকে প্রণাম করে। শাঙ্গরণ (= সাংগ্রমা/সংগ্রমা) খুনুমই (= খুলুমই) সাংগ্রমাকে প্রণাম করে। 'শাঙ্গরণ' - আদরের সম্বোধন বা ডাক।

।। শ্লোক নং-১৪।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ এ শ্লোকের প্রথম অংশটি অপর কোন শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বলে মনে হচ্ছে।

আরোন (= হারুন) - স্থলভূমি। আচাইখা - জেগেছে, জন্মেছে। থরাইখা - স্থির হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে। এর (= অর) - এখানে, পৃথিবীরূপ গ্রহের মধ্যে। করুংঐখা - জমা হয়েছে, বা পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

মর্মার্থ ঃ অসম্পূর্ণ অংশটিতে বিশ্বচরাচরের প্রথম সৃষ্টির কথা বলা হচ্চে। এ পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে সমস্ত জলরাশি থেকে সর্বপ্রথম স্থলভূমি জাগরিত হয়েছে, স্থির হয়েছে; প্রাণী বসবাসের যোগ্য হয়েছে।

ৎঁ - প্রণব মন্ত্র ওঁ। আশিব্বাদ - আশির্ব্বাদ প্রার্থনা। দৌওনাই (= দনাই) -

জনার্দ্দন, নারায়ণ, বিষ্ণু। মধ্যযুগে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ জনার্দ্দনকে আদর করে 'দনাই' সম্বোধন করতেন। এস্থলে পূজা প্রারম্ভে বিষ্ণু নাম স্মরণ করা হচ্ছে। আম্মা সাংগ্ররংমা (= সাংগ্রমা) - আমার মা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী। জাফাইখা (= চাফাইখা) - খেতে এসেছে, নিনি হানাই (= চানাই) - তোমার খাবার। নিনি নোঘনাই (= নুংনাই) - তোমার পানীয়। হায়ুঙ্গ - বৃহৎ পৃথিবী। হায়ুঙ্গ চনই (= চলইঅ) - এ পৃথিবী ঘুরছে বা চলছে। চলমান পৃথিবী। বায়ুঙ্গ চন (চল) - বায়ু বইছে। হাবুঙ্গ -বৃহৎ পৃথিবী। ববাগরা - ভূ-ভাগের রাজা, অধিপতি। তৈ বুবাগরা (= তৈ বুবাগরা) - জলাধিপতি, অব্ধি, সমুদ্র। নৌখন্তাই (= নখন্তাই) বভাগবা (বুবাগরা) - বসবাসের গৃহরূপ খণ্ডস্থানের অধিপতি। বাসুয়া = অশুভ। 'বা' এখানে সংস্কৃত মা (নিষেধার্থক) অর্থে যুক্ত হয়েছে। বাসুয়া বুবাগরা - অশুভের অধিপতি। 'বুবাগরা' - র পরে এবং বা-এর পূর্বে, 'খুছিঙ্গ করৈবা' পরবর্ত্তী বাক্যাংশ দেখে বলা যাচ্ছে উক্ত শূন্য স্থানে হারানো শব্দ দুটি হবে 'কাছিং করৈ'। তাহলেই বাক্যটি অর্থবোধক হবে। কাছিং - কচ্ছপ, কাছিম। করৈবা - নাই। অনুরোধ সূচক পাদপূরক ধ্বনি বা। খুছিং - কাছিং শব্দের পাদপূরক শব্দ। খামচুবা (খামচুই) - খই, লাজ, খদিকা। কুরয়ু (= কুরুই) নাই।

॥ শ্লোক নং-১৫॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ ওআথরনি - বাঁশের গাঁটের। মাইরাং - ধাতু নির্মিত থালা, সাধারণ অর্থে থালা। ওআথরনি মাইরাং - বাঁশের গাঁটের সামান্য উপরে কেটে কৌটার মত অংশকে ধাতুনির্মিত থালার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয়েছে। তাকেই 'বাঁশের গাঁটের থালা' বলা হচ্ছে। পূজার সময় নৈবদ্য দানের জন্য রেকাবির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত। অর্থাৎ বাঁশের গাঁট (ওআথর) দ্বারা তৈরী অন্নভোগের থালা (মাইরাং)। মৈখুনি - কলার মোচা। খানঠাং - পাথরের তৈরী মৃৎভাণ্ড বা খাদা, দেবতাকে ভোগ্যবস্তু নিবদেনার্থে যাহা ব্যবহৃত হয়। মৈখুনি খানঠাং - কলার মোচার উপরি ভাগের ডোঙার মতো খোসা বা আবরণ দিয়ে তৈরী 'খাঁদা' (খানঠাং) - যা মৃৎ ভাণ্ডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙ্গালী সমাজে পাথরের তৈরী খাদা বা মৃৎপাত্র দেবকার্যে ভোগ্যবস্তু নিবেদন কালে ব্যবহৃত হয়। খুরই - পরিবেশন করে। মাই - অন্ন, ভাত। খনাইঐ (= খলাইঅই) - এস্থলে (অন্ন) ভোগ। মাইখলাই - দেবকার্যে বা প্রেতকার্যে দেবতা বা প্রেতের উদ্দেশ্যে যে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়, তাকে 'মাইখলাই' বলে। ছামছৌয় - চামড়া ছুলে বা ছাড়িয়ে। তাও - পাখি, এস্থলে মোরগ। খলাইঐ - (অন্নভোগের সঙ্গে) পাখিও ভোগ্যবস্তু হিসাবে বেড়ে দেওযা হল। রাজানি ছোগনাই (= ছাগনাই)

- রাজার শরীর রক্ষা করবে। চামন চায় - (নিবেদিত) ভোগ্যবস্তু খেয়ে। ..... মন নোংমন - নিবেদিত পানীয় পান করে।

.....রাজানি হিগনাই - রাজার স্ত্রী বা রাণীকে রক্ষা করবে। রাজানি ছাগনাই - রাজার দেহকে রক্ষা করবে। ধাইচোগ তৈনাংঐ - দাসদাসী সহ সাবাইকে রক্ষা করবে। চুমৈনাহদি - চুমুক দিয়ে বা চেখে দেখ। খাওঐনাইদি - খেয়ে দেখ। 'খাওয়া' অর্থে কোথাও কোথাও 'খা' (< খাওয়া ✓খা) ব্যবহৃত হয়। যেমন, তুই খারদি - জল খেতে দাও বা খাওয়াও। কবৈন কবৈ (= কুবুই ন কুবুই) - সত্যি সত্যিই।

॥ শ্লোক নং-১৬॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ চমই (চুমৈ) নাখা -চুমুক দিয়ে নিয়েছে, চেখে নিয়েছে। খাওঐ নাখা - খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে দেখেছে। থংঙ্গৈ (থুংগই) তংথানি - খেলার সময়, খেলতে থাকার কালে। বারৈ তংথানি - (দেবতার ভোগ্যবস্তু) বেড়ে দেওয়ার সময়। দেবতাকে ভোগাদি সাজিয়ে দেওয়াকে বলে 'মতাই বারগ'। আবোনুঐখা - তা দেখেছে। আবোসিঐখা - তা জেনেছে। তৌমৈ - তোমাকে, তোমার। হেরাই - অশুভ শক্তি। খনাইখো - শুনেছে। রাইখো - কেটেছে। খাঅবুফাঐ - মনে উদয় হলে, মনে হলে।

চাবওফাঐ - এসে খেয়ে। থাংখা - গিয়েছে। আনৈ খগ - আমাকে লুকিয়ে বা আমার দৃষ্টির অগোচরে। কচনৈ খাআন - লুকিয়ে খাবে। কচনৈ....ফা এর - এখানে এসে লুকিয়ে খাবে। .....সেওয়াবাই - সেবার দ্বারা। বর্গীয় 'ব'কে অন্তঃস্থ ব (ওয়া) রূপে উচ্চারণ। চাসাবু চাঐ - সম্পূর্ণরূপে খেয়ে। তৈবু নঐ (নুংগই) - জল পান করে। হামৈরঙ্গৈ (= কাহাম কুরুং) -শুভ-কুশল, কুশল-মঙ্গল। সিমসৌকদি - অবগত হউন। হামৈ.......সিমসৌকদি - কুশল মঙ্গল অবগত হউন। অর্থাৎ কুশল মঙ্গল দান করুন।

।। শ্লোক নং-১৭।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ তৈবু নং অ (= নুংগ) - জলও পান করে। আবু (= আবুক) চাথানি - স্তন্য পান করার কালে। তৈবু নং থানি - জল পান করার সময়। আচাইমারসিঐ - জাগরিত করে। থরাইমাছিঐ - স্থাপন করে। ফাথারি কিগুয়া (?) - বাইরের কিছুই নয়। তনাও আচুর - নিয়ে বসান হল। .....। ওআন তলা - বাঁশের নীচে।

ফান ফান - প্যাচানো সত্ত্বেও। ওআন ....ফান ফান - বাঁশের নীচে প্যাঁচানো সত্ত্বেও। রাজানি ছান - রাজার সন্তানকে। মথনা - গবয়। এক প্রকার গল কম্বলহীন পশু বিশেষ। খনাইঐ - করে। রাজানি .....খনাইঐ - রাজার সন্তানকে গবয় করা হলো। গুজিনি ছান - নিজের সন্তানকে। পুঞ্জোআ - পাঁঠা। গুজিনি....খনাইঐ - নিজের সন্তানকে পাঁঠা করা হলো। খুলুমৈনি (= খুলুমনাইনি) - নমস্কারকারীর। তাওজালা - মোরগ। খুলুমৈনি.....খনাইঐ - প্রণামকারীর সন্তানকে মোরগ করা হলো। বুকছা (= বাকছা) - কারো কারো, এক অংশ। চাঞ্চে আই - চড়ুই। বুকছা....খনাইঐ - কারো কারো সন্তানকে চড়ুই করা হলো। তৈকেবেঙ্গ - জলদ্বারা বন্দনা। রঐ - দিয়ে। তৈকচৌ° রঐ - স্বচ্ছ জল দ্বারা। তৈফাংনন্দাই - জল বন্ধনী, জল দ্বারা বেষ্টনী দিয়ে। দেবতাকে অর্পিত ভোগ্য বস্তু সমূহ জল দ্বারা বেষ্টন করার কথা বলা হচ্ছে। ব্রাহ্মণগণ ভোজনের পূর্বে দেবোদ্দেশ্যে গণ্ডুষের জল দ্বারা যেমন ভুক্ত দ্রব্যের চারপাশে জল বন্ধনী দিয়ে থাকেন, তেমনি এস্থলেও দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপচার সমূহও জল বন্ধনী দ্বারা অশুভ শক্তির দৃষ্টি থেকে রক্ষা করা হচ্ছে। এ শ্লোকের শেষাংশটি ১৫নং শ্লোকের পূর্বে হওয়া উচিত ছিল। কেননা, ১৫নং শ্লোকের প্রথম শব্দ 'বৈঐ' (= রৈঐ) রয়েছে এবং পরবর্তী অংশে দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদনের কথা রয়েছে।

।। শ্লোক নং-১৮।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ এ শ্লোকের প্রথমেই 'মথনা' শব্দটি রয়েছে। কক-বরকে 'মথনা' শব্দের অর্থ 'গবয়'। শ্লোকের অন্যান্য অংশে 'গবয়' উৎসর্গ করার কথা রয়েছে। শাক্ত মতে হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বলি প্রদানের পূর্বে বলি প্রদেয় পশুটিকে মন্ত্রের দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়ে থাকে। এস্থলেও সাংগ্রমা দেবীর

উদ্দেশ্য 'মথনা' বলি দানের পূর্বে উৎসর্গ করা হচ্ছে। ইদানীং কালের মহিষ বলির পরিবর্ত্তে তৎকালে ক্রোধের প্রতীক গবয়কে পূজাস্থলে বলি দেওয়া হত।

নাইখিনাই রাজা - দেখতে রাজা। অর্থাৎ রাজকীয় মহিমার দ্যোতক, সুদৃশ্য। নাইখিনাই কতর - দেখতে বৃহদাকৃতি। নাই খিনাই কহাম (= কাহাম) - দেখতে উত্তম। নংছা আমকমা - তুমি 'অমুক' মায়ের সন্তান কি ? নংছা আমুকদাং - তোমার পিতা অমুক কি? ....ছান্দ্রোন (= সাংগ্রমান) মথন - সাংগ্রমা দেবীকে গবয়। ওআওন - বংশদন্ডকে। পুঞ্জোআ - পাঁঠা। নাংঙ্গন তাওজনা .(তাওজলা) - অপরাপরদের মোরগ। চিনি বেংয়া - আমাদের দোষ নয় (?)। চিনি বকরাওইয়া - আমাদের অপরাধ (?) নয়।

॥ শ্লোক নং - ১৯॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ ওঁ নমঃ - তর্পণের প্রারম্ভে ওঁ নমঃ বলে আচমন করা হচ্ছে। নুখুনি তার্পি - গৃহের অর্থাৎ গৃহদেবতার (বাস্তুদেবতার) উদ্দেশ্যে তর্পণ। নোগুনি তার্পি - তোমাদের (দেবতাদের) প্রীত করার উদ্দেশ্যে তর্পণ। .....খুম্ম (= অন্যত্র খুর্ম্ম) ফনা - কুর্ম মুদ্রা। খুম্মফনা....আচনানি - কূর্মমুদ্রার বুকে অধিষ্ঠিত হবে বা বসবে। ওআনাও আচৌনানি (= আচুকনানি) - বংশ দণ্ডে বসবে। অর্থাৎ ঘটে অধিষ্ঠিত হবে। ...হার্ত্তি আচোনানি (= আচুকনানি) - বেদীতে বসবে বা অধিষ্ঠিত হবে। নখুং - একচালের নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ, সংসার, পরিবার, গৃহ। কথার - পবিত্র। নখুং...খনাইআন - বসবাসের গৃহ পবিত্র করব। নগুং (= নক) কথার খনাইআন - ঘর পবিত্র করব। ছাগনাই - কথিত, বলা হয়েছে এমন। মিআনি - গতকালের, অতীতের। খরাং - গলা, গলার স্বর, কথা, বাক্য। পুর্ব্বানি - পূর্ব পুরুষদের, পূর্বের। ছাগনাই.....পূর্ব্বানি - অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের দ্বারা কথিত। এস্থলে, সুদূর অতীতকাল থেকে পূর্ব্ব পুরুষদের দ্বারা নির্দ্দেশিত বাক্যের কথা বলা হচ্ছে। ওঁদের আচরিত ক্রিয়া কর্মই আজও আচরিত হচ্ছে।

জাপিরি - ঝাপি। তাবাদি (= তা বারদি) - লাফিওনা। ছানাই.....পুর্ব্বানি - পূর্বপুরুষদের নির্দেশানুসারে বলছি। স্থানাছিমে - (পূর্ব পুরুষদের) স্থানের সময় থেকে। জাপিরি.....ইতি - সুদূর অতীত কাল থেকে পূর্বপুরুষগণ যেভাবে বলে এসেছেন, তাঁদের নির্দেশিত বাক্যানুযায়ী বলছি- ঝাপি থেকে লাফিও না, যে স্থানে রয়েছ সেখান থেকে লাফিও না। মানেঙ্গফাং ঔফাংঅ - মানেংফা নামক দেবতার

গোড়ায় বা পাদমূলে। সম্ভবতঃ এস্থলে অর্ঘ সমর্পণ করা হয়েছে। জামনি - জাম বাটি। কাঁসার খুরাহীণ বড় বাটি। ফাংক (= ফাংচ) - পাঁচন, হাতে তৈরী এক প্রকার মদ্য। নাইবা - নিয়ে, অনুরোধ সূচক 'বা' পাদপূরক। নাংদি (= নুংদি)। ফাংচনাংদি - মদ্য পান করুন। চৌঅক - যব থেকে তৈরী মদ্য। চৌঅক নাইবা - মদ্য নিয়ে। চৌঅব নাংদি - মদ্য পান করুন। কচার (= কাছার, কছার) - ছিটিয়ে পড়ে যাওয়া। কচার কনাইবা - দেখো চারদিকে ছিটিয়ে পড়ে যাবে। কঅব (= চুয়াক) - মদ্যও। কঅব নাংদি - মদ্যও পান কর।

॥ শ্লোক নং-২০ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ ওঁ নমঃ - এ মন্ত্রের দ্বারা পূজার সুরু বা আচমন। খুম ফলা (= খুম ফনা) - কুর্ম্ম মুদ্রা। কেবেঙ্গ - বন্দনা। নগ খান্দাই - গৃহরূপ খণ্ডস্থান। কাছাঙ্গ (= কাছু) -বন্ধন, আটকান। বাসুআ - অশুভ। ....বুছা মাইরআ - সন্তানকে অন্ন না দিয়ে। বুছাতৈরআই - সন্তানকে জল না দিয়ে। চেগঠাই - খাওয়ার স্থান বা ঠাই। কথার - পবিত্র। খনাইআন - করব। অখা - উনুন। অখাঠাই....খনাই আন - উনুন বা রান্নার স্থান পবিত্র করব। নগ খান্দাইওঐ......খানাইঅ - ঘরের মধ্যবর্ত্তী স্থান বা গৃহ খণ্ড সহ গৃহ পবিত্র করছি বা গৃহের অভ্যন্তর ভাগের ভূমি সহ সম্পূর্ণ গৃহ খণ্ড পবিত্র করছি।

খরাংতবাদি - গলা দিওনা বা আওয়াজ দিও না। জাপিরি - ঝাপি। তাবারদি - লাফিওনা। খরাং বার খালাই - গলা দিলে বা আওয়াজ বের করলে। জাপিরি বার খালাই - ঝাপি থেকে লাফিয়ে পড়লে। মন (ইম > ম) কিরিনা - (শব্দ করবে বা আওয়াজ দিবে, ঝাপি থেকে লাফিয়ে পড়বে) এটাকেই ভয় করছি। কোন কিরিনা - কোন কিছুকে ভয় করছি। স্থানাসিমে....দৌও - পূর্ব পুরুষদের সময় থেকে বা প্রাচিন প্রথানুযায়ী। নুখুং কথার খনাইমনি - (পূর্ব পুরুষদের কাল থেকে বা প্রাচিন প্রথানুযায়ী) গৃহ পবিত্র করছি।

গ্রী - এ শ্লোকের দ্বিতীয় অংশের পাশে 'গ্রী' উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবতঃ ইনি কোন একজন নারী দেবতা হবেন।

।। শ্লোক নং-২১।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ আমাষাংঙ্গোমা (= আমা সাংগ্রমা) - মাতা সাংগ্রমা। নং বরৌনি - তুমি কোথা থেকে - অর্থাৎ তুমি কোথা থেকে এসেছে, তোমার কি পরিচয় ? নং বরনি আং বরনি - এ অংশটির দার্শনিক তত্ত্ব হচ্ছে, হে মাতঃ জগজ্জননী, তুমি কোথাকার, আমিইবা কোথা থেকে এসেছি ! আমরা উভয়েই পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা, প্রাণী সৃষ্টিকর্তা এবং আকাশ সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব পিতার সন্তান। আমাদের সৃষ্টির উৎস একটিই। নংছরনি বছা - তোমাদের সন্তান। আংছরনি বছা - আমাদের সন্তানাদি। গুমানি (= নমানি) থানি - তোমার মায়ের স্থানে বা নিকটে। গুফানি (= নফানি) থানি - তোমার পিতার নিকট। হারৌফাথানি - ভূমিদানকারী বা ভূমি সৃষ্টিকারী পিতার স্থানে [সং ধাত্রী ✓ধা > হা - ভূমি, পৃথিবী, রৌ (= র) দান করা, দ > র, ঔ কার প্রত্যয়, ফা < পিতা ✓প, আ-কার প্রত্যয়]। মিনাংফা থানি - প্রাণ বা প্রাণী সৃষ্টিকারী অধিপতির স্থানে [সং প্রাণ/কোমলরূপ পরাণ > ✓পর > প্রতি. পণ > স্ববর্গ বর্ণ ✓ম, স্বার্থিক প্রত্যয় ই-কার যোগে মি+ণ (= ন)+আঙ প্রত্যয় মিনাং - প্রাণ, প্রাণী। ২) মিন+আও প্রত্যয় = মিনাও - প্রাণ, প্রাণী। ৩) ✓ম+ঐ কার প্রত্যয় মৈ - প্রাণী, খাদ্য। ৪) ✓ম+উই প্রত্যয় = মুই প্রাণী - খাদ্য, সব্জী, রন্ধিত ব্যঞ্জন। ৫) ✓ম+আই প্রত্যয় = মাই - খাদ্য, ভাত, ধান্য। ৬) ✓ম+স্বার্থিক ই-কার = মি - প্রাণী, পশু, সব্জী।

'যদিও স্ববর্গান্তর্গত একটি বর্ণের স্থলে অপর বর্ণ' সূত্রানুযায়ী কক-বরকে 'মাই' শব্দটি বাংলা ভাত শব্দ থেকে বুৎপন্ন বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তবু 'মাই' শব্দটিকে প্রাণদানকারী বা প্রাণ রক্ষাকারী অর্থে মিনাং (প্রাণ, প্রাণী) শব্দ থেকেই অর্থ প্রসারে বুৎপন্ন বলতে হবে। মিনাং শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ এ কথার সাক্ষ্য দেয়। যেমন, মিনাং > মিনাও > মৈ > মাই > মুই > মি। খেরৌআইফা থানি - আকাশ দানকারী বা সৃষ্টিকারী পিতার স্থানে। [সং খ > এ-কার প্রত্যয় যোগে খে-আকাশ (তুঃ সং খেচর - আকাশচারী)। রৌ (= র) - দান করা, ঔ-কার এবং আই প্রত্যয়। পাণ্ডুলিপিতে দুটি প্রত্যয় পাশাপাশি ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, জাগওঐ - জাগিয়ে]।

মর্মার্থ ঃ এ অংশটির মর্মার্থ হলো, আমা সাংগ্রমা, তুমি কোথাকার কে, আমিইবা কোথাকার কে, আমাদের এবং তোমাদের সন্তনাদিইবা কোথা থেকে এসেছে। বিশ্ব চরাচর সৃষ্টিকারী পিতা এবং আকাশ সৃষ্টিকারী পিতাই আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন।

ছাঙ্গৌ আচৌগনানি (= চাংগ আচুকনানি) - কোলে বসরে। 'চাংগ' অর্থ কোলে, মাচায় বা মাচাঙ্গে। এস্থলে চাংগ বলতে কূর্ম মুদ্রার কোলেও হতে পারে। ওআনাও আচৌগনানি - বংশ দণ্ডে অধিষ্ঠিত হবে (ঘটের পরিবর্তে বংশ দণ্ড)। তাই আচৌগনানি - পুনর্বার বসবে। হার্ত্তি আচৌগনানি - বেদীতে অধিষ্ঠিত হবে। ছানাই - কথিত, কথামত। মিআনি - অতীত কালের, গতকালের। খরাং - স্বর, কথা, ধ্বনি। পুর্ব্বানি - পূর্বের অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের। খরাং পুব্বানি - পূর্ব পুরুষদের বাক্যানুযায়ী। স্থানাং সিঁমে - অবস্থানের সময় থেকে। ছানাই ....স্থানাংসিঁমে - পূর্ব পুরুষদের অবস্থানের কালের সময় থেকে তাঁদের আদেশানুযায়ী। আখাঠাই - উনুনের স্থান। কথার খনাইমিনি - পবিত্র করা হল।

॥ শ্লোক নং-২২॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ নংব থারনি (= আরনি) - তুমিও সেখানের। আংব আরনি - আমিও সেখানের। নুংব......আংব আরনি - তুমি যেখানের আমিও সেখানের। অর্থাৎ তুমি যেখান থেকে জন্মেছ, আমিও সেখান থেকে জন্মেছি। আমাদের জন্মস্থান একটিই। মানমা কাইছা - (আমাদের) মাতাও একজন। ফানফা কাইছা - পিতাও একজন। কুবেঙ্গ - বন্দনা করা, (কু+বেঙ্গ < বন্দনা ✓বন > বেঙ্গ, বেঙ, বেং)। তৈকুঐ - স্নান করে। কুবেঙ্গ তৈকুঐ - স্নানান্তে বন্দনা করছি। হাসুঐ - (পূজার) স্থান বা মাটি ধৌত করে। কুবেঙ্গ হাসুঐ - পূজার স্থান বা মাটি ধুয়ে। মগসুঐ - চোখ ধৌত করে; এখানে মুখ মণ্ডল ধৌত করে বা আচমন করে বুঝাচ্ছে। কুবেঙ্গ মগসুঐ - মুখ মণ্ডল ধৌত করে বন্দনা করছি। আংছর - আমরা সবাই। নংখুনুদি (= খুলুমদি) - তোমরা প্রণাম কর। আং খুনুমনা - আমি প্রণাম করছি। আং.........খুনুমনা - আমি, আমরা সবাই প্রণাম করছি, তোমরাও প্রণাম কর। আনি - আমার। কাওঐ - কর্মের দ্বারা, কথার দ্বারা। 'কাও' শব্দটি আও প্রত্যয় যোগে 'কর্ম' এবং 'কথা' দুটি শব্দ থেকেই উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, সং কর্ম ✓ক+আও = কাও। কথা ✓ক+আও = কাও। রিয়াং ভাষায় কাও অর্থ কথা, ভাষা।

নামঐ - নামে, নামদ্বারা। নং তনাদৈ (= তনাদৌ) - তোমরা এখানে থাকবে (অনুরোধ)। নং আচৌমারসিঐ - তোমাদের বসিয়ে। বাচামারসিঐ - দাড়া করিয়ে। নংখুনুম খানাই (= খুলুম খালাই) - তোমরা প্রণাম করলে। এখানে দেবতাগণ পূজারী বা চন্তাইকে প্রণাম করলে বুঝাচ্ছে। বখাই (= বখালাই > বাখাই > বাহাই) -

কি করে। আংতআঅন (= তংআন) - আমি থাকব! বখাই...:তআন - কি করে আমি থাকব! অর্থাৎ দেবতা মনুষ্য দেহধারী চন্তাইকে প্রণাম করতে চাইলে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। তাই তিনি বলছেন, 'আং আগওঐ খুলুমনা' - আমি আগেই (দেবতাদের প্রণাম করার পূর্বেই) প্রণাম করব। বুছামাই রআইঐ - সন্তানকে অন্ন না দিয়ে। বুছা তৈরআঐ - সন্তানকে জল না দিয়ে। খরাং তাবাদি - গলা (কথা, স্বর, আওয়াজ) দিও না। জাপিরি তা বাদি - ঝাপি থেকে লাফিও না। খরাং বার খনাই (= খলাই) - আওয়াজ বের করলে। জাপিরি বাখানাই (= বারখালাই) - ঝাপি থেকে লাফালে।

॥ শ্লোক নং-২৩ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ ওঁ নমঃ আমাছাঙ্গোমা - হে মাতঃ, আদ্যাশক্তি জগজ্জননী! তোমাকে প্রণাম। নং বরৌনি - তুমি কোথাকার। আং বরৌনি - আমি কোথাকার। নংছরনি বছা - তোমাদের সন্তান। আংছরনি বছা - আমাদের সন্তান। ণ্ডমানি (নমানি) থানি - তোমার মায়ের নিকট। হারৌফা থানি - বিশ্ব সৃষ্টিকারী পিতার নিকট। মিনাংফা থানি - প্রাণ সৃষ্টিকারী পিতার নিকট। খেরৌআইফা থানি - আকাশ সৃষ্টিকারী পিতার নিকট। নং বর আরনি (= নুংব আরনি) - তুমিও সেখান থেকে এসেছ।

মর্মার্থ ঃ [হে মাতঃ জগজ্জননী! তুমি কোথাকার, আমিইবা কোথা থেকে এসেছি! তোমাদের সন্তানাদি এবং আমাদের সন্তানাদিকে কে সৃষ্টি করেছেন! এ পৃথিবী সৃষ্টিকারী পিতা, প্রাণী জগৎ সৃষ্টিকারী পিতা এবং ব্যোম সৃষ্টিকারী পিতাই আমাদের সকলের সৃষ্টির উৎসমূল। তোমাকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তুমিও সেই পরম পিতা থেকেই জন্মেছ।]

জাওনরগং (= জাতরগন) খানাই - জাতি বন্ধন করব। জাতির জীবনে যেন কোন অশুভ শক্তির কোপ দৃষ্টি না পড়ে, কিংবা অমঙ্গল বা দৈব দুর্বিপাক ঘনিয়ে না আসে সে জন্য জাতি বন্ধন করা হচ্ছে। ছকাং কাংছনাই - সম্মুখে অগ্রসর হবে। মন কিরিনা - এটাকেই ভয় করছি। কোংন কিরিনা - অন্য কিছুকেও ভয় করছি। ছাগনাই মিআনি - অতীতকাল থেকে কথিত। খরাং পুর্বানি - পূর্ব পুরুষদের বাক্যানুযায়ী। থানা সিমঐ থানা সমে দৌও - (পূর্বপুরুষদের) সময় থেকেই, সময় থেকেই। নিশ্চয় করে বুঝানোর জন্য দু'বার বলা হচ্ছে। থানা সিমঐ শব্দটি দু'ভাবে লিখা হলেও একই অর্থবহ। জাগওঐ - জাগিয়ে। খুনুমনি (= খুলুমমানি) - প্রণাম করা হলো।

॥ শ্লোক নং-২৪॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ আং আচৌমারসিঐ (= আচুকমারসিঐ) - আমি (দেবতাদের) বসিয়ে দিয়ে। বাচামারসিঐ - দাঁড়া করিয়ে। আচাইমারছিঐ - জাগিয়ে। থরমাসিঐ - স্থাপন বা স্থির করে। চামারছিঐ - ভোগ্যবস্তু দিয়ে। নংমাছিঐ (= নুংমা রসিঐ) - পানীয় দিয়ে। আং খুনুমনা - আমি প্রণাম করছি। নংওনাঁদে (= নংতনাদৌ) - তোমরা থেকো। আং বথাইতআহন - (তোমরা না থাকলে) আমি কি করে থাকব! খরাং তাবাদি - আওয়াজ বের করো না। ই জাপিরি তাবারদি - এই ঝাপি থেকে লাফিও না। খরাং বারখানাই - গলা বা আওয়াজ বের করলে। ই জাপিরি বারখানাই - এ ঝাপি থেকে লাফালে। ই আং - এ আমি। নরগ - তোমাদের। খানাই - বাধব। ই আং.........খানাই - এই আমি তোমাদের বাধব।

আংব আরনি - আমিও সেখানের। মানমা কাইছা - মাতাও একজন। ফান ফা কাইছা - পিতাও একজন। মানমা.......কাইছা - পিতাও একজন, মাতাও একজন। অর্থাৎ দেবতাগণ ও চন্তাই একই পিতার ঔরসজাত এবং একই মাতার জঠর থেকে জন্ম নিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, চন্তাই একজন শাপ ভ্রষ্ট মনুষ্যদেহধারী দেবতা। মনুষ্য দেহ ধারণ করে তিনি সহোদর প্রতীম দেবতাদের সাথে একাত্মতা বোধ করছেন এবং সান্নিধ্য কামনা করছেন।

কুবেঙ্গ তৈকুঐ - স্নানান্তে বন্দনা করছি। কুবেঙ্গ জাগসুঐ - জাগিয়ে বন্দনা করছি। কুবেঙ্গ মগসুঐ - মুখমণ্ডল ধৌত করে বন্দনা করছি। আংছর নংখুনুদি (= খুলুমদি) - আমরা সবাই প্রণাম করছি, তোমরাও প্রণাম কর। খুম ছৌরঐ - পুষ্পশুদ্ধি করে। আগ রঁমে - অগ্নি স্পর্শ করে। খুম্ম ছোফুনুগনা - কুর্মমুদ্রা দেখিয়ে। মখাঁ (= মুখাং) - মুখমণ্ডল। চন্দ্র বিন্দুর স্থলে অনুস্বার। মাওআন - ইতস্ততঃ নড়া-চড়া করা। [বরতে 'মাও' শব্দের অর্থ (১) কাজ করা (২) এদিক ওদিক নড়া চড়া করা]। খুম্ম.....সাওআন - দেবতাদের সম্মুখে কুর্মমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবতাদের মুখমণ্ডল ইতস্ততঃ নড়াচড়া করে জাগ্রত করা হলো। অর্থাৎ দেবতাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হলো। বৈদিক পূজাদিতেও দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূজার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ বিশেষ।

আচৌমারছিঐ - জাগিয়ে, বসিয়ে। বাচামারছিঐ - দাঁড়া করিয়ে। নং খুনাংদি (= খুলুমদি) - তোমরা প্রণাম কর।

ভাষা উদ্ভবের এই স্তরে কক-বরকের বিভক্তি এবং বিভিন্ন প্রত্যয় গুলোর

ব্যবহার সুনির্দ্দিষ্টরূপে গড়ে উঠেনি। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য আধুনিক ভাষার মতো প্রত্যয় বিভক্তি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, তনফাইদি৩৫ (= তং ফাইদি) - থাকতে আস। মুঁরে চাঐদি৩০ - মুড়িয়ে খাও। তা কারদি ৩০ - ত্যাগ করো না, ফেলে দিও না। 'নরগ' স্থলে নং (তোমরা) আধুনিক কক-বরকেও কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

।। শ্লোক নং-২৫।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ ঁ আমাষাঙ্গোমা (= ওঁ আমা সাংগ্রমা) - মাতা জগজ্জননী ! মৈখুলি খান্দিও - কলার মোচার খোসাতে। পাথরের তৈরী খাদার পরিবর্তে ব্যবহৃত । দেবকার্যে ব্যবহৃত পাথরের তৈরী ভাণ্ড বা মৃৎপাত্রকে 'খাদা' বলা হয়। আথরনি (= ও আথরনি) মাইরাংগ - বাঁশের গাঁটের সামান্য উপরে কেটে কৌটার মতো যে পাত্র তৈরী হয় তাকে ধাতু নির্মিত থালার পরিবর্তে এস্থলে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাকেই 'বাঁশের গাঁটের থালা' বলা হচ্ছে। ইর - এখানে। মাইখনাই (= খলাই) - দেবতা বা প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নভোগ। ইর মাইখনাই - এখানে অন্ন ভোগ নিবেদন করা হলো। থঙ্গফুর - খেলার সময়। ছাম চৌতাও - থানকুনী (বোটানিকেল নাম Centella japonica) পাতায়। থঙ্গফুর.....খনাঐ - খেলার সময় থানকুনী পাতায় ভোগ্য পরিবেশন করা হয়েছিল। কবেঙ্গ (= কুবেঙ্গ) তৈকুঐ - স্নানান্তে বন্দনা করে। কোংবেঙ্গ (কুবেঙ্গ) মগসুঐ - মুখমণ্ডল ধুয়ে (আচমনান্তে) বন্দনা করে। কুনেচঙ্গ (কুবেঙ্গ হওয়া উচিত) জাগসুঐ - জাগিয়ে বন্দনা করে। ঘানটা জাগরঐ ঘনটা জাগরঐ - ঘন্টা বাজিয়ে জাগিয়ে। আংছর - আমরা সবাই। নং খুমদি (= খুলুমদি) - তোমরা প্রণাম কর। আচৌমারছিঐ - বসিয়ে।

বাজামারছিঐ - (ঘন্টা) বাজিয়ে। নং খুনুমদি - তোমরা প্রণাম কর। আংখুনুমনা - আমি প্রণাম করছি। আচৌমারছিঐ.......আং খুনুনা(= খুলুমনা) - বসিয়ে (বাদ্যাদি) বাজিয়ে, ভোগ্যবস্তু নিবেদন করে, পানীয় নিবেদন করে আমি প্রণাম করছি। আনি কাওঐ - আমার কথার দ্বারা বা কর্মের দ্বারা। আনি নামঐ - আমার নামের দ্বারা। নং তনাদৈ - তোমরা থেকো। এ অংশটির অর্থ 'তোমরা না থাকলে' হলে পরবর্ত্তী বাক্যাংশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আংবখাই তআন - আমি কি করে থাকব। খরাং তাবাদি - আওয়াজ বের করো না। ....।

॥ শ্লোক নং-২৬।

টীকা-টিপ্পনী ঃ জাপিরি তাবারিদি (= তা বারদি) - ঝাপি থেকে লাফ দিও না। ছাগনাই মিআনি - অতীতকাল থেকে কথিত বা অতীতকালের কথানুযায়ী। খরাং পূর্ব্বানি - পূর্ব পুরুষদের বাক্যানুযায়ী। স্থানসিমে দৌ - (অতীতকালের) স্থানেব সময় থেকেই সময় থেকেই। নিশ্চয় করে বা জোর দিয়ে বুঝাতে দ্বিত্ব। মখাঁ (= মুখাং) মাওবাঐ - মুখমণ্ডল নেড়েচেড়ে। নিদ্রিত দেবতাদের মুখমণ্ডল নেড়ে। ঘনটাচা কারমানি - ঘন্টা পরিত্যাগ করা হলো।

ছকাং কাছনাই - সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবে। মন কিরিনা - এটাকেই ভয় করছি। কোংন কিরিনা - অন্য কোন কিছুকেও ভয় করছি। ছাগনাই......স্থানাসিমে দৌ - অতীতকাল থেকে পূর্ব পুরুষদের বাক্য বা নির্দ্দেশ অনুযায়ী। পূর্বপুরুষদের আচরিত প্রথানুযায়ী। খুর্ম্মফনা - কূর্ম মুদ্রা। কারমানি - ত্যাগ করা হলো। মখাঁ (= মুখাং) মাওমানি - মুখ বা মুখমণ্ডল নাড়াচাড়া (সমপ্ত হলো)।

স্ত্রী - ইনি সম্ভবতঃ রাজমালায় উল্লিখিত ক্ষ্মা (পৃথিবী) দেবী। লিখন প্রমাদ হেতু 'ক্ষ্মা' স্থলে 'স্ত্রী' হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ - ইনি কোন দেবতা সঠিক চেনা যাচ্ছে না। বাজমালায় এ দেবতাটির উল্লেখ নেই।

॥ শ্লোক নং-২৭॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ ওঁ নমঃ - প্রণাম বা আচমন। আফার - অপর। রাউনি - রাজ্যের। রাজা- অধীশ্বর। আফার রাউনি রাজা - অপর রাজ্যের অধীশ্বর। অপর রাজ্য বলতে সম্ভবতঃ স্বর্গ বুঝাচ্ছে। ওঁ নমঃ........রাজা - অপর রাজ্যের রাজা তোমাকে প্রণাম। নং ফাইদি - তুমি এস। নং ছরঁতে - তোমাদের মত। আং ছরঁতে - আমাদের সবার মত। নংব আরনি - তুমিও সেখানের। আংব আরনি - আমিও সেখানের। নং ছরঁতে .....আংব আরনি -তোমাদের-সবাইর মতো আমরাও সবাই সেখান থেকে এসেছি, যেখান থেকে তোমরা সবাই এসেছ। গুমানি থানি - তোমার মায়ের স্থানে বা নিকটে। গুফানি (= নফানি) থানি - তোমার পিতার স্থানে বা নিকটে। গুমানি........থানি - তোমাব পিতা মাতার স্থানে। নমঃ - প্রণাম। তনাওইগুং - এখানে রাখা হল। .....

........নং খুনুমদি - তোমরা প্রণাম কর। আং খুনুমনা - আমি প্রণাম করছি। কাওঐ - কর্ম বা কথার দ্বারা। নাঁমে - নামে। আনি......নাঁমে - অমাার কর্ম বা কথার দ্বারা। নংতনাঁদে (= নুংতনাদৌ) - তোমরা থেকো। আনি মং - আমার নাম। ছিঐ - জেনে। আনি ছাগসীঐ - আমার দেহকে জেনে অর্থাৎ আমাকে দেখে। নং - তোমরা, তুমি। আনি কাওঐ......ছাগসীঐ - আমার কথা বা কর্মের দ্বারা, আমার নামের দ্বারা বা আমার নাম জেনে, আমাকে দেখে তোমরা এখানে থেকো।

।। শ্লোক নং-২৮ ।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ নংখুলুমনাঁই - তোমরা প্রণাম করবে। বখাঁই আং তআহন - আমি কি করে থাকব। দেবতাকে বলা হচ্ছে, তোমরা না থাকলে আমি কি করে (একা) থাকব। আং কুবেঙ্গ জাগসুঐ - আমি জাগিয়ে বন্দনা করছি। কুংবেঙ্গ (কুবেঙ্গ) তেকুঐ (=তৈকুঐ) - স্নানান্তে বন্দনা করছি। কুবেঙ্গ মগসুঐ - মুখমণ্ডল ধৌত করে বন্দনা করছি। বুছা মাঁই রআঐ - সন্তানকে অন্ন না দিয়ে। খাসা - স্বচ্ছ, উত্তম। খাসা তৈরআঐ - স্বচ্ছ জল না দিয়ে। আঁইচা - নারকেলের মালা, দেশজ বাংলায় 'আঁইচা'। খানগনঁই (= খনগঁই) - হাতড়িয়ে, এস্থলে ঝেড়ে বা তুলে। আঁইচা খানগনঁই বাঁই - নারকেলের মালা দ্বারা ঝেড়ে। নারকেলের মালা ঝেড়ে-ঝুড়ে জল খাওয়ানোর কথা বলা হচ্ছে।.

নংছা আমকমা - তুমি অমুক মায়ের সন্তান কি ! নংছা অমুকফা - তুমি অমুক পিতার সন্তান কি ! দআঐ - দয়া করে। নুখুং - গৃহ, সংসার, পরিবার। এস্থলে নুখুং বলতে সমস্ত রাজ্যও হতে পারে। মারাং (= মাঁইরাং) - ধাতু নির্মিত উজ্জ্বল থালার ন্যায় শষ্যক্ষেত্র। মারাং কচাংনা - ধাতু নির্মিত থালার ন্যায় উজ্জ্বল শষ্য ক্ষেত্র শীতল করবে। হাঁবুক কচাংনা - পৃথিবীর উপরিভাগ বা মৃত্তিকা শীতল করবে। তৈবুকচাংনা - জলও শীতল করবে। প্রজা কচাংনা - রাজ্যের অধিবাসী প্রজাদের শীতল করবে। আনি খরাংনাঁই - আমার কথা বা কন্ঠস্বর শুনে। আনি জাপিরিনাঁই - আমার ঝাপিতে থেকে।

মর্মার্থ ঃ শাপভ্রষ্ট মনুষ্য দেহধারী চন্তাই দেবতাদের বলছেন, ঝাপিতে থেকে থেকে আমার কথানুযায়ী তোমরা সমস্ত সংসারের শান্তি বিধান করবে, ধাতু নির্মিত থালার ন্যায় উজ্জ্বল শষ্যক্ষেত্র সমূহ শীতল করবে, পৃথিবীর উপবিভাগ বা মৃত্তিকা

শীতল করবে, জলও শীতল করবে। রাজ্যের অধিবাসী প্রজাকুলের শান্তি বিধান করবে।

॥ শ্লোক নং-২৯ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ তনাওহাচুর ঃ তনাওনচুর - শ্লোকের পরবর্ত্তী অংশের দিকে লক্ষ্য করলে এ দুটি শব্দের অর্থ 'প্রতিষ্ঠা ও নিবেদন' করা যেতে পারে।

আমা সাংগ্তোংমা (= আমা সাংগ্রমা) - মাতা জগজ্জননী। ।ঁ - তান্ত্রিক প্রণব মন্ত্র ওঁ। এ মন্ত্রটির বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। উপরের চন্দ্রের ন্যায় অংশের উপরিস্থিত গোলাকার বিন্দুটির (০) অর্থ হচ্ছে, দুঃখ হরণ বা দুঃখ হারিণী। সব মিলিয়ে প্রণব মন্ত্রটির অর্থ হচ্ছে, দুঃখ হারিণী, জগজ্জননী মাতা, আমাদের দুঃখ হরণ করুন। হামং - ভাল, শুভ। সিআবা - জানিনা। হামং......সাআন - (দেবতার নিকট স্বীয় দীনতা প্রকাশ করতঃ পূজারী চন্তাই বলছেন, জগজ্জননী দুঃখ হারিণী মাতা) ভাল কিছু জানিনা মা; ভাল কথা বলব। অর্থান্তর ঃ জ্ঞান-গম্যি নেই মা; জ্ঞান-গম্যির কথা বলব। নগমং - ঘর গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় বিষয়। নগমং সিআবা নংগম (নগমং) সাআবান (= সাআন) - ঘর গৃহস্থী শিখিনি মা; ঘর গৃহস্থালীর কথা বলব। অর্থান্তর ঃ বিষয়-আশয় চিনিনি মা, বিষয়-আশয়ের কথা বলব। বারৈনি (= বারিনি) - বাড়ীতে উৎপন্ন। ফানচা (= ফানচ) - পাঁচন, বাড়ীতে তৈরী এক প্রকার মদ্য। মানথায় - পেয়েছি, পাওয়া গেছে। নখুংনি - ঘরের, বাড়ীর। মিনাও - প্রাণী। নখুংনি......রাঐন থায় - গৃহপালিত প্রাণী কাটা হয়েছে। পুনগ পুঞ্জুআ (= পুনজুআ) - পাঁঠা ইত্যাদি। মধ্যস্থিত 'গ' (= রগ, বহুবচন সূচক প্রত্যয়, গুলো) 'গয়রহ' (✓গ) শব্দ থেকে আগত। রাঐন - কেটেই। নথস্তে (= সম্ভবতঃ 'নমস্তে' - আপনাকে প্রণাম), লিখন প্রমাদহেতু অস্পষ্ট। পুনগ......রাঐ - পাঁঠা মোরগ ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী কেটে। তাওনগ - মোরগ রাখার ঘর। তাওজনা (= তাওজলা) - মোরগ। জাআচিং - মোরগের ঘরে উঠার সিড়ি বা মাচা। আজও দূর পার্বত্য এলাকায় রাত্রিতে বন্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষার জন্য গৃহ পালিত মোরগ গুলোকে মাটি থেকে উচুতে টং ঘরের মতো ঘর তৈরী করে তার মধ্যে রাখা হয়। মাটি থেকে টং ঘরের দরজা পর্যন্ত বাঁশের চঞ্চালী দিয়ে একটা মাচার আকৃতি সিড়ি পেতে দেওয়া হয়। তা দিয়ে পড়ন্ত বেলায় মোরগগুলো মাটি থেকে সিড়ি বেয়ে টং ঘরের আস্তানায় উঠে যায়। একে জাআচিং বলা হয়। আধুনিক কক-বরকে 'জাচিং'।

কইথায় (= কইচিগই তথ্যী) - ডাকছে। জাআচিং কঐথায় - মোরগের ঘ:

উঠার মাচায় বসে ডাকছে। হাপেঙ্গ (= হাপুং) - বৃহৎ জুমভূমি। হাপেঙ্গ মথনা - বৃহৎ জুমভূমির বা বনের গবয়। কোংকঐথায় -কঁকিয়ে ডাকছে। চাগনাই কৈরে (= চানাই কুরুই) - ভক্ষক বা খাদক নেই। নংগনাই কঁরে (নুংনাই কুরুই) - পানকারী নেই। বিহিগ - স্ত্রী, ভার্যা। সাকরং -সন্তান প্রসবে পারদর্শী, বন্ধ্যা নয় এমন স্ত্রী। বছাই - স্বামী। ওআকরং - বাঁশের গুণাগুণ সম্বন্ধে পারদর্শী। বিহিগ ছা.....ওআকরং - এ বাক্যেটির মধ্যে প্রাচীন কালের উপজাতিদের আশা আকাঙ্খা এবং শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র কবিত্বময় ভাষায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। গার্হস্থ্য জীবনে উপজাতি দম্পতির গুণাবলীর কথাও এ স্বল্প পরিসরে চমৎকাররূপে চিত্রিত হয়েছে। শাস্ত্রে আছে - পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। বন্ধ্যানারী আদর্শ গৃহিণী হবার যোগ্য নয়। গৃহের আনন্দ বিধানে বন্ধ্যা নারী অক্ষম। তাই আদর্শ গৃহীণীকে হতে হবে সন্তানবতী। পুত্র অথবা কন্যা সন্তানবতী নারীই গৃহের আনন্দ বর্ধনে সক্ষম। সেখানেই নারী জীবনের সার্থকতা। তাই নারীকে সাকরং (সন্তান প্রসবে পারদর্শী) হতে হবে।

অপরদিকে স্বামীর গুণাবলীর কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, বছাই ওআকরং। অর্থাৎ স্বামীকে হতে হবে বিভিন্ন বাঁশের গুণাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। সুপ্রাচীন কাল থেকে অরণ্যবাসী উপজাতিদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাত্যহিক জীবনে বাঁশ একটি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই প্রতিটি উপজাতি যুবকের কাঁচা-পাকা বিভিন্ন বাঁশের গুণাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যাক ছিল। ওআকরং (বাঁশ বিষয়ে পারদর্শী) না হলে উপজাতি যুবকের পক্ষে ঘর বাঁধা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তারপক্ষে সম্ভব হত না সূক্ষ্ম কারুকার্য্য মণ্ডিত বিবাহ বাসর সাজানো। ফলে তাকে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান থেকেও বঞ্চিত হতে হতো। এসব বিবেচনা করেই বলা হচ্ছে, 'বছাই ওআকরং' (বাঁশের গুণাবলী পারদর্শী) হতে হবে।

॥ শ্লোক নং-৩০॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ ....কাচারিমনয়া - ইহা কাছাড় (হেরম্ব) দেশের অধিবাসীদের নয়। মেগিনি মনয়া - মণিপুরীদের (মেখলী > মুগলী) ইহা নয়। সিকাংম (= সিকাম) মআ (= মনয়া) - সিকামদের (কুকী) এটি নয়। ওয়াজই (ওয়ানজই) মনয়া - বাঙালীদের এটি নয়। মুঁরে চাঐদি - মুড়িয়ে বা অপ্রয়োজনীয় অংশ ফেলে দিয়ে ছেচে ছুলে খাও। ছাঁবেচাঐদি - চিবিয়ে খাও। চাআঐ (= চায়াঐ) - না খেয়ে। তা কারদি - ত্যাগ করো না, ফেলে দিও না। নংআঐত্তকোরদি (= নুংয়াঅই তা

কারদি) - পান কা করে ত্যাগ করো না বা ফেলে দিও না। নংন সপেখা - তোমাদের সমর্পণ করা হয়েছে। নংন দানেখা - তোমাদের দান করা হয়েছে। (চা) ইআওন তারদি (তা কারদি) - না খেয়ে ত্যাগ করো না, ফেলে দিও না।

।। শ্লোক নং-৩১।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ ছকাং তা হিমদি - সম্মুখের দিকে হেঁটে যেও না। খরাং তাবাদি - আওয়াজ বের করো না। জাপিরি তাবাদি - ঝাপি থেকে লাফিও না। খরাং বাখনাই (বার খলাই) - আওয়াজ বের করলে। জাপিরি বারখানাই - ঝাপি থেকে বের হলে বা লাফিয়ে পড়লে। মন কিরিনা - এটাকেই ভয় করছি। কোংন কিরিনা - অন্য কোন কিছুকেও ভয় করছি। ছাগনাই মিহানি (= মিআনি) - অতীতকাল থেকে প্রাচীন কাল থেকে যেভাবে বলা হয়েছে। খরাং পূর্ব্বানি থানা ছিমে - পূর্ব্ব পুরুষদের অবস্থানের সময় থেকে, তাঁদের ব্যাকানুযায়ী। কুন বেংমনি - কোণের দেবতা (?) কে বন্দনা করা হল।

খরাং তাবারদি - আওয়াজ বের করো না। জাআপিরি (= জাপিরি) তাবিদি - ঝাপি থেকে লাফিও না। খরাং বার খানাই (= খলাই) - আওয়াজ বের করলে। জাপিরি বার খানাই - ঝাপি থেকে লাফালে বা বের হলে। মন কিরিনা - এটাকেই ভয় করছি। কোংন কিরিনা - অন্য কিছুকেও ভয় করছি। ছাগনাই......স্থানাসমৈ দৌ - অতীতকালথেকে, পূর্বপুরুষদের সময় থেকে, পূর্ব পুরুষদের বাক্যানুযায়ী। সুর্চ্য - সূর্য। পুজার - পূজা, র- স্বার্থিক প্রত্যয়। খনাইমনি (= খলাইমানি) - করা হল।

।। শ্লোক নং- ৩২।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ ওঁ - প্রণব মন্ত্র। সমজম (= সংযম)- একাগ্রতা। "ধারণা, ধ্যান ও সমাধি - ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" (রাজযোগ)। নংগুংপুঅতমন (= পুইতমান)- তোমাদের প্রত্যয় হয়েছিল, বিশ্বাস হয়েছিল। নং আচাই মন - তোমরা জন্মেছিলে। সুবরাই রাজা - বর ভাষায় শিবকে বলা হয় 'চিবরাই'। [শিবরাজা > বর. চিবরাই > কব. সুবরাই]। রাজা শব্দ কক-বরকে পালির মাধ্যমে আগত, দ্বিত্ব হয়েছে। আবু - দেশজ বাংলায় আবু শব্দের অর্থ - মাংস গোলক বা মাংস পিণ্ড, কোথাও সদ্যোজাত

কচি শিশু। [বর ভাষায় গোলাকৃতি মাংস পিণ্ডের ন্যায় স্তন্যকে বলা হয় 'আবু'। কক-বরকে আবু+ক প্রত্যযোগে 'আবুক' - স্তন্য]। চাফুরু - খাওয়ার সময়। এখানে জীবরূপী শিবের সাংগ্রমা বা আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর স্তন্যপান করার কথাই বলা হচ্ছে। সুবরাই রাজা আবু চাফুরু - সুবরাই রাজা স্তন্যপান করার সময়। [তান্ত্রিক সাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান তারাপীটে জগজ্জননী আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রী তারামা নামে বিরাজিতা। মায়ের বহিরঙ্গে মুখোশ আবৃত উগ্ররূপ - যা নাকি দৃশ্যমান এ বিশ্বচরাচরের প্রতীক। মায়ের অন্তরঙ্গ রূপ হচ্ছে - স্নেহাধার রূপী প্রকৃতিরূপ। সেখানে তিনি অঙ্কেধৃত জীবরূপী শিবকে মাতৃসুধা পান করাচ্ছেন। অর্থাৎ এ বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরে অবস্থিত থেকে চিন্ময়ী মাতা মাতৃরূপে সন্তানবৎ এ বিশ্বচরাচরের জীবরূপী শিবকে অহর্নিশ মাতৃসুধা পান করাচ্ছেন। সুবরাই রাজার স্তন্যপান করার মাধ্যমে তন্ত্র শাস্ত্রের এ গুহ্য রহস্যেরই অবতারণা করা হয়েছে। অবশ্য ভিন্নার্থও রয়েছে]। তৈবুনংফুর - জলও পান করার সময়। কাংমাতৈ - তৃষ্ণার সময়। খাকরাং - জ্ঞাত, সচেতন। কুমাতৈ - কাংমাতে শব্দের পরিপূরক শব্দ। কাংমাতৈ..........খাকরং - ক্ষুধা তৃষ্ণার বিষয়ে সচেতন। ওআওন খুনুংফুর (= খুলুম ফুরু) - বংশ দণ্ডকে প্রণামের সময়। ওফুর - সে সময়। নং আচাংগবা - তোমরা কাঁকে, কোমরে। খুচাংবা - কোলে, কোলের নিকটস্থ ভূমিতে। খুরিনি বচাংগ। পাদপূরক শব্দ হলেও এ স্থলে অর্থ 'কোলে'। খেমচুরণাঅনি (= খামচুই রুনানি) - লাজ বা খৈ দিয়েছিলাম।

নং আচাংবা - তোমরা কোমরে বা কাঁকে। নং খচাংবা (= খুচাংবা) - কোলের নিকটস্থ ভূমিতে। নংন (= নরগন) - তোমাদিগকে। রিছাছর বাংগি - বুকে বাধার বৃহৎ 'রিছা' (উপজাতি নারীদের বক্ষাবরণী)। বাই - দ্বারা, দিয়া, সহিত। খাঐতবখা - বেধে এনেছি। রূপকথানুসারে মহারাজা ত্রিলোচনের স্ত্রী হীরাবতীর পরিধিত রিছা দ্বারা বেধে আনা হয়েছিল। বুঁমে তবখা - মেরে মেরে আনা হয়েছিল। দৌও - (সং তু) - তো, কিন্তু, বাংলায় 'গো' (ওগো, যাওগো) অনুরোধ সূচক বাক্যাংশের সমার্থক, পাদপূরক। কক-বরকে কখনো নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। মধ্য বাংলার 'করথু' (√থু > দৌও) শব্দ থেকে আগত। নাংথর (= ওআথর) - বাঁশের গাঁট, এস্থলে গাঁটওলা বাঁশ। ফনাংখা - লাগানো হয়েছিল। নাংথর ফানাংখা - গাঁটওলা বাঁশে লাগিয়ে বা বেধে রাখা হয়েছিল। নং - তোমরা। দখিন কুমারীচগ - দক্ষিণের কুমারী চকে বা বিস্তৃর্ণ উন্মুক্ত ভূমিতে। আও - হাঁ। হ > অ +আও প্রত্যয়। নন - তোমাদেরকে। ইগ (= ইক) - এই যে, ওই যে। কুমারি চগ ঃ অন তাঃ - কুমারী চকে ছিলে আরকি! মানেংঙ্গ ফাংন - প্রাণদানের অধিপতি দেবতাকে। নাইছেঙ্গরাই (= নাহারই) - এনে। তনাও আচুর (আচুকর) - বসানো বা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

।। শ্লোক নং-৩৩।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ তনাও আচুর ঃ তনাওনবুর (তনাওনচুর) - ঘরে প্রতিষ্ঠা ও স্থাপন করা হল (?) তৈবুবাখনাতে (তুইঅব বাখলাংতৈ) - জলেও লাফিয়ে পড়ে যায় কিনা। চোন্তাই (= চন্তাই) - চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজারী। তৈবু.......ব চোন্তাই - চন্তাই এর আশংকা দেবতারা জলে লাফিয়ে পড়ে যায় কিনা। বেআন - ভোরে, দেশজ বাংলায় 'বেয়ান' অর্থ ভোরে। আরাছা - এক হাড়ি। দেশজ বাংলা আড়া - বড় কলসী বা হাড়ি। মৈরগর খাঅ (= মৈরগন খাঅ) - প্রাণীদের খেয়েছে। আরগন থাঅ (= খাঅ) - মাছগুলো খেয়েছে। আচুঁবে (= আচুঁরে) - বসিয়ে। কনাংখা (কালাংখা) - ফেলে এসেছি। তৈ ন°ন খাখা - আর তোমাদের বেধে রেখেছি। তৈনঐফাইখা - নিয়ে এসেছি। কনফং (কনফাং) কনক গাছ। নুনাইআ - দেখতে পেলাম না, না পেয়ে। বুরিফাং - বটগাছ। অঙ্গারে (= থঙ্গারে) - মেঝে, গোড়ায়, শয়নের জায়গায়। তওখা - রেখেছি।

তাই তনফাইখা - আবার এনে রেখেছি। তৈঐ তনফাইখা - এনে রেখেছি। তৈবেংরঐ জলদ্বারা বন্দনা করে। তৈকঙ্গো°গ (তৈকুংগ) - জলের কিনারে রেখে। তৈফান্দাই রঐ - জলদ্বারা বেষ্টনী দিয়ে। নংছা আমকফা - তোমরা অমুক পিতার সন্তান কি ! তোমাদের পিতা অমুক কি ! সাজ্জগ তবঐ - সজ্জা এনে। সাজনা তবঐ - সজ্জা এনে। পুঞ্জুআ (পুঞ্জুআ) তবঐ - পাঁঠা এনে। তাওজালা তবঐ - মোরগ এনে। সংমজম (= সংযম) রঐ - হবিষ্য ভোজনাদি বিধি নিষেধ পালন করে, ইন্দ্রিয় সমূহ নিবৃত্ত করে। নংন দৌআঐ - তোমাদের ধ্যান করছি। আও কচাংনা - আমি শীতল হব। নগও কচাংনা - গৃহাদি শীতল করবে।

।। শ্লোক নং- ৩৪।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ হাবু কচাংনাং (= কচাংনা) - ধরণীও শীতল করবে। তৈকীকচাংনা (তৈবু কচাংনা) - জলও শীতল করবে। ওবার চাংনা (কচাংনা) - বায়ু শীতল করবে । আনি খরাংনাই - আমার কথা নিয়ে বা আমার কথা শুনবে। আনি জাপিনাঐ - আমার ঝাপিতে থাকবে। অরব আইগ (< আজ্ঞা) নাগ (নাংগ) - এখানেও আদেশ লাগবে। অর্থাৎ ঝাপি থেকে বের হতেও অনুমতি লাগবে। আনি খরাংনাই -

আমার কথা শুনবে। আনি জাপিরি নাই - আমার ঝাপিতে থাকবে। খরাং তা বার দৌ - আওয়াজ বা গলা বের করো না, গলা দিওনা। জাপিরি তা বাচাদা (বাচাদি) - ঝাপি থেকে দাঁড়িও না। খরাং বার খানাই - আওয়াজ বের করলে। জাপিরি বার খানাই (খালাই) - ঝাপি থেকে বের হবে বা লাফিয়ে পড়বে। মন কিরিনা - এটাকেই ভয় করছি। কৌন (কোন) কিরিনা - অন্য কোন কিছুকেও ভয় করছি। ঙাগনাই (ছাগনাই) মিআনি - অতীতকাল থেকে কথিত। খরাং প্রর্ব্বানি (পুর্ব্বানি) - পূর্ব পুরুষদের বাক্যানুযায়ী। থানা সিঁমে - অবস্থানের সময় থেকে। অর্থাৎ পূর্ব পুরুষদের স্থান থেকে, পূর্বপুরুষদের আদেশানুযায়ী পূর্ব পুরুষদের কাল থেকে। থানা বাঁরে - অতীতের বার অর্থাৎ দিন থেকে। ইতি - সমাপ্ত। শ্রী - সম্ভবতঃ ঝাপিতে আবদ্ধ কোন দেবতার নাম। ইনি 'লক্ষ্মী' ও হতে পারেন। খারচি পূজার তৈচিং রেমনি - খারচি পূজার জলার্ঘ প্রদান করা হলো।

পূর্ববর্ত্তী ৩২, ৩৩নং শ্লোকে খারচি দেবতাদের দক্ষিণ কুমারী চক (বিস্তৃর্ণ উন্মুক্ত ভূমি) থেকে বক্ষাবরণী দ্বারা বেধে এনে চান করিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারই সমাপ্তি হচ্ছে ৩৪নং শ্লোকের শেষে 'খারচি পূজার তৈচিং রেমনি' (খারচি পূজার জলার্ঘ প্রদান) বাক্যের মধ্য দিয়ে।

হাঙ্গ (= হান) - বর্দ্ধিত করে, বেশী করে। গং - গয়রহ, সব মিলিয়ে। চুকবি (চুকরি) - উচু করে, উচ্চ স্তরের। কেবেগ মা - বন্দনা, পূজা। রূআ (রআ) - দিই না, দিলাম না। হাঙ্গগং......রূআ - সব মিলিয়ে বেশী উচ্চস্তরের বর্দ্ধিত আকারে বন্দনা (পূজা) দিলাম না।

॥ শ্লোক নং-৩৫ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ কপলৌখা (কেপলেখা) - অবক্ষয়িত, ক্ষয় পেয়ে গেছে। খামা - ভাটির দিকে, নিম্নাভিমুখী। বিপরীত শব্দ 'সাকা' (উজানের দিকে, উপরদিকে)। খামা কপলৌখা - ক্ষয় পেতে পেতে (পরিমান) নীচের দিকে নেমে গেছে। অবক্ষয়িত। তাই মানখা আন - আমি পুনর্বার পেয়েছি। হার্ত্তি মানখা - বেদী পেয়েছি। আনৈ খাজাখা, খারূখা - আমি প্রসন্ন হয়েছি, প্রীত হয়েছি। চিনি ছাগনাই পাই গুণাগু (অতীতকাল থেকে) কথিত আমাদের যা ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। মাংনাহ (মিনাং) - প্রাণী কুল। চিনি.......গুণাগু - আমাদের (রাজ্যের প্রাণীকুল শেষ হয়ে যাচ্ছে বা গিয়েছে। মখাঁ (মুখাং) - মুখমণ্ডল, এখানে 'মুখ'। মখাঁ বাঁতৈদি -

মুখ ফুটে বল। বাসেও বখা - মন জ্বলছে। বাঐ বখা - হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।

.......বফাং (বুফাং) - পাদপ, বৃক্ষ। বফাং ফাসনি (ফাংসানি) - একটি (জ্যান্ত) গাছের। দানর - দানের। দানদানি - দণ্ডের, (দাণ্ডী, চর্যাপদ ১৬) ডাণ্ডার। দানরব দানদানি -(অগ্নি বা প্রদীপ) দানের দণ্ড। অরব - অগ্নিও। [বর. অর - অগ্নি। কব. হুর। বুৎপত্তি ঃ সং হুর অর, অ হ । অরদানি - প্রদীপাধার, প্রদীপ রাখার 'গাছা'। দেশজ বাংলায় গাছা, থনা, থুনি, ঠুনি। অরব অরদানি - এ অংশের দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ অর্ব অর্থ 'আগুনও' হলে অর্থ হবে 'আগুনও প্রদীপ দানি'তে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অর ব অর্থ 'এখানেও' করা যেতে পারে। কিন্তু চৌদ্দ নং শ্লোকে 'এর' 'এখানে' অর্থে রয়েছে। 'অর' (এখানে) আধুনিকরূপ। তাই এখানে - অর্ব অগ্নিও'-ই হবে। বফাং.....অরদানি - একটি বৃক্ষখণ্ড থেকে তৈরী দণ্ডে (প্রদীপাধারে বা গাছাতে) অগ্নিও রয়েছে। তাংঐ - স্পর্শ করে। তনফাইদি (তংফাইদি) - থাকতে এস। কঠেল (কেবেং) - বাধা। কঁরে(কুরুই) - নাই। তাংঐ তানফাইখা (তংফাইদি) - (অগ্নি) স্পর্শ করে থাকতে এসেছে। তেই তনফাইখা - পুনর্বার থাকতে এসেছে। নিশ্চয়ার্থে দ্বিত্ব। কোবং নৌ (কেবেং ন) - বাধাকে। খাঙ্গুই - বেধে রেখেছি, বেধে রাখা হয়েছে। কছোংগ বাসুআ - অশুভ শক্তি আটকান রয়েছে।

।। শ্লোক নং-৩৬।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ .....তেনি - তাঁর। তেনি প্রা. তেন হ, তিন হং সং তেষাম তদ। থাংও (থাও) - তেল। মতং (মতম) - সুগন্ধ। ং অনুস্বারের স্থলে 'ম'। প্রাকৃত যুগে ঙ ঞ ন ণ ম ং একটি বর্ণের স্থলে কখনো অপর বর্ণ ব্যবহৃত হত । তেনাঐ (তেলাং অই) - সঙ্গে নিয়ে। মানি - মায়ের। খুমতং (খুম মতম) - সুগন্ধী ফুল। চৌনাও - যব থেকে তৈরী খাবার (?)। মিলাও (মিনাও, মিন+আও)- প্রাণী। তেনি.......মিনাও তেনাঐ - তিনি সুগন্ধী তেল, মায়ের সুগন্ধীফুল, যবের তৈরী খাবার এবং প্রাণী (মোরগ ইত্যাদি) নিয়ে। ....সুবরাই রাজা থাখা (থাংখা) - শিবরাজা চলে গেছেন।

........রাজা কাইছাঅনও ছিয় - একজন রাজাকেই জানি। এরাইবা - আলোড়িত হচ্ছে। (এর - ঘাটা)। বা - পাদপূরক। বখাএ - মনে হৃদয়ে। হেরাই - অপশক্তি, দুষ্টবুদ্ধি। বর. হেরাই বাংখো - অপশক্তি। তুঃ পালি. হেরুঅ ভেরুক। ভৈরব। বজ্রধর । বখাএ.......বাচান - মনে অপশক্তি জাগরিত হবে।

কিছিব -ব্যঞ্জনী, নিছনী। রাগনাং (= রাংগনাং) - রঙীন। কিছিব........বাংএ - রঙীন পাখার বাতাস বইছে। ছিছাঐখা - সজ্ঞানে ফিরেছেন বা জাগরিত হয়েছেন। তেনি - তার, এস্থলে তাকে। থাও মতম ফুলখা - সুগন্ধ তেল বুলানো (লেপন করা, মাখা) হয়েছে। মানি.........কারখা (কুরুইখা) - মায়ের সুগন্ধী তেল নেই। চৌনাও রখা - যব থেকে তৈরী খাবার (মদ্য ?) দেওয়া হলো। মিনাও রখা - প্রাণী (বলি) দেওয়া হলো। সাজগ রখা - সজ্জায় বস্ত্রাদি দেওয়া হলো। সাজনা রখা - সজ্জার অন্যান্য দ্রব্যাদি দেওয়া হলো।

॥ শ্লোক নং - ৩৭ ॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ কবেল কবে (কুবুইন কুবুই) - সত্যি সত্যিই। খাদি বুংআই তৈআ - শক্ত করে নিয়ে বাঁধ। খাখা - বেধেছি। বাং রাওন (= বাংরাক ?) অধিক শক্ত স্থান। নৌঐ (নুগই) - দেখে। থৈপেঙ্গখা -আটকান হয়েছে, বাধা হয়েছে। রাজানি বরগ - রাজার মানুষ বা কর্মচারী। গাতি কলাইনা - ক্ষুধার্ত্ত। কিছিব বারগনাং বাএ - যে পাখায় ফুল (চিত্র) অংকিত রয়েছে, এমন পাখার বাতাস বইছে। দিবু দাংস (দিবুদাস) - দেবদাস। অর - এখানে। থা - থাকা। হঅ - হউক। গোষাঞ্রিঁ (গোসাই) - প্রভু। হাফং গনাংঐ - জুম ভূমি ব্যাপী। আথাই (হাতাই) গনাংঐ - সমস্ত চাষের জমি ব্যাপী।

চনাঐতুয় - বিচরণ করে আছ। থাংদি - যাও। খাঁড়াইতে (খাংরাই তুই) - কাঁকড়ার মত (গুটি গুটি হেটে)। আরাও (জুম ভূমির) - সীমানাতে। থাখা (থাংখা) -গিয়েছে। ববনুঐ.........বরগ - তা দেখে রাজার লোকেরা আটকিয়েছে। গাতি......পরিকনাইনা - ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। কিছিব বারগনাং (বুবারগনাং) বাই - ফুলঅলা বা ফুল চিত্রিত আছে এমন পাখার দ্বারা। দিবদাঐ < হে দেবতা। অরথা [বর. থা - থাকা] হঅ গৌষাঞ্রিঁ - এখানে থাকা হউক প্রভু। আর গনাংঐ (হারুং গনাংঅই) নিম্ন বা সমতল ভূমি ব্যাপী। আথাই (হাতাই) - কৃষিভূমি। গনাংঐ - ব্যাপিয়া।

[যতটুকু বুঝা যাচ্ছে, এ শ্লোকের দুটি অংশেই দেবোদ্দেশ্যে বলি দানের জন্য রাজপুরুষদের দ্বারা বন থেকে বন্য মথনা বা গবয় ধরার কথা বলা হচ্ছে। এবং বলি দানের পূর্বে বিভিন্নভাবে পশুটির ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য সেবা করা হচ্ছে]।

॥ শ্লোক নং-৩৮॥

টীকা-টিপ্পনী ঃ .....নুখুনি তিলাও রাঐথায় - ঘর থেকে নিয়ে বা এনে কাটা হল। পুনগন্দ্ব (= পুনগেন্দা) - তেলওলা বা হৃষ্ট পুষ্ট পাঁঠা। পুঞ্জোআ (*তারকা চিহ্নিত স্থানে 'পু' হবে) - পাঁঠা। রামচাইয়া - শরীর শুকিয়ে যায়নি, শীর্ণ নয় এমন। রাঐথাঅ (**তারকা চিহ্নিত স্থনে 'রা' হবে) - কাটা হয়েছে। তাও নগ তাও - মোরগের ঘরে মোরগ। নগনাও (= নখলাঅ) - উঠোনে। জাচিং করৈঐ থাখ (= থাংগ) - মোরগ ঘরে উঠার সিড়িতে মোরগ নেই। আফেঙ্গ (হাপিং) - পুরাণো জুমে। মথনা থকোংথায় - গবয় কঁকাচ্ছে (কঁকিয়ে ডাকছে)। চাগনাই করৈ - ভক্ষক নেই। নগলাই করৈ - পানকারী নেই।

তই করৈ - আর নেই। হাথি (হার্থি) করৈ - বেদী নেই। .....কবৈন কবৈ হনৈ থাখা - সত্যি সত্যিই চলে গেছেন। সাথং (সাথং) মাও গোষাঞি - বলুন, মা গোসাই। ওনাও আচুর - এনে প্রতিষ্ঠা বা বসানো হল। হারণ (তারকা চিহ্নিত স্থানে 'রণ' বা রুং হবে) - নিম্নভূমি। আথাই (হাথাই) - কৃষিজমি। চলাঐ - চলেন বা চলাচল করেন। অন্যত্র 'চলাঐ' স্থানে 'চনাঐ' রয়েছে। দুটি শব্দ একই অর্থবহ।

॥ শ্লোক নং-৩৯॥

টীকা- টিপ্পনী ঃ ওঁ নমা সিদ্ধি - আমার পূজা সিদ্ধ হউক। 'নমা' স্থলে 'নমো' হবে। 'সিদ্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ যিনি সফল বা কৃতকার্য হয়েছেন (রাজযোগ)। থেরেফুঙ্গনিন - খুব প্রত্যূষেই। তেনাই - নিয়ে। তৈমুফুআ - জলে চান (?) করানো হয়েছে। তৈচিবুঅ - জলার্ঘ দেওয়া হয়েছে। তৈলাং সুঅ - নিয়ে শোধন বা ধোয়া হয়েছে, অথবা তেল মাখানো হয়েছে। তনাও আচুর - প্রতিষ্ঠা করা হলো।

তনাও নগচুর - ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করা হলো। ....কিয় দংশের অর্থ প্রথম অংশের প্রায় অনুরূপ। আাথ (= আথুক) - চিংড়ি মাছ।

।। শ্লোক নং-৪০ ।।

টীকা-টিপ্পনী ঃ (আথ) খুঁরেখা - ক্রোড়ে স্থাপন করেছি। (খাদ্যবস্তু) সম্মুখে পরিবেশন করেছি। আবার খুঁরেখা - কুচো মাছ পরিবেশন করেছি। আথুব বানখা - চিংড়ি মাছও বন্টন বা ভাগ করে দিয়েছি। আবারব মানখা - কুচো মাছও পেয়েছি। খাজাঐ ফাইখা - মনে আনন্দ হয়েছে। খারূঙঐ ফাইখা - মন প্রসন্ন হয়েছে।

...........তমা খনাইন মান - কি করতে পারি ! আন বাঁতৈ খনান মান - আমাকে বলে শোনাতে পার। তৈনেবা আ খনাইন মান -তাঁকেও (তেনি) বলে শোনাতে পার। সুবরাই রাজা আবু চাবা - সুবরাই রাজা স্তন্য পান করেছেন। তৈবুনংবা - জলও পান করেছেন। কাংমাঁতৈ খাকরং - তৃষ্ণার্ত হলে অনুধাবন করতে পারেন। ঙমাঁতৈ (= নুংমাঁতৈ) খাকরং - পান করলেও অনুধাবন করতে পারেন বা বুঝতে পারেন। 'খাকরং' শব্দের অর্থ পারদর্শীও হতে পারে। আবুচাবা তৈবুনংবা - স্তন্য পান করে, জলও পান করে।.......

।। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের রচনা স্থান ।।

রাজমালার বংশ পত্রিকানুযায়ী ত্রিপুর রাজ বংশের ৪৬ সংখ্যক নরপতি ত্রিপুরকে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠাতা রূপে উল্লেখ রা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, দেব প্রতিষ্ঠার কালেই দেবার্চনার মন্ত্রগুলোও রচিত হয়েছিল। রাজমালার বর্ণনানুসারে আরও জানা যায়, ত্রিপুর কিংবা তদীয় পুত্র ত্রিলোচনের রাজ্যপাট বর্ত্তমান আসাম রাজ্যে কামরূপ প্রদেশের অন্তর্গত ত্রিপুরা রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। বহু পরবর্ত্তী কালে যা' বৃহত্তর গৌড় নামে পরিচিতি লাভ করে। এই রাজ্যেই মহারাজা ত্রিপুর প্রথম চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রাজমালা প্রণেতা এ যুক্তির সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক প্রমান উল্লেখ করেননি। ফলে মন্ত্রগুলো যে মহারাজা ত্রিপুরের আমলেই রচিত হয়েছিল এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায় না।

পাণ্ডুলিপির লিপি আলোচনা করলে দেখা যায়, মন্ত্রগুলো অসমীয়া লিপিতে লিখিত। রাজমালাতে মহারাজা ত্রিপুরকে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তৎকালে বাংলা বা অসমীয়া ভাষাতো দূরের কথা, বর্ত্তমান বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তাই মন্ত্রগুলো ত্রিপুরের রাজত্ব কালের

চেয়ে বহু বহু অর্বাচীন কোন এককালে রচিত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোতে বাংলা ভাষা উদ্ভবের কিয়ৎকাল পর সপ্তম শতক থেকে বাংলা ভাষার মধ্যযুগ বলে কথিত চতুর্দ্দশ শতক পর্যন্ত সময়ের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে (এ নিবন্ধের শেষাংশে আলোচিত)। তাছাড়া পাণ্ডুলিপি বর্তমান আসামে বসবাসকারী বরদের ভাষায় ব্যবহৃত কিছু শব্দেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, মাও ২৬ (নাড়াচাড়া করা), ছান ১০ (বর. সান, দিন), হেরাই ১৬ (অপশক্তি), কাচারি ৩০ (কাছাড় প্রদেশের অধিবাসী), থা ৩৭ (থাকা) থাও ৩৬ (তেল), অর ৩৫ (আগুন) ইত্যাদি।

এথেকেও বলা যেতে পারে, মন্ত্রগুলোর প্রথম রচনাস্থান বর্তমান আসাম রাজ্যের কোন অঞ্চলে হয়ে থাকবে।

বর্ত্তমান ত্রিপুরা, কাছাড় সহ ব্রহ্মপুত্রদের তীরস্থ নিম্ন আসামের যে কোন অঞ্চলেই মন্ত্রগুলো রচিত হোক না কেন তৎকালে এতদঞ্চল বৃহত্তর গৌড়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। চর্যাপদের আলোচনা প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্তের সিদ্ধান্ত যে, চর্য্যার ভাষা হচ্ছে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের 'বৃহত্তর গৌড়ের ভাষা'। 'বৃহত্তর গৌড়' এ কথাটির ঐতিহাসিক তথ্য বিচারে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, "চর্য্যার ভিতরে যে বাংলাদেশ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা নিম্ন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার কিয়দংশ, বর্ত্তমান বিহারের কিয়দংশ এবং কামরূপ বা বর্তমান আসামের কিয়দংশ লইয়া একটি বৃহৎ ভূভাগ।" কাজেই পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো যে এতদঞ্চলের কোন একস্থানে রচিত হয়েছিল তা' নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে, উল্লিখিত 'বৃহত্তর গৌড়' অঞ্চলই তৎকালে তান্ত্রিক ধ্যান ধারণার উর্বর ভূমি ছিল। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক এ অঞ্চলকেই চর্য্যাপদের উৎপত্তিস্থলও বলে অনুমান করেন।

কক-বরক কোন কালেই সংস্কৃতের ন্যায় ব্যাকরণের কঠোর অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে গঠিত পালির ন্যায় কক-বরকেও ব্যাকরণের শ্লথতা ও অন্যবিধ ব্যাকরণের দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ এ কারণেই কিংবা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন চন্তাইর মুখে উচ্চারিত মন্ত্রগুলোতে সমসাময়িক কালের সমাজে প্রচলিত কক-বরক সহ ইন্দো এরিয়ান ভাষার শাখা ভাষা সমূহেরও প্রভাব পড়েছিল। ফলে মন্ত্রগুলোতে একদিকে যেমন সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রভাব পড়েছিল, তেমনি অপরদিকে চর্য্যাপদ রচনার সম সাময়িক কাল থেকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের রচনা কাল পর্যন্ত মধ্য যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শনও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।

অনুলিখনের কাল ঃ পাণ্ডুলিপির পাঁচ নম্বর শ্লোকের শেষাংশে 'শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দেবশর্ম্মনঃ' নামীয় সমতল থেকে আগত জনৈক ব্রাহ্মণ অনুলিখকের স্বাক্ষর রয়েছে; সাক্ষরঞ্চেতি (সাক্ষরং চ ইতি)। 'শ্রী দুর্গা প্রশাদ নারায়ণ ত্রিপুরস্য পুস্তকমিদং।' 'এই পুস্তক শ্রীদুর্গা প্রসাদ নারায়ণ ত্রিপুরের।' অর্থাৎ দুর্গা প্রসাদ নারায়ণ হচ্ছেন পুস্তকের সংরক্ষক। তৎকালে চন্তাই সহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ রাজার দ্বারা 'নারায়ণ' বা নারাণ' উপাধিতে সম্মানিত হতেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইনি ত্রিপুরাধিপতি মহেন্দ্র মাণিক্যের আমলের চন্তাই ছিলেন। তৎপর রয়েছে 'ইতি সেঙ্গ ১৬২১ ।। তাং ২৮ ।। ভাদ্র° ।। ৪৩।।'

এখানে আত্মকরণের স্বার্থে 'সন' কে 'সেঙ্গ' করা হয়েছে। যেমন, অধুনা বিষুব সংক্রান্তিকে কক-বরকে 'বিসু সেনা' বলা হয়। ১৩৮০ শকে (১৪৫৮খ্রীঃ) ত্রিপুরার রাজবংশের ১৪৯ সংখ্যক নরপতি ধর্ম মাণিক্য (২য়) রাজকার্যে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলন করেন। তখন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের নরপতিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেবকার্য সহ শাসনকার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শকাব্দই ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত সন কে শকাব্দ ধরে নিতে হবে। শকাব্দের সাথে ৭৮ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং শক ১৬২১+৭৮ = ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ভাদ্র অনুলিখিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ সময়টা মহেন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল।

ইতিহাসের আলোকে মহেন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালের প্রকৃত সময় নির্ণয় করতে হলে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ সময়কার ত্রিপুরার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হলেও খানিকটা আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সময়কার ত্রিপুরার ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। রামদেব মাণিক্যের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যল্পকাল পরেই রত্নমাণিক্য নরেন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক সিংহাসন চ্যুত হন। নরেন্দ্র মাণিক্য শীঘ্রই পুনর্বার বিতারিত ও নিহত হলে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য পুনর্বার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যল্পকাল পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বড় ঠাকুর ঘণশ্যাম কর্তৃক রত্ন মাণিক্য নিহত হন। ঘনশ্যাম মহেন্দ্র মাণিক্য নামে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল দু'বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি (১৬৯৮খ্রীঃ - ১৭০০খ্রীঃ)। এ থেকে বলা যেতে পারে যে ১৬৯৯খ্রীষ্টাব্দ সময়টি মহেন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালের সঠিক সময়।

পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন শ্লোকে (৬,৭,৯,১৩) কমপক্ষে চারবার মহেন্দ্র মাণিক্যের নামোল্লেখ রয়েছে। ত্রিপুরার রাজ বংশের কুল দেবতা চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে খারচি পূজার সময় তৎকালে

সিংহাসনারূঢ় রাজ্যাধিপতির দৈহিক ও পারিবারিক মঙ্গল কামনায় বৈদিক পূজাদিতে গৃহাধিপতির নামে সঙ্কল্পিত বাক্যের ন্যায় সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করা হয়। পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত সঙ্কল্প বাক্যগুলোতেও রাজ্যরূপ গৃহের অধিপতি যখন যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন তাঁর নামেই উচ্চারিত হত। মন্ত্র রচনা বা দেব প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই এ প্রথা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। একারণেই পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন স্থানে বার বার তৎকালীন রাজ্যাধিপতি মহেন্দ্র মাণিক্যের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্রগুপ্তির কারণে মন্ত্রগুলো সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য হলেও বংশ পরম্পরায় চন্তাইগণ মন্ত্রগুলোর লিখিতরূপ সযত্নে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করতেন বলে অনুমিত হয়। এ জাতীয় সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি থেকেই বর্তমান পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো অনুলিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। মূল পাণ্ডুলিপিটির (যা থেকে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিটি অনুলিখিত হয়েছে) পৌরাণিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় এই কারণে যে অনুলিখক শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দেবশর্ম্মা পাঁচ নম্বর শ্লোকে স্পষ্টতই বলেছেন, 'যজাদৃষ্টং তথা লিখেতং (= যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং)-অর্থাৎ 'যাহা দেখছি, তাহা লিখছি।' মূল পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন শ্লোকে প্রচুর বাক্যাংশ, অনেকানেক শব্দ এবং শব্দের মধ্যবর্ত্তী অংশ অস্পষ্ট হয়ে যাওয়াতে অনুলিখকের পক্ষে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সে কারণেই বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিটির বিভিন্নস্থান অলিখিত রয়ে গেছে। চন্তাই দুর্গা প্রসাদ নারায়ণ পাণ্ডুলিপিটি পুনর্লিখনের প্রয়োজনীযতাও সম্ভবতঃ একারণেই অনুভব করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাণ্ডুলিপিটির অর্থোদ্ধারে এটিও একটি বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

॥ দেব প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্র রচনার কাল ॥

পাণ্ডুলিপির ভাষা ও ইতিবৃত্তান্ত এবং মন্ত্র রচনার প্রথম কাল জানতে হলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক সহ সমসাময়িক কালের বাংলা দেশের ধর্মীয় বিশ্বাস, দেবদেবী, আচার আচরণ এবং প্রচলিত ভাষার আলোচনাও একান্ত কর্তব্য। মন্ত্রগুলোর ভাষা আলোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এতদঞ্চলে ভোট-চীনীয় ভাষার সহিত পালি ও অন্যান্য ইন্দো-এরিয়ান ভাষার শাখা গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াটি ষষ্ঠ শতক কিংবা তার কিছুকাল পর থেকেই শুরু হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সপ্তম শতকেও তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। তাই একদিকে যেমন মন্ত্রগুলোর গায়ে ভোট চীনীয় ভাষার আংশিক পরিচয় রয়ে গেছে, তেমনি অপর ভাষা থেকে আহৃত শব্দাবলী ও ধ্বনি পরিবর্ত্তনের

মাধ্যমে পুরোপুরি নিজস্ব হয়ে উঠেনি; মূল ধাতুপদটির পূর্ববর্ত্তীরূপটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিকৃত কিংবা আংশিক পরিবর্ত্তিত রূপ নিয়েছে। যেমন, সংস্কৃত নম্ (প্রণাম করা) 'নমনানি' (১,২)'নাংন্মা' (১) কোথাও 'খুলুম' (৯,১২) আবার কোথাও সন্ধি বর্জিত, ওঁ নমা সিদ্ধি (৩৯) হয়েছে এবং কোথাও ওঁ নমঃ (১৯, ২০, ২৩, ২৭) রূপে অবিকৃত থেকে গেছে। সে ছিল ভোট চীনীয় ভাষা সংস্কৃত সহ ইন্দো এরিয়ান ভাষার বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে গড়ে উঠা আধুনিক কক-বরক ও বর ভাষার জন্ম লগ্নের উষাকাল। ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্বানগণের মতে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সময় মাগধী পূর্বী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষারও উদ্ভব কাল।

সম সাময়িক কালের বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক নৃপেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ আর্য ভাষী হয়ে উঠে এবং অষ্ট্রিক-দ্রবিড় ও আর্য জাতির সমন্বয়ে গঠিত বাঙালী জাতির সংগঠনও সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

আর্যদের সঙ্গে সঙ্গে যখন আর্যধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার বাংলাদেশে বিস্তারিত হতে থাকে, বাঙালী জাতি তখন তিনভাবে তাকে গ্রহণ করে। ক) বাংলার আদিম অধিবাসী আর্যেতর অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপন করেছিল।

খ) কেউ কেউ ক্রমাগতই আর্যভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে থাকে।

গ) বহু বিচিত্র পথে কেউ কেউ এ সংস্কৃতিতে সংমিশ্রণ ও স্বীয় করণের দ্বারা রূপান্তরিত করতে থাকে।

কিরাত জাতি গোষ্ঠীর পক্ষে অন্ততঃ বাংলাদেশে শেষোক্ত প্রক্রিয়া দুটিই ক্রিয়াশীল হয়েছিল বলা যেতে পারে। এরা কৌম সমাজে আচরিত ধর্মীয় আচার আচরণ ও সংস্কার নিয়েই হিন্দু ধর্মে যোগদান করেছিলেন।

এ সম্বন্ধে অপর ভাষাতাত্ত্বিক অতীন্দ্র মজুমদার বলেন, "আদিম কৌম সমাজের যাঁরা স্বেচ্ছায় বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের জপ-তপ ধ্যান ধারণা আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া পদ্ধতি সব নিয়েই নতুন ধর্মে যোগ দিছিলেন, এরকমও হতে পারে। পরে হয়ত আদিম কৌম সমাজের ধর্ম বিশ্বাসগুলোকে সংস্কার ও শোধন করে নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা। এই সমস্ত কারণের কোনটা অধিকতর ভাবে সম্ভব তা আর আজকে সঠিকভাবে বলা যাবে না, কিন্তু এই ধরণের একটা সমন্বয় যে পূর্বভারতের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অষ্টম-নবম শতক বা তার কিছু আগে

থেকে হয়েছিল সেটা জোর করে বলা যায়, কেবল কি করে এই তান্ত্রিক বিবর্তন ঘটেছিল সেটার সঠিক কারণ দেওয়া যাবে না।"

উপরোক্ত দু'জন ভাষাতত্ত্বিকের উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার ভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে অষ্টম শতাব্দীর কিছু আগে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বৃত্তর গৌড়ের জনসাধারণের সঙ্গে কিরাত জনগোষ্ঠীর কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিঁউয়েন সাঙ সমসাময়িক কালে আসামে হিন্দু রাজাদের রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীদের এবং কৌম সমাজের দেবদেবী উভয়ের অবস্থান দেখে তাই বলা যায় কিরাত জনগোষ্ঠী নিজেদের ধর্মীয় আচার আচরণ ও সংস্কার নিয়েই হিন্দু ধর্মে যোগদান করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচারকগণও তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে তা' মেনে নিয়েছিলেন।

পণ্ডিত প্রবর কালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক রচিত ত্রিপুরার রাজবংশের বংশপঞ্জী বা ইতিহাস হচ্ছে রাজমালা। তিনটি লহরে বিভক্ত উক্ত গ্রন্থের প্রথম লহরে ত্রিপুরার রাজ কুলের কুলদেবতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠা কাল সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণেতা যা' উল্লেখ করেছেন তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তবু চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা কাল এবং দেবার্চনার মন্ত্র সমূহের রচনা কাল নির্দ্ধারণ করতে হলে উক্ত গ্রন্থে আলোচিত বিষয় বস্তুও এস্থলে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজমালায় কথিত আছে যে মহারাজ ত্রিলোচন চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রিলোচন মহারাজ শিবের আজ্ঞাতে।
চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপিল একত্রিতে।।

আবার রাজমালাতেই অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে, 'রাজ রত্নাকরের মতে মহারাজা ত্রিপুরের সময়েও চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনাচারী ও দেবদ্বেষী ত্রিপুরের অত্যাচারে উক্ত দেবতাদের পূজক দেওরাইগণ উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব আবাসস্থল সাগরদ্বীপে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন এবং তদাবধি চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা বন্ধ হয়। মহারাজা ত্রিলোচন পুনর্বার উক্ত পূজকদিগকে আনিয়া অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন'।

রাজমালার বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র

দক্ষিণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেরম্বরাজ দৃকপতি কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হলে, দক্ষিণ দিকে খলংমা বা বরবক্র (বরাক) নামক স্থানে এসে নতুন করে রাজধানী স্থাপন করেন। ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাস্ত দক্ষিণ পূর্বতন রাজধানী থেকে বরবক্রে আসার সময় চতুর্দ্দশ দেবতাদের মুণ্ডমূর্তিগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। সে সময় থেকেই ত্রিপুর জাতির দক্ষিণ দিকে অগ্রসর সুরু হয়েছিল। দক্ষিণ রায় কর্তৃক চতুর্দ্দশ দেবতার মুণ্ডমূর্তিগুলো সঙ্গে আনয়নের সময় নরপতি অবশ্যই পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত দেবার্চনার মন্ত্রগুলোও সঙ্গে এনেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, তৎকালে রাজা দক্ষিণের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষাই তৎকালীন বৃহত্তর গৌড়সহ ভারতবর্ষ ব্যাপী প্রচলিত ছিল। সে হিসাবে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার মন্ত্রগুলো বিশুদ্ধ সংস্কৃত কিংবা রাজা দক্ষিণের মাতৃভাষাতে (ভোট চীনীয় বা ভোট বার্মিজ) রচিত হওয়াই উচিত ছিল। অথচ বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিটির ভাষা আলোচনা করলে জানা যায়, পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোতে অষ্টম বা নবম শতকের বাংলা ভাষা তথা চর্য্যাপদের ভাষার হুবহু প্রয়োগ রয়েছে। পূজারম্ভের বিষ্ণু স্মরণ মূলক 'ওঁ দোনাই' [জনার্দ্দন √দন+আই প্রত্যয় = দনাই, উচ্চারণে দোনাই] প্রারম্ভিক মন্ত্রটি আলোচনা করলেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এ হিসাবে মন্ত্রগুলোর রচনা কাল কিংবা দেব প্রতিষ্ঠার কাল অষ্টম বা নবম শতকেই হওয়া সম্ভব। ত্রিলোচনের কালে মন্ত্রকুলো রচিত হয়ে থাকলে কয়েক হাজার বছর পর সৃষ্ট বাংলা ভাষায় প্রযুক্ত প্রত্যয়-উপসর্গ সমূহের প্রয়োগের নিদর্শন থাকা অবশ্যই সম্ভব ছিল না। মহারাজা দক্ষিণ কর্তৃক মুণ্ড মূর্তিগুলো আনয়ন বিষয়ে রাজমালা প্রণেতা কোন ঐতিহাসিক প্রমানও উল্লেখ করেননি।

কালী প্রসন্ন সেনের রাজমালায় মহারাজা ত্রিপলোর্চনকে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে হিসাবে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ ঠিক সে সময়ের না হলেও অবশ্যই তার কিছুকাল পরের নরপতি। দক্ষিণ কর্তৃক ধাতু নির্মিত বর্ত্তমান মুণ্ডমূর্তিগুলো নতুন রাজধানী বরবক্রে বয়ে আনা হয়েছে বলে ধরে নিলে তখন থেকে অদ্যাবধি মুণ্ডমূর্তিগুলো তৎকালীন ধাতু শিল্পের অত্যুত্তম নিদর্শন (?) হিসাবে অবিকৃত রয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু বাস্তব বিচারে এটা নেহাৎ অসম্ভব ব্যাপার। যতটুকু মনেহয়, মূর্তিগুলোতে আধুনিক শিল্প নৈপুণ্যের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো রচনা কাল আলোচনা প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপির পাঁচ নম্বর শ্লোকের শেষাংশে উল্লিখিত '৪৩' সংখ্যাটির তাৎপর্য্য নিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু সংখ্যাটি সন তারিখের পাশে রয়েছে, তাই ৪৩ সংখ্যাটিও কোন সন-তারিখ জ্ঞাপক সংখ্যা হবে। যদিও সংখ্যাটির পাশে 'ত্রিং' কিংবা ত্রিপুরাব্দ বলে-

পরিচয় জ্ঞাপক কোন শব্দ নেই; তথাপি সংখ্যাটিকে ত্রিপুরাব্দ সূচক সংখ্যা বলে অনুমান করা যেতে পারে।

রাজমালার বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, মহারাজা ত্রিলোচন ত্রিপুরাব্দ প্রচলন করেন। যদিও এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে অদ্যাবধি কোন ঐতিহাসিকই ত্রিপুরাব্দ প্রচলনের সঠিক কাল নির্ণয়ের পক্ষে কোন যুক্তি নির্ভর প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। অপর দিকে এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক মনে করেন, চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই ত্রিপুরাব্দ গণনার সূচনা হয়। এ বিবরণ অনুযায়ী উল্লিখিত '৪৩' সংখ্যাটিকে যদি ত্রিপুরাব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে বলা যায় - দেব প্রতিষ্ঠার ৪৩ বৎসর পর পূজার মন্ত্রগুলো প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল। ৪৩ বৎসর পর কেন মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো তারও যুক্তি সংগত কারণ রয়েছে।

ত্রিপুরাব্দের সহিত ৫৯০ বৎসর যোগ করলে শকাব্দ পাওয়া যায়। বিপরীত ক্রমে শকাব্দ থেকে ৫৯০ বৎসর বিয়োগ করলে ত্রিপুরাব্দ পাওয়া যায়। আবার শকাব্দের সহিত ৭৮ বৎসর যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী পাঁচ নম্বর শ্লোকের ৪৩ সংখ্যাটিকে ত্রিপুরাব্দ ধরে নিয়ে হিসাব করলে পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোর সম্ভাব্য প্রথম শ্রুতিলিখন কাল ৪৩+৫৯০ = ৬৩৩ শকাব্দ+৭৮ = ৭১১ খ্রীঃ। অর্থাৎ ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দশ দেবতার মন্ত্রগুলোর অপর কোন লিখিত নিদর্শন নেই, তাই চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠার ৪৩তম (ত্রিচত্বারিংশ) বৎসরে লিখিত পাণ্ডুলিপিটিকেই আদি শ্রুতিলিখিত প্রথম নিদর্শন বলে ধরে নিতে হবে। এবার চতুর্দশ দেবতার সঠিক প্রতিষ্ঠা কাল নির্ণয় করতে হলে আমাদের আরো ৪৩ বৎসর পিছিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ ৭১১ - ৪৩ = ৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ (৫৯০ শকাব্দ)। এটিই চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা কাল এবং মন্ত্র রচনার কালও বটে। পাণ্ডুলিপির ভাষাতেও প্রায় সমসাময়িক কালের ভাষার প্রতিফলন রয়েছে। এথেকে সংগত কারণেই বলা যেতে পারে, তৎকালীন ত্রিপুরাধিপতি (রাজমালায় বর্ণিত মহারাজা ত্রিপুর কিংবা ত্রিলোচন নয়) তাঁদের কুল দেবতা প্রতিষ্ঠার সময়টিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দেব প্রতিষ্ঠার দিন থেকে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেছিলেন। এক্ষেত্রে মহারাজা ত্রিলোচনকে ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে না।

বর্তমান পাণ্ডুলিপির অনুলিখক শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ দেবশর্ম্মার 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' (যা দেখেছি তা লিখছি) বাক্য মেনে নিলে একথা অনস্বীকার্য যে - যে জীর্ণ পাণ্ডুলিপিটি অনুসরণ করে বর্তমানে আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি অনুলিখিত হয়েছিল তাতেও অবশ্যই '৪৩' সংখ্যাটির অস্তিত্ব ছিল। এবং উক্ত পাণ্ডুলিপিটিও কোন এককালে

অপর কোন পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে অনুলিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এভাবে চন্তাইগণ বংশ পরম্পরায় মন্ত্র গুলো 'যা দেখেছি, তা লিখছি' পদ্ধতিতে লিখিয়ে মন্ত্রগুপ্তির কারণে নিজেদের নিকট গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করতেন। ফলে পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত '৪৩' সংখ্যাটির পাশে ত্রিপুরাব্দ কিংবা অন্য কোন পরিচয় জ্ঞাপক সংকেতের উল্লেখ না থাকলেও সংখ্যাটি মন্ত্রগুলোর প্রথম শ্রুতিলিখন কাল ৪৩ ত্রিপুরাব্দ হওয়াই স্বাভাবিক। যদি দেব প্রতিষ্ঠার ৪৩ বৎসর পর মন্ত্রগুলোর শ্রুতিলিখন কাল (৬৩৩ শকাব্দ, ৭১১খ্রীঃ) না হতো, তাহলে মন্ত্রের পাশে ৪৩ সংখ্যাটি উল্লেখের কোন প্রয়োজন হতো না। যদিও এর যথার্থতা সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ দেখানো যাবে না, অনুমান করা যায় মাত্র।

মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ করণের কারণ হিসাবে বলা যায়, অধস্তন চন্তাইগণ যাতে মন্ত্রগুলোর ক্রম ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রধান চন্তাইর আদেশে মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও মন্ত্রগুলোর বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি। কয়েকশত বৎসর যাবত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে অক্ষম গতানুগতিক ভাবে বিভিন্ন চন্তাইর মুখে উচ্চারিত পদ গুলোর উচ্চারণ বিকৃতির ফলে একই অর্থবহ পদ মন্ত্র গুলোর বিভিন্ন শ্লোকে বিভিন্নরূপ নিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্নসময়ে জনসাধারণের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত শব্দের নতুন রূপটিও কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলোতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাছাড়া মন্ত্রগুলো ভাষার সন্ধিকালে রচিত বলে তারও প্রতিফলন খুবই স্পষ্টরূপে ভাষার আনাচে-কানাচে লেগে আছে।

চতুর্দ্দশ দেবতার মুণ্ডমূর্তিগুলোর শিল্প শৈলীর বিশেষত্ব বিচার করে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,"**The way in which these 14main deities of this kirata people have identified with the major deities of Brahmanical puncheon probably as early as the 13th Century is interesting" (S.K. Chatterjee - Kirata Jan. Kriti)**

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে মূর্তিগুলো চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ভাষাচার্য মনে করেন। এবার পাণ্ডু লিপি থেকে উদাহরণ সহযোগে এর যথার্থতা বিচার করা যেতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, মূর্তি গুলো যেদিন প্রতিষ্ঠিত.হয়েছিল, সেদিন থেকেই তার বিহিত অর্চনার জন্য মন্ত্রও রচিত হয়েছিল। তাই পাণ্ডুলিপির ভাষা, রচনার ধরণ এবং ব্যবহৃত শব্দাবলীতে দেব প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালের প্রভাব অবশ্যই বর্তমান থাকবে। শুধু শিল্প শৈলীর বিচারেই মূর্তিগুলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার

দিকে নির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বললে যুক্তি যুক্ত হবে না। তার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে পাণ্ডুলিপির মন্ত্র থেকে তৎকালীন ভাষার উদাহরণ। একমাত্র এ দুটির সমন্বয়েই দেব প্রতিষ্ঠার সঠিক কাল নির্ণীত হতে পারে।

যদিও সাংকেতিকরূপে লিখিত মন্ত্রের প্রথম ধ্বনিটি হচ্ছে বৈদিক প্রণব 'ওঁ'। ভারতে অনার্যদের সঙ্গে যোগাযোগের পূর্বেই হয়ত আর্যদের মন্ত্রে এটি একটি পবিত্র মন্ত্ররূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। যেহেতু এটি একটি বিশুদ্ধ প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র বিশেষ, তাই এর দ্বারা বর্তমান মন্ত্রগুলোর প্রাচীনত্ব বিচার করা যাবে না। প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে 'দোনাই'। একমাত্র এ শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ দ্বারাই মন্ত্র রচনার এবং দেব প্রতিষ্ঠার যথার্থ কাল নিরূপণ করা যেতে পারে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় মধযুগের বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত 'জনার্দ্দন' (বিষ্ণুর অপর নাম জনার্দ্দন) শব্দটিকে 'আই' প্রত্যয় যোগে দু'ভাবে আত্মকরণ করা হয়েছে। যেমন, ক) জনার্দ্দন ✓জন+আই প্রত্যয় = জনাই (ODBL 506 P.)। খ) জনার্দ্দন ✓দন+আই প্রত্যয় = দনাই (সরল বাঙ্গলা অভিধান), মন্ত্রে 'দোনাই' রূপে উচ্চারিত। এস্থলে 'ওঁ দোনাই' মন্ত্রের তাৎপর্য্য হলো, বৈদিক পূজাদির মতো প্রারম্ভে 'ওঁ বিষ্ণু' মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আচমন পূর্বক বিষ্ণু স্মরণান্তে সাংগ্রমা (= শুদ্ধরূপ সংগ্রমা) দেবীর পূজার সূচনা করা হচ্ছে।

'আই' প্রত্যয়যোগে সংস্কৃত শব্দ সমূহের এ জাতীয় আত্মকরণ সম্ভবতঃ নবম দশক শতকে চর্য্যাপদ রচনা কালেও হতো। যেমন ✓পতি+আই = পতিআই, চর্য্যা ২৯ সং প্রত্যয় > কব. পুইত্ত। পরবর্ত্তীকালে বাংলা সাহিত্য যতই পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল, ততই এ জাতীয় আত্মকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে থাকল। চতুর্দ্দশ শতকে রচিত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে এ জাতীয় প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তাই এ বিচারে 'দোনাই' শব্দটিই প্রকৃতপক্ষে দেব প্রতিষ্ঠার কাল নির্ণায়ক শব্দ। এবং এ হিসাবে মুণ্ড মূর্ত্তিগুলোর প্রতিষ্ঠাকাল ঠিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে না হয়ে নবম-দশক শতক থেকে দ্বাদশ শতক কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। সম্ভবতঃ এ সময়টা রাজমালা বর্ণিত ত্রিপুরার রাজ বংশের বংশ পঞ্জী অনুসারে ১৪৫নং নরপতি রত্নফা (রত্ন মাণিক্য)-এর রাজত্বকাল। তাঁর আমল থেকেই ত্রিপুরেশ্বরগণের মাণিক্য উপাধি ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। তিনি হিন্দু দেব দেবীদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর প্রচারিত মুদ্রাগুলোতে নারায়ণ, দূর্গা, পার্বতী ইত্যাদি দেব দেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মুদ্রাতেই রাজণ্যকুলের কুলদেবতা হিসাবে চতুর্দ্দশ দেব দেবীর প্রতি ভক্তির (শ্রীচতুর্দ্দশ দেব চরণ পর) সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এসব

কারণে রত্ন মাণিক্য কে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে।

নবম-দশম শতকে চতুর্দ্দশ দেবতাদের প্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্র রচনার কাল ধরে নেওয়ার পক্ষে পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ব্যবহৃত তৎকালীন ভাষা থেকে কিছু ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে বাংলা ভাষার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার পরিশীলিত রূপ হচ্ছে চর্য্যাপদ। এ পর্যায়ে পৌঁছতে ভাষাকে তিন চারশ বৎসরের পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। চর্য্যাপদে সাহিত্য রচনার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন রচনার কাল পর্যন্ত তা কমবেশী অব্যাহত ছিল। ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্বানগণ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে চর্য্যাপদ রচনার কাল বলে উল্লেখ করেছেন। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোতে এ সময়ের বাংলা ভাষার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। মন্ত্রে ব্যবহৃত চর্য্যাপদের কিছু শব্দ ও ব্যাকরণের উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালের বাংলা ভাষার নিদর্শনও মন্ত্রগুলোতে পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন সময়ে চন্তাইদের মাধ্যমে মন্ত্রে সমসাময়িক কালে প্রচলিত ভাষারও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এসব বিচারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা কাল এবং মন্ত্র রচনার কাল নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যবর্ত্তী কোন এককালে হয়েছিল।

চর্য্যাপদ ও প্রাচীন বাংলা থেকে উদাহরণ।

ক) বাংলায় কোন কোন স্থলে অ-কার ও কারের মতো উচ্চারিত হয়। যথা, ভাল - ভালো। কর -করো। অমিয়- ওমিয়। উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য চর্য্যাপদেও লক্ষ্য করা যায়। চর্য্যাতে এই ধ্বনি পরিবর্ত্তনের ধারাটি হলো, 'অ' প্রথমে 'ও' এবং পরে উ-তে পরিণত হয়েছে। এই 'উ' শৌরশেণী প্রভাবজাত নয়, বাংলার উচ্চারণ বিশিষ্টতার প্রাচীনতম নিদর্শন।

পাণ্ডুলিপিতে এ জাতীয় ধ্বনি পরিবর্ত্তনের নিদর্শন হলো : আবো ১৬ (= আব)। দোনাই ১, ১১ (দনাই)। চোন্তাই ৩৩ (= চন্তাই)।

খ) বাংলায় ত-বর্গ ও ট-বর্গের অন্তর্গত বর্ণ থেকে 'ড়' ও ঢ়-এর উদ্ভব হয়েছে। যেমন, কড়াই < সং কটাহ। পড়ে < সং পঠতি। গড়ে < সং গঠতি। এগুলো বর্ণের আধুনিক পরিণতি। চর্য্যাতেও এর আভাস মেলে। যেমন, কেড়ুয়াল < সং কেড়ুয়াল। দিঢ় < সং দিট।

কক-বরকে এর উদাহরণ। যেমন, ক) রুং < সং পঠন ✓ঠন। ঠ > র, ন > ং, শিক্ষা করা। খ) রুং < বাং পড় ✓ড় (= র)+উং প্রত্যয়। = রুং। র, রু, রি < দ, দি

- দেওয়া। পাণ্ডুলিপিতে রৌ, হারৌআফা (পৃথিবী দানকারী পিতা)। [রা < বাং কাটা √টা, কর্ত্তন করা। বর. ফরাইশালী < পঠন শালা।]

কক-বরক এবং বর ভাষায় এই ধ্বনি পরিবর্ত্তন ৎ (খণ্ড ত) সহ 'ত' এবং 'ট' বর্গের ক্ষেত্রে ব্যাপক (ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য)।

গ) বাংলা শ-ষ-স-এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। এ বাংলা ভাষার নিজস্ব বিশিষ্টতা। এদের বিভিন্নতা লেখায় থাকলেও উচ্চারণে নেই। চর্য্যার পুঁথি লিখিত হওয়ার সময়েই এই উচ্চারণের বিভিন্নতা লুপ্ত হয়েছিল। শবর = সবর।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রেও এ তিনটি সোষ্ম বর্ণের উচ্চারণের পার্থক্য রক্ষিত হয়নি। যেমন, গোশাগ্রিঁ = গোষাগ্রিঁ। বাষুয়া ১১ = বাসুআ ১৪ (< অশুভ)। সাংগ্রোমা ১ = শাঙ্করণ ১৩ = ষাঙ্গোমা ২৫ [সংগ্রমা, স হওয়া উচিত। কখনো স-এর পরিবর্ত্তে আত্মকরণে ছ-হয়েছে। যেমন, ছুয়া বাছয়া ৬ (< শুভাশুভ)। ছাঙ্গোমা ২৩]।

ঘ) চর্য্যাপদেও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে অধিকরণে 'এ' বিভিক্তি প্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, তৈলো এ (চর্য্যা ৪২) ত্রৈলোকে। হিএঁ (চর্য্যা৫০) - হৃদয়ে।

পাণ্ডুলিপিতেও অধিকরণে এ বিভক্তির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, বখাএ ৩৬ - হৃদয়ে, মনে।

মধ্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাস কর্ত্তৃক রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেও অধিকরণে এ- প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'কেনা বাশী বাএ, সই কালিনী নই কুলে'। মন্ত্রেও প্রাচীন বাংলার অনুরূপ ক্রিয়া প্রত্যয় যুক্ত দুটি বাক্যাংশ রয়েছে। যেমন, "কিছিব রাগনাং বাএ ৩৬ (রঙ্গীণ পাখার বাতাস বহে)। অন্যত্র 'কিছিব বারগনাং বাএ' ৩৭ (ফুলঅলা'পাখার বাতাস দিয়ে)। বা+ই অসমাপিকা ক্রিয়া ৩৮ প্রত্যয়। লুফাই লাত্র - ঢেলে এনেছি।

আধুনিক কক-বরকে প্রাচীন অধিকরণ কারকে 'এ' বর্ত্তমান কালের 'অ' প্রত্যয়ের রূপ নিয়েছে। যেমন, বাএ > বাঅ - (বাতাস) বহে। বখাএ > বখাঅ - হৃদয়ে, মনে।

[প্রাকৃত বাংলার যুগে বিভিন্ন উৎস থেকে আগত 'বা' শব্দটি বিভিন্ন প্রকার অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হতো। শব্দগুলোর প্রথম ধ্বনিটির দিকে লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায়। এরমধ্যে কোন কোন শব্দ আত্মকরণের মাধ্যমে কক-বরকে গৃহীত হয়েছে। যেমন, সং বহ্ > বা - বহন করা। বা- বায়ু, পাদপূরক। বাঅ, বাউ- বায়ু, বাতাস। বাআ - বেয়ে যাওয়া, বাজান। বাওয়ান - বাতাস করা। বাওয়া - বহা, বাইল - সম্পূর্ণ একখণ্ড (যেমন - তালপাতা, সুপারি পাতা)। দেশজ বাংলায় একখণ্ড তালপাতা

দিয়ে ধান্যাদি ফসল ঝাড়ু দেওয়া হতো বলে 'বাইল'। বাইল থেকে কক-বরকে বাইলিং - ধান্যাদি ঝাট দেওয়ার জন্য অধুনা বাঁশের বেতদ্বারা নির্মিত কুলার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত গোলাকার 'ডালা']।

ঙ) চর্য্যাপদে বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হলে বিশেষণটিও স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যেমন, নিশি আন্ধারী মুষার চারা (চর্য্যা ২১)।

মন্ত্রেও এ জাতীয় ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, তনাও মাগুরিঃ তনাও ফাগুরা ১। মায়ের জন্য গুরি (আবীর বা চালেব গুড়া), বাবার জন্য গুড়া (আবীর বা চালের গুড়া) রাখা হলো বা নিবেদন করা হলো। মা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলে 'গুরি' এবং পিতা শব্দ পুংলিঙ্গ বলে 'গুরা' হয়েছে।

চ) স্ত্রী লিঙ্গে ই-কার এর ব্যবহার।

চর্য্যাপদে ঈ(ই), আ যোগে স্ত্রী লিঙ্গ হতো। যেমন, হরিণী, শবরী। মন্ত্রে মাগুরি ১। মা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বলে 'গুরি' হয়েছে।

ছ) পুনঃ পুনঃ বুঝাতে বিশেষণ পদের দু'বার ব্যবহার।

দমেন দমেন চাওইদি। দম (শ্বাস) নিয়ে নিয়ে বা থেকে থেকে খাও।

॥ মন্ত্র রচনায় সমসাময়িক কালের প্রভাব ॥

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো আলোচনা করলে দেখা যায়, সাধারণ মানুষের প্রাণের ভাষার মাধ্যমে কবিত্বময় ভঙ্গীতে দেবতার নিকট প্রাণের অর্ঘ নিবেদন করা হয়েছে। এখানে পূজ্য এবং পূজকের ব্যবধান তিরোহিত হয়েছে এবং পূজক বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে বৈদিক পূজাদিতে উচ্চারিত সংস্কৃত 'সোহহং' (সেই আমি) মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট করেছেন। মন্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ বৈদিক পূজাদির অনুকরণে নেওয়া হলেও নৈবদ্যাদি নিবেদনের মন্ত্র দেব ভাষায় রচিত মন্ত্রের মতো নয়- নেহাৎ নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব ঢঙে আত্মোৎসর্গের মন্ত্র। এ মন্ত্রগুলোতেও তৎকালীন বাংলা দেশে সাধারণের পূজা অর্চনায় উচ্চারিত মন্ত্রের ছোঁয়াচ পাওয়া যায়।

অঙ্গ ও মগধ থেকে আর্যভাষীরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে আর্যভাষার যে রূপটি বাংলা দেশে নিয়ে এলেন সেই মাগধী পূর্বী প্রাকৃত থেকে জাত অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত বাংলা ভাষা তখনও সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলা ভাষায় পরিণত হয় - তারও কয়েক শতাব্দী পরে।

বাংলা দেশের তৎকালীন রাজকার্যের ভাষা, লিখিত ও সাহিত্যের ভাষা অন্যান্য অঞ্চলের মতোই তখনও ছিল সংস্কৃত। মাগধী পূর্বী প্রাকৃতের অপভ্রংশ জাত বাংলা তখনও সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেনি। দৈনন্দিন জীবনের বাইরে তখনও তার স্থান হয়ে উঠেনি। বাংলা ভাষার এই অবস্থায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা তখন বাংলা ভাষায় সংগীত রচনায় এগিয়ে আসেন। এদের রচনাই পরবর্ত্তীকালে সাহিত্য বলে পরিচিতি লাভ করে। এইসব সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকেরা অপভ্রংশে গ্রন্থ, সন্দর্ভ, দোহা গীতিকা বৃত্তি ভাষ্য ইত্যাদি যে রচনা করতেন না এমন নয়। তবে কিছু সংখ্যক কবি দার্শনিক ও ভক্ত নিজ নিজ আবেগ-অনুভূতি উপলব্ধি ও ভক্তিকে সরাসরি মাতৃভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোতে আমরা তারই অনুরণন শুনতে পাই। অধিকাংশ মন্ত্রগুলোই নিজস্ব ঢঙে হেঁয়ালি মিশ্রিত, কবিত্বময় ঢঙে সংস্কৃত, পালি ও তৎকালীন বাংলা ভাষা থেকে সম্পদ আহরণ করে গড়ে উঠা সাধারণ জনের ভাষায় প্রাণের আকুতি নিবেদন করা হয়েছে। মন্ত্র গুলোতে একদিকে যেমন রয়েছে পুনর্লিখনের কালে (১৬২১ শক, ১৬৯৯খ্রীঃ) প্রতি বছরের ন্যায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তৎকালীন রাজ্যাধিপতি মহেন্দ্র মাণিক্যের দৈহিক ও পারিবারিক মঙ্গল কামনার প্রার্থনা এবং রাজ্যের কৃষিক্ষেত্র, ভূমি, জল প্রভৃতি শীতল ও শান্তি হওয়ার প্রার্থনা। মন্ত্রগুলোতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো, পারত্রিক জীবনে স্বর্গ প্রাপ্তির কামনার চেয়ে ঐহিক জীবনে স্বর্গ সুখ, শান্তির প্রার্থনাই অধিকতর মনোরম ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটি বাক্যাংশে তথকালীন উপজাতিদের আদর্শ জীবন চর্চার কথাও অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন, 'বিহিগ সা (= বিহিক ছা) করং (= কুরুং) বছাই ওআ করং' ২৯। অর্থাৎ একজন উপজাতি রমণীকে (স্ত্রীকে) সন্তানবতী হতে হবে (বন্ধ্যা হলে চলবে না) এবং একজন আদর্শ গৃহস্থ উপজাতিকে (স্বামীকে) বাঁশ বিষয়ে অর্থাৎ বাঁশ দ্বারা নির্মিত শিল্প কর্মে বা গৃহাদি নির্মাণে পারদর্শী হতে হবে। সব মিলিয়ে সাধারণভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খেয়ে পরে পারিবারিক সুখ শান্তির পরিবেশে বেঁচে-বর্ত্তে থাকার যাবতীয় বিষয় বস্তু পাওয়ার আকাঙ্খাই মন্ত্রগুলোতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

।।সংস্কৃত ভাষার সহিত যোগাযোগ ও প্রভাব।।

কক-বরকের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং রাজমালা থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিচারে একথা বলা যেতে পারে যে, নবম শতকের কাছাকাছি সময়ে কিরাত জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষার সংস্পর্শে এলেও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ তারও কিছুকাল পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। যদিও এ যোগাযোগের সঠিক দিন তারিখ নির্ণয় করা খুবই দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভোট-চীনীয় বা ভোট বার্মিজ জাতি গোষ্ঠীর ভারতে আগমনের কাল ও সংস্কৃত ভাষার সহিত যোগাযোগের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন।

ভোট বার্মিজ জাতি গোষ্ঠীর ভারতে আগমন কাল সম্বন্ধে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন-The Bodo section of the Tibato-Burman branch of the Tebato Chainese people (Bodo, Mec, Koc, Kacari, Radha, Garo, Tripura) come to Assam and East Bengal and were spread all over East and North Bengal. The time of the Tebato Burman incursion and settlement in Assam and East Bengal is not known, but it could not have been long before the beginning of the Christian era, at the earliest. Heuen Thsang's remarks about the people of Assam in the 7th Century A.C. ODBL. 69P.

অপর একজন প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পরেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, "ভোট-চীনীয় বা কিরাত ভাষা গোষ্ঠীর (Sino-Tibatan) প্রভাব সংস্কৃতে নেই বললেই চলে। ভারতের উত্তর ও উত্তর পূর্ব সীমানাতেই আর্যভাষী এবং ভোট-চীনীয় ভাষাভাষীদের যোগাযোগ ঘটেছিল বলে তাদের প্রভাব ছিলো আঞ্চলিক ধরনের। তাছাড়া ভাঙা-গড়ার পর্ব চুকিয়ে যখন সংস্কৃত স্থির পরিমিত আদর্শ ভাষা-রূপে আবির্ভূত হয়েছে, তখনই ঘটেছে ভোট চীনীয় ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। কাজেই ভোট-চীনীয় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তেমন ঘটেনি। বুদ্ধদেবের সময়ে তিব্বতে তিব্বতীদের আর্বিভাব ঘটলেও সপ্তম শতকের আগে পর্যন্ত ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। সুতরাং ভোট-চীনীয় প্রভাব ভারতীয় আর্য ভাষার নবীনস্তরে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের - যেমন বাঙলা, আসাম বা নেপালের ভাষাতে আবির্ভূত হওয়াই স্বাভাবিক।"

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দিকে ভোট চীনীয় গোষ্ঠী বর্তমান আসাম তথা বাংলাদেশে এলেও সঙ্গত কারণেই বলা যেতে পারে কিরাত জনগোষ্ঠীর আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করার পূর্বে সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকর্ষণ গড়ে উঠেনি। এ বহিরাগত জাতি গোষ্ঠী আসামে

নিজেদের রাজ্যপাট গড়ে তুলে স্থিতিশীল হতে সম্ভবতঃ আরও দু'একশত বছর লেগে গিয়েছিল। এরা রাজ্যপাট পরিচালনা এবং নানাবিধ সামাজিক কারণে তৎকালীন ভারতে প্রবহমান ভাষা এবং বসবাসকারী জনগণের সংস্পর্শেও আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিউয়েন সাং এর বর্ণনানুযায়ী সপ্তম শতাব্দী কিংবা তারও পূর্ব থেকে আসাম অঞ্চলে যে রাজন্যবর্গ রাজত্ব করছিলেন, রাজকার্য পরিচালনায় সংস্কৃত ভাষাই সম্ভবতঃ তাদের প্রধান ভাষা ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায়, এ সময়ে ভারতে বিভিন্ন রাজণ্যবর্গ রাজকার্য পরিচালনায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়।

ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পরবর্ত্তীকালে নিজেদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার ছিল সংস্কৃত ভাষা ও উন্নতমানের কৃষি প্রণালী ভিত্তিক সংস্কৃতি। এই আর্যভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ফলশ্রুতি স্বরূপ, আর্য আগমনের পূর্ববর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে বসবাসকারী অনার্য তথা অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, কোল, ভীল প্রভৃতি প্রতিটি জনজাতির ভাষায় অল্প-বিস্তর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বারাই আর্যদের ভারত বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি হয়েছিল সুদূর প্রসারী। বহুকাল পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের দোর গোড়াতেও কিরাতজাতি অধ্যুষিত বৃহত্তর বাংলাদেশের একাংশে সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রাজ্য পরিচালনায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা, শাস্ত্রানুশীলন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় সংস্কৃত ভাষাই ছিল প্রধান মাধ্যম।

এ পরিস্থিতিতে প্রবলতর সংস্কৃতির সহিত সংঘাতে ভারতের অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠীর মতো কিরাত জনগোষ্ঠীও পরাস্ত হতে বাধ্য হয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর সংস্কৃতি সম্পন্ন কিরাত জনগোষ্ঠীর পক্ষে সামাজিক কারণে তৎকালে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার উজ্জ্বলতা ও অমোঘ প্রভাব উল্লঙ্ঘন করাও ছিল অসম্ভব। ফলে একদিকে যেমন মন্দিরে কৌম-সমাজের দেব দেবীদের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে পূজার মন্ত্রাদিতেও বৈদিক পূজাদিতে কৃত মুদ্রা, সংযম সহযোগে ধ্যান, বৈদিক পূজাদির আত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ কামনার মূল ভাবেরও অনুকরণ রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নবম-দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের কুল দেবতা তথা চতুর্দ্দশ দেবতা আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ সে সময়ই চতুর্দ্দশ দেবতার মন্ত্রগুলোর সহিত কিছু কিছু অবিকৃত সংস্কৃত ও পালি শব্দ সমন্বয়ে এবং সংস্কৃত ও পালি থেকে আংশিক আত্মকৃত কিছু শব্দ সমন্বয়ে মন্ত্রগুলো রচিত হয়েছিল। ফলে মন্ত্রগুলোতে সংস্কৃত, পালি ও তৎকালে প্রচলিত কিছু কিছু দেশজ বাংলা শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রগুলো ধরণের দিক দিয়ে

গ্রাম্য 'অচাই'দের (ঝাড়ফুককারী বৈদ্য বা ওঝা) 'দিশা নাইমানি' (রোগাদি বা অমঙ্গল কোন দিক থেকে এসেছে তার দিশা বা দিক নির্ণয় করা) মন্ত্রের মতো হলেও মাঝে মাঝে সংস্কৃত, পালি ও বাংলা শব্দের ব্যবহার মন্ত্রগুলোকে নিঃসন্দেহে চমৎকারিত্ব দান করেছে। মন্ত্রগুলো কোন এককালে হয়ত কিরাত সমাজের পুরোহিত (পরবর্ত্তীকালে 'অচাই') কর্তৃক পঠিত হত। পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে রচিত সংস্কৃত রূপটি 'চোন্তাই' এর মুখে মুখে স্থান পায়। এথেকে বলা যায়, খারচি দেবতাগণ কৌম সমাজের নিজস্ব দেবতা এবং এদের প্রাচীনত্ব রয়েছে।

এবার পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু সংস্কৃত মন্ত্র, সংস্কৃত পদ এবং সংস্কৃত থেকে ধ্বনি পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে আত্মকৃত শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রসমূহের প্রথম শ্লোকের প্রথমেই রয়েছে সাংকেতিক চিহ্ন রূপে ওঁ(অ-উ-ম) প্রণব মন্ত্রটি। পাণ্ডুলিপির বিভিন্নস্থানে মোট চতুর্দ্দশ বার মন্ত্রটির উল্লেখ রয়েছে। এটি হিন্দু ধর্মের যাবতীয় বৈদিক পূজাদিতে বহুল ব্যবহৃত একটি মন্ত্র। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে এই প্রণব মন্ত্রটি যুগ যুগ ধরে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

মন্ত্রেব দ্বিতীয় শব্দ 'দোনাই' শব্দটিও সংস্কৃত 'জনার্দ্দন' শব্দের বুৎপত্তিগত একটি দেশজরূপ। যেমন, জনার্দ্দন ✓দন+আই প্রত্যয় = দনাই, উচ্চারণে 'দোনাই'।

পাণ্ডুলিপির তিন নম্বর শ্লোকে গো ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা নিবেদন, পিতৃ তর্পণ (এ অংশের শুদ্ধপাঠ এবং ব্যাখ্যার জন্য টীকা অংশ দ্রষ্টব্য), পাণ্ডুলিপির বিভিন্নস্থানে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ওঁ নমঃ ১৯, ২০, ২৩, ২৭। ওঁ নমা (= নমো) সিদ্ধি ৩৯। দিবদাঐ অর থাঃ হঅ গোষাঞিঁ ৩৭ (হে দেবতা, এখানে থাকা হোক প্রভু) বাক্যটি বৈদিক পূজানুষ্ঠানে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ উচ্চারিত 'ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু কুরু' মন্ত্রের অনুরূপ।

বৈদিক দেবার্চনায় দেবতার আরাধক 'সোহহং' (সেই আমি) মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতার সহিত একাত্মতা অনুভব করেন। মন্ত্রের একুশ নম্বর এবং তেইশ নম্বর শ্লোকে আমা সাংগ্রমার (সংগ্রমা) নিকট দেব আরাধক চন্তাই বলছেন, 'আমাষা°ঙ্গোমা, ন° বরোনিঃ আ° বরোনিঃ ন°ছরনি বছাঃ আ°ছরনি বছাঃ গুমানি থানিঃ গুফানি থানিঃ হারৌফাথানিঃ মিনা°ফাথানিঃ খেকৌআই ফা থানিঃ'। [মর্মার্থ - হে আদ্যা শক্তি জগজ্জননী, তুমি কোথা থেকে এসেছ, তুমি যে স্থান থেকে এসেছ, আমিও সে স্থান থেকে এসেছি। তোমাদের সন্তান এবং আমাদের সন্তান এ পৃথিবী (ভূমি) যিনি সৃষ্টি করেছেন (হারৌফা), প্রাণী জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন (মিনাংফা), আকাশ যিনি সৃষ্টি

করেছেন (খেরৌআইফা), তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন।' এক্ষেত্রে আদ্যাশক্তিকেও সৃষ্টিকারী অবাঙমনস গোচর অপর কোন এক সৃষ্টিকর্তার কথা কল্পনা করা হচ্ছে- যিনি এ বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন। এ মন্ত্রের মাধ্যমে পূজক ও পূজিত একাত্মতা (সেই আমি) বোধ করছেন। তেইশ নম্বর ও ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে যেখানে দেবতাকে ঘন্টা বাজিয়ে মুখমণ্ডল নেড়েচেড়ে (মখাং মাওমনি) জাগ্রত করা হচ্ছে সেখানেও বৈদিক পূজায় দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

অথর্ব বেদে কিরাত জাতির উল্লেখ রয়েছে। কোন এক ভাষাতাত্ত্বিকের মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক কিংবা তার পরবর্ত্তী দু'এক শতকের মধ্যে কিরাত জনজাতি গোষ্ঠী প্রথম সংস্কৃত ও পালি ভাষার সংস্পর্শে আসে। অনৈতিহাসিক হলেও সুপ্রাচীন কাল থেকে কক-বরকে ব্যবহৃত দু'একটি শব্দের সাহায্যে উপরের প্রশ্নটির উপর সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে।

মন্ত্রের একুশ নম্বর শ্লোকে 'ফা' যুক্ত তিনজন দেবতার নাম রয়েছে। এরা হলেন, হারৌফা (ভূমি দানকারী বা ভূমি সৃষ্টিকারী পিতা বা জনক), মিনাংফা (প্রাণী সৃষ্টিকারী পিতা বা জনক)। সম্ভবতঃ এস্থলে ব্যবহৃত 'ফা' শব্দটি অদ্যাবধি প্রাপ্ত 'ফা' শব্দের প্রাচিনতম নিদর্শন।

'ফা' শব্দটির বুৎপত্তি হল, সংস্কৃত 'পিতৃন' শব্দ থেকে ✓প, স্বার্থিক আকার যোগে 'পা', প্রতিবর্ণীকরণে পা > ফা। অর্থঃ পিতা, জনক, অধিপতি। অর্থ প্রসারে কখনো 'রাজা'। রাজা প্রজাদের সন্তানতুল্য স্নেহে প্রতিপালন করেন বলে তিনি 'পা' বা 'ফা' (পিতা) রূপে প্রজাবর্গের নিকট পূজনীয়।

রাজমালা রচয়িতাগণ সহ অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্বানগণ প্রত্যেকেই সংস্কৃত থেকে বুৎপন্ন ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের উপাধি স্বরূপ 'ফা' শব্দটিকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরার কোন নরপিত প্রথম 'ফা' উপাধি গ্রহণ করেন - এসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ রয়েছে। অনৈতিকহাসিক হলেও রাজমালা (কালী প্রসন্ন সেন) আলোচনায় জানা যায়, বংশ পত্রিকানুসারে ৭৩ সংখ্যক নরপতি ঈশ্বরফা (নীলধ্বজ)-এর নামের পার্শেই প্রথম 'পা' উপাধি যুক্ত হতে দেখা যায়। পরবর্ত্তীকালে ১২২ সংখ্যক নরপতি কিরীট (আদি ধর্মফা, ডুঙ্গুরফা, দানকুরুফা)-এর তাম্রশাসনে 'ধর্ম্মপা' নাম পাওয়া যায়। আবুল ফজলের আইনী-ই-আকবরীতে 'পাতস্যাহ' (= বাদশাহ) শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবতঃ সেকালেও ফ, ব বর্ণের স্থলে 'প' (প = ফ = ব) হতো।

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ সম্ভবতঃ খারচি পূজার মন্ত্রে উল্লিখিত হারৌফা, মিনাংফা এবং খেরৌআইফা শব্দে উল্লিখিত 'ফা' শব্দ থেকেই 'ফা' উপাধি গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। পরবর্ত্তীকালে বংশ পত্রিকার ১৪৫ সংখ্যক নরপতি রত্নফা এর আমল

থেকেই সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষর প্রতি প্রবল আকর্ষণে পূর্ব পুরুষদের 'ফা' উপাধি ত্যাগ করতঃ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়।

উপরে উল্লিখিত আলোচনা অনুযায়ী কক-বরক শব্দ গঠনে আত্মকরণের এই পদ্ধতি সুপ্রচীন কাল থেকে আজও অব্যাহত রয়েছে। যেমন, বাংলা 'বাবা' এবং 'কাকা' শব্দ দুটি থেকে একাক্ষর (Monosyllabic) সম্বলিত যথাক্রমে 'বা' এবং 'কা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বলা বাহুল্য কক-বরকে প্রচলিত 'বাপ' (বাপছা) এবং বাংলা 'বাপ' (= বাবা) শব্দটিও পিতৃ শব্দের বিকরণজাত দেশজরূপ মাত্র।

আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর থেকে কিরাত জনজাতির তৎকালীন শিক্ষিত জনগণ ক্রমশঃই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চনা প্রভৃতি ক্রিয়া কাণ্ডের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করেন। তাছাড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বী সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, রাজানুকুল্য এবং সম শ্রেণীর অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠী থেকে নিজেরা অধিকতর শিক্ষিত, উন্নততর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই আত্মাভিমানের কারণে তৎকালে কিরাত জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত ও সংস্কৃতি মনোভাব সম্পন্ন অংশকে সংস্কৃত ভাষা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। ফলে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে জনজাতি অন্যান্য গোষ্ঠীর ভাষার চেয়ে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার ভান্ডারই ছিল তাদের নিকট অধিকতর মনোরম বিচরণ ক্ষেত্র। অবশ্য বহুকাল পূর্ব থেকে বয়ে আনা নিজেদের ভাষার পরিকাঠামো, কৌম সংস্কৃতির আচার আচরণও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। উভয়েই পরস্পর সমান্তরালভাবে চলছিল নির্বিরোধভাবে। এ ধারা বহু পরবর্তীকালেও প্রবহমান ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, 'আশ্বিন' শব্দ থেকে জাত 'অসা' এবং 'দেউতা' (দেবতা) শব্দ থেকে জাত 'মতাই' (বর. মদাই), দুয়ে মিলে 'অসা মতাই' বা আশ্বিনী দেবতা বা দেবী দুর্গা, 'বিষুব সংক্রান্তি' শব্দ থেকে জাত 'বিষু সেনা', 'সংক্রান্তি' থেকে 'হাংরাই', 'কোজাগরী' থেকে 'হজাগিরি' বা 'হরজাগরি' প্রভৃতি শব্দগুলো বহু পরবর্ত্তীকালে আর্য সংস্কৃতির নিবিড় সংস্পর্শে আসার ফলে ইন্দো-এরিয়ান ভাষার শাখা ভাষা সমূহের মাধ্যমে ভাষায় সংযোজিত হয়েছিল।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোতে সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার, সংস্কৃত শব্দ সমূহের প্রতিবর্ণীকরণের মাধ্যমে আত্মকরণ, কিরাত জনগোষ্ঠীর তথা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের 'পা' অথবা 'ফা' উপাধি ধারণ ইত্যাদি দৃষ্টে মনে হয় সপ্তম শতকের শেষ দিক থেকে ভোট চীনীয় (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় ভোট ধার্মিজ) ভাষায় সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ না ঘটলে নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বা তার পরবর্ত্তীকালে দেবার্চনার মন্ত্রে এরূপ সুনিপুণভাবে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সম্ভব হত না।

উদাহরণ স্বরূপ সংস্কৃত থেকে কক-বরক প্রতিবর্ণীকরণের মাধ্যমে আত্মকৃত পাণ্ডুলিপির অনেকানেক শব্দের মধ্যে কিছু সংখ্যক শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে - যে শব্দগুলো প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। যেমন, সাংগ্রমা ১ (জনয়িত্রী আদ্যাম্বা), সুবরাই ৩২ (শিবরাজা, বর. চিবরাই), ফামতক ১ (বার্তাকু), ক্ষুম ১ (কুসুম), তার্পি ৮ (তর্পি < তুর্পণ), হর ১০ (< শর্বরী), অর ৩৭ (এর < অত্র), শান ১০ (বর. সান, স্বান < সং বিবস্বান, আধু. কব. সাল-দিন, সূর্য) প্রভৃতি। বুৎপত্তির জন্য টীকা দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডুলিপিতে 'সাংগ্রমা' ও 'সুবরাই রাজা' শব্দ দুটি বিচার করে বলা যায় যে সংস্কৃত ভাষার সহিত যোগাযোগের পূর্বে এ দু'জন দেবতা কিরাত জনগোষ্ঠীর নিকট পরিচিত ছিলেন না। যদি এ দুজন দেবতার সঙ্গে কিরাত জনগোষ্ঠীর পরিচয় থাকত তাহলে সংস্কৃত শব্দ থেকে প্রতিবর্ণীকরণের মাধ্যমে 'সাংগ্রমা' (সংগ্রমা) কিংবা 'সুবরাই রাজা' নামকরণের প্রয়োজন ছিল না। অপরদিকে যদি এ দু'জন দেবদেবী কিরাত জনগোষ্ঠীর নিকট পরিচিত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কিরাত জনগোষ্ঠীর নিকট এ দু'জন দেবতা বর্তমানে পরিচিত'সাংগ্রমা' কিংবা 'সুবরাই রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন না; ভিন্ন কোন নামে পরিচিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়। স্থান কাল ভেদে এধরনের পরিবর্তন বিচিত্র নয়।

রাজমালার বর্ণনানুযায়ী প্রজাগণের (প্রজাবিদ্রোহ ?) অনুরোধে শিব কর্তৃক অত্যাচারী নরপতি ত্রিপুর নিহত হলে তদীয় বিধবা মহিষী হীরাবতীর গর্ভে শিবের ঔরসে 'নিয়োগ' প্রথার মাধ্যমে ত্রিলোচনের জন্ম হয়। প্রাচীন ভারতে বংশ রক্ষার্থে নিয়োগ প্রথায় সন্তান প্রাপ্তি শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। মহাভারতে বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকা এ প্রথার মাধ্যমেই ব্যাসদেবের ঔরসে পুত্রলাভ করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। ত্রিলোচন সর্বগুণান্বিত রাজা ছিলেন বলেই অনুমিত হয়। এ কারণেই ত্রিলোচনকে রাজমালায় ত্রিনেত্র সম্পন্ন শিবের অংশ সম্ভূত 'সুবরাই রাজা' বলে স্তুতি করা হয়েছে।

কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক বিদ্বানের মতে শিব এবং শিবানী হচ্ছেন অনার্য দেবতা। ঋকবেদে হরগৌরীর উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গে রাজমালা প্রণেতা কৈলাস সিংহ বলেন, "মহাদেব কিরাতজাতির উপাস্য দেবতা বলে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়াছেন। লৌহিত্য বংশীয় অনার্যদিগকে হস্তগত করিবার জন্য বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ, তাহাদের প্রধান দেবতাটি আপনাদের দেবতা শ্রেণীতে সংস্থাপন করিয়াছেন কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তিব্বত দেশ হইতে মহাদেব মহাদেবীর যে বর্ণনা ও চিত্রপট সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্বারা এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। মহাভারতের

কিরাতভূমি (কৈলাস) কিরাতজাতির সূতিকাগৃহ তিব্বতে অবস্থিত। দূর্গা, গঙ্গা কিরাত কন্যা। অর্জুনের তপস্যান্তে কিরাতরূপী বিরূপাক্ষের দর্শন লাভও হিমালয় পর্ব্বত গাত্রেই হয়েছিল।"

বৃহত্তর ভারতের অনার্যজাতিদের আর্যত্বে তথা হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তকরণের পর অনার্যদের ধর্ম সংস্কৃতি ও দেবদেবীদের সহিত বৈদিক দেবদেবীদের সমন্বয়ের নিমিত্ত আর্যদের দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে শিব বা মহেশ্বরকেও স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সম মর্যাদা সহকারে একাসনে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে স্থাপন করে হিন্দু ধর্মে পূজা অর্চনার বিধান দেওয়া হয়েছে। পরে এসে যুক্ত হয়েছেন বলেই সম্ভবতঃ মহেশ্বরের নাম ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর নামের পরে যুক্ত হয়েছে।

ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন হিন্দু ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সম্রাটদের এই হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ স্বভাবতই সাম্রাজ্যাধীন বৃহত্তর বঙ্গদেশ সহ আ-শান (বর্তমান আসাম ও ত্রিপুরা) রাজ্যের জীবন ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে অনুমান করা যেতে পারে, বৃহত্তর বঙ্গদেশের অন্তর্গত বসবাসকারী কিরাত জনগোষ্ঠীর মুখপাত্র হেরম্ব রাজ্যের অধিপতি কিংবা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিপতিগণ এ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। রাজাই ছিলেন তৎকালে তাঁর গোষ্ঠী বা জাতির মুখপাত্র - একথা অনেকটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। রাজাদেশ পালন করা ছিল প্রজাকুলের অবশ্য কর্তব্য। রাজা ছিলেন প্রজাকুলের নিকট পিতৃস্বরূপ পা (= ফা)। এবং প্রজাকুল ছিল রাজার নিকট সন্তানের মতো পালনীয়। রাজ ধর্মই ছিল প্রজার ধর্ম। রাজার আচরণীয় ধর্ম, ভাষা প্রজাকুলের নিকট অবশ্য অনুশীলনীয় বলে বিবেচিত হতো। তৎকালীন হেরম্বরাজ্য সহ কাছার ত্রিপুরাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ফলে ত্রিপুরা সহ আসামের অন্তর্গত ভূমিতে কিরাত জনগোষ্ঠীর যখন যে নৃপতি রাজত্ব করতেন, তাঁদের আচরিত ধর্ম ও ভাষা স্বাভাবিক কারণেই প্রজাবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলে প্রজাগণও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হতেন। এবং বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র পঠন-পাঠন করতেন। নৃপতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলে প্রজাগণও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। ফলে সংস্কৃতে রচিত মন্ত্রাদি এবং শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হতেন। অবশ্য তৎকালে রাজ সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে বর্দ্ধিত শিক্ষিত মহলই এ ধরনের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন। সাধারণ্যে এর প্রভাব খুব অল্পই ছিল বলে অনুমিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজ দরবার থেকেই এ সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন রাজপুরুষদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ কিংবা বৌদ্ধ শ্রমণদের দ্বারা মুখে মুখে প্রচারিত হতো।

প্রজাকুলের পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সামাজিক কারণে অপর কোন ধর্মাচরণ সম্ভব হতো না।

কোন কোন ঐতিহাসিক ছেংথুমফা বা মহামাণিক্যকে ত্রিপুরার প্রথম ঐতিহাসিক নৃপতি বলে মনে করেন। তদীয় পুত্র ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের ঐতিহাসিকতা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (১৩৮০ শক, ১৪৫৮খ্রীঃ)। ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে রাজমালা রচনার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়োগ, রাজকার্য, মুদ্রা ও তাম্রলেখ রচনায় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার এবং রাজকার্যে শকাব্দের প্রয়োগ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার ভিত্তি যে রাজ্যে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল এ সত্য প্রমাণ করছে। একথা সহজেই অনুমেয় যে কোন তাৎক্ষণিক কারণে ধর্মমাণিক্য তাম্রলেখাদিতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেননি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অদ্যাবধি প্রাপ্ত ত্রিপুর রাজগণের প্রচিন মুদ্রা, তাম্রশাসন, প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি যা কিছু পাওয়া গিয়েছে, তার সর্বত্র সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কাজেই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এর মূল কিরাত জনজাতি গোষ্ঠীর জীবনে তারও কয়েক শতাব্দী পূর্বেই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত আরও দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সংস্কৃত ভাষার কিছু সংখ্যক শব্দ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে এসে কক-বরকে স্থান পেলেও এদের প্রাচিনত্ব অস্বীকার করা যায় না। প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি সাধারণতঃ 'হ'-তে পরিবর্ত্তিত হয়। (খ, ঘ,থ, ধ, ফ, ভ > হ)। যেমন, ণহ = নভস্ বা নখ। (প্রাকৃত প্রবেশিকা - এ,সি, উলনার)। কক-বরকে স্বার্থিক আ-কার যোগে 'নখা' (আকাশ) হয়েছে।

কক-বরক খিলি (ওয়াইং খিলিমানি - দোলনা দোলান বা নড়ান), কল (মাই কলদি - ভাত নাড়) শব্দ দুটির বুৎপত্তি লক্ষ্য করলেও মূলে সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। সং = ক্রীড় ✓খেল [রামায়ণের সময় হইতে সংস্কৃতে 'নাড়া' 'খেলা' অর্থে 'খেল' ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। জে, ব্লক, প্রাকৃত প্রবেশিকা, ৬নং আর্ট]। শব্দটি মাগধী প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে কক-বরকে এসেছে। যেমন, সং ক্রীড় = ✓খেল > মাঃ প্রাঃ খল > কব. খিলি (দোলান, নড়ান) ই-কার প্রত্যয়, সমীভবন। প্রতিবর্ণীকরণে খল > কল।

।। পালি ভাষার সহিত যোগাযোগ ও প্রভাব ।।

সংস্কৃত ভাষার ন্যায় কক-বরকে পালি ভাষারও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ভাষা ও পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো আলোচনায় তারই নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃতের মতো পালি ভাষার সহিত কিরাত জনগোষ্ঠীর কবে কখন সামাজিক ভাবে যোগযোগ ঘটেছিল তাও ঐতিহাসিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সম্প্রতি দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ সংস্কৃতির কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ব্যতীত অন্য কোথাও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও পালি ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিদ্বান ব্যক্তিদের অভিমত হলো, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা প্রবহমান ছিল। অপরদিকে চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠা ও পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোর রচনাকাল নবম-দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের কোন এক সময়ে হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। স্বভাবতই মনে করা যেতে পারে, কুমিল্লা, ময়নামতী ও ত্রিপুরা সহ এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের একটা আত্ম প্রতিষ্ঠা এবং অস্তিত্ব রক্ষার নীরব সংঘাত হয়েছিল। যে কারণে এতদঞ্চলে চিরতরে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার সঙ্কুচিত হতে বাধ্য হয়। এ সময়ে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নির্দেশনায় তৈরী চতুর্দ্দশ দেবতার মুণ্ড মূর্তিগুলোর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সে সময়ই সংস্কৃত, পালি ও বাংলা ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে আত্মকরণ করতঃ কৃত্রিম ভাবে মিশ্র ভাষায় মন্ত্রগুলো রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

কৈলাস সিংহের রাজমালা পাঠে এ তথ্যের কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "ত্রিপুরগণ চন্দ্রবংশজাত নন। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় বৌদ্ধদ্রোহী রাজানুগৃহীত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক চন্দ্র বংশ নামে কৃত্রিম বংশ আরোপিত। উদ্দেশ্য হলো, কিরাত জাতি গোষ্ঠীর রাজন্যবর্গকে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে দূরে রাখা - এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্র ছায়ায় রেখে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিপোষণে অনুপ্রাণিত করা।' বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের সমস্ত অনার্যজাতির আর্যত্বে 'রূপান্তরণের মূলেও' এ সূত্রটিই কার্যকরী হয়েছিল।

উক্ত রাজমালার তথ্যানুযায়ী আরও জানা যায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে আদি ধর্মপা নামে ত্রিপুর রাজবংশের জনৈক নৃপতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনে যজ্ঞ করতঃ হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন। এ সকল তথ্য দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও একথা অনুমান করতে বাধা নেই যে - ত্রিপুর নৃপতিগণ সুপ্রাচীন কালের কোন এ সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিংবা বৌদ্ধধর্মের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ফলে তখন থেকেই নিশ্চিত ভাবেই ত্রিপুর জাতির জীবনে পালি ভাষার প্রভাব পড়েছিল। সম্ভবতঃ তখন থেকেই কক-বরকেও

পালি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত কিছু সংখ্যক শব্দ, শব্দ গঠনে কিছু সংখ্যক প্রত্যয় এ তথ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। স্বাভাবিক কারণে ভাষ্যতেও পালি ভাষা থেকে কিছু সংখ্যক পদ বর ভাষার মাধ্যমে কক-বরকে এসে নতুন রূপ নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু সংখ্যক পদের বুৎপত্তি দেওয়া হলো। বুৎপত্তিগত সবগুলো পদই যে সুপ্রাচীন কাল থেকে কক-বরক এবং বর ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে এমন নয়, এরমধ্যে অনেকানেক শব্দই অর্বাচীনকালে আত্মকরণের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে বলা যায়। ক্রমঃ পালি > বর > কব.।

পালি বী > কব. বু ৩২, প্রহার করা।

পালি ঠা > বর. থা > কব. তং, থাকা। সং তিষ্ঠ ✓ত+ং প্রত্যয় = তং-ও হতে পারে।

পালি ইথী ✓থী > হী+গ (= ক) প্রত্যয়। বি উপ. যোগে বিহিগ ২৯, স্ত্রী।

পালি নম > কব. নম (+নানি) ১। প্রণাম। সং নমস্।

কক-বরকে সংস্কৃত ও পালি ভাষার মাধ্যমে আগত কিছু শব্দ।

সং গ্রাম > পা. গাম > বর. গামি > কব. কামি - গ্রাম। গ > ক।

পা. সভাজ > কব. চুবাচু - সাহায্য। স > চ, ভ > ব, জ > চ।

পা. কলহ ✓ল > উপ. ম+✓ল+ক প্রত্যয় = মলক - উপহাস করা, ঠাট্টা করা।

পা. উদ্ ✓দ > থুং, স্ববর্গান্তর্গত বর্ণ, প্রতিবর্ণীকরণে থ+উং প্রত্যয় = থুং - খেলা করা। ২) বাং তামাসা ✓ত > থ + উং প্রত্যয় যোগে থুং। খেলা করা।

পা. কঠ > উপ. ক+(✓ঠ >)হ্+ই প্রত্যয় = কহই, শুষ্ক। ৪নং সূত্র।

পা. কথ > কথমা, ম প্রত্যয়, স্বার্থিক আ-কার। কথা বলা, কাহিনী।

পা. খল > খল - সংগ্রহ করা। চয়ন করা। রাংখল - ধাতু বা টাকা সংগ্রহ করা। খুম খলদি - ফুল সংগ্রহ কর, চয়ন কর।

পা. খিপ > খিপ - নিক্ষেপ করা। বুদুল খিবদি - ঢেলা নিক্ষেপ কর বা ফেলে দাও।

পা. খুদ > খুই, ক্ষুধার্ত হওয়া। অক খুইখা - (পেটে) খিদা পেয়েছে।

পা. চু > চ - বিচ্যুত হওয়া, ছিন্ন হওয়া।

পা. তল > তন - স্থাপন করা, রাখা। পা. লিপিতে আও প্রত্যয় যোগে তনাও। ল > ন।

পা. তল > তক ✓ত+ক প্রত্যয = মৃদু আঘাত করা।

পা. থপ > থেপা - স্থাপন করা।

পা. থীম > থুম - একত্রিত করা। কু উপসর্গ যোগে কুথুম।

পা. ফুন > পিন - হস্ত দ্বারা চারিদিকে ছড়িয়ে বা ছিটিয়ে দেওয়া।

পা. ব্যা > পা - চক্ষু খুলিয়া দেওয়া, চোখ ফুটা। মকল পাআন - চোখ ফুটবে।

পা. ভুন > হুন - কথা বলা। ভ > হ।

পা. রুঠ > রুক - পশ্চাদ্ধাবন করা, অনুসরণ করা।

পা. লপ > কাপ - প্রলাপ করা, ক্রন্দন করা। কা উপসর্গ।

পা. কুর > কুল - তিরষ্কার করা, র > ল।

পা. বনু > বির - ভিক্ষা করা। বিকা বির - ভিক্ষা করে।

পা. মান > মাং - অবিরাম ক্রিয়া সম্পাদনে প্রত্যয়। থাংমাং থাংমাং - যেতে যেতে, চামাং চামাং - খেতে খেতে।

পা. আন > আন - কব. ভবিষ্যৎ কাল সূচক ক্রিয়া প্রত্যয়।

পা. ম > পা. লিপিতে মনি। আধুনিক 'মানি'।

পা. ছুও ✓ছু > ছু - থুথু ফেলা, ম-উপসর্গ যে: ,গ সমীভবনে 'মুছু'। খুকতুই মুছুদি - থু থু ফেল।

পা. ইম > ইম - এই। সর্বনাম।

পা. অমু (উহা) > অম, ম - এই।

পা. কতম (কি, কোন, কিরূপে) > তমা - কি, কেন। স্বার্থিক আ-কার। কখনো আ-কারের স্থান পরিবর্ত্তন তাম।

পা. সি > সি - অভিমুখ্য। বিভক্তি প্রত্যয়। থাংসিদি - যাও, ফাইসিদি - আস।

পা. কুটুক ✓ক > কথা, তিক্ত। ক-উপ., ক > খ, স্বার্থিক আ-কার।

পা. পাস্যতি > পাছা - দৃশ্যমান হওয়া। সাল পাছাখা = সূর্য দৃশ্যমান হলো বা (মেঘের আড়াল থেকে) ফুটে উঠেছে।

॥ পাণ্ডুলিপিতে দেবতা ॥

পাণ্ডুলিপির যতটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তদৃষ্টে বলা যায়, চতুর্দ্দশাদি দেবতাস্থলে অর্চিত দেবদেবীগণ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ সুদূর অতীতকাল থেকে (বর্ত্তমানে যাঁদের দক্ষিণ কুমারী চকে পাওয়া গিয়েছে) কৌম সমাজে পূজিত দেবদেবী সমূহ। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পূজিত দেবদেবী সমূহ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পূজিত দেবদেবী সমূহ প্রায় সবাই এখানে ভিন্ন নামে পূজিত হচ্ছেন। তৃতীয়তঃ এ দেবদেবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দেবতা রয়েছেন, মন্দিরে যাঁদের পূজা হয়না; শুধুমাত্র মন্ত্রের প্রয়োজনে কিংবা কার্যকারণে যাঁদের স্মরণ-মনন করা হয়েছে।

কালী প্রসন্ন সেনের রাজমালায় চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে যে চৌদ্দজন দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো। তৎসহ পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত পূজিত এবং স্মরণ-মনন করা হয়েছে এমন দেবদেবীদের নামও দেওয়া হলো।

রাজমালায় উল্লিখিত দেবদেবীগণ ঃ ১। হর (শঙ্কর) ২। উমা (শঙ্করী) ৩। হরি (বিষ্ণু) ৪। মা (লক্ষ্মী) ৫। বাণী (বাগ্দেবী) ৬। কুমার (কার্ত্তিকেয়) ৭। গণপা (গনেশ) ৮। বিধি (ব্রহ্মা) ৯। ক্ষ্মা (পৃথিবী) ১০। অব্ধি (সমুদ্র) ১১। গঙ্গা (ভাগীরথী) ১২। শিখী (অগ্নি) ১৩। কাম (প্রদ্যুম্ন) ১৪। হিমাদ্রি (হিমালয়)।

অপরদিকে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে প্রকৃতপক্ষে যে যে দেবতার স্মরণ-মনন ও মন্ত্রাদির দ্বারা পূজা হয়ে থাকে এরা হলেন ঃ ১। ওঁ২ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) ২। দোনাই ১ (জনাই, জনার্দ্দন) ৩। আমা সাংগ্রোমা ৪। শ্রী ১,২ ৫। তৈকর্থা (অব্ধি) ৬। খাক্কি দেবতাগণ ৭। খী (১১) ৮। কামশ্রী (১১) ৯। নাকা (১১) ১০। নখন্তাই ববাগরা ১১ (ঘর গৃহস্থীর অধিপতি, বাস্তু দেবতা) ১১। মিনাংফা ২১ (প্রাণী সৃষ্টির অধিপতি) ১২। হারৌফা ২১ (পৃথিবী বা ভূমি সৃষ্টির অধিপতি) ১৩। খেরৌআইফা ২১ (আকাশ সৃষ্টির অধিপতি) ১৪। খনা ১৫। খা (৩১) ১৬। সুর্চা ৩১ (সূর্য) ১৭। সুবরাইরাজা ৩২ (শঙ্কর) ১৮। তৈবুবাগরা (১১) ১৯। শ্বী (১৩) ২০। হাবুঙ্গ বুবাগরা (সম্পূর্ণ পৃথিবীর অধিপতি) ২১। চোন্তাই ৩৩ (= চন্তাই, চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক)।

দোনাই (= দনাই,) মন্ত্রগুলোর প্রথম শ্লোকের প্রণব মন্ত্রের পাশেই রয়েছে 'দোনাই' শব্দটি। ও-কারযোগে শব্দটি প্রাকৃতযুগে 'দনাই' শব্দের আত্মকৃত রূপ। অর্থ- জনাই বা জনার্দ্দন। বিষ্ণুর অপর নাম জনার্দ্দন। বৈদিক পূজাদির প্রারম্ভে বিষ্ণু নাম স্মরণ অবশ্য কর্তব্য। এস্থলেও পূজার প্রারম্ভে বিষ্ণু নাম (জনার্দন) স্মরণ করা

হচ্ছে। দু'বার জনার্দন বা বিষ্ণুনাম স্মরণ করা হলেও কোথাও পূজার উল্লেখ করা হয়নি।

আমা সাংগ্রোমা ঃ ১ মা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী। সাংগ্রোমা (= সাংগ্রমা) নামের মধ্যেই আদ্যাশক্তি জগজ্জননী কথাটি লুকায়িত আছে। শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো, আনি মা (= আমা) আমার মা। পালিতে 'আমা' বলতে 'মা' বুঝায় । জননী বা জনয়িত্রী ✓জন > সং/সাং+অগ্র ✓গ্র+এ বিশ্বচরাচরের সমস্ত জীবের প্রসবিনী বলে তিনি সন্তানবতী 'মা'। তিনি সমস্ত দেবদেবীর শ্রেষ্ঠা বলে পাণ্ডুলিপির প্রায় প্রতিটি দেবদেবীর পূজার পূর্বে এই সাংগ্রমা দেবীর স্মরণ করা হয়েছে।

এখানে পূজিত দেবদেবীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠা এবং পরমারাধ্যা। তিনি শিবসহ প্রতিটি অবুজ, নাবালক অথচ শক্তিধর দেবতাদের ঝাপিতে আবদ্ধ থেকে স্তন্যপান করান। ইনি প্রকৃতি দেবীর প্রতীক। বর ভাষায় ইনি 'শিবানী বা শিবের নারী' শব্দ থেকে জাত চিব্রুই (= চিবরুই) রূপে পরিচিতা। কৌম সমাজের দেবদেবী যাঁরা মানবের অশুভ বিধান করেন, যাদের দক্ষিণ কুমারী চক থেকে ধরে বেধে আনা হয়েছে, আমা সাংগ্রমা ঝাপিতে আবদ্ধ থেকে তাদের স্তন্য পান করিয়ে তাদের অশুভ শক্তিকে প্রশমিত করেন।

সুবরাই রাজা ঃ ৩২ সুবরাই শব্দটির বুৎপত্তি হল, সং শিব > বর. চিব+রাই = চিবরাই > কব. সুবরাই বা শিবরাজা। রাজা শব্দ এখানে দ্বিত্ব হয়েছে। পালিতে 'রাঅ' থেকে 'ই' প্রত্যয়যোগে 'রাই' হয়েছে। বর ভাষার মাধ্যমে 'চিবরাই' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে কক-বরকে 'সুবরাই রাজা' হয়েছে। বরতে 'চিব্রুই' হচ্ছে 'শিবের নারী বা শিবানী।' মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে শিব > চিব (শ > চ এবং বুরুই (< নারী, বু উপ.+ন > র+উই প্রত্যয়) দুয়ে মিলে চিববুরুই, সংক্ষেপে চিব্রুই বা চিবরুই (Syncope)। রাজমালাতেও উল্লিখিত চতুর্দ্দশ দেবতাদের নামের সর্বাগ্রে 'হরোমা' (হর ও উমা) নামের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে বলা যায়, চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ীতে হর পার্বতীই প্রধান পূজিত দেবদেবী। কাকতালীয় হলেও কক-বরকের 'চতুর্দ্দশ' সংখ্যাটিকে 'চিব্রুই' (চি-দশ, বুরুই-চার) বলা হয়।

যদি চল্লিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ বলে পাণ্ডুলিপিটিকে ধরে নেওয়া যায়, জীর্ণতা বশতঃ এর কোন অংশ নষ্ট বা হারিয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে আমা সাংগ্রমা এবং সুবরাই রাজা ব্যতীত অপরাপর যে সমস্ত দেবতাগণ ভিন্ন নামে রয়েছেন মন্ত্র রচনার কালে এদের স্থান ছিল না। রাজমালায় উল্লিখিত দেবতাদের পাশে চতুর্দ্দশ দেবতা মন্দিরে যে সকল দেবতাদের স্মরণ-মনন হয়ে থাকে তাদের নামের উল্লেখ করে সম্ভাব্য বুৎপত্তির মাধ্যমে উভয় নামের সাযুজ্য দেখানোর চেষ্টা করা হলো।

১) হর - সুবরাই রাজা ৩২ ২) উমা - সাংগ্রোমা ১, পাণ্ডুলিপিতে মোট দশবার সাংগ্রোমা দেবীর উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃত নাম সংগ্রমা হওয়া উচিত। ৩) হরি - দোনাই (১, ১১) ৪) মা (লক্ষ্মী) ✓খী ১১ - এর পাশে ৫) বাণী (বাগ্দেবী) - মন্ত্রে উল্লেখ নেই। ৬) কুমার (কার্ত্তিকেয়) - মন্ত্রে উল্লেখ নেই। ৭) গণপা (গণপাল, গণেশ, গণপতি) - সং গণপতি > প্রাঃ বাং গণইয়া > গরইআ > চট্টগ্রামে গরিয়া। কোথাও (র > ল) 'গলিয়া' (পূর্ববঙ্গে চাঁদপুর, বোয়ালিয়া)। ইনি গরিয়া নামে ত্রিপুর জাতির নিকট পূজা পেয়ে থাকেন। ৮। বিধি (ব্রহ্মা) - হারৌফা, মিনাংফা, খেরৌআফা - এ তিনজন দেবতা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন নামে একজনই। ভূমি সৃষ্টি করেন বলে তিনি হারৌফা, প্রাণীসৃষ্টি করেন বলে তিনি মিনাংফা, আকাশ সৃষ্টি করেন বলে তিনি খেরৌআফা। বৈদিক মতে যিনি বিশ্বচরাচর সৃষ্টিকারী দেবতা ব্রহ্মারূপে পূজিত হন। মন্ত্রে এদের কোন বিধিবদ্ধ পূজা নেই। ৯) ক্ষ্মা (পৃথিবী) - খনা ২৭- এর পাশে লিখিত। ১০) অব্ধি (সমুদ্র) - তৈকুর্থা ২, তৈবুবাগরা ১৪ নামে ইনি মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছেন। ১১) গঙ্গা (ভাগীরথী) - গ্রী (?) ২০-পাশে উল্লিখিত। ১২) শিখী (অগ্নি) - শিখী ✓খী ৭-এর পাশে উল্লিখিত। ১৪) হিমাদ্রি (হিমালয় পর্বত) - নাকা ১১, সং নগ - নাকা রূপে মন্ত্রে উল্লিখিত।

রাজমালায় উল্লিখিত দেবদেবীদের মধ্যে বাণী (বাগ্দেবী), কুমার (কার্ত্তিকেয়) এবং গণপা (গণপতি) প্রভৃতি দেবতাদের উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রের চল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে কোথাও এদের উল্লেখ নেই। অবশ্য গণপতি, গরিয়া নামে সাধাবণে পূজিত হয়ে থাকেন। অপরদিকে মন্ত্রে শ্লোকের পাশে উল্লিখিত শ্বী ১৩, খনী ১৪, গ্রী ২০, খনী ২৬, খীকৃষ্ণ ২৬ প্রভৃতি নামীয় দেবতাদের রাজমালায় প্রদত্ত দেবদেবীদের নামের মধ্যে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাগ্দেবীর বীজমন্ত্র হচ্ছে ঐং। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে বাগ্দেবীর পূজার মন্ত্র নেই। রাজমালায় উল্লিখিত ষষ্ঠ দেবতা কুমার (কার্ত্তিকেয়), চতুর্দ্দশ দেবতার মধ্যে অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু পূজার মন্ত্রে উল্লেখ নেই। সপ্তম দেবতা গণপাল বা গণেশেরও অস্তিত্ব পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে নেই। কিন্তু তিনি সাধারণ্যে গরিয়া নামে পূজিত হন। বিশ্বচরাচর সৃষ্টিকারী অষ্টম দেবতা বিধি (ব্রহ্মা) কে সম্ভবতঃ একুশ নম্বর শ্লোকে হারৌফা, মিনাংফা ও খেরৌআফা নামে স্মরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও পূজার কথা উল্লেখ করা হয়নি। ক্ষ্মা (পৃথিবী) নামীয়া পৃথ্বী দেবীকে 'খনা' রূপে স্মরণ করা হয়েছে। যে শ্লোকের পাশে (২৭নং) খ্রা শব্দটি রয়েছে, ঐ শ্লোকের অভ্যন্তরে রয়েছে, অপর রাজ্যের রাজা (আফার রাউনি রাজ্জা) তুমি এস, তোমাদের মত আমাদেরও সৃষ্টির মূল উৎসস্থল একই..... প্রভৃতি। কাজেই শ্লোকের ভাব লক্ষ্য করে বলা যাচ্ছে, এখানে খ্রা বা পৃথ্বীর পূজা হচ্ছে না; হচ্ছে অপর রাজ্যের কোন এক পুরুষ

দেবতার। দশম দেবতা হচ্ছেন অব্ধি (সমুদ্র)। পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় শ্লোকে জলার্ঘ দানান্তে বলা হচ্ছে ,তৈকর্থা রলংঐঃ (জলের কর্তা বা জলাধিপতিকে দেওয়া গেল)। এই 'তৈকর্থা' এবং চৌদ্দ নং শ্লোকের 'তৈবুবাগরা' (জলাধিপতি) বলতে অব্ধি বা সমুদ্রের কথা মনে এসে যায়। একাদশ দেবতা গঙ্গা (ভাগীরথী) সম্ভবতঃ গ্রী ২০রূপে পূজিতা। দ্বাদশ দেবতা শিখী (অগ্নি) পাণ্ডুলিপির সাত নং শ্লোকে খী (শিখী ✓খী) রূপে পূজিতা। পাণ্ডুলিপির সাত নং এবং এগার নং শ্লোকে দু'বার 'খী' শব্দের উল্লেখ থাকাতে অগ্নি দেবতার প্রাধান্য চিন্তা করে সাত নং শ্লোকের পাশে 'খী' কে অগ্নি দেবতা এবং এগার নং শ্লোকের 'খী' কে লক্ষ্মী দেবীর নামান্তর বলে মনে করা যেতে পারে। ত্রয়োদশ দেবতা কাম (প্রদুম্ন) কামশ্রী ১১ রূপে পূজিত হচ্ছেন। চতুর্দ্দশ সংখ্যক দেবতা হিমাদ্রি (হিমালায় পর্বত) নাকা (< নগ) রূপে পূজা পেয়ে থাকেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উদ্ধৃত দেবদেবীদের পাশে খারচি দেবতাদের নামোল্লেখ নেই। যদিও মন্ত্রের কোথাও খারচি দেবতাদের নামোল্লেখ করা হয়নি। ভিন্ননামে হলেও যে সমস্ত দেবদেবীদের নাম মন্ত্রের পাশে উল্লিখিত হয়েছে, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কোন এককালে এদের নাম প্রক্ষিপ্তভাবে সংযোজিত হয়েছিল।

॥ মস্তকোপরি অর্দ্ধচন্দ্র ॥

কেহ কেহ মনে করেন হর বা শিব (> সুবরাই) সহ চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি মূর্তি কৌমভাবে প্রভাবিত বলে এদের মস্তকে শিং রয়েছে। যদিও মন্ত্রের একস্থলে 'বকরঙ্গ ছুন বকরঙ্গ বাই রান বখা'৭ (খড়গ রূপ শৃঙ্গকে খড়গ দ্বারা কাটা হয়েছে) বাক্যটি রয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোর বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা হলো, বকরঙ্গ < খড়গ, উপ. ব+ক(= খ)+র(= ড়) স্বার্থিক ঙ্গ(= ং) অনুস্বার। ছুন < সং শৃঙ্গ। বাই < সং দ্বারা ✓বা+ই প্রত্যয়। রান < কর্ত্তন ✓ত্তন (ছেদন ✓দন ১।চ সূত্র) স্বার্থিক আ-কার যোগে রান। বখা --অতীতে কোন কার্য করা হয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে ব-স্বার্থিক প্রয়োগ হয়। (আধু. চাবুখা - খেয়ে এসেছে)। পা. লা (কাটা) থেকেও (লা > রা) ন প্রত্যয় যোগে 'রান' হতে পারে। আধুনিক কব সাদৃশ্যজনিত অর্থ বিস্তারে 'বকরঙ্গ' অর্থ 'শৃঙ্গ'। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি দেবতাদের মস্তকোপরি এই শৃঙ্গের ভিন্নার্থও রয়েছে।

চন্দ্র চূড়ায় ধারণ করেন বলে শিবের অপর নাম চন্দ্রচূড়। যোগশাস্ত্রে এই চন্দ্রের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে যোগাচার্য শিবানন্দ সরস্বতী বলেন, মানবের

ললাট প্রদেশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে সোমগ্রন্থি, বৃহস্পতি বা দেবক্ষগ্রন্থি (Pineal Gland), রুদ্র গ্রন্থি, সহস্রাসার গ্রন্থি ইত্যাদি পঞ্চগ্রন্থি অবস্থিত। ইহারা সকলেই মহৎ গ্রন্থির অন্তর্গত এবং মহৎগ্রন্থির প্রধান কর্মকেন্দ্র। মহৎ গ্রন্থির এই কর্ম কেন্দ্রগুলোই মহৎ ভাবধারার, উচ্চ ভাবধারা সৃষ্টির কারখানা। এই মহৎভাব, উচ্চভাবের প্রকাশেই মানুষের দেবজন্ম লাভ হয়, মানুষ দৈবভাবাপন্ন হয়ে উঠে। এই মহৎ গ্রন্থিগুলোর অন্তর্মুখী রসের নাম সোমধারা। এই সোমধারা বা অমৃত ধারা মস্তক হতে নেমে এসে দেহের সমুদয় গ্রন্থিকে, দেহের সমুদয় স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল-সুস্থ ও প্রাণবান রাখতে সাহায্য করে।

এই গ্রন্থি প্রধান লোকই আমাদের পৃথিবীতে মহাপুরুষ বা অবতার রূপে পূজিত হন। ইহারাই ভূ-দেবতা, মর্তজগতের মহাব্রাহ্মণ। ভগবৎ প্রদত্ত বা আত্মস্বরূপ অনুভবের অপার্থিব আনন্দ এরাই জীবনে আস্বাদন করেন। এদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কখনও কলঙ্কের রেখাপাত হয় না। সংসারের ভোগ জগতের পঙ্কিলতা, অন্নচিন্তা এদের সুসংস্কৃত মনকে, শুদ্ধ মনকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না। একাধারে এরা মহাজ্ঞানী ও মহা প্রেমিক।

মর্ত্যের মানবের পক্ষে যেমন উপরোক্ত দিব্য প্রক্রিয়ার কথা সত্য, তেমনি মনুষ্য কল্পিত মনুষ্যরূপ দেহধারী দেবকুলের পক্ষেও এ সত্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। বরঞ্চ বলা যায়, প্রত্যেক দেবতারই মস্তক থেকে এই অমৃতধারা বা সোমধারা নিঃসরিত হয়ে প্রতিনিয়ত দেবতার দেহ-মনকে নিষিক্ত করতঃ দেবত্বে উন্নীত করছে।

দেবাদিদেব মহাদেব সমস্ত যোগের অধিপতি বলে তিনি যোগেশ্বর। যাঁর মস্তিষ্ক থেকে প্রতিনিয়ত সোমধারা (চন্দ্রের একনাম সোম) নিসৃত হয়ে তাঁকে কলুষমুক্ত বিজ্ঞানঘন দিব্য চেতনায় আবিষ্ট রেখেছে। চন্দ্র হচ্ছে এই অমৃতধারার উৎস এবং সোম গ্রন্থির প্রতীক। মন্দিরে স্থাপিত প্রধান দেবতা দেবাদিদেব চন্দ্রচূড় যোগেশ্বরের এই দিব্য চেতনার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মন্দিরে স্থাপিত অপরাপর দেবতাদের মস্তকেও এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন লাঞ্ছিত হয়েছে।

খারচি ঃ পাণ্ডুলিপির চৌত্রিশ নং শ্লোকে খারচি পূজার অন্তে 'খারচি পূজার তৈচিং রেমনি' মন্ত্রে জল ছিটিয়ে বা জলার্ঘ দেওয়া হয়েছে। এস্থলে 'খারচি' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। দশ নং শ্লোকে এ শব্দটিকেই 'খাক্সি, খাকি' দু'ভাবে লিখা হয়েছে। তের নং শ্লোকে 'খাখি' (লিখন প্রমাদ হেতু হ্রস্ব ই-কার বিহীন 'খাখ'রূপে) এবং 'খাকি' রূপে পাওয়া যাচ্ছে। এরমধ্যে 'খারচি' এবং 'খাক্সি' দুটি শব্দই বিচার্য। অন্যদুটিরূপ 'খাখি' এবং 'খাকি', খাক্সি শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ।

খারচি কি এবং কেন এবং শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থইবা কি তা আমাদের জানা নেই। তাই 'খারচি' এবং 'খাক্ষি' দুটি শব্দেরই সম্ভাব্য বুৎপত্তিগত অর্থ জানা প্রয়োজন। খারচি শব্দটি হচ্ছে একটি জোর কলম শব্দ খার + চি। সংস্কৃত 'খাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে ক) চর্বন করা, খ) কামড়ান, গ) খাওয়া বা গোগ্রাসে গিলা, ঘ) খাওয়ান (Sans. Eng. Dictionary. W. Monier)! খাদ শব্দের 'দ' প্রতিবর্ণীকরণে 'র' হয়েছে। যেমন, ভোট > বদ, বড় > বড়ো > বরো > কব. বর+ক প্রত্যয় = বরক। ক্সং দ > কব. র- দেওয়া। (সূত্র ঃ ট-বর্গ এবং ত-বর্গ > র, ধ্বনি পরিবর্তন সূত্র দ্রষ্টব্য)। অপর অংশ চি (< দশ ✓শ > চ, উপসর্গ ই-কার যোগে 'চি', মাগধী প্রাঃ প্রভাব)।

আধুনিক কক-বরকে তরল পদার্থ 'খাওয়ান' বা পান করান অর্থে 'খান' এবং 'খার' দুটি ক্রিয়াপদেরই ব্যবহার রয়েছে। যেমন, তুই খানদি/খারদি - 'জল পান করাও। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে অবশ্য 'খা' অর্থে তরল -কঠিন উভয় প্রকার খাদ্য 'খাওয়া' বুঝাত। 'খার' ক্রিয়াপদটির অপর অর্থ হলো, পালান, বেগে দৌড়ে যাওয়া। খারচি শব্দের 'চি' অংশের অর্থ হচ্ছে 'দশ'। এখানে সম্ভবতঃ দশের উল্লেখ করা হয়েছে এই কারণে যে রূপ কথার কথিত কাহিনী অনুযায়ী মহারাণী হীরাবতীর আমলে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রথম প্রতিষ্ঠা কালে সম্ভবতঃ সব মিলিয়ে দশজন কৌম দেবতাই ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতাদের সঙ্গে এদের কোন প্রকার মিল ছিল না। এরা কোন একটি ক্রোধান্বিত মথনা'র (গবয়) ভয়ে ভীত সন্ত্রস্তরূপে পালিয়ে বা দৌড়ে এসে হীরাবতীর আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। পালিয়ে বা দৌড়ে এসেছিলেন বলে এরা 'খারচি' (ধাবমান বা পলায়নপর) দেবতা নামে সেদিন থেকে পরিচিত হন। সে অর্থে খারচি হচ্ছে, পলায়নপর দশজন সম্মিলিত কৌম দেবতার নাম।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ খারচি শব্দটির গঠন সম্বন্ধে বলা যায়, সং খাদ > খার+চি(দশ) = খারচি। যাঁর অর্থ হল 'দশজন দেবতাকে খাওয়ান বা দশজন ক্ষুধার্ত দেবতার গোগ্রাসে খাওয়া'। দক্ষিণ কুমারী চক থেকে বেধে আনা রাক্ষুসে দেবতাগণ 'বেআন আরাছাঃ মৈরগন খাঅঃ আরগন খাঅ' ৩৩ (সকাল বেলা একহাড়ি প্রাণী ও মাছ খায়) পাঁঠা বলি দিয়ে, মোরগ বলি দিয়ে এদের ক্ষুন্নিবৃত্তি অন্তে সংযমের সহিত তাঁদের ধ্যান করতঃ চৌত্রিশ নং শ্লোকের শেষে দেবতাদের উদ্দেশ্যে 'তৈচিং' (জলার্ঘ) দ্বারা ভোজনান্তে আচমন দেওয়া হচ্ছে; বৈদিক পূজাদিতে যেভাবে ভোগ নিবেদনের পর পুনরাচমনীয় দেওয়া হয়ে থাকে। দশজন দেবতা বিশেষভাবে প্রদত্ত যে ভোগ গ্রহণ করেন এঁরাই সম্মিলিত ভাবে খারচি নামে দেব মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন।

খাঁঙ্কি ঃ দশ নম্বর শ্লোকে উল্লিখিত খাঙ্কি শব্দটিও অপর একটি সংস্কৃত শব্দ 'খানিষ্ক' থেকে জাত। অর্থ হচ্ছে, মশল্লা সহযোগে ছোট ছোট মাংসের টুকরা দ্বারা তৈরী খাবার। বলা বাহুল্য, খারচি পূজা প্রকরণে এ জাতীয় ভোগ নিবেদন করার প্রথাও রয়েছে। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অধিকাংশ শ্লোকে দেবভোগ্য প্রিয় বস্তুগুলো দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে। তন্মধ্যে হাদনি ১১ (< স্বাদের) বস্তু ফাংচ ১৯ (< পাঁচন), চৌঅক ১৯ (মদ্য) এবং মাংস দ্বারা তৈরী ভোগ্য বিশেষ প্রিয়। এই প্রিয় ভোগ্য বস্তু সমূহ যে সকল দেবতার প্রিয় তাদেরই নাম খাঁঙ্কি বা খাঙ্কি (ন-চন্দ্রবিন্দুরূপে পূর্ববর্ণে যুক্ত)।

প্রিয় বস্তুর নামানুসারে দেবতার নামকরণ অন্যত্রও রয়েছে। ননী ভালবাসতেন এবং চুরি করে খেতেন বলে কৃষ্ণের অপর নাম 'ননী চোর'। 'ননীচোরা নাম রাখে যত বিনোদিনী'। এখানেও খাঁঙ্কি বলতে যে দশজন দেবতাকে প্রিয় ভোগ্য মশল্লা যুক্ত মাংসের টুকরা নিবেদন করা হয় তাদেরই খাঁঙ্কি বা খারচি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। দেবতা এবং দেবভোগ্য বস্তু এতদুভয়ের নামই খাঁঙ্কি বা খারচি। উভয় নামই সমার্থক। বুৎপত্তি ঃ খা+(ঁ > ন > র >)র+হ্রস্ব ই-কারের স্থান পরিবর্ত্তন+(ষ >) চ = খারচি < সং খানিষ্ক/খাঁঙ্কি।

।। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে মুখ্যভাব ।।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো আগাগোড়া পর্যালোচনা করলে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাব লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হল, প্রথমতঃ রাজ্যের অধিবাসী, প্রজাকুল, কৃষিভূমি, বায়ু, জল প্রভৃতির শীতলতা বা শান্তির জন্য প্রার্থনা। দ্বিতীয়তঃ রাজ্যাধিপতির শারীরিক, পরিবার পরিজন সহ মন্ত্রিবর্গ, দাসদাসী, রাজ অন্তপুরের রন্ধন শালার কর্মিগণ সহ সকলের মঙ্গল কামনা। তৃতীয়তঃ বন-জঙ্গল বেষ্টিত প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠা জনজাতি গার্হস্থ্য জীবনের শুচিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও আশা আকাঙ্খার জীবন চিত্র।

মন্ত্রের তের নং শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে চন্তাই মহারাজ দেহ ও মন একত্রিত করে বা মনে প্রাণে [সাথুনুঙ্গ শাওঐ খুওঙ্গ খুঐ, শুদ্ধপাঠ - সাতুনুং সাঐ, খাওন খাঐ] ভক্তি বিনম্র চিত্তে খাঁঙ্কি দেবতাদের জাগরিত করছেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, খাঁঙ্কি দেবতাগণ জাগরিত হোন, ধূপ বৃদ্ধি পেতে থাকুক, অগুরুর সুবাস বৃদ্ধি পেতে থাকুক, শুভ দিনের সূচনা হোক, মঙ্গলময় রাত্রির আগমন হোক, বংশ

বৃদ্ধি পেতে থাকুক, ষোলজন পূজক এবং ষোলজন মন্ত্রীর মঙ্গল হোক। যেমন করে ধূপ এবং অগুরুর সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি করে তাঁদের গুণগান ও মহিমা চাদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। দশ নং শ্লোকেও রাজ্যের কল্যাণের নিমিত্ত খারচি দেবতাদের জাগানোর সময় এ জাতীয় প্রার্থনা রয়েছে। বলা হচ্ছে, খাঁম্বি/খারচি দেবতাগণ জাগ্রত হোন। শুভদিন আসুক, শুভরাত্রি আসুক, মন্দদিন চলে যাক। অন্ধকার রাতের অবসান হোক।

ঋগ্বেদের - মধুমতী সূক্তম-এ রয়েছে,

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ ॥ ১

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা॥ ২

(ঋগ্বেদে ১।৯০।৬-৯; বৃহদারণ্যক ৬।৩।৬; সূত্র ঃ স্তবকুসুমাঞ্জলি)

অর্থঃ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি বায়ু সমূহ মধুর হয়; নদী সমূহ মধুময়রস ক্ষরণ করে; ঔষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক। ১।

রাত্রি এবং দিবস সকল মধুময় হউক। পৃথিবী লোক মধুময় হউক; পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হউন। ২ -(স্তব কুসুমাঞ্জিল)।

পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন মন্ত্রে আমরা এ প্রার্থনা বাক্যগুলোরই অনুরণন শুনতে পাই - যেখানে মন্ত্রের বিভিন্নস্থানে দেশ-রাজ্য, প্রজাবৃন্দ, রাজ্যের কৃষিভূমি, জল প্রভৃতির শীতলতা বা শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। আটাশ নং শ্লোকে গৃহ শীতল করবে (নখুং কচাংনা), ধান্যভূমি শীতল করবে (মারাং কচাংনা), ভূমির উপরিভাগ বা ধরণীর বক্ষদেশ শীতল করবে (হাবুক কচাংনা), জলের উপরিভাগ বা পানীয় জল শীতল করবে (তৈবুক কচাংনা), প্রজাদের শীতল করবে বা সুখ সমৃদ্ধি বিধান করবে (প্রজা কচাংনা)।

এ প্রার্থনা বাক্যগুলোর অনুবর্ত্তন রয়েছে চৌত্রিশ নং শ্লোকের অন্তে। খারচি পূজার জলার্ঘ (খারচি পুজার তৈচিং রেমনি) প্রদানের পূর্বে সংযমের সহিত খারচি দেবতাদের ধ্যান করতঃ প্রার্থনার আকারে বলা হয়েছে, আমি শীতল হব বা আমাকে শান্তি দেবে (আগু কচাংনা), গৃহ শীতল করবে (নগও কচাংনা), রাজ্যের ভূমি শীতল করবে, পানীয় জল শীতল করবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেদাদি মন্ত্র পাঠের প্রতিটি মন্ত্রের অন্তে শান্তি বচন (ওঁ শন্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ) উচ্চারণ করা হয়। শুক্ল যজুর্বেদীয় স্বস্তি বচনের একটি শ্লোকে ভূলোক-দ্যুলোকস্থিত যাবতীয় বস্তুতে শান্তি (মন্ত্রে কচাংনা শব্দের অর্থ শীতলতা বা শান্তি বুঝাচ্ছে) বিধানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। যেমন, দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি রাপঃ

শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম

শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥১৭

অর্থ ঃ দ্যুলোকে যে শান্তি, অন্তরিক্ষে যে শান্তি, পৃথিবীতে যে শান্তি, জলে যে শান্তি, ওষধিতে যে শান্তি, বনস্পতিতে যে শান্তি, সকল দেবতাতে যে শান্তি, পরব্রহ্মে যে শান্তি, সর্বজগতে যে শান্তি, স্বরূপতঃই যাহা শান্তি (ভগবৎ কৃপায়) সেই শান্তি আমার হউক। (সূত্র স্তবকুসুমাঞ্জলি)।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে যে শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তাও উদ্ধৃত স্বস্তিবচনের প্রকারভেদ মাত্র।

মন্ত্রে অন্যান্য অপ্রধান অথচ চিত্তাকর্ষক দু'একটি ভাবের কথা এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। সুদূর অতীতকাল থেকে পূর্ব পুরুষদের কৃত কর্মের অনুসরণ এবং তাঁদের আদেশ ও আচরিত প্রথানুযায়ী বন-জঙ্গল ঘেরা জনজাতি গার্হস্থ্য জীবনে সর্বাগ্রে [বুছা মাই রআই ঃ বুছা তৈরআই ১৯ অর্থাৎ সন্তানকে খাবার-(ভাত-জল) দেওয়ার মত জরুরী কাজ ফেলে রেখেও] পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কাজগুলো সর্বাগ্রে করার কথা বলা হচ্ছে। তাই এ অংশটুকুর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো 'সর্বাগ্রে'। শুচিতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথাও মন্ত্রের বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন, ঘর পবিত্র করব (নগু কথার খনাইঅ ১৯), গৃহ পবিত্র করব (নুখুং কথার খানাইআন ১৯), উনুন বা রন্ধন স্থল পবিত্র করব (আখাঠাই কথার খনাইআন ২০), খাবার স্থল পবিত্র করব (চেগঠাই কথার খনাইআন ২০), গৃহের গর্ভস্থল পবিত্র করব (নগ খান্দাইওঐঃ নগ কথার খনাইআন ২০), রন্ধন স্থল পবিত্র বা পরিষ্কার করা হল (আখাঠাই কথার খনাইমানি ২১) ইত্যাদি।

মন্ত্রগুলোতে পূর্বপুরষদের আচরিত প্রথা, কর্ম ও ধর্মাচরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তাই মন্ত্রের বিভিন্ন শ্লোকে পূর্ব পুরুষদের আচরিত কর্মের ন্যায় বর্তমানেও তদনুরূপ কর্মানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রের প্রথম শ্লোকেই পুর্ব পুরুষদের প্রণাম করে 'অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু' ধরণের বাক্য রয়েছে। যেমন, য়াফাং ওঁ নাংন্মা পুর্ব্বনাঃ (গোড়াতেই বা পূজা আরম্ভের প্রাক্কালে পূর্ব পুরুষদের প্রণাম) পূর্বপুরুষদের অনুসৃত প্রথার অনুকৃতি মন্ত্রগুলোর বিভিন্নস্থানে প্রতিটি কর্ম এবং পূজা অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই রয়েছে। যেমন, দাগনাই মিআনিঃ খরাং পুর্ব্বানি ঃ স্থানর্ছিমেঃ ১৯, ২০।

[দাগনাই শব্দটির প্রথমবর্ণ 'দ' হলে শব্দটির অর্থ অধুনা কক-বরকে 'থাংনাই' (অতীতকাল) হবে। বর্ণদুটিকে 'ছ' ধরে নিলে শব্দটি আধুনিক ভাষায় 'সাজাগনাই' (কথিত) হবে। প্রকৃত পক্ষে বর্ণটি 'ছ' হলেই পূর্বাপব অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

হবে। 'মিআনি' শব্দের অর্থ 'গতকালের'। গতকাল বলতে এখানে সুদূর অতীতকাল বুঝতে হবে। খরাং - গলা (দেওয়া),আওয়াজ, কণ্ঠস্বর। এখানে কথা বা আদেশ বুঝতে হবে। 'পুর্ব্বানি' শব্দের অর্থ 'পূর্ব পুরুষদের'। 'স্থানাছিমৈ' শব্দের অর্থ - স্থানের সময় সীমা থেকে। সব মিলিয়ে অর্থ হবে - 'সুদূর অতীত কালের সময় সীমা থেকে পূর্ব পুরুষদের আচরণ অনুযায়ী বা আচরিত প্রথানুযায়ী'।

॥ মন্ত্রে সাহিত্য ॥

পাণ্ডুলিপির ভাষা আলোচনা করলে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তন্মধ্যে হেঁয়ালি পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার (চর্যাপদের অনুরূপ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন কোন বাক্য বা বাক্যাংশের বহিরঙ্গে ভিন্নার্থ। তাই মন্ত্রগুলোর আপাতবোধ্য অর্থ হৃদয়ঙ্গম হলেও গুহ্যার্থ অনুধাবন ব্যতিরেকে সামগ্রিকভাবে মন্ত্রের আবেদন অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব। চল্লিশটি শ্লোকের স্বল্প পরিসরে একাদশ-দ্বাদশ শতকের কক-বরকের প্রকৃতরূপটি অনুধাবন করা না গেলেও কোন কোন বাক্যাংশ হীরক দ্যুতির ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া কোন কোন স্থলে চন্তাই-এর অসাধারণ কবিত্ব প্রবণ মন, বর্ণনা চাতুর্যে সামান্য জিনিষকেও যে অসামান্যরূপ দিয়েছে, যা' নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক বিচারে শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। 'উপমা কালিদাসস্য'। কোন কোন ক্ষেত্রে উপমা, উপমান এবং শব্দালঙ্কারের ব্যবহার তা' যে ভাষা থেকেই আত্মকরণ করা হোক না কেন, নিঃসন্দেহে মন্ত্রের অপার্থিব দ্যোতনা সহ সামাজিক আবেদন বৃদ্ধি করেছে।

নিম্নে কিছু কিছু বাক্যাংশের অন্তর্নিহিত অর্থ সহ সাহিত্যিক আবেদন বিচার করা গেল।

মা(ই) রাং ২৮ : একটি জোড়কলম শব্দ যেমন, মাই+রাং মাইরাং। একুশ নং শ্লোকের টীকার বুৎপত্তি অনুযায়ী 'মাই' হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উচ্চারণের কারণে 'ই' লুপ্ত। বুৎপত্তি অনুযায়ী মাই শব্দটির অর্থ 'যে কোন প্রকার খাদ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আধুনিক কক-বরকে শব্দটি ভাত (মাই), চাল (মাইরুং), ধান (মাইচলাম) এরূপ অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় অংশ 'রাং' শব্দটির অর্থও 'টাকা', প্রায় এই অর্থের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। বর ভাষায় রাং শব্দের অর্থ 'ধাতু'। কক-বরকেও কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতু অর্থে 'রাং' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, রাং+চাক রাংচাক। সোনার রং লাল (চাক) বলে তাকে রাংচাক (লাল বা উজ্জ্বল ধাতু) বলা হয়। শব্দটির

দু' অংশ মিলে 'মাইরাং' আধুনিক কক-বরকে 'ভাত খাওয়ার ধাতু নির্মিত পাত্র' (থালা) অর্থে ব্যবহৃত।

মন্ত্রের আটাশ নং শ্লোকে শব্দটির অর্থের আরো ব্যাপ্তি ঘটেছে। পাকাধান সোনার বর্ণ বলে ধান্য ক্ষেত্রকে স্বর্ণনির্মিত ধাতু পাত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উক্ত শ্লোকে 'মারাং কচাংনা' বলে ধান্য বা ফসলের ক্ষেত্রকে 'শীতল' করার প্রার্থনার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনের কথাও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

বিহিগসা করুং ঃ বছাই ওআকরং ২৯ ঃ কবিত্বময় এই বাক্যটির মধ্যে তৎকালীন উপজাতি সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠেছে। বাক্যটির অর্থ হলো, স্ত্রীকে (বা যে কোন গৃহস্থ রমণীকে) গর্ভে সন্তান ধারণে বা সন্তান প্রসবে সমর্থ হতে হবে। বংশ রক্ষা বা পারিবারিক আনন্দ বর্ধনের কারণ সন্তান দানে অক্ষম 'বন্ধ্যা নারী গার্হস্থ্য জীবনে অনভিপ্রেত। কথায় আছে 'মা নাহি ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার' সে সংসার অন্ধাকরময়। তাই আদর্শ ঘরণী হতে গেলে নারীর প্রাথমিক যোগ্যতা হলো, নারীকে সন্তানবতী হতে হবে।

অপরদিকে আদর্শ গৃহস্থ হতে গেলে উপজাতি স্বামীটিকে হতে হবে বিভিন্ন বাঁশের গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। মানব জীবনে অন্ন, বস্ত্র ও আবাস জাতীয় যে তিনটি মৌলিক চাহিদা ছোটবড় প্রত্যেক মনুষ্য সমাজকে পূরণ করতে হয়, তন্মধ্যে আবাসস্থল অন্যতম। বনজঙ্গল ঘেরা জনজাতি জীবনে এই আবাসস্থল নির্মাণের জন্য হতে হবে বিভিন্ন বাঁশের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। এছাড়া তৎকালে যে ব্যক্তি বা যুবক বাঁশের প্রকৃতি সম্বন্ধে যত বেশী ওয়াকিবহাল এবং যিনি যতবেশী বাঁশের বিভিন্ন শিল্প কর্মে পারদর্শী ছিলেন, তিনিই সামাজিক জীবনে ততবেশী প্রতিষ্ঠিত বা সম্মানিত ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হতেন। তাই মন্ত্রে স্বামীকে তথা গৃস্থকে 'ওয়াকরং' (বাঁশ বিষয়ে পারদর্শী) হতে বলা হয়েছে। টীকা দ্রষ্টব্য।

অনাদিকাল থেকে সনাতন ধর্মে বিভিন্ন মতে ও পথে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতিকল্পে প্রকৃতি পূজার প্রেরণা জুগিয়েছে। যে পূজায় এ জাতীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় না, সে পূজা নিশ্চিতভাবে নিষ্ফল হতে বাধ্য। উদ্ধৃত মন্ত্রগুলোকে তাই নেহাৎ দেবার্চনার মন্ত্ররূপে বিবেচনা করলেই চলবে না - এগুলো হচ্ছে বেদ-উপনিষদের মূল ভাবের নির্যাস থেকে গৃহীত এক সন্ত পুরুষ (সন্ত শব্দ থেকেই চন্তাই শব্দ বুৎপন্ন), সমাজের হিতাকাঙ্খী পুরোহিতের (পুরবাসীর হিত কামনা করেন বলে তিনি পুরোহিত) ব্যষ্টি ও সমাজের আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গল বিধানের কবিত্বময় ভাষায় ঐকান্তিক প্রার্থনার বাণী।

শাথুনুঙ্গ শাওঐ খুত্ত ঙ্গ খুঐ ১৩ ঃ (শুদ্ধপাঠ হওয়া উচিত, শাওতুনুং শাওঐ খুওন (= খাতনু) খুঐ)। এ বাক্যাংশটিব শব্দ গঠন পদ্ধতি খুবই বিচিত্র। প্রথম শব্দটি সংস্কৃত 'শরীর' এবং 'তনু' দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত একটি জোড় কলম শব্দ। যেমন, সং শরীর ✓শ+আও প্রত্যয় = শাও (দ্বিতীয় শব্দ 'শাও' আছে বলে পূর্বাংশে 'শাও' হবে)। দ্বিতীয় অংশ সং তনু+স্বার্থিক প্রত্যয় ং অনুস্বার যোগে তনুং = শাও তুনুং। মূল অংশ প্রতিবর্ণীকরণে ত, থ-তে রূপান্তবিত এবং পরাগত সমীভবনে (Regressive Assimilation) 'থু' হয়েছে। 'শাওঐ' শব্দটি 'আও' প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য পদ 'শরীর' থেকে 'বুৎপন্ন' (শা+আও) অংশটি ঐ প্রত্যয় যোগে (শাও+ঐ) ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ খণ্ডিতাংশটির অর্থ হলো, 'শরীর এবং তনুর শ্রম দিয়ে'। দ্বিতীয় অংশের প্রথম পদ 'খুতন' এর বুৎপত্তি হলো, সং বক্ষ ✓ক > প্রতিবর্ণীকরণে খ+স্বার্থিক উ-কার যোগে খু+সং তন (তনু এবং তন দুটি শব্দই সংস্কৃত থেকে গৃহীত) = খুতন। দ্বিতীয় অংশটিও 'শাওঐ' পদের মতো বিশেষ্য পদ খু (আধু. খা) থেকে 'ঐ' প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াপদ 'খুঐ' রূপে বুৎপন্ন। দুটি পদের মিলিত অর্থ হলো, তনু-মন খাটিয়ে বা যুক্ত করে।

এবার খণ্ডিত বাক্যাংশটি একত্রিত করে দুটি অংশের অর্থ দেওয়া হলো ঃ 'শারীরিক ও কায়িক শ্রম দিয়ে, তন-মন (দেহ মন) যুক্ত করে' দেবারাধনার কথা বলা হচ্ছে। অথবা 'কায়োমনোবাক্যে, একাগ্র চিত্তে'।

সাহিত্যের বিচারে এ অংশটির শব্দ গঠন নৈপুণ্য ও কবিত্বময় ছন্দে বাক্যে ব্যবহার চমৎকারিত্বের দাবী রাখে। সর্বোপরি মন্ত্রাংশটির বহিরঙ্গ অর্থ আপাতঃ দুর্বোধ্য প্রহেলিকাময় তান্ত্রিক মন্ত্রাদির অনুরূপ; কিন্তু অন্তরঙ্গ অর্থ অতীব হৃদয়গ্রাহী। টীকা দ্রষ্টব্য।

বফাং ফাসনি ঃ দানর দানদানি ঃ অরব অরদানি ঃ ৩৫ (আধু. পাঠ, বুফাং ফাংসানি দাননি দানদানি, হরব হরদানি)।

অর্থঃ একটি জীবন্ত বৃক্ষ থেকে (অগ্নি) দানের জন্য তৈরী করা দণ্ড, অগ্নি দানের দণ্ডরূপে ব্যবহৃত।

উল্লিখিত অগ্নিদানের দণ্ডটিকে আধুনিক কক-বরকে 'থপনা' বলা হয়। সংস্কৃতে বলা হয় 'দীপাধার'। প্রদীপাধারে প্রদীপাদি স্থাপন করা হয় বলে একে 'থপনা' (স্থাপন) বলে। দেশজ বাংলায় এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, ঠুনি, ঠনা, গাছা ইত্যাদি। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত এ সামান্য বস্তুটিকে ভাষা ও বর্ণনার উৎকর্ষতায় যে অসামান্যরূপ দেওয়া হয়েছে - তা একমাত্র উত্তম সাহিত্যের পক্ষেই সম্ভব। বাক্যাংশটি কবিতা নয়, নেহাতই গদ্য। কিন্তু এ যেন স্রোতস্বিনীর লহরীব মতো তালে তালে

পূজকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে 'এখানে জীবন্ত বৃক্ষ থেকে নির্মিত একটি দীপাধারে অগ্নি দান করা হয়েছে', অগ্নি স্পর্শ করে বেদীতে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দেবতাদের প্রতি বিনম্র আহবান জানানো হচ্ছে। হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত দেবতাকে অর্ঘ নিবেদনের কোমল ভাষাইতো প্রকৃতপক্ষে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিতারূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। টীকা দ্রষ্টব্য।

বুছা মাইরআই ঃ বুছা তৈ রআই ২,১৯ ঃ 'সন্তানকে অন্ন না দিয়ে, সন্তানকে পানীয় না দিয়ে' - এ হচ্ছে বাক্যাংশটির বহিরঙ্গ অর্থ। দ্বিতীয় এবং উনিশ নং শ্লোক দুটিতে একই শ্লোক বিভিন্ন বানানে প্রযুক্ত বাক্যাংশটির দু'রকম অর্থ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ দ্বিতীয় শ্লোকে তিরষ্কার বা অনুযোগের সুরে সংগ্রমা দেবীকে বলা হচ্ছে, মাতা সংগ্রমা, তুমি ওানছরাইনি বছা (বাংগালীদের, এখানে বিজাতীয়দের সন্তান বুঝতে হবে), তুমি লামছরাইনি বছা (পথিক বা ভবঘুরেদের, এখানে শ্মশানচারীদের সন্তান বুঝতে হবে - যে কারণে দেবী কখনো শ্মশানকালী নামে অভিহিতা হয়ে থাকেন), সন্তানকে দানা পানি না দিয়ে অর্থাৎ ক্ষুধার্ত চন্তাইরূপ সন্তানকে তথা রাজ্যের প্রজাকুলকে অন্ন-জল দেওয়ার মতো জরুরী কর্ত্তব্য অবহেলা করে কোথা কোথা ঘুরে বেড়াচ্ছ। সব মিলিয়ে অংশটির অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, সন্তানের প্রতি মায়ের 'কর্ত্তব্য কর্মে অবহেলা'।

কিন্তু উনিশ নং শ্লোকে বাক্যাংশটির প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও ভিন্নরকম দ্যোতনা রয়েছে। যেখানে গৃহস্থের প্রতিনিধি পূজক বলছেন, সন্তানদিগকে অন্ন-জল দেওয়ার মতো জরুরী কর্তব্য কর্ম বাদ দিয়েও পূর্ব পুরুষদের আচরিত প্রথানুযায়ী 'নুখুং কথার খনাইআন, নগু কথার খনাইআন (ঘর সংসার পবিত্র করব। অর্থাৎ পূজার পূর্বে ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব)। এখানে বাক্যাংশটি 'সর্বাগ্রে' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাক্যাংশগুলো বর্ণনার চাতুর্য ও সুনিপুণ প্রয়োগ কৌশলে সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের নিদর্শনরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

।। পূজায় ব্যবহৃত উপকরণ সমূহ ।।

চতুর্দশ দেবতার পূজায় ব্যবহৃত উপকরণ সমূহের মধ্যেও বৈচিত্র রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রকৃতি থেকে আহৃত ছোটখাট জিনিষ পত্রকে বৈদিক পূজাদিতে ব্যবহৃত জিনিষ পত্রের পরিবর্তে (Improvisation) ব্যবহার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া পূজায় দেবতার ভোগের জন্য নিবেদিত ভোগ্যবস্তু সমূহ, সমস্ত কিছুই উপজাতি জীবনের গৃহে উৎপাদিত সহজলভ্য বস্তু থেকে আহরণ করেই দেবোদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে। তাই মন্ত্রের ত্রিশ নং শ্লোকে বলা হচ্ছে, 'কাচারি মনয়া, মৈগিনি মনয়া, সিকাম মআ, ওয়াইজই মনয়া' - নিবেদিত ভোগ্যবস্তু সমূহ 'কাছারিদের নয়, মণিপুরীদের নয়, কুকীদের নয়, বাংগালীদের নয়।' অর্থাৎ দেবোদ্দেশ্যে যা নিবেদিত হলো তার সবটুকুই ত্রিপুর জাতির নিজস্ব সম্পদ থেকে আহৃত। অন্যত্র উনত্রিশ নং শ্লোকে গৃহ পালিত প্রাণী বলি দেওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, নুখুংনি মিনাও রাওঐ - গৃহের প্রাণী কেটে।

উপরোক্ত বাক্যগুলোকে জাতির আত্মকেন্দ্রিকতার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অংশের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রাণের ঠাকুরকে স্বীয় কষ্টোপার্জিত বস্তু দ্বারা অর্চনা করাইতো শ্রেষ্ঠ অর্চনা।

বিভিন্ন শ্লোকে পূজায় ব্যবহৃত উপকরণ সমূহ

১নং শ্লোকে	-	বেগুন (ফামতক্ষ), মুরগী (তাওমা), মোরগ (তাওচলা), লাল ফুল (ক্ষুম কচাগ), কালো ফুল (ক্ষুম কচম), খণ্ডিত বংশ দণ্ড (ওয়ানাও), আবীর (মাগুরি ও ফাগুরা)।
২নং শ্লোকে	-	তেল (থাও)। জল (তৈ)।
৭নং শ্লোকে	-	কাছিম (কাছিং), লোহার কাঠি (সরণি খাখাই)।
৮নং শ্লোকে	-	বাঁশের চঞ্চালী (বাচেঙ্গ)।
৯নং শ্লোকে	-	রৌপ্য নির্মিত বাঁশের চঞ্চালীর মতো পাত (রূংফাইনি-বাচেঙ্গ)।
১০ নং শ্লোকে	-	ষোড়শ প্রকার উত্তম সজ্জা (সাজনা কাহাম সাজনি দোগচি)।

১১ নং শ্লোকে - অন্ন (মাঁয়ে), খৈ (খামচুও)।

১৩ নং শ্লোকে - ধূপ (ছাতারাই), অগুরু (আগুরু)।

১৫ নং শ্লোকে - গাঁটযুক্ত বংশ খণ্ড দ্বারা নির্মিত থালা (ওআথরনি মাইরাং)। কলার মোচার খোসা দ্বারা তৈরী খাদার পরিবর্ত্তে পাত্র। (মৈখুননি খানঠী, টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৮ নং শ্লোকে - গবয় (মথনা), পাঁঠা (পুঞ্জোআ)।

১৯ নং শ্লোকে - পাঁচন (ফাংচ), মদ্য (চৌঅক)।

৩৫ নং শ্লোকে - গাছের খণ্ড থেকে তৈরী প্রদীপ দানি বা গাছা (অরদানি, থপনা), দীপাধার।

৩৬ নং শ্লোকে - সুগন্ধ তেল (থাও মতং/মতম), সুগন্ধ ফুল (খুমতং), মিনাও (প্রাণী), যব (চৌনাও), রঙ্গীন পাখা (কিছিব রাগনাং)।

৩৯ নং শ্লোকে - চিংড়িমাছ (আথ)

৪০ নং শ্লোকে - কুচো মাছ (আবার)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। কক-বরক ।।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের মাতৃভাষা হলো কক-বরক। ঠাকুর রাধা মোহন দেববর্মা বলেন, "ছিওক, কোয়াতিয়া, দুইছিং (দৈত্য সিংহ), বাছাল এই হদা (সম্প্রদায়) চতুষ্ঠয়ের ব্যক্তিগণই প্রকৃত ত্রৈপুর জাতি এবং এদের মুখের ভাষাই বিশুদ্ধ ত্রৈপুর ভাষা।" আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে কক-বরক হলো ত্রিপুরী (সাধারণতঃ এঁরা পুরাণ তিপ্‌রা নামে পরিচিত), রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রূপিনী, কলই, উচই প্রভৃতি ছোট বড় সাত আটটি জনজাতি সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাই কক-বরক নামে পরিচিত।

যদিও সমার্থক, দুটি শব্দের উৎসও এক, তথাপি রিয়াংগণ নিজেদের কথ্য ভাষাকে কাও (= কক) - ব্রু (= বর, উচ্চারণ বিকরণে ব্রু) বলে থাকেন। এদের মধ্যে এক গোষ্ঠীর (হদা) ভাষার সহিত অপর গোষ্ঠীর কথ্য ভাষার আঞ্চলিক কিছুটা পার্থক্য থাকেলও ভাষার মূলগত কাঠামো প্রায় একই। বাংলা ভাষার মূলগত কাঠামো একহলেও শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের কথ্য ভাষার মধ্যে যেমন বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায়, কক-বরকেও তেমনি বিভিন্ন হদা বা সম্প্রদায়ের ভাষার মধ্যে এ জাতীয় আঞ্চলিক বিভিন্নতা রয়েছে।

কথা, ভাষা অর্থে রিয়াংদের 'কাও' শব্দটি নিঃসন্দেহে পৌরাণিকত্বের দাবী রাখে। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের বাইশ এবং পঁচিশ নম্বর শ্লোকে 'কাও' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে যুক্ত হয়েছে। শব্দটির বুৎপত্তি হলো (১) সং কথন্ ✓ক+আও প্রত্যয় = কাও- কথা, ভাষা। (২) সং কর্ম ✓ক+আও প্রত্যয় = কাও - কর্ম। মন্ত্রে অপরাপর আও প্রত্যয় যুক্ত শব্দ হলো, থাও ৩৬, ৯তেল, তাও ১০ থাকা ইত্যাদি।

রিয়াংদের কথ্য ভাষায় 'আও' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বর ভাষাতেও 'আও' প্রত্যয় যুক্ত শব্দ রয়েছে। যেমন, ফাম্থাও (কব. ফানতক - বেগুন); থাও (কব. থক - তেল)। রিয়াংদের কথ্য ভাষায় আও প্রত্যয় যুক্ত প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে কক-বরকে সংস্কৃত থেকে গৃহীত ক প্রত্যয়টি (ক- প্রত্যয় দ্রষ্টব্য) ব্যবহার করা হয়েছে। আগরতলা এবং তার চতুষ্পার্শে বসবাসকারী ত্রৈপুরগণ, খোয়াই, উদয়পুর,

বিশ্রামগঞ্জ এলাকার রাজবংশীয় বা রাজার অধস্তন বংশধরগণ সাধারণতঃ 'পুরাণ ত্রিপুরা' নামে পরিচিত। এবং এঁরাই নিজেদের ভাষায় 'ক' প্রত্যয় ব্যবহার করে থাকেন। পুরাণ তিপ্রাদের ভাষায় কোথাও 'আও' প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নেই। উদাহরণ স্বরূপ রিয়াংদের থাও (তেল), পাও(ভুলে যাওয়া), শব্দ দুটি নেওয়া যেতে পারে।

শব্দ দুটি বিশ্লেষণ করলে এরূপ হবে, ✓থ+আও = থাও; ✓প +আও = পাও। পুরাণ তিপ্রাদের ভাষায় শব্দ দুটি যথাক্রমে থক (✓থ+ ক প্রত্যয়, তেল) পক (✓প+ক প্রত্যয়, ভুলে যাওয়া) হবে।

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই আও প্রত্যয়ের স্থলে ক-প্রত্যয় হয়েছে। কক-বরক -এর 'কক'ও এ জাতীয় একটি শব্দ, কাও স্থলে কক (সং কথন্ ✓ক+ ক প্রত্যয়) হয়েছে। কাও-ব্রু যুগ্ম শব্দটির 'ব্রু' অংশ 'বর' শব্দের উচ্চারণ বিকরণ জাতরূপ।

ঠাকুর রাধা মোহন দেববর্মা তাঁর কক-বরকমা নামক ব্যাকরণ পুস্তকে (১২, ১৩ নং সূত্র) ক, কা, কি, কী, কু, কৃ, কে প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত পদের উল্লেখ করেছেন। যেমন, কতর (বড়), কলক (লম্বা), কুতুক (গণ্ডগোল করা), কহই (শুষ্ক), কেপেক (কর্দমাক্ত, নরম) প্রভৃতি শব্দগুলোর আদিতে বিভিন্নরূপে ক-উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পুস্তকের কোথাও কিংবা আজ পর্যন্ত অপর কোন ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পদান্তিক 'ক' টিকে প্রত্যয় রূপে চিহ্নিত করা হয়নি। ফলে কক-বরক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের নিকট কক-বরক সহ অপরাপর শব্দ সমূহের বুৎপত্তিগত গঠন, অর্থাদি সব কিছুই অন্ধকারে রয়ে গেছে।

কক-বরকে বহুল ব্যবহৃত ক- প্রত্যয়টির উৎস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করতে হবে। পাণিনি অনুসারে সংস্কৃত কপ্ প্রত্যয় থেকে ক প্রত্যয়ের উৎপত্তি। বৈদিকে প্রত্যয়টির উল্লেখ নেই বলে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক প্রত্যয়টিকে অনার্য ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করেন।

সংস্কৃত, পালি এবং বাংলা ভাষায় ক- প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে আগত ক প্রত্যয় যুক্ত কিছু তৎসম শব্দ হলো - রক্ষক, ভক্ষক, চরক, চিপিটক। পালিতে ক- প্রত্যয়যুক্ত শব্দ হলো, পুত্রক, বাদক, ঘাতক ইত্যাদি।

কক-বরকে প্রত্যয়টি সংস্কৃত থেকে গৃহীত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে একই শব্দ ক-প্রত্যয়যুক্ত এবং ক-প্রত্যয়হীন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, চৌঅক ১৯

চৌঅ ১৯ (যব থেকে তৈরী মদ)। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ক-প্রত্যয়যুক্ত অপরাপর শব্দ সমূহ সম্ভবতঃ মন্ত্র রচনার পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন চন্তাইদের ব্যবহৃত ভাষার সংযোজন হবে। এ থেকে বলা যায়, সংস্কৃত থেকে গৃহীত ক-প্রত্যয়টি নানাহ কারণে ভাষার সর্বত্র স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। ফলে কয়েক শতাব্দী পরবর্তীকালেও রাধা মোহন ঠাকুরের পুস্তকে ক-প্রত্যয়হীন শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, ছিক্রু (ক) - শকুন। কক- বরক সাহিত্যেও স্বার্থিক ক- প্রত্যয়হীন পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সংমানি মাই কুথু (ক) অংখা - রন্ধিত ভাত সুপক্ক হল না (ফিরগই ফাইদি, সোনাচরণ)।

আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে কক-বরক শব্দটির বিভিন্ন প্রকার অর্থ করেছেন। যেমন, ত্রিপুরী ভাষা, মানুষের কথা, মানুষের ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধা মোহন ঠাকুর কক-বরক শব্দটির অর্থ করেছেন 'ত্রিপুরী ভাষা'। অর্থাৎ ত্রিপুর জাতির ভাষা'। ত্রিপুর জাতি বলতে তিনি নিশ্চিতভাবেই পূর্বে উল্লিখিত হদা চতুষ্টয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরায় বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীকে ত্রিপুর জাতির অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। ফলশ্রুতি স্বরূপ, স্বাভাবিক কারণেই রাধা মোহন ঠাকুর প্রণীত পুস্তক সমূহে পুরাণ তিপরাদের ভাষাই আলোচিত হয়েছে। অন্যানা জনজাতি উপগোষ্ঠীর ভাষা আলোচিত হয়নি। ত্রিপুরী ভাষার (পুরাণ তিপ্রাদের কথ্য ভাষার) সঙ্গে বর, রিয়াং এবং অন্যান্য উপগোষ্ঠীর ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করলে পুরাণ তিপ্রাদের কথ্য ভাষার (কক-বরক) মধ্যে একটা স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কক-বরকে সংস্কৃত ভাষায় বহুল ব্যবহৃত 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার এবং বাংলা ভাষা থেকে বর, রিয়াং প্রভৃতি ভাষায় গৃহীত 'আও' প্রত্যয়ের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া স্বকীয়তার প্রয়োজনে অন্য ভাষা থেকে অনেকানেক শব্দ প্রতিবর্ণী করণের মাধ্যমেও কক-বরকে গৃহীত হয়েছে। এ জাতীয় স্বকীয়তার মূলে রয়েছে নিজেদের উপগোষ্ঠীগত ভাষা সম্বন্ধে একটা কৌলিন্য বোধ। যেহেতু তৎকালীন সমাজ জীবনে পুরাণ তিপরাগণ নিজেদেরকে রাজার বংশধর বলে অন্যান্য উপগোষ্ঠীর চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় ও মানসিকতায় অধিকতর সংস্কৃতি সম্পন্ন বলে মনে করতেন- এই কৌলিন্যবোধ থেকেই নিজেদের কথ্য ভাষাকেও অন্যান্য উপগোষ্ঠীর ভাষা থেকে একটা স্বতন্ত্র উন্নত ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বৈদিক ভাষা যেমন পরবর্তীকালে সংস্কারের মাধ্যমে সংস্কৃতের রূপ পেয়েছিল; বর ভাষাও সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর ভাষা থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে, ত্রিপুরার রাজ অন্তপুরের সংস্পর্শে এবং বিক্ষিপ্তভাবে হলেও শিক্ষিতজনের সুবিজ্ঞ সংস্কারের মাধ্যমে আজকের কক-বরকে রূপান্তরিত হয়েছে।

এবার কক-বরক শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সং ক্রথন্ ✓ক+ক প্রত্যয় = কক। পূর্বেই বলা হয়েছে, পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ব্যবহৃত কাও (ভাষা, কথা) এবং রিয়াংদের ভাষা, কথা অর্থে 'কাও' শব্দটির মূল উৎপত্তিস্থল হল সংস্কৃত 'কথন্' শব্দ; উভয়ক্ষেত্রেই কথন্ শব্দের ক অংশটিকে সিদ্ধ ধাতুরূপে নিয়ে পদ গঠিত হয়েছে। যেহেতু 'কক' শব্দের প্রথম 'ক' টি সংস্কৃত কথন্ শব্দ থেকে সিদ্ধধাতুরূপে নেওয়া হয়েছে এবং সংস্কৃত ক প্রত্যয় যোগে 'কক' পদটি গঠিত হয়েছে - তাই কক শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'কথা' হবে। এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যেতে পারে, কক শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত, সংস্কৃত প্রত্যয়যুক্ত, সংস্কৃত প্রভাবিত একটি কক-বরক শব্দ। বর ভাষায় 'ভাষা' অর্থে 'রাও' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কাও বা কক শব্দের ব্যবহার নেই।

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত গিয়ার্সনের Linguistic Survey of India পুস্তক পাঠে জানা যায়, "Bodo or Bara is the name by which the Mech or Mes and the Kachari call themselves" অর্থাৎ মেচ এবং কাচারিগণ নিজেদের বড়ো অথবা বড়ো বলে পরিচয় দিত। এভাবে জাতির আত্ম পরিচয় দানের পেছনে নিশ্চয়ই একটা সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। বড়ো (= বর) শব্দের উৎস নির্দ্ধারণ করতে হলে সে কারণটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক পূর্ব ভারতীয় মেচ (Mech), কোচ, বড়ো প্রভৃতি কিরাত ভাষাগোষ্ঠীর জনগণকে ভোট-চীনীয় (Sino-Tibatan), কেহবা টিবেটো মঙ্গোলয়েড (Tibeto-Mangoloid), আবার কেহবা টিবেটো বার্মিজ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এখানে লক্ষনীয় হলো কিরাত ভাষা গোষ্ঠীর জনগণের আদি নিবাস চীন, বার্মা অথবা মঙ্গোলীয়া যেখানেই হোক না কেন, এ নামগুলোর মধ্যে 'তিব্বত' শব্দটি কিন্তু কিরাত জাতিগোষ্ঠীর আদি নিবাসের পরিচয় জ্ঞাপক প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সাধারণভাবে যুক্ত রয়েছে। এর নিহিতার্থ হলো, প্রত্যেক নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে একমত যে কিরাত জাতি গোষ্ঠী সুদূর অতীতে কোন এক সময়ে তিব্বত থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। কিংবা চীন, মঙ্গোলীয়া কিংবা বার্মা এদের আদিনিবাস হলেও শেষ পর্যায়ে তিব্বত থেকেই এরা ভারতবর্ষে এসেছিল। ফলে তাদের জাতিগোষ্ঠীর নামের পূর্বে 'তিব্বত' শব্দটি যুক্ত রয়েছে। এই 'তিব্বত' শব্দটি থেকেই বডো বা বড়ো শব্দের উৎপত্তি।

সংস্কৃতে তিব্বত দেশ কে 'ভোট' দেশ বলা হয়। এই ভোট শব্দটিই উচ্চারণ বিকরণ জনিত কারণে বড়ো জাতিগোষ্ঠীর মুখে বডো, বদ রূপে উচ্চারিত হত। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে বডো থেকে বড়ো শব্দের উৎপত্তি। [উদা, সংনীড > নীড়। পীডা > পীড়া]। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই সংস্কৃত ভাষায়

মূর্ধণ্যবর্ণ 'ড' কে 'ড' রূপে লিখা হলেও 'ড়' রূপে উচ্চারণ করা সুরু হয়। প্রাচীন বাংলা কিংবা তার আগের বাংলা বর্ণমালায় বিন্দুযুক্ত ড় ঢ় -এর নিদর্শন নেই।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'বরক' শব্দের বুৎপত্তি হলো, সং ভোট > বড, বদ > বড়ো > বড়+ক প্রত্যয় = বড়ক > বরক। প্রাকৃত ভাষা থেকে এ জাতীয় বর্ণ বিবর্তনের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, সং দ্বাদশ > প্রা. দ্বাদস > মধ্য প্রা. দুবাদশ, দুবাডস > অপ. বারহ > বাং বার। এস্থলে দ্বাদশ শব্দের অসংযুক্ত 'দ' বর্ণটি 'ড'-তে পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যায়ে ড় > র -তে পরিবর্তিত হয়েছে। 'বদ' শব্দটির বিবর্তনও অবিকল প্রাকৃত দ্বাদস শব্দের মতো। এস্থলেও বদ > বড > বড়, বড়ো > বর (+ক) হয়েছে। তাই 'কক' শব্দের মতো 'বরক' শব্দটিও সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, সংস্কৃত প্রভাব জাত এবং সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত একটি কক-বরক শব্দ বিশেষ।

কক (কথা) এবং বরক (বর বা বড়ো জাতি) দুটি ভিন্ন জাতীয় ভিন্নার্থক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত কক-বরক একটি যুগ্ম শব্দ (Compound word)। উপরোক্ত বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'কক-বরক' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, বর (= বড়ো) জাতির কথা।

কক-বরক শব্দের অর্থ যাঁরা মানুষের কথা বা ভাষা করে থাকেন তাদের বক্তব্যের ভিত্তি হলো ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত গিয়ার্সনের Linguistic Survey of India নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের একটি উক্তি। উক্ত পুস্তকে তিনি বলেছেন, "Like other tribal names in Assam the name probably once meant a male member of the tribe. In the closely allied Tripura (Tripura) language Bara (K) still means a man." এ উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কক-বরক শব্দের অর্থ মানুষের কথা করাই সমীচিন। কিন্তু জাতি বাচক 'বরক' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'বর জাতি বা গোষ্ঠী'। ভাষার ব্যবহারিক দিক দিয়ে কখনো এর অর্থ অবশ্য 'মানুষ' হতে পারে। যেমন, আর বরক কুংথুম খা (সেখানে মানুষ জড় হয়েছে)। বরক খরকসা ইয়াং ফাইখা (একজন মানুষ এদিকেএসেছে)। কেবলমাত্র শব্দের অর্থ সংকোচন হলেই 'বরক' শব্দের অর্থ 'মানুষ' হতে পারে। একটি বাক্যের মাধ্যমে 'ববক' শব্দের অর্থের সংকোচন ও প্রসারণ দুভাবেই প্রকাশ করা যেতে পারে।

স্বামীকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন একজন কক-বরকভাষী মহিলা যখন বলেন, আনি বরক ন দা নুকখা ? শ্রোতার নিকট বাক্যটির দুরকম অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ বরক শব্দের অর্থের সংকোচন করতঃ অর্থ করলে হবে 'আমার মানুষটিকে (স্বামীকে) দেখেছ কি ?' দ্বিতীয়তঃ অর্থের প্রসার করতঃ বরক শব্দের অর্থ করলে হবে, 'আমার 'বরক' কে (বর জাতির পুরুষটিকে অর্থাৎ স্বামীকে) দেখেছ কি ?'

ভাষা থেকে অর্থ প্রসারের আরও দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, দা-বরক (বর জাতি বা গোষ্ঠীর ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের দা), মছু-বরক (বর জাতি বা গোষ্ঠীর দ্বারা উৎপন্ন বিশেষ ধরনের লংকা), রি-বরক (বর-জাতি বা গোষ্ঠীর দ্বারা বয়ন করা এবং ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের পুরুষের পরিধেয় কাপড়)। এ তিনটি ক্ষেত্রেই বরক (বর জাতি বা গোষ্ঠী) শব্দের অর্থের প্রসার ঘটেছে। এক্ষেত্রে বরক শব্দের অর্থ সংকোচন করতঃ 'মানুষের দা, মানুষের লংকা বা মানুষের পরিধেয় কাপড়' করলে খুবই বেমানান অর্থ হবে। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষাতেই শব্দার্থের সংকোচন ও প্রসারণ রয়েছে। শব্দার্থের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থের প্রচুর গরমিল ঘটে যায়।

কক-বরকের পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্ব প্রসঙ্গে খুব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বলা যায়, কক-বরক হচ্ছে - সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত (বিশেষ করে মাগধী ও মাগধী পূর্বী প্রাকৃত) অপভ্রংশ, হিন্দী, ফার্সী, অসমীয়া ও দেশজ বাংলাব অবগুন্ঠনে আবৃত একটি 'আর্যমূলীয়' অসম্পূর্ণ প্রাকৃত ভাষা বিশেষ।

ভাষার বিভিন্ন লক্ষ্মণ বিশ্লেষণান্তে কক-বরককে পৈচাশী প্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পরে। পৈশাচী প্রাকৃতের সংজ্ঞা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষীয় অনার্যদের মুখে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যে ভাষায় পরিণত হইয়াছিল' তাহার নাম ছিল পৈশাচী" (শব্দতত্ত্ব, ৪৩পৃঃ)। পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষ্মণ হলো, "ঘোষ বর্ণের অঘোষী ভবন, যথা, ছকল, থকেতি, পাতু < সং ছাগল, স্থগয়তি, প্রাদুঃ। নেন < তেন, অনেন। হেমচন্দ্র নির্দিষ্ট পৈশাচির ২২টি লক্ষ্মণ সূত্রের মধ্যে ১৪টি সূত্রের সঙ্গেই পালির সাদৃশ্য মেলে। যথা - জ্ঞ > ঞ্ঞ ঞ্ঞ; ণ্য, ন্য > ঞ্ঞ ঞ্ঞ; ণ > ন.......শ, ষ > স"। [সং ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ। টীকা নং ২১, ৩৮]। ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

।। কক-বরক বর্ণমালা ।।

কক-বরকের জনক স্বরূপ রাধামোহন ঠাকুরের পর থেকে বলতে গেলে কক-বরক নিয়ে বিশেষ কোন সাহিত্য চর্চা হয়নি। ইদানীং দু'একজন পণ্ডিত ব্যক্তির কক-বরক নিয়ে গবেষণা মূলক রচনা সমূহ বাদ দিলে রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ কালকে কক-বরকের সাহিত্য সৃষ্টির অনুর্বর কাল বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত রাধামোহন ঠাকুরের তিনখানা পুস্তক (ইদানীং প্রকাশিত 'ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা জীবন ও সমগ্র রচনা' - করবী দেববর্মণ সংকলিত) ব্যতীত প্রাচীন কোন লিখিত প্রামাণ্য পুঁথি নেই বলে কক-বরকের ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন। গত দু'দশক থেকে কক-বরক রাজ্যস্তরে দ্বিতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভের পরবর্ত্তীকালে বিদ্যালয়স্তরে কক-বরকের মাধ্যমে পঠন পাঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ভাষার বানান স্থিরিকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

আজকাল কক-বরক রচনা সমূহের প্রতি লক্ষ্যকরলে কতগুলো অসামঞ্জস্য সহজেই নজরে পড়ে। এ অসঙ্গতিগুলোর মধ্যে রয়েছে (ক) একই অর্থবোধক একটি শব্দের বিভিন্ন প্রকার বানান। (খ) সংযুক্ত বানানগুলোকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লিষ্টকরণ। (গ) ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক এবং ব্যবহারিক দিক দিয়ে বিশেষ অসুবিধাজনক কতিপয় নতুন চিহ্ন যুক্ত করে ভাষার লেখ্যরূপটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলার প্রবণতা। ভাষার অগ্রগমণের স্বার্থে এ সমস্ত অসামঞ্জস্য দূরীকরণ অবশ্য কর্তব্য।

কক-বরক বর্ণমালা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে প্রথমেই বিচার করতে হবে, সুদূর অতীতের কোন এক কালে কক-বরকের নিজস্ব বর্ণমালার অস্তিত্ব ছিল কিনা !" অতীতে যদি কক-বরক বর্ণমালার প্রকৃতই কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকত - তাহলে সে বর্ণমালার আকৃতি কিরূপ ছিল ! এ দুরূহ প্রশ্নের সমাধান মোটেই সহজসাধ্য নয়। কেননা, কক-বরকের অতীত অন্ধকার যুগকে আলোকিত করার সহায়ক লিখিত নিদর্শনের একান্তই অভাব। এ প্রসঙ্গে একমাত্র 'সূর্চ্য পূজার খানাইমনি' (তর্পণ ও খারচি পূজার মন্ত্র) নামক পাণ্ডুলিপিটিই কক-বরকের অতীত অন্ধকার যুগের উপর আংশিক আলোকপাত করতে পারে। পাণ্ডুলিপিটি ১৬২১ শকে (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) ত্রিপুরাধিপতি মহেন্দ্র মাণিক্যের আমন্ত্রে অনুলিখিত। পাণ্ডুলিপির ভাষা অনুশীলনে মন্ত্রগুলো কালির অক্ষরে লিপিবদ্ধকরণের কাল দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের শেষ দিকের কোন এক সময়ে বলে অনুমিত হয়। পাণ্ডুলিপিটির লিপি মধ্যযুগে বাংলা

দেশে প্রচলিত লিপির অনুরূপ। আধুনিক বাংলা লিপির সহিত কোন কোনস্থলে এর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন, বাংলা অন্তস্থ র-কে সর্বদা ৰ-রূপে (হৰ, ৰাজা, খুৰঐ), অন্তস্থ য়-কে য-রূপে (মযা, ওযা, মাযানি, বাসুযা), ং অনুস্বারকে সংস্কৃতের ন্যায় পদ মধ্যে বা পদান্তের উর্দ্ধে বিন্দু দিয়ে (সা°গ্রোমা, মখা°,ত°নাই) বুঝানো, ন -এর স্থলে অনুনাসিক ঞ অথবা ঙ -এর ব্যবহার (ঞাচাই, ঙম্যানি, ঙফানি) ইত্যাদি।

পাণ্ডুলিপিটির কালির শাসনে লিপিবদ্ধকরণের অনুমিত কাল, অনুলিখনের কাল, বর্ণলিপির আকৃতি ইত্যাদি বিশেষভাবে অনুধাবন করলে সুপ্রাচিন কাল থেকেই কক-বরকের জন্য বাংলা লিপি ব্যবহার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

যেহেতু সুপ্রাচীন কাল থেকে কক-বরকের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না- সংস্কৃত, বাংলা তথা অসমীয়া লিপির সংমিশ্রনে কক-বরকের যা কিছু লিখন পঠনের কাজ এ যাবত কাল পর্যন্ত চলে এসেছে এবং বর্তমানেও বিভিন্ন সামাজিক কারণে কক-বরকের জন্য বাংলা লিপি গৃহীত হয়েছে - তাই বাংলা লিপি সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে বাংলা লিপি মূল ব্রাহ্মী লিপি থেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে। অসমীয়া লিপিও তাই। সুপ্রাচীন কাল থেকে কক-বরক বাংলা ও অসমীয়া লিপি অনুসরণ করে আসছে। কক-বরকের নিজস্ব লিপির যদি অস্তিত্ব থাকত, তাহলে সুপ্রাচিন কালে রচিত পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোও অবশ্যই কক-বরক লিপির মাধ্যমেই লিখা হতো।

বর্ণ ও অক্ষর দুটো স্বতন্ত্র জিনিষ। কোন কোন ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক বা চিহ্নকে বর্ণ বলে। একটি শব্দের বাগ যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে একেবারে যতটুকু উচ্চারিত হতে পারে - তাকে বলা হয় অক্ষর (Syllable)। স্বরধ্বনি ছাড়া কোন অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে না। কাজেই অক্ষরের মধ্যে অন্ততঃ একটি স্বরধ্বনি অবশ্যই থাকবে। প্রসঙ্গক্রমে কক-বরকের এক অক্ষর (monosyllabic) সম্পন্ন কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ব্+অ = ব (বসানো, বিছানো), চ্+অ = চ (চ্যুত হওয়া, ছিন্ন হওয়া), র্+অ = র (দেওয়া), স্+অ = স (টানা) ইত্যাদি। শুধুমাত্র একটি স্বরবর্ণই একটি অক্ষর হতে পারে। কিন্তু কোন স্বরবর্ণ ব্যতীত কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণ একটি অক্ষর হতে পারে না।

কক-বরক বর্ণমালা আলোচনা করতে হল রাধামোহন ঠাকুর প্রণীত 'কক-বরকমা' এবং দশরথ দেববর্মা প্রণীত 'কগ-বরক ছীরীগু' পুস্তক দুটিতে গৃহীত বর্ণমালা নিয়ে আলোচনা করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা, এদুটি পুস্তকেই ভাষাতত্ত্ব নিয়ে

অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

এ দুটি পুস্তকের রচনা কালের ব্যবধান প্রায় পৌনে এক শতাব্দী। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ভাষার কোন লিখিতরূপ নেই বলে নিশ্চিত ভাবেই ভাষার মধ্যে উচ্চারণে স্বাভাবিক ভাবেই কতগুলো পরিবর্তন হয়েছে। তদুপরি চর্চার অভাবে অনেক শব্দ হারিয়ে গেছে কিংবা নতুনরূপ নিয়েছে। তাই দুটি পুস্তকে উল্লেখিত বর্ণসমূহ, কিছু সংখ্যক শব্দ, বর, রিয়াং এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত খানিকটা তুলনামূলক আলোচনা করলেই কক-বরক যে "অধিকাংশ আর্য্য সংস্কৃত ভাষা মূলীয়" (ভূমিকা, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা জীবন ও সমগ্র রচনা - করবী দেববর্মণ) কথাটির তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যাবে।

ঠাকুর রাধামোহন তাঁর 'কক-বরকমা' পুস্তকে এবং তৎপরবর্তী কালে 'ত্রৈপুর ভাষাভিধান' পুস্তক রচনায় সংস্কৃত তথা বাংলা যে সমস্ত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কক-বরকের জন্য ব্যবহার করেছেন সেগুলো হলো ঃ

স্বরবর্ণ ঃ-	অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ
	এ	ঐ	ও	ঔ	- মোট ১৩টি				
ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ-	ক	খ	গ	ঘ	ঙ				
	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ				
	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ				
	ত	থ	দ	ধ	ন				
	প	ফ	ব	ভ	ম				
	য়	ব	ল	স	হ				
	ক্ষ	ং	ঃ	ঁ					

- মোট ৩৪টি। তন্মধ্যে য, ব (w অন্তস্থ ব), শ ষ ড় ঢ় গৃহীত হয়নি। তিনি কক-বরকের জন্য নতুন কোন সহগ প্রতীকের উল্লেখ করেননি।

দশরথ দেববর্মা প্রণীত 'কগ-বরক ছীরীগু' পুস্তকে কক-বরকের জন্য গৃহীত বর্ণমালা এবং প্রতীক সমূহ।

পুইলা ছীয়মুগু (স্বরবর্ণ)	-	অ	আ	ই	উ	এ	ৗ
		উা (ব)					
তেকায়ছা ছীয়মুগু (সহগ প্রতীক)	-	◌'	◌া	ি◌	◌ু		
		ে◌	◌ৗ	উা			

বুইবাই তলজাক (ব্যঞ্জনবর্ণ) ক খ গ/চ ছ জ/ত থ
দ/প ফ ব/ঙ ন ম/ং ঃ
য়/র ল হ

কগরক ছীয়খানি ২৮ তা বাংলা আইখর ছামুঙ নাঙগ। স্বরবর্ণ ৭টা তেই ব্যঞ্জনবর্ণ ২১তা।

অর্থাৎ কগবরক লিখতে ২৮টা বাংলা অক্ষর কাজে লাগে। স্বরবর্ণ ৭টা আর ব্যঞ্জনবর্ণ ২১টা।

আলোচনার সুবিধার্থে বাংলা বর্ণমালাগুলোও এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

স্বরবর্ণ ঃ-	অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ
	এ	ঐ	ও	ঔ	-মোট ১৩টি				
ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ-	ক	খ	গ	ঘ	ঙ				
	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ				
	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ				
	ত	থ	দ	ধ	ন				
	প	ফ	ব	ভ	ম				
	য	র	ল	ব	শ				
	ষ	স	হ	ক্ষ	ড়				
	ঢ়	য়	ৎ	ং	ঃ				
	ঁ	- মোট ৪১টি							

উদ্ধৃত বর্ণমালাগুলো আলোচনা করলে দেখা যাবে 'কক-বরকমা' পুস্তকে স্বরবর্ণ ১৩টি এবং ব্যঞ্জবর্ণ ৩৪টি মোট ৪৭টি বাংলা বর্ণ গৃহীত হয়েছে। য ব [W] শ ষ ড় ঢ় পরিত্যক্ত হয়েছে।

'কগ-বরক ছীরীঙ' 'পুস্তকে ঈ ঊ ঋ, ৠ ঌ ঐ ও ঔ পরিত্যক্ত হয়েছে। এবং নতুন দুটি স্বর 'া' এবং ঊা [= ব] গৃহীত হয়েছে।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর মধ্যে ঘ ঝ ঞ মূর্ধণ্য বর্ণ ট ঠ ড ঢ ণ দন্তবর্ণ ধ, ওষ্ঠ্যবর্ণ ভ, অন্তস্থ য়, সোষ্ম শিশধ্বনি শ, ষ, স, তাড়নজাত তাড়িত (Flapped) মূর্ধণ্য ড় ঢ় এবং অনুনাসিক ঁচন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি কক-বরকের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিধায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

নিম্নে সংস্কৃত ভিত্তিক বাংলা বর্ণমালার সহিত কক-বরকের জন্য বিভিন্ন পুস্তকে গৃহীত বর্ণমালা সমূহ এবং সহগ প্রতীক সহ গৃহীত নুতন বর্ণমালাগুলোর ভাষাতত্ত্বের আলোকে খানিকটা আলোচনা করা গেল।

অ [a] ঃ অ- এর উচ্চারণ প্রাচীন সংস্কৃতে ছিল দু রকমের - সংবৃত ও বিবৃত। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে এ দু ধরনের উচ্চারণের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্ত্তীকালে ইন্দো-এরিয়ান ভাষা সমূহের বিভিন্ন শাখায় (হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজস্থানী প্রভৃতি) এর বিভিন্ন উচ্চারণ - কোথাও সংবৃত আবার কোথাও বিবৃত উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। অ- এর এই বিভিন্ন উচ্চারণ নিঃসন্দেহে প্রাচীন উচ্চারণ বৈচিত্র থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান বিভিন্ন ভাষা সমূহে অ- এর এই উচ্চারণ ভেদ বৈষম্য দূরীকরণার্থে সাধারণ ও ব্যাপক ধ্বনিলিপির মাধ্যমে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অ - এর একটা সাধারণ মান গ্রহণ করা হয়েছে।

আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা এবং বিহারের অনেকাংশে ইংরেজী law, ball - এর অনুরূপ ও- এর অর্দ্ধ ও- এর ন্যায় উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ও আসামে আবার এই অর্দ্ধ ও [ɔ] ক্ষেত্র বিশেষে [O] হয়ে যায়। বাংলায় এ ধরনের উচ্চারণ হলো ভাল = ভালো, কাল = কালো প্রভৃতি।

প্রাচীন কক-বরকেও এ ধরনের উচ্চারণ বৈশিষ্টলক্ষ্য করা যায়। যেমন, আবো নুঐখা ১৬ (তা দেখেছি)। আবো সিঐখা১৬ (তা জেনেছি)। পদাদিতে অ- এর বিবৃত উচ্চারণের নিদর্শনও প্রাচীন কক-বরকে রয়েছে। যেমন, অঙ্গঅইখা ৮ (হয়েছে) অৰ ৩৫ (অনল)।

আধুনিক কক-বরকে (রাধা মোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী কাল) অ- এর বিবৃত উচ্চারণের নিদর্শন প্রচুর। যেমন, অ (এই), অম (এটি), অক (পেট), অচাই (পূজক), অমথাই (নাভি) অর (এখানে) ইত্যাদি।

বরতেও পদাদিতে অ- এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, অর (অনল) অগ্রা (একগুয়ে) ইত্যাদি।

আত্মকরণের স্বার্থে ঋণকৃত শব্দের পদমধ্যস্থিত অ এবং পদান্তিক অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণকে আলিফ শ্রুতি (□') বা উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা নতুন রূপ দেওয়ার প্রবণতা বর ভাষাতে লক্ষিত হয়। ১৯৬৪ ইংরেজী সনের পূর্ব পর্যন্ত এই উদ্ধৃতি চিহ্নটির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এই উদ্ধৃতি চিহ্নটি অ-এর অর্দ্ধস্বর [ɔ] -এর প্রতিনিধিত্ব করছিল। যেমন, সং বল (শক্তি) > ব'ল' > বৗলৗ (কব, ফান)। সং ঘর্ম থেকে আগত শব্দ বাং গরম > গ'ল'ম (কব, কলম)। অপভ্রংশ কিসন > বর, গ'ছ'ম > গৗছৗম (কব, কছম,কাল)। এস্থলে লক্ষনীয় হলো, বরতে পদমধ্যস্থিত অ-ধ্বনি অর্দ্ধ ও [ɔ]-তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কক-বরকে পদমধ্যস্থিত অ-এর বিবৃতরূপ পরিবর্তিত হয়নি।

নিকট বুঝাতে সর্বনাম পদ রূপে - অ।

প্রাচীন বাংলায় ইহা, এটি বুঝাতে অ-এর ব্যবহার ছিল। [কবীন্দ্র মহাভারত,১৬শ শতাব্দী, গোপীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। ধুবরী। কলিকাতা ১৯৩১- সুকুমার সেন।]

কক-বরকেও নিকট সর্বনাম পদ বুঝাতে অ-এর ব্যবহার হয়। অ-বরক - এই মানুষ। অ- কক - এই কথা।

হাঁ বাচক বর্তমান কাল সূচক ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে- অ।

কক-বরকে হাঁ বাচক বর্তমান কাল সূচক ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে প্রতিপাদিকের অন্তে অ ব্যবহৃত হয়। যেমন চাঅ (খায়), রুঅ (দেয়, দিই), বুঅ (প্রহার করে/ করি), খুরঅ (খনন করে) ইত্যাদি।

ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে কক-বরকের এই অ প্রত্যয়টির উৎপত্তি স্থল হলো, বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। পদান্তিক অ সমেত চর্যাপদ থেকে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন, কুম্ভীরে খাঅ (চর্যা ২) - কুমীরে খায়। দুই ঘরে সান্ধঅ (চর্যা ৩) - দুই ঘরে ঢোকে। বহুরী জাগে অ (চর্যা ২) - বউ জাগে। খুর ন দীসঅ (চর্যা ৬) - খুর দেখা যায় না। করিনিরেঁ রিসঅ (চর্যা ৯) - করিনীতে আসক্ত হয়। উদ্ধৃতিগুলোর ক্রিয়াপদের অন্তস্থিত অ প্রতিটি ক্ষেত্রে হাঁ বাচক বর্তমান কালের ক্রিয়া প্রত্যয়ের রূপ নিয়েছে। কক-বরক ও বর ভাষায় এই অ- পরবর্ত্তী কালে উচ্চারণ- বিকরণে ও এবং অর্দ্ধ- ও হয়ে যায়। অ > ও > অর্দ্ধ ও।

আধারাধিকরণ বুঝাতে- অ।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে আধারাধিকরণ প্রত্যয়রূপে অ-এর বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। যেমন, এ > অ। এর কুরূ°ওঐখা ১৪ (= অর কুরুঙ অইখা) - এখানে একত্রিত হয়েছে। সং অত্র > প্রাঃ বাং এর > কব.অর। সর্বত্র এ বিবর্তন স্বাভাবিক নয়। ভাষায় ত-বর্গ ও ট-বর্গের বর্ণগুলোর স্থলে র -এর ব্যবহার রয়েছে। বখাএ হেরাই বাচান ৩৬ - মনে অপশক্তি জাগরিত হবে।

ঐ > অ। ঐ থেকে -অ তে বিবর্তনের রূপও মন্ত্রে রয়েছে। যেমন, কতোঐ ক্ষুম ফানৈ ২ (= কতগ খুম ফানই) -কণ্ঠে ফুল জড়িয়ে। আবার কোথাও অ-এর ব্যবহারও রয়েছে। যেমন, খাঅ বুফাঐ ১৬(= খাঅ বুফাঅই) - মনে আঘাত করছে বা মনে হচ্ছে।

মন্ত্রে আধারাধিকরণ প্রত্যয়ের রূপগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করে বলা যায় যে, পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ করার কালেও স্বাভাবিক কারণেই কক-বরক ব্যাকরণের

পরিকাঠামো গঠিত হয়নি।"উপরেরর উদ্ধৃতিগুলো আলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে মন্ত্রে উল্লিখিত আধারাধিকরণের প্রতিটিরূপের উচ্চারণের পরিণতি হলো বিবৃত অ ধ্বনি এবং অ-এর সংবৃত উচ্চারণ ও -এর ন্যায়। প্রকৃতপক্ষে কক-বরকের আধারাধিকবণেব অ-ধ্বনিটির উৎসমূলও হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা।

সংস্কৃত,পালি এবং বাংলায় আধারাধিকবণের বিভক্তি হলো - এ। যেমন, সংস্কৃত - স গ্রামে বসতি। পালি - সো গ্রামে বসতি। বাংলা- সে গ্রামে বাস করে। এ তিনটি বাক্যে ব্যবহৃত আধারাধিকরণ বিভক্তি - এ, যৌগিকস্বরটি আবার দুটি স্বরের (অ+ই = এ) মিলিতরূপ। কক-বরকে আধারাধিকরণের জন্য সংস্কৃত, পালি ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত -এ যৌগিক স্ববটি থেকে শুধু অ ধ্বনিটিই গৃহীত হয়েছে।

ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাগুলোর ব্যাকরণ জন্মলগ্ন থেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্থানীয়ভাবে কোন কোন অঞ্চলে নিজস্বরূপে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও পাণিনি স্বীকৃত ব্যাকরণের পরিকাঠামো ছেড়ে খুব একটা দূরে যেতে পারেনি। কক-বরকের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, হিন্দী প্রভৃতি ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিকে ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত জনগণ দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত কিরাত জাতির পক্ষেও ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন দিকে সামান্য কিছু পরিবর্ত্তনের কথা বাদ দিলে পাণিনি থেকে বুৎপন্ন ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা ভাষা সমূহের ব্যাকরণের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

ী[ɔ]ঃ খাকসা বা খণ্ডিত স্বর ঃ অর্দ্ধস্বর বলে ধ্বনিটিকে কক-বরকে 'খাকসা' বলা যেতে পারে। ১৯৬৪ ইংরেজী সনে বর সাহিত্য সভা কর্তৃক ধ্বনিটির বর্ত্তমান রূপটি উদ্ভাবিত হয এবং বর ভাষায় প্রযুক্ত হয়। ১৯৭৭ ইংরেজী সনে দশরথ দেববর্মা প্রণীত 'কগ-ববক ছীরীঙ' পুস্তকে কক-বরকে এর প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উক্ত পুস্তকে তিনি ধ্বনিটির উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন, "বাংলা < ঔ > আইখরনি তেকায়ছা ছীয়মুঙ < ৌ > নি < ে > খিবি < ী > ছিমি নারুগয় অবত্রীয় পুঙমুঙ পুঙরিখা।" অর্থ ঃ বাংলা ঔ -এর সহগ প্রতীক ৌ -কারের ে -কার বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে(ী) -এর মত স্বরটির ধ্বনি হবে। এ বিশ্লেষণ থেকে বলা য়ায়, বাংলা সন্ধ্যক্ষর ঔ স্বরবর্ণটি যে দুটি স্বরের (অ+ও = ঔ) সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে তাদের যে কোন একটির সহগ প্রতীকরূপে ধ্বনিটির উচ্চারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ(অ >) আী হবে নয়ত (ও >) ঔী হবে। বাংলায় যতগুলো স্বরবর্ণ রয়েছে এদের প্রায় প্রত্যেকটির সহগ প্রতীক রয়েছে। যেমন, আ-এর া-কার, ই-এর ি-কার। ঈ-এব ী-কার ইত্যাদি। কিন্তু বর ভাষা থেকে গৃহীত এ অর্দ্ধস্বরটির জন্য কোন

স্বরের উল্লেখ করা হয়নি। তাই কক্-বরকে বর্ণহীন ̃ সহগ প্রতীকটির ব্যবহার সংস্কৃত অযোগবাহ ধ্বনি ং অনুস্বার, ঃ বিসর্গ, ঁ চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় অপর কোন বর্ণের আশ্রয় ব্যতীত উচ্চারিত হতে পারে না বলে ধ্বনিটি অযোগবাহ ধ্বনিরূপে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

ধ্বনি তত্ত্বের আলোকে বর ভাষায় ধ্বনিটির উচ্চারণ স্থান যেরূপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে। বর ইংলিশ অভিধান সংকলক রেভা ঃ হালভর্সরুড এবং রেভা ঃ মাগুরাম মুসাহারি ধ্বনিটিকে ইংরেজী O -এর অর্দ্ধস্বররূপে চিহ্নিত করেছেন। যেমন,

বর	কক-বরক
Sφima(কুকুরী)	সাঁইমা (কুকুরী)
Bφlφ(বল)	ফান (বল,শক্তি)
Gφlφm(গরম)	কলম (গরম)
Sφlai(আদান প্রদান করা)	সৗলাই (পরিবর্ত্তন করা)
Mφiso(মহিষ)	মিসিপ (মোষ)
Gφja(লাল)	কৗচাক (লাল)

বর ভাষাতে উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট করা খাকসা ধ্বনিটির বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাতেও অস্তিত্ব রয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' পুস্তকে বলেছেন, "ও [Oঃ] এটি একটি অর্দ্ধসংবৃত পশ্চাৎ ঘোষধ্বনি। ...... সংস্কৃতে এটি ও সন্ধ্যক্ষর। মূলে ও - ধ্বনি ছিলো দুটি হ্রস্ব ধ্বনির সমবায়ে গঠিত একটি যৌগিক ধ্বনি অর্থাৎ [au´] বা সাধারণভাবে [au] - অন্তত বৈদিক যুগে। পরবর্ত্তীস্তরে অর্থাৎ প্রাক-পাণিনি যুগে এই ধ্বনি নিশ্চয়ই উচ্চারিত হতো [ɔ:] রূপে। সংস্কৃতের [O:] তারই চূড়ান্ত পরিণতি।"

এ থেকে বলা যায়, খাকসা ধ্বনির আকৃতিগত রূপটি সংস্কৃত স্বরবর্ণ ঔ -এর সহগ প্রতীকের খণ্ডিতাংশ মাত্র। বর ভাষীগণ ভাষার স্বার্থে ঔ এর খণ্ডিতরূপটিই নতুন করে গ্রহণ করেছেন মাত্র। বর ভাষা থেকে গৃহীত উক্ত খাকসা (ৗ) ধ্বনিটির কক-বরকেও ইংরেজী [O:] -এর অর্দ্ধস্বররূপে উচ্চারিত হওয়া উচিত। বাংলা লিপিতে লিখতে গেলে তা ঔ -এর আকৃতি নেবে। বলা বাহুল্য, এ খাকসা (ৗ) ধ্বনিটি

উর্দ্ধযতির পরিবর্তে ১৯৬৪ সনের পর থেকেই বর ভাষাতে ব্যবহৃত হচ্ছে - তার পূর্বে নয়।

১৯৭২ ইং সনে বর ভাষার অনুকরণে ভাষাতাত্ত্বিক সুহাস চট্টোপাধ্যায় 'ত্রিপুরার কগ্‌বরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ' পুস্তকে আধারাধিকরণ প্রত্যয় এবং হাঁ বাচক বর্ত্তমান কাল বুঝাতে পদান্তিক ব্যঞ্জনের ডানদিকে উপরে < ' > উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে অ - এর উপস্থিতি দেখিয়েছেন। যেমন, নক+অ = নগ' (ঘরে), হুক+অ = হুগ' (জুমে), মক + অ = মগ' (বিষন্ন হয়), কাক + অ = কাগ' (বিচ্ছিন্ন হয়) ইত্যাদি। বর ভাষানুযায়ী খাকসা (ী) দিয়ে এ শব্দগুলো লিখলে যা' হবে যথাক্রমে, নগী, হুগী, মগী, কাগী ইত্যাদি।

অন্যত্র অনুস্বার যুক্ত পদান্তিকে অ যুক্ত হলে ঙ, ং এবং অ -এর মাঝে যে গ - এর আগম হয় তা' বজায় রাখার পক্ষে বলেছেন এবং এই পদান্তিক গ -এর ডানদিকে উপরে < ' > উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা আধারাধিকরণ এবং হাঁ বাচক বর্ত্তমান কাল সূচক প্রত্যয় অ -এর উপস্থিতি বুঝাতে চেয়েছেন। যেমন, তঙ+গ = তঙগ' (আছে), নাঙ+অ = নাঙগ' (লাগে), খাতাঙ+অ = খাতাঙগ' (স্নেহ করে), থাঙ+অ = থাঙগ' (যায়, বাঁচে), পুঙ+অ = পুঙগ' (ডাকে), বলঙ+অ = বলঙগ' (বনে) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, দশরথ দেববর্মার 'কগ-বরক ছীরীঙ'(১৯৭৭ইং) পুস্তকেও এ জাতীয় অযৌক্তিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বর ভাষা অনুসারে খাকসা (ী) যুক্ত করে শব্দগুলো লিখলে যা' উচিত তা' হলো যথাক্রমে তঙী, নাঙী, খাতাঙী, থাঙী, পুঙী, বলঙী ইত্যাদি।

অধুনা কক-বরকে ধ্বনিটি যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বাপর লক্ষ্যকারী যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে - যেদিন থেকে কক-বরকে এ ধ্বনিটির ব্যবহার সুরু হয়েছে সেদিন থেকে কক-বরক বানানের ক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে মাৎস্যান্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। রাধামোহন ঠাকুরের আমল থেকে কক-বরক বানানের ক্ষেত্রে যা' কিছু সামঞ্জস্য ছিল তা একেবারেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আবার কোথাওবা সমীভবনের ফলে কক-বরক শব্দাবলীর যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাও ভেঙ্গে গেছে। অবশ্য তৎকালীন সাহিত্যেও ধ্বনি সামঞ্জস্য সর্বাঙ্গীন ও সাবলীল ছিল না, অনেকস্থলে তার ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, রাধামোহন ঠাকুরের আমলে লিখিত কাতাল (নুতন), কাচাক (লাল) কাচাম(পুরাতন), কাচার (মধ্য) জাতীয় শব্দগুলো 'ক্‌তাল কথমা'র (কক-বরক মাসিক সাহিত্য পাত্রিকা ১৯৬১ইং সুধন্বা দেববর্মা সম্পাদিত) যুগে এসে হয়ে গেল যথাক্রমে ক্‌তাল, ক্‌চাক্‌, ক্‌চাম, কচার ইত্যাদি। অর্থাৎ 'ধাতুপদ বা উপসর্গের ধ্বনি অনুযায়ী কখনো প্রগত (Progres-

sive), কখনো পরাগত (Regressive) এবং কখনো পারস্পরিক বা অন্যোন্য (Mutual) সমীভবনের ফলে উপসর্গের ধ্বনি পরিবর্তিত হবে' কক-বরক ব্যাকরণের এ সূত্রটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হলো। পরবর্ত্তীকালে খাকসার (ৗ) প্রচলন হওয়াতে তা হয়ে গেল যথাক্রমে কৗতাল, কৗচাক, কৗচাম, কৗচার ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ক্ এবং ব্ উপসর্গ যোগে ধাতুপদের প্রভাবে কা এবং বা-তে রূপান্তরিত কিছু শব্দ। যেমন, কাহাম (ক্+হাম, ভাল), বাথাক (ব্+থাক,থামা), বাহান (ব্+হান, মাংস) নতুন ধ্বনির সংস্পর্শে এসেও শব্দগুলো কৗহাম, বৗথাক, বৗহান হয়নি। কাজেই ভাষায় এ ধ্বনিটির ব্যবহার সার্বিক নয়। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত জনের মধ্যেই এর মনগড়া ব্যবহার সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। কক-বরক ভাষা ভাষী বিভিন্ন দফার জনগণের কথ্য ও লেখ্য ভাষাতেও তা সার্বিকভাবে গ্রহণ করা হয়নি। জমাতিয়া দফার কথ্য ভাষায় কোথাও কোথাও আজও শব্দগুলোর প্রাচীন রূপটিই (কাতাল, কাচাক, কাচাম, কাচার, কাচাং ইত্যাদি) ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কক-বরকে খাকসার উচ্চারণ ও ব্যবহার যথাযথ হচ্ছে না। যার অবিসম্ভাবী ফল স্বরূপ কক-বরকের বহুবিধ বানান সমস্যার সহিত আরো একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হলো। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে, বর ভাষা থেকে ঋণকৃত খাকসার (ৗ) কক-বরকে ব্যাপক ব্যবহারের ফলে লেখ্যরূপ যতই কন্টকিত হোক, উদ্ধৃতি চিহ্নের অসুবিধাজনক ব্যবহারের চেয়ে অনেকানেক ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি সম্মত।

উা [uā] ঃ কক-বরক স্বরবর্ণে নতুনভাবে গৃহীত অপর একটি বর্ণ হল উা [উ+া]। স্পষ্টতই এ ধ্বনিটি উ [u] এবং আ [a]-এর সহগ প্রতীক 'া' -কার যোগে যৌগিক স্বর (Dipthong) বা সন্ধ্যক্ষরের রূপ নিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার সন্ধ্যক্ষর বা সন্ধিস্বরগুলো দুটি স্বরের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন, অ+ই = এ, অ+এ = ঐ, অ+উ = ও, অ+ও = ঔ। দুটি স্বরধ্বনি যখন একই প্রযত্নে উচ্চারিত হয়ে একটি একাক্ষরী একমাত্রিক স্বরধ্বনি সৃষ্টি করে তখনই যৌগিকস্বর বা সন্ধিস্বর উদ্ভুত হয়। দৃশ্যত বর্ণটি দুটি স্বরের (উ+আ = উা) মিলিতরূপ হলেও সন্ধ্যক্ষর রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য নয়। কেননা, "সন্ধ্যক্ষরগুলো একটি স্বরধ্বনি থেকে সুরু করে অন্য একটি স্বরধ্বনি বা তার কাছাকাছি জিহ্বা এগিয়ে নিয়ে এই একাক্ষরী যৌগিক স্বর উৎপন্ন করে।" স্পষ্টতই বর্ণটির উচ্চারণে এ জাতীয় কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। বর্ণটি কক-বরকে সংস্কৃত ব [W] বা বাংলার অন্তঃস্থ ব [W] (Semi vowel) -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ নতুন এ স্বরধ্বনিটির আকৃতির উৎসস্থল নির্ণয় করতে

হলে "সুর্চা পুজার খনাইমনি" নামক কক-বরকের একমাত্র প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিতে হবে। উক্ত পুস্তকের দু'একটি স্থানে এই অন্তঃস্থ ব [W] -এর ধ্বনিকে ভিত্তি করে যে রূপটি লিখা হয়েছে তা 'উা' বর্ণটির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। 'কগ-বরক ছীরীগু' -এ বর্ণটি লিখা হয়েছে হ্রস্ব উ [u] দিয়ে, পাণ্ডুলিপিতে লিখা হয়েছে ও [o] দিয়ে। যেমন, সাকওাদ্রোচি বাই, কাকওাদ্রোচিবাই ১, ওানছরাইনি বছা ২ (বাঙ্গালীর সন্তান) ইত্যাদি।

পাণ্ডুলিপির অন্যান্যস্থানে এই ব [w] অর্দ্ধস্বরটিকে যেভাবে লিখা হয়েছে, তা'হলো - ওয়ারাই ৬ (বাঁশের বেত), ওযানজৈ ৮ (বাঙ্গালী জাতি), ওআথর ১৫(বাঁশের গ্রন্থি), ওআন ১৭ (বাঁশ কে) ইত্যাদি। পাণ্ডুলিপিতে ওয়া, ওআ, ওা বিভিন্নভাবে একই শব্দ লিখার ধরণ দেখে পাণ্ডুলিপির লেখকের বানান সম্বন্ধে অজ্ঞতা ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। পাণ্ডুলিপিটি তৎকালীন বাংলা হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হরফ দেখে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে; পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তৎকালে আসাম, ত্রিপুরা এবং বাংলা দেশে প্রচলিত বাংলা ভাষায় নিদর্শন সমূহ আলোচনান্তে জানা যায় যে আজকের বাংলা বা অসমীয়া ভাষাব তখনও কোন প্রকার বিধিবদ্ধ নিয়ম গড়ে উঠেনি। বানানের ক্ষেত্রে এতাদৃশ মাৎস্যন্যায়ের যুগে কোন একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত মন্ত্র মিশ্রিত মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধকরা অত্যন্ত দুরূহ কাজ বলে মেনে নিতে হবে। এ কারণেই দশবথ দেববর্মা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত উা [ua] বর্ণটিও পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত ওা [oa] বর্ণের ভ্রমাত্মক ফসল বিশেষ। বর্ণটি অন্তঃস্থ ব -এর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করছে না।

উা বর্ণটির উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে 'কগ-বরক ছীরীগু' পুস্তকে বলা হয়েছে, "দেবনাগরী < व > ইংরেজী বায় <WA>। বন "কগ-বরক বায় ছীয়খা < উা >" অর্থ ঃ দেবনাগরী व ইংরেজীতে হলো WA । তাকে কগ-বরক দিয়ে লিখা হল উা।

পূর্বেই বলা হয়েছে বর্ণটি সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব -এর প্রতিনিধিত্ব করছে। বর্ণটির উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানীর অভিমত হলো "উ-কারের উচ্চারণের মতো যদি জিহ্বার পশ্চাদভাগ অধিক উচ্চস্থানে ক্ষণিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অধিক বা সমান স্পষ্ট (Prominent) স্বরে মীড়ের মত (Glidic) চলে আসে, তখন হয় এই অর্ধ-স্বর (Semi vowel) -ধ্বনির উৎপত্তি। এই ধ্বনির তুলনা ইংরেজী Word [wd : d] শব্দের W ধ্বনি "। (সংস্কৃত ও প্রাঃ ভাষার ক্রমবিকাশ)। এ থেকে বলা যায়, দেবনাগরী व ধ্বনির উচ্চারণ ইংরেজীতে WA নয়, শুধু w।

ব -কার ভেদ বিষয়ে সংস্কৃত কারিকায় যা' বলা হয়েছে তা' হলো,

উদ্বটৌ যত্র বিদ্যেতে যোঃ বঃ প্রত্যয় সন্ধিজঃ।

অন্তঃস্থং তং বীজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ্য উচ্যতে॥

যে ব-স্থানে উ বা ঊ হয়, সন্ধির এবং প্রত্যয়ের ব এবং অব্যয় পদের ব অন্তঃস্থ ব। ইহা ভিন্ন অন্য 'ব' বর্গীয় - ব নামে অভিহিত।

পালিতে বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব -এর বিশেষ প্রভেদ রক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃতের ন্যায় যে ব-স্থানে উ ঊ হয়; উহা অন্তঃস্থ -ব। যথা বদ (উদিত), বচ (উত্তো)। উ এবং ও স্থানে যে ব- হয় তাও অন্তঃস্থ ব। যেমন, অনু+এতি = অন্বেতি। খো+অসস = খ্বস্‌স।

পালিতে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ 'উয়' -এর ন্যায়, স্পষ্টতই ডা এর মতো নয়।

হিন্দীতেও বর্গীয় ব [b] এবং অন্তঃস্থ ব [w]-এর ধ্বনিগত ও রূপগত পার্থক্য রক্ষিত হয়েছে, যথাক্রমে ব এবং ব। অসমীয়াতেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়, যথাক্রমে ব এবং ৱ।

অন্তঃস্থ ৱ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, ব-ফলা (অন্তঃস্থ ৱ) হচ্ছে, "উ এবং অ-এর সংযোগ"।

বাংলায় অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ বর্গীয় ব-এর মতো। তবে শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত অন্তঃস্থ -ব অনেক সময় 'উয়' বা 'ওয়'-র মতো উচ্চারিত হয়। যেমন, দ্বার - দুয়ার, স্বাদ - সোয়াদ ইত্যাদি।

রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত "ত্রৈপুর ভাষাভিধান"-এ ৱ [w] বর্ণটিকে যেভাবে আত্মকরণ অন্তে লিখা হয়েছে তাও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। যেমন, অআক (< বরাহ), অআ-তুই (< বারিবাহ, মেঘ), ওয়া (< বাঁশ), ওয়ানছা (< বাঙালীর ছাওয়াল), অআনা (< ভাবনা, চিন্তাকরা) ইত্যাদি। দশরথ দেববর্মা প্রবর্তিত 'ডা' ধ্বনিটি পূর্বসূরীর অনুসৃত ধ্বনি ও বর্ণের রূপগত দিক থেকেও অনেক দূরে সরে গেছেন।

কক-বরকে ডা বর্ণটি দিয়ে লিখা হয় এমন কিছু শব্দের বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করে মূল শব্দের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা বিচার করে দেখা যেতে পারে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুপ্রচিন কাল থেকেই আত্মকরণের স্বার্থে সংস্কৃত, পালি, বাংলা, বর, রিয়াং এবং অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাগুলো থেকে গৃহীত শব্দাবলী কক-বরকের নিজস্ব প্রত্যয়, উপসর্গ যোগে নতুন ভাবে গঠিত হয়ে ভাষায় স্থান পেয়েছে। এর দ্বারা কখনো শব্দগুলো রূপগতভাবে এবং ধ্বনিগত দিক দিয়ে নতুন রূপ পেয়েছে। শব্দের এ জাতীয় বিবর্তনেরও অবশ্যই একটা নিয়ম ছিল। এ

জাতীয় কিছু জটিল সূত্র বা বুৎপত্তিগত বিবর্ত্তনের ধারাগুলো অনুসরণ করে পশ্চাৎ দিকে গেলেই মূল শব্দটির আকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

অপর ভাষা থেকে কক-বরকে আত্মকরণের অনেকানেক সূত্রের মধ্যে একটি হলো, যে মূল শব্দ থেকে কক-বরক শব্দটি বুৎপন্ন হয়েছে, সেই মূল শব্দের প্রথম বা যে কোন একটি অংশ নিয়ে ধ্বনি পরিবর্ত্তন বা কখনো নিজস্ব প্রত্যয়, উপসর্গ যুক্ত করে শব্দ গঠন করা। ৮নং সূত্রসহ অন্যান্য সূত্রানুযায়ী নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

যেমন, সং. বরাহ ✓ব >✓ও অ+ক প্রত্যয় = ওঅক > স্বার্থিক আ-কার যোগে ওয়াক। অ = য়। বর. অমা।

বাং. বাঁশ ✓বা.> ওআ > ওয়া। বর. ঔৱা

বাং. বাঙালীর ছাওয়াল (= বাঙগালীর সন্তান)। বাঙগালী ✓বাঙ/বাং > ✓ওআন (ঙ বা ং স্থলে ন বা চন্দ্রবিন্দু। ৭নং সূত্র) > ওয়ান + (ছাওয়াল >) ✓ ছা = ওয়ানছা। ব > ওঅ ধ্বনির পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

সং বারিবাহ ✓বা > ওআ (= য়া)+বাহ বা বহনকারী থেকে 'তুই'।

= ওয়াতুই, মেঘ। বৃষ্টির জল বহনকারী বলে বারিবাহ। (তুঃ তুই + তুন = তিতুন। বহন করে নিয়ে যাওয়া)।

সং ভাবনা ✓ভা > ওআ + না অবিকৃত = ওয়ানা। ভ > ওঅ এটি ব্যতিক্রমরূপ। ২। সং য়োন > ওয়ানা। চিন্তা করা, স্বার্থিক আ-কার।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে, যে সকল কক-বরক শব্দ উা বর্ণটির দ্বারা লিখা হয়, সেগুলো বর্ণটির দ্বারা সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না। তাই এ জাতীয় শব্দের প্রতিটির ক্ষেত্রে উা স্থলে ওঅ(= ওয়) হওয়া উচিত। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় 'কগ-বরক ছীরাঙ' পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় স্ববিরোধ পূর্ণ একটি বাক্যে - যেখানে তিনি বলেছেন, "ছীয়খা উাক(ওয়াক) উচ্চারণ অংখা উাক।" বন্ধনীস্থিত 'ওয়াক' শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে উা বর্ণটি কখনো ওয় (w) ধ্বনির বা দেবনাগরী ব [W] -এর প্রতিনিধিত্ব করে না। এ বিচারে রাধামোহন ঠাকুরও কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনিটির যথাযথ উচ্চারণ স্থান থেকে দূরে সরে গেছেন।

আ [a:] ঃ এটি একটি পরাগত এবং বিবৃত (Back Open) ও দীর্ঘস্বর। কক-বরকে এর উচ্চারণ প্রায় ঠিকই আছে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় দূরত্ব বুঝাতে অ সর্বনাম পদ থেকে এটি স্বার্থিক আ-কার যোগে উৎপন্ন। [A. Far demons. pron. v.o. ETDB - S.Sen]

কক-বরকে উপসর্গরূপে ব্যবহৃত- আ।

আসুক (এত পরিমান) ঃ উপ. আ+✓সু+ক প্রত্যয়। সং শুল্ব ✓শু > সু, পরিমান, পরিমাপ করা। পালির প্রভাবে শু > সু।

আচাই ঃ উপ. আ+✓চা (< প্রা.জাম, জন্ম গ্রহণ করা)+ই প্রত্যয়। প্রা. বাং জাম ✓জা >✓চা+ই প্রত্যয। জ > চ। ১নং সূত্র।

২। উপ. আ+✓চা (< জাগরণ ✓জা)+ই প্রত্যয = আচাই, জাগরিত হওযা, জন্মগ্রহণ করা।

ব্যতিক্রম ঃ আচুক (উপবেশন কবা) শব্দটির আদিস্থিত আ উপসর্গ নয। সংস্কৃত আস্ (উপবেশন কবা) ধাতু থেকে 'আচুক' শব্দটি বুৎপন্ন। সং আস্ > আচ +উক প্রত্যয় = আচুক। মাগধী প্রাকৃত প্রভাবে স > চ। পাণ্ডুলিপিতে আচৌ/আঁচে, আচো ১৯ (বসা)।

প্রতিপাদিকেব অন্তে এই আ-ধ্বনি যুক্ত থেকে কক-বরক নতুন শব্দ গঠন করে। আ কখনো তুচ্ছার্থে, কার্য সম্পাদনের কারক এবং ব্যঙ্গ বা আদর জ্ঞাপনের স্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশজ বাংলায় এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, জেলে > জালুয়া (আ), জাউল্লা। মেছো > মেছুয়া (আ) ইত্যাদি। বাংলায় পদান্তিক আ সর্বদা 'য়া' রূপে লেখা হয। [ইযা প্রত্যয দ্রষ্টব্য।]

তুচ্ছার্থে আ প্রত্যয়।

কেনজুআ (য়া) - কেঁচো শব্দ থেকে জাত।

কাছুআ (য়া) - কেঁচোরাণী। কেঁচো শব্দজাত।

কারক বা আধার অর্থে আ প্রত্যয।

জালুআ (য়া) - জাল বহনকাবী। জেলে শব্দ থেকে জাত।

কুয়াতিআ (য়া) - গুয়া বা পান বহনকারী। প্রচিন বাংলায পান বহনকাবীকে 'পানতি' বলা হতো।

জিরানীআ (য়া) - বিশ্রামকারী, জিরান (বিশ্রাম) শব্দ থেকে জাত।

বারশিংআ (য়া) - বার শিং ওয়ালা হরিণ।

আদর অর্থে আ প্রত্যয়।

মাতুআ (য়া) - মেয়েকে বাবার স্নেহসূচক সম্বোধন।

বুতুআ (য়া) - ভুতু থেকে জাত। বোকা।

রাঙ্গিআ (য়া) - স্বভাব যার রঙ বেরঙের।

বুদুআ (য়া) - বুধবারে জন্ম বলে।

ই [i] ঃ "এই ধ্বনি স্বরূপত উন্নত। পুরোগত এবং সংবৃত (High, front, close)এবং সম্ভবতঃ মৌলিক(Cardinal) ই-ধ্বনির কাছাকাছি।" (সং ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ - পরেশ চন্দ্র)। প্রচিন বাংলায় এই তদ্ভব ই-নিকট দূর বুঝাতে পদরূপে ব্যবহৃত হত। [I. Near dem. pron. Td. i (idam, iyam, itah etc. EDTB - S.Sen].

সংস্কৃত নিকট নির্দেশক 'ইদম' পদটি ইন্দো-এরিয়ান ভাষায় বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, "সং ইদমঃ পা. অয়ং [তির্যক ইম] ঃ ইয়ং (অয়ং) [তির্যক ইম]: ইদং (ইমং) = প্রা. ইমো, শৌ অঅং - (পুং)ঃ ইমা শৌ. ইয়ং(স্ত্রী) ঃ ইমং, ইণং(= ইদম্), মহা, অমা, শৌ. ইদং (ক্লী)।" (সং ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ - পরেশচন্দ্র)

কক-বরকের এই সর্বনাম পদ- ই এসেছে পালি ভাষার মাধ্যমে। সং ইদম্ পালি তির্যকরূপ ইম > কব. ইম,ই।

কক-বরকে সামান্য দূর বুঝাতে সর্বনাম পদরূপে এই তদ্ভব- ই ব্যবহৃত হয়। যেমন; ই বরক (এই মানুষ), ই-কক (এই কথা)। ই+ক প্রত্যয় = ইক এই যে, ই+র (< সং অত্র ✓র) = ইর - এস্থানে। ইদম > ইম - ইহা, সাধারণতঃ প্রাণীবাচক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

কক-বরকে ই কখনো (সহগ প্রতীক হ্রস্ব ই-কার সহ) প্রত্যয় রূপেও ব্যবহৃত হয়। যদিও এই ই-প্রত্যয় আই প্রত্যয়ের অংশ বিশেষ তবুও কোথাও কোথাও প্রত্যয় হিসাবে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সং গ্রাম > পালি. গাম > বর. গামি > কব. কামি। ই-কার প্রত্যয়।

সং ঘোটক > বাং ঘোড়া > বর. গরাই > কব. করাই। (আ)ই প্রত্যয়।

সং গুর্বাক, গুবাক > কব.কুয়াই, সুপারি। বর.গই। বরতে কখনো গুয়া বা গুয়াই ছিল, যা' থেকে গুয়াহাটি।

সং হট্ট > বাং.অপ.হাট > হাটি (= হাতি) বাজার, ট = ত। ই-কার প্রত্যয়।

সং ঘাট > কব. গাতি। ঘ = গ, ট = ত। ই-কার প্রত্যয়।

ঈ ঃ- মূলতঃ এই ধ্বনি মৌলিক [i] ধ্বনির অনুরূপ; কিন্তু উচ্চারণে দীর্ঘ। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের প্রথম শ্লোক ব্যতীত অন্য কোথাও দীর্ঘ-ঈ কিংবা এর সহগ প্রতীকের ব্যবহার নেই। যেমন, মানী খিশ্বাই, ফানী খিশ্বাই (সম্ভাব্য অর্থ, মায়ের দোহাই, বাবার দোহাই)। এমনকি ১৪নং শ্লোকে সংস্কৃত 'আশীর্বাদ' শব্দটিকেও হ্রস্ব ই-

কার যোগে 'আশির্বাদ' লিখা হয়েছে।

মন্ত্র রচনার পরবর্ত্তীকালে রাধামোহন ঠাকুরের পুস্তকে ঈ রক্ষিত হয়েছে। মনে করা যেতে পারে, তিনি শব্দের উচ্চারণ স্থান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসমূলের দিকে লক্ষ্য রেখে শব্দ সমূহের বানান নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। ত্রৈপুর ভাষাভিধানে পদাদিতে ঈ-বর্ণযুক্ত কয়েকটি শব্দ রয়েছে। যেমন, ঈয়ং (কীট), ঈয়ংলা (ভেক, এখানে গ-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্যনীয়), ঈয়ক (ভাজা) ইত্যাদি।

বংশীঠাকুর প্রণীত "ককতাং কলাই" পুস্তিকাতেও ঈ ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, স্বী (< কীট্ট, বিষ্ঠা), স্বীচ্লাং(নিতম্ব) থীনাং (ভাবী কাল), রীতুকু (চানের গামছা), হকী (জলন্ত অঙ্গার), মুতী(কলকে) ইত্যাদি। কিন্তু 'কগ-বরক ছীরীও' (দশরথ দেববর্মা) পুস্তকে ঈ সর্বতোভাবে বর্জিত হয়েছে।

প্রচীন ও মধ্য ভারতের নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাতে একটি সাধারণ স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ছিল 'ঈ'। কক-বরকেও ভারতীয় আর্য ভাষার প্রভাবে ঈ এবং তার সহগ প্রতীক স্ত্রী বাচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হত। যেমন, নাইথকতী, নাইথকবী (সুন্দরী), বুজাকতী (প্রহৃতা), কুফুরতী (গায়ের রং ফর্সা এমন মহিলা) ইত্যাদি।

কক-বরকে এই 'তী' প্রত্যয়টি সংস্কৃত 'স্ত্রী' শব্দ থেকে আগত। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে 'স্ত্রী' হলো 'তিরী', ই- কার যোগে লিখা হত। যেমন, 'তিরীর যৌবন রাতির সপন।' প্রাথমিক স্তরে কক-বরকেও সম্ভবতঃ প্রত্যয়টি ঈ-কার দিয়ে লিখা হত। পরবর্ত্তীস্তরে প্রত্যয়টি ব্যঙ্গার্থে, কর্ম সম্পাদনে কর্তার অসামর্থ বা কোন কিছু অসামঞ্জস্য ইত্যাদি বুঝাতে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। (তি প্রত্যয় দ্রষ্টব্য)।

উ[u] ঃ সংস্কৃতে এই উ-এর উচ্চারণ পরাগত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে দূর নির্দেশক সর্বনাম পদরূপে উ-এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, উ বেলি না জাইহ (ও বেলায় যেও না)।

কক-ববকে দূর নির্দেশক উ বর্ণটি উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন, উ+ক প্রত্যয় = উক - ওই যে, উ+ব (< অত্র √র) = উর - ওখানে)। উ+ব (< ৱ, ওহ) = উব - ওটা, উটি।

কক-বরকে উ-বর্ণটি কখনো পুনঃরায় কর্ম সম্পাদন অর্থে ধাতুপদের সংগে যুক্ত থেকে পুনঃরায় ভাব প্রকাশ করে। যেমন, চাউখা-পুনঃরায় খেয়েছি। ফাইউনাই - পুনঃরায় আসব। সাউখা- পুনঃরায় বলেছি। পুনঃরায় অর্থে 'উ' ধ্বনির উৎপত্তি 'উন'শব্দ থেকে। [সং কিংউন = পুনবঃ, প্রা. প্রবেশিকা - এ, সি, উলনার।]

ঊ [U:] ঃ এর উচ্চারণ হ্রস্ব উ-এর মতই, কিন্তু দীর্ঘ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঊ-ধ্বনিটিও দূর নির্দেশক সর্বনাম পদরূপে ব্যবহৃত হত। [U, Far demons.pron. and base. v.o. S K K. EDTB. S. Sen]

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রেও ঊ এবং সহগ প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, রূ°ফাইনি বাচেঙ্গ বাই৯ (রূপার কাঠি দিয়ে), এর কুরূ°ওঐখা ১৪ (এখানে জমা হয়েছে), আফাৰ ৰাউনি ৰাজা ২৭ (অপর রাজ্যের রাজা)।

রাধামোহন ঠাকুরও দীর্ঘ ঊ বর্ণটিকে দূর নির্দেশক সর্বনাম পদরূপে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ঊক (ঐ), ঊর (ওখানে, সে স্থানে), ঊব(ওটি) ইত্যাদি। কক-বরকভাষীদের উচ্চারণ অনুযায়ী দূর নির্দেশক এই সর্বনাম পদটি ঊ-ই হওয়া উচিত। অবশ্য শিথিল (Lax) ভাবে উচ্চারণ করলে কখনো উ হতে পারে।

ঋ, ৠ, ঌ [r,r : !] ঃ সংস্কৃতে এ তিনটি ধ্বনি অন্য কোন ধ্বনির সাহায্য না নিয়ে র্ এবং ল্ ধ্বনি। ব্যঞ্জনের আশ্রয়ীভূত স্বরস্থানীয় বলে এগুলোকে বলা হয় অর্ধ ব্যঞ্জন (Sonant)। সংস্কৃত থেকে ঋণকৃত শব্দগুলোর স্বার্থে বাংলা বর্ণ মালায় এগুলোর স্থান হয়েছে। যেমন, ঋণ, ঋষি, কৃপা, পিতৃ ইত্যাদি। বাংলা এবং আসামের সর্বত্র এই ঋ-কারের উচ্চারণ হয়েছে রি [r i]।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে একমাত্র সংস্কৃত তর্পণের মন্ত্রগুলোর ক্ষেত্রেই এই ঋ-কারের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, দেবর্ষিঃপিতৃমানবা ৩ (দেবর্ষি ঃ পিতৃমানবা). তৃপ্যন্তু পিতর সর্ব্বে ৩ (তৃপ্যন্তু পিতর ঃ সর্ব্বে)।'

রাধামোহন ঠাকুর প্রণীত এবং সংকলিত 'কক-বরকমা' এবং ত্রৈপুর ভাষাভিধানেও হ্রস্ব ঋ এবং দীর্ঘ ৠ যোগে গঠিত শব্দ সমূহ রয়েছে। যেমন, ঋং (= রিং-ডাকা), ৠ(রি-কাপড়), ঋ-তুকু (রিতুক = চানের গামছা)। অধুনা কক-বরকে ঋ এবং ৠ-এর স্থলে সর্বত্র 'রি' ব্যবহৃত হচ্ছে।

সংস্কৃত বর্ণমালা অনুসারে রাধামোহন ঠাকুরের পুস্তকে ঌ-এর স্থান হলেও অভিধানে ঌদ্বারা গঠিত একটি শব্দেরও উল্লেখ নেই। অবশ্য সংস্কৃতেও এ বর্ণটির ব্যবহার বিরল।

কগ-বরক ছাঁরীঙ পুস্তকে এ তিনটি বর্ণই কক-বরকের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিধায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

এ [অ+ই] ঃ এটি একটি সংবৃত সম্মুখ ঘোষ ধ্বনি। দুটি স্বরের সমন্বয়ে গঠিত বলে সংস্কৃতে এটি সন্ধ্যক্ষর বা যৌগিকস্বর রূপে অভিহিত। বাংলা সাহিত্যের

আদি নিদর্শন চর্যাপদে কোথাও এটি আধারাধিকরণ প্রত্যয় এবং কোথাও ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কক-বরকের প্রাচীনতম নিদর্শন 'সুর্চ্য পুজার খনাইমনি' নামক পুস্তকেও চর্যাপদের অনুকরণে একে প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

চর্যাপদে আধারাধিকরণ প্রত্যয়রূপে এ -র ব্যবহার রয়েছে। যেমন, নিহএ - নিভৃতে (চর্যা ৩০), তৈলোএ - ত্রিলোকে (চর্যা ৪২, ৪৩), হিঁএ - হৃদয়ে (চর্যা ৪৪) প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে 'এ' আধারাধিকরণ প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

চর্যাপদের অনুকরণে পাণ্ডুলিপির মন্ত্রেও আধারাধিকরণ প্রত্যয় রূপে এ -র ব্যবহার রয়েছে। যেমন, বখাএ হেরাই বাচান ৩৬ (মনে অপশক্তি জাগরিত হবে। বর ভাষায় 'হেরাই' শব্দের অর্থ অনিষ্টকারী দেবতা)। বখাএ শব্দের 'এ' আধারাধিকরণ প্রত্যয়। চর্যাপদে ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে এ-র বহুল ব্যবহাব দেখা যায়। যেমন, করত্র আহারা-আহার করে (চর্যা ২১)। পিটা দুহিঅ - পাত্র দোয়া হয় (চর্যা ৩৩)। গঅনেঁ পমাএঁ - গগনে প্রবেশ করে (চর্যা ৩৮) ইত্যাদি।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে চর্যাপদের অনুকরণে ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত 'এ' এবং সহগ প্রতীক ে-কারের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, কিছিব বাগনা° বাত্র৩৬ (= কিছিব রাগনাং বাঅ) - রঙ্গীন ব্যঞ্জনীর বাতাস বহে। [বাক্যাংশের গ স্বার্থিক প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত। পরবর্ত্তীকালে কোথাও রং অর্থে স্বার্থিক ং অনুস্বার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কেরাং-রঙ্গীন কচ্ছপ। 'বাত্র' - বাতাস বহা অর্থে ব্যবহৃত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেও ক্রিয়া প্রত্যযরূপে এ-র ব্যবহার রয়েছে। যেমন, খর বড় বাত্র - খরস্রোত বহে। কেনা বাঁশী বাত্র - কে বাঁশী বাজায় ইত্যাদি। মধ্যযুগে 'বাত্র' শব্দটি বাতাস বহা, জলস্রোত বহা, বাঁশী বাজান, বহন করা অর্থে ব্যবহৃত হত।]

কক-বরকে এ-র সহগ প্রতীক ে-কাব কখনো আত্মকরণের প্রয়োজনে স্বার্থিকভাবে ব্যবহৃত হত। যেমন, সং কর >প্রতি. ✓খল+স্বার্থিক ে কার+আই প্রত্যয় = খেলাই, করা।

পরবর্ত্তীকালে রাধামেহান ঠকুরের পুস্তকে আধারাধিকরণ প্রত্যয় রূপে অ-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ত্রৈপুর কথামালায় আধারাধিকরণ প্রত্যয়রূপে অঃ লামাঅ (পথে), বখাঅ (হৃদয়ে,মনে), হাঅ (মাটিতে) ইত্যাদি। ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে অঃ খলাইঅ (করে), সাঅ (কথা বলে, ব্যথা করে), থুঅ (ঘুমায়), চাঅ (খায়) ইত্যাদি।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, কক-বরকের উদ্ভব কাল থেকেই 'এ' বর্ণটি প্রত্যয়রূপে ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এ যৌগিক বর্ণটির আংশিক বর্ণ (অ+ই = এ >) অ আধুনিক

কক-বরকে বিভিন্ন প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে এ রূপটি হুবহু রক্ষিত না হলেও খানিকটা পরিবর্তিত রূপ (যেমন, বাসায়, খাচায়) দেখা যায়।

বর ভাষাতে আধারাধিকরণ প্রত্যয়রূপে যৌগিকস্বর 'আও' ব্যবহৃত হয়। যেমন, হাটাইআও (হাটে), কোকরাঝারাও(কোকরাঝারে), ব ব্যাও (কোন দিক), ন'ছিঙাও (ঘরের মধ্যে), হরাও (রাতে) ইত্যাদি। এ স্থলে অন্তস্থিত 'ও'(= অ) বিচার্য।

ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে অ পরিবর্তিত হয়েছে ও-এর অর্দ্ধস্বর (ৗ) রূপে। অর্থাৎ অ > ও > ও -এর অর্দ্ধস্বর। যেমন, লৗঙ্গৗ - পান করে। ছৗঙ্গৗ (ডাকে) ইত্যাদি।

ঐ [ai অ+এ] ঃ- সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী এটিও একটি সন্ধ্যক্ষর। পাণিনির যুগে এর উচ্চারণ ছিল হ্রস্ব যৌগিক ধ্বনিরূপে। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোর সূচনা কাল থেকে সুরু করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ যৌগিক স্বরটি বর এবং কক-বরকে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে সহগ প্রতীক সহ ঐ প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, মখা'থাওফাঁনৈ ঃ কত্রোঐ ক্ষুম ফাঁনৈ ২ (ঐ কার, মুখে তেল মেখে, কন্ঠে ফুল জড়িয়ে)। সিদ্ধি অঙ্গঐ তঙ্গদৌ গোশাক্রিঁ ৮ (ঐ প্রত্যয়, হে প্রভু, আমার কর্ম সিদ্ধ হউক)। তৈ বুবাগরা ১১ (ঐ কার, জলাধিপতি)। চাগনাই কৈরৈ ন'গনাই কঁরৈ ২৯ (ঐ কার, ভক্ষক নেই, পানকারী নেই)। খাঐ তবখা৩২ (ঐ প্রত্যয়, বেধে এনেছি)। উদ্ধৃত বাক্যাংশ গুলোতে ঐ এবং ঐ-কার আত্মকরণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সংস্কৃত 'তোয়' শব্দটি থেকে ✓ত+ঐকার প্রত্যয়যোগে 'তৈ' হয়েছে। সং রিক্ত (✓ব) শব্দ থেকে ক উপসর্গ এবং ঐ-কার প্রত্যয়যোগে 'কঁরৈ' হয়েছে। আবার মন্ত্রের অন্যান্য স্থানে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে ঐ-কারের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, ফাঁনৈ (= ফুলই-বুলিয়ে, মেখে), ফাঁনৈ (= ফানই-পৌঁছিয়ে), অঙ্গঐ (অংঅই-হয়ে), হনঐ (হিনই, বলে) ইত্যাদি।

আধুনিক বর ভাষাতেও ৈ-কার যোগে পদ গঠনের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, মন্ত্রের 'তৈ' শব্দটি (১নং সূত্রানুযায়ী) হয়েছে 'দৈ'। সং উদর > উদৈ। সং মল > মৈলা। বাং মহিষ > মৈসো।

বরতে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয় 'বায়'। যেমন, আং আঁংখাম উঁখেবায় - আমি ক্ষুধা বোধ করিতেছি। আং সাঁংবায় দঙ্গৗ - আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি ইত্যাদি।

আধুনিক কক-বরকে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে এই যৌগিক স্বরটির প্রতিনিধিত্ব করছে অপর একটি যৌগিক স্বর 'অই' এবং ৈ-কারের স্থলে ক্ষেত্র বিশেষে 'উই'। রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত ত্রৈপুর ভাষাবিধানের দু'একটি শব্দ (কৈ-বক্র,

কৈল-কৌশল, খৈ-সহবাস ইত্যাদি) ব্যতীত আধুনিক কক-বরকের অন্য কোথাও ৈ-কারের ব্যাপক ব্যবহার নেই। তবে কক-বরকেও যে কোন এক সময়ে সহগ প্রতীক 'ঐ' যৌগিকস্বরটি প্রত্যয়রূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত - দু' একটি প্রাচিন স্থানের নামের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, তৈনানি (জলের জন্য), তৈবান্দাল (জল ভাণ্ডার), তৈদু (স্ফীত জল) ইত্যাদি।

ঐ যৌগিকস্বরটির অন্তর্নিহিত ধ্বনিগুলো (অ+এ) বিচার করে কক-বরকে বর্ত্তমানে ব্যবহৃত অই এবং উই প্রত্যয়ের উৎপত্তির একটা উৎসমূল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, ঐ > অ+ই প্রত্যয় = অই > ওই > উই। বর ভাষাতে বর্ত্তমানে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত অর্থ-ও।

কক-বরকে অপ্রয়োজনীয় বিধায় কগ-বরক ছীরাঁও পুস্তকে ঐ যৌগিক স্বরটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে।

ও [O:,অ+উ] ঃ এটি একটি অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ ঘোষ ধ্বনি। সংস্কৃতে এটিও সন্ধ্যাক্ষর। বৈদিকে ও-ধ্বনি ছিল দুটি হ্রস্বধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগিক ধ্বনি যা' সাধারণভাবে উচ্চারিত হত [au] রূপে। প্রাক্ পাণিনি যুগেএটি নিশ্চয়ই উচ্চারিত হত -এর অর্ধস্বর [ɔ:] রূপে।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে- ও দূর নির্দেশক সর্বনাম পদরূপে ব্যবহৃত হত। এলোক ওলোক সে জনে খাত্র। [O.Far demons. Pron. and base. e lok (a) o lok (a) se jane khae. ETDB. S. Sen]

মন্ত্রে ও - যৌগিক স্বরটির বিভিন্নরূপ ব্যবহার রয়েছে। প্রণব মন্ত্র লিখতে ও-এর ব্যবহার ছিল অপরিহার্য।

ওঁ নাংক্সাপুর্ব্বনা ১ (পূর্ব পুরুষদের প্রণাম)। তাছাড়া ওঁ প্রণব মন্ত্রটি রয়েছে ১৯, ২০, ২৭ এবং ৪০নং শ্লোকে।

পদাদিতে- ও।

ওয়ানাও নমঃনানী ১ - বংশ দন্ডকে প্রণাম।

ওানছরাইনি বছা ২ (= ওয়ানছারগনি বছা) - বাঙ্গালীর সন্তান। 'ছরাই' বহুবচন সূচক প্রত্যয়। বরতে ছর রক্ষিত। বি+ছর = বিছর - ওরা। কব. সঙ/ছং দুভাবেই প্রচলিত।

পদমধ্যে ক্রিয়া প্রত্যয়রূপে- ও।

চাওইদি ৭ -খাও। ছাওঐদি ১৫ -বল। ছা (বলা) + ওঐ (আধু. অই) প্রত্যয়

+দি, অনুজ্ঞা। জাগওঐ খুনুমনি ২৩ - জাগিয়ে প্রণাম। কোথাও 'ওই', কোথাও 'ওঐ' লক্ষনীয়।

রাধামোহন ঠাকুরের অভিধানে পদাদিতে ও-এর ব্যবহার কোন কোন স্থলে মন্ত্রের অনুরূপ। যেমন, ওয়া, (< বাঁশ)= পা.লি. ওয়া, ১। ওয়াঞ্জই (বাঙ্গালী) = ওয়ানঁজৈ, ৮, ওয়াজঁই, ৩০ পা.লি. (শুদ্ধপাঠ ওয়ানজুঁই)।

ওয়ানছা শব্দের বুৎপত্তি ঃ ওয়ানছা শব্দটি 'বাঙ্গালীর ছাওয়াল' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি জোড় কলম শব্দ। 'বাঙ্গালী' শব্দটির ✓বাঙ্গ (= বাঙ/বাং) অংশের বর্গীয় ব-কে 'ওয়া' রূপে উচ্চারণ এবং একটি অনুনাসিকের স্থলে অপরটি (৭নং সূত্রানুযায়ী) বাঙ্গ (= বাঙ/বাং) > ওয়ান এবং 'ছাওয়াল' থেকে প্রথম বর্ণ ✓ছা নিয়ে ওয়ান +.ছা = ওয়ানছা পদটি গঠিত। অর্থ ঃ বাঙ্গালীর ছাওয়াল বা সন্তান। 'জৈ' অংশটি জাতি বাচক। জাতি ✓জ+ৈ-কার প্রত্যয় = জৈ। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'ওয়ানঁজৈ' শব্দের অর্থ হল 'বাঙ্গালী জাতি'। উই প্রত্যয় যোগে (ওয়ান) 'জুই' ও জাতি বাচক শব্দ।

রাধা মোহন ঠাকুর সংকলিত ত্রৈপুর ভাষাভিধানের কতিপয় শব্দে ওয (< ৱ)-এর উচ্চারণ যথাযথ হয়নি। যেমন, অআক, অআলাই, অআতুই, অআনা ইত্যাদি। শব্দগুলোর বুৎপত্তি লক্ষ্য করলেই জিনিষটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। যেমন,

সং বরাহ ✓ব > ওয়+ক প্রত্যয় = ওয়ক > পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার যোগে ওয়াক। শূকর।

তদ্ভব শব্দ বাদ (কলহ, তর্ক) ✓বা > ওয়া+লাই, বহুবচন সূচক প্রত্যয় = ওয়ালাই - পরস্পর ঝগড়া করা।

ওয়ালাই (বাঁশপাতা) শব্দের বুৎপত্তি ঃ বাঁশ ✓বা > ওয়া+(সং পর্ণ ✓পণ >) (প্রতি. বল+আই প্রত্যয় = বলাই >) লাই = ওয়ালাই।

সং বারিবাহ, 'বারি' শব্দের অর্থ জল এবং 'বাহ' শব্দের অর্থ বহনকারী। বারি ✓বা > ওয়া+বাহ বা বহন করা অর্থে তুই = ওয়াতুই - বারিবাহ, মেঘ। 'তুই' দ্বারা গঠিত অনুরূপ কক-বরক জোড় কলম শব্দ হল তুই+তুন (= তুইতুন, তিতুন - বহন করে পৌঁছে দেওয়া।

বর ভাষায় বাঁশকে 'ঔয়া' এবং শূকরকে 'অমা' বলা হয়। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে উচ্চার্য অন্তঃস্থ ব-কে ওয়-রূপে উচ্চারণের মতো নয় আবার আধুনিক কক-বরকের ওয়া বা উা-র মতোও নয়। বরতে কখনো মধ্যস্থিত ব-এর ৱ (ওয়) রূপটি রক্ষিত হয়েছে।

যেমন, (রু) ব্রাথী(< বাঁদী)। কিংবা কক-বরক ওয়ার (< অআর, দন্তস্ফুট করা) শব্দটিও খানিকটা পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, চৈমা ওরনাই (কুকুরে কামড়ানো)। কাজেই কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই দেবনাগরী অন্তঃস্থ ব্র-এব উচ্চারণ যথাযথ রক্ষিত হয়নি। মৈতৈ (মণিপুরী) ভাষায় বর্ণটিব আকৃতি এবং উচ্চারণ যেমন হবে - ওক (শূকর), ব্রা(বাঁশ)। আত্মকরণের স্বার্থে কখনো বর্ণের উচ্চারণ বিকরণ জাতরূপ গৃহীত হতে পারে।

ঔ [au, অ+ও] ঃ এ যৌগিক স্বরটির পাণিনির যুগে সাধাবণভাবে উচ্চাবণ ছিল [a:u]। বাংলা ও আসামে স্বরটি [ou] রূপে উচ্চারিত হচ্ছে। কক-বরকেও এ বর্ণটিব উচ্চারণ বাংলা ও আসামের অনুরূপ।

আধুনিক কক-বরকে বর্ণটির অস্তিত্ব বলতে গেলে নেই-ই। রাধামোহন ঠাকুরের 'কক-বরকমা' পুস্তকের বর্ণ সংস্থানে এটির স্থান হলেও অভিধানে পদাদি এবং পদান্তিকে ঔ যুক্ত একটি শব্দও সংযোজিত হয়নি। 'কগ-বরক ছারীঙ' পুস্তকে বর্ণটি বর্জিত হয়েছে। ভাষায় বর্ণটির সহগ প্রতীকও খুঁজে পাওয়া যায় না।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ঔ এবং সহগ প্রতীকের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

'ঔচুগ' ১ (এত পরিমান, এতটুকু) ঃ পদের আদিস্থিত ঔ উপসর্গরূপে ব্যবহৃত। ঔচুগ শব্দটির ক্রম বিবর্ত্তনেব রূপ হল ঔচুগ > সম্ভবতঃ মধ্যবর্ত্তীরূপ ওসুক > আধু. আসুক। উপ. আ+✓সু (< সং শুল্ব ✓শু, পবিমাপ কবা)+ক। প্রচীনরূপ ঔচুগ-এর ঔ উপসর্গ এবং ধাতুপদ ✓চু মাগধী পূর্বী প্রাকৃতেব প্রভাবে (শু, সু >) চু-তে পরিবর্ত্তিত। পদান্তিক গ-সংস্কৃত ক-প্রত্যয় গ-তে প্রতিবর্ণীকৃত। কক-বরকে পবিমাপ বাচক সু(মাপা) বুসুক (কত পরিমান) ইত্যাদি শব্দগুলো শুল্ব (পরিমাপ করা) শব্দ থেকে বুৎপন্ন হয়ে উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে নুতন শব্দ গঠন করে। বর ভাষায় ইন্দো-এরিয়ান ভাষার সোষ্মবর্ণ সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চ-তে পরিবর্ত্তিত।

কতোঔ ২ (কন্ঠে) ঃ উপ. ক+(সংকন্ঠ ✓ঠ >)✓ত, উচ্চারণে তো +ঔ প্রত্যয় = কতোঔ। আধু. কতগী।

চৌঅক ১৯ (মদ্য) ঃ প্রচীনকালে জউ বা যবের মণ্ড থেকে মদ্য তৈরী হতো বলে একে জউ (দেশজ বাংলায় 'জাউ' মণ্ডের মতো ভাত) বলা হতো। কক-বরক চুয়াক এবং বর জৌও শব্দটিও জউ থেকে জাত।

বুৎপত্তি ঃ দে. বাং জউ > কব. চৌঅ/চৌঅক > আধু. চুআক (প্রতি. =

চুয়াক)। ঔ > উ। পদমধ্যে স্বার্থিকভাবে আ এবং পদান্তে ক প্রত্যয় যুক্ত। অপর শব্দ চুআরক। 'জউ' থেকে উৎপন্ন আরক (নির্যাস, রস, চোয়ান মদ্য)।

আচৌগ ২১ (বসা) ঃ সং ✓আস্ > ✓আচ্, স্বার্থিকভাবে ঔ-কার যুক্ত +গ প্রত্যয় = আচৌগ > আধু. আচুক।

তাছাড়া মন্ত্রে অন্যান্য ঔ-কার যুক্ত পদও রয়েছে। যেমন, দৌ৬, দৌগচি ১৩, নৌখন্তাই ১৪, খেরৌ ২৩ ইত্যাদি।

বর ভাষাতে পদ্যাদিতে ঔ এবং সহগ প্রতীক ঔ-কার ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, ঔয়া (বাঁশ)। সহগ প্রতীক ঔ-কার ঃ থাইজৌও [গোটা ✓টা > ✓থা+ই প্রত্যয় >] থাই+ [চ্যূত ✓চূ > প্রতি. জ স্বার্থিক ঔ-কার যোগে ✓জৌ+ ও প্রত্যয় >] জৌও = থাইজৌও - চ্যূতফল, আম্রগোটা, আম্রফল। জউ > জৌও -মদ্য। মৈসু (< বাং মহিষ) কব. মিসিপ। ফান দলৌ (বাং. লংকা), কব.মছ।

ং [m] **অনুস্বার** ঃ অপর স্বরধ্বনির আশ্রয় ব্যতিরেকে এটি উচ্চারিত হতে পারে না বলে এটিকে অযোগবাহ ধ্বনি বলা হয়। সংস্কৃতে ং অনুস্বার যে স্বরধ্বনির আশ্রয়ে এসে বসত তাকে খানিকটা সানুনাসিক করত।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ং অনুস্বার ধ্বনির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু তার রূপগত আকৃতি আধুনিক বাংলা বা কক-বরকের মতো নয়; সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ। যেমন, আমাসা°গ্রোমা (মাতা সাংগ্রোমা), মখা° (= মুখাং, মুখ), কাছি°(কাইছিং, কাছিম), না°নাই(নাংনাই, লাগবে), নখু°(নুখুং, ঘর, সংসার) ইত্যাদি।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের তৃতীয় শ্লোকের দুটি পংক্তিতে পিতৃতর্পণ এবং সূর্য প্রণামের মন্ত্রগুলোতে বাংলা বর্ণমালায় অনুসৃত অনুস্বারের লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন, সংকাশং, মহাদ্যুতিং, আব্রহ্মান্তস্ত পর্যন্তং ইত্যাদি।

অপর ভাষা থেকে শব্দ আত্মকরণের ক্ষেত্রে কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই ং অনুস্বার ধ্বনিটির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। উভয় ভাষাতেই ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে সানুনাসিক ধ্বনিগুলো দ্বারা গঠিত একটা বিশেষ সূত্র আলোচনা করতঃ অগ্রসর হতে হবে। সূত্র ঃ ং অনুস্বার = ঁ চন্দ্রবিন্দু = ঙ = ঞ = ন = ম। (৭নং সূত্র, ধ্বনি পরিবর্তন)।

প্রাকৃত ভাষা আলোচনায় জানা যায়, প্রাকৃতে অন্যান্য অনুনাসিক বর্ণও প্রায়ই অনুস্বার দিয়ে লিখা হত। যেমন, পংচ = পঞ্চ, সংখ = সঙ্খ, দংড = দণ্ড, জংবু = জম্বু (ভূমিকা, প্রাকৃত প্রবেশিকা - উলনার)।

কক-বরক এবং বর উভয় ভাষা থেকেই ং অনুস্বারের স্বার্থিক প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। যেমন,

বাং তেঁতুল > প্রা. বাং তেনতলী, অস, তেঁতেলী > কব. প্রতি. থেনব্রুই। বব থেনথেলেং, থিনথিলিং। ত > থ, ঁ চন্দ্রবিন্দু = ন।

বাং তুলসী > কব. তুলছি। বর. থুরংচি। ত > থ, ল > র। স্বার্থিক অনুস্বার। স > চ।

বাং বালতি > বর. বালটিং, কব. বালতিং।

বাং নারকল > বব. নালেংখব.। বাং নারিকেল > কব. নারিকারা। ব > ল, স্বার্থিক অনুস্বার। ক > খ, ল > র। বাং পিতল > কব. পিতং। স্বার্থিক অনুস্বার। বর. পিতলাই।

বাং কাছিম > কব. কাছিং। বর. কাছেও। ম > ং

সং ভ্রমর > দে. বাং. বম্বরাই > কব. বংরাই। ম > ং, আই প্রত্যয়। বর. বেবে খংখ্রমা। সং সংযম > পা.লি. সমজম ৩৩। ং > ম।

কব. মান (পারা, পাওয়া) শব্দ অতীত কালে 'মানখা' হওয়া উচিত।

কিন্তু কোথাও 'মাংখা' (ক্ভাল কথমা, ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা) ন > ং। এ পরিবর্তন সার্বিক নয়।

সং বন > বব. বন-জ্বালানী কাঠ > কব. বল - জ্বালানী কাঠ। ন > ল। কব. বল+ঙ (ং) = বলঙ (বন)। ঙ বা অনুস্বার এ স্থলে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে স্বার্থিক প্রয়োগ। কিন্তু কোন কোন স্থলে ব্যাপ্তি, নিরবচ্ছিন্নতা বুঝাতেও ঙ বা অনুস্বার যুক্ত হতে পাবে। 'বল' শব্দের সহিত অনুনাসিক ধ্বনি অনুস্বার বা ঙ যুক্ত হওয়াতে ব্যাপ্তি বা নিরবচ্ছিন্নতা বুঝানোর কারণ হিসাবে তিনটি কক-বরক শব্দ নিয়ে খানিকটা তুলনা মূলক আলোচনা করা যেতে পারে। শব্দ তিনটি হলো বুফা (পিতা), বুফাঙ (গাছ) এবং বুফাম (চর্বি)। যদিও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বুফাঙ শব্দের পদান্তিক ঙ-কে স্বার্থিক প্রয়োগ এবং বুফাম শব্দের অন্তঃস্থিত ম-কে প্রত্যয়রূপে চিহ্নিত করা উচিত, তবুও উদ্ধৃত সূত্রানুসারে শব্দ ত্রয়ের গঠন প্রণালী বিচার করলে কোথাও যেন একটা অন্তর্নিহিত গূঢ় দার্শনিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। এ অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পেতে হলে প্রথমেই শব্দত্রয়ের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বুফা ঃ উপ. বু+(সং পিতৃন √প >) প্রতি. √ফ+স্বার্থিক আ-কার যোগে ফা = বুফা। প্রা. কক-বরকে 'পা' শব্দের অর্থ ছিল 'পিতৃসম পালনকারী' অর্থে রাজা।

উদা. ধর্মপা। পরবর্ত্তীকালে পা > ফা। উদা. রত্নফা। আধু. কক-বরকে সাধারণ্যে পিতা অর্থে ‘বা’। প > ফ > ব।

বুফাগু (= ং) ঃ উপ. বু + (সংপাদপ ✓পা >) প্রতি. ✓ফা+গু স্বার্থিক প্রত্যয় = বুফাগু, গাছ।

বুফাম (চর্বি) ঃ আলোচ্য পদটি দেশজ বাংলা ‘বফা’ (চর্বি) শব্দ থেকে জাত। পদাদিতে স্বার্থিক উ-কার (বু) এবং পদান্তে ম প্রত্যয় যুক্ত এটি একটি আত্মকৃত পদ। এ কারণে পদাদির বু কে উপসর্গরূপে গণ্য করা উচিত। অপরদিকে বু উপসর্গ হলে অন্তঃস্থিত ‘ফাম’ অংশ বুফা এবং বুফাগু শব্দদ্বয়ের উপসর্গ বিযুক্ত যথাক্রমে ফা(বি.) এবং ফাগু (বি.) অংশের মতো বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ক্রিয়া পদরূপে ভাষায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অবশ্য কোন কোন পদ উপসর্গ বিযুক্ত অবস্থায় ভাষায় কখনো ব্যবহৃত না হওয়ারও নিদর্শন রয়েছে।

কাজেই আলোচ্য ‘বুফাম’ শব্দটিকে একটি আত্মকৃত কক-বরক পদ স্বীকার করেই পরবর্তী বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে বুফাম শব্দের বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হবে, উপ. বু+ফা (পিতা, পিতার ন্যায় পালন পোষণকারী)+ম (দেহ পালন পোষণকারী চর্বির কোমলতা বুঝাতে কোমলবর্ণ ম প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত)।

আলোচ্য তিনটি শব্দেই ‘বু’ সাধারণ এবং উপসর্গরূপে ব্যবহৃত। পরবর্ত্তী ধ্বনি ফা-ও তিনটি শব্দেই সাধারণ এবং পিতা বা পালনকারী অর্থে ব্যবহৃত। এই আলোকে বুফা শব্দের অর্থ হলো, পালনকারী, পিতা। এক্ষেত্রে বিশেষ এই যে, পিতা - যিনি তার জীবদ্দশাতেই সন্তানদের পালন পোষণ করে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিক কারণেই পরিসেবার বিরাম ঘটে। তাই সন্তানের প্রতি জন্মদাতা পিতার পরিসেবার ব্যাপ্তি তার জীবদ্দশার স্বল্পকালের সময়সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

অপরদিকে বুফাগু (বৃক্ষ) বা বৃক্ষরূপ পিতার সন্তানরূপী প্রাণীদের পালন-পোষণের কোন প্রকার বিরাম বা ছেদ ঘটে না। জন্মদাতা পিতার পালন পোষণের সময়কাল তার জীবিত কালের সময় সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলেও বৃক্ষরূপ পিতা আমৃত্যু নিরবচ্ছিন্ন পিতৃস্নেহে প্রাণীরূপী সন্তানদের বিভিন্নভাবে প্রতিপালন করে থাকে। এবং এক বৃক্ষরূপী পিতার মৃত্যু হলেও অপর বৃক্ষরূপী পিতা তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে পিতৃস্নেহের ফল্গুধারা প্রাণীকূলের প্রতি প্রতিনিয়তই বর্ষিত হতে থাকে।

ভারতে আর্য সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা কাল থেকেই হাজার হাজার বছর ধরে সনাতন ধর্মের বেদ উপনিষদের সর্বত্র প্রকৃতি বন্দনা, বৃক্ষপূজা এবং বৃক্ষকে

কেন্দ্র করে মহার্ঘ সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। প্রাণীকূলের প্রতি বৃক্ষজাতির এহেন নিবিড় পরিসেবার 'নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি' লক্ষ্য করেই হয়ত বুফাঙ শব্দের সহিত ঙ(= ং) যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বুফা (পিতা) শব্দের সহিত হয়নি।

সাত নং সূত্রানুযায়ী বুফাম (চর্বি) শব্দের পদান্তিক ম-বর্ণটিও অন্যান্য অনুনাসিক বর্ণের সমার্থক। এ থেকে বলা যায়, ম-তেও ঙ এবং ং অনুস্বারের ন্যায় 'নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি' অর্থের দ্যোতনা সুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান রয়েছে। এস্থলে স্নেহজাতীয় কোমলবস্তু প্রাণীদেহের চর্বিও প্রাণী বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যক বস্তু। অতিরিক্ত চর্বি স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, চর্বিহীনতাও তেমনি ক্ষতিকর। কেননা, চর্বি প্রাণীর জীবৎকালে দেহের উত্তাপ বজায় রাখতে এবং সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক। তাই যে কোন প্রাণীর পক্ষে তার দেহাভ্যন্তরস্থিত স্নেহ পদার্থ তার জীবৎকালের সময় সীমার মধ্যে পিতার ন্যায় দেহকে পালন-পোষণ করে থাকে। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই হয়ত দেহাভ্যন্তরস্থিত চর্বিকে পিতার চেয়ে উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং বুফা (পিতা) শব্দের সহিত ম-বর্ণটি প্রত্যয়রূপে যুক্ত হয়েছে।

তান্ত্রিক শাস্ত্রানুযায়ী ং(= ঙ) অনুস্বাব ঁ চন্দ্রবিন্দু এবং বিসর্গ তিনটি অযোগবাহ ধ্বনির বিশেষ অর্থ রয়েছে। ং অনুস্বারের তান্ত্রিক শাস্ত্রানুমোদিত অর্থ হলো, ক্লেশ নিবারণ, দুঃখ হরণ, সুখদাতা এবং দুঃখহরণ।

কক-বরকের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত অনুনাসিক বর্ণগুলোর তান্ত্রিক শাস্ত্রানুযায়ী অর্থপূর্ণ প্রয়োগ পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোর কোন কোন স্থলেই সম্ভব হতে পারে, সর্বত্র নয়। বলঙ (বন) আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি দাতা দুঃখহারী বলেই এস্থলে পদান্তিক ঙ(= ং)-এর তান্ত্রিক শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থ নির্দ্ধারণ সম্ভব।

কক-বরক এবং বর ভাষা বিশ্লেষণে দেখা গেছে ং অনুস্বার = ঙ = ঁ চন্দ্রবিন্দু = ঞ = ন = ম ধ্বনিগুলো একটি অপরটির পরিপূরক - একটি অপরটির প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। কিন্তু কগ-বরক ছীরীগু- এ দেখা যায় দশরথ দেববর্মা সমুচ্চারিত একই শব্দের সহিত কোথাও কোথাও অনুস্বার, কোথাও ঙ দিয়ে অর্থের প্রভেদ দেখিয়েছেন। যেমন, নুখুং - ঘরের ছাদ, নুখুঙ - সংসার। থাং - যাওয়া, থাঙ-বেঁচে থাকা। খুব সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখলে উদ্ধৃত দু'জোড়া শব্দের মধ্যে প্রথম জোড়ার দুটি শব্দের দু'ধরনের অর্থের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত মিল রয়েছে। দ্বিতীয় জোড়ার ক্ষেত্রেও তাই।

প্রকৃতপক্ষে কক-বরকের এ জাতীয় শব্দগুলো বিভিন্নসূত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে কখনো প্রত্যয়, উপসর্গ কিংবা স্বার্থিকভাবে ং অনুস্বার অথবা ঙ যুক্ত হয়ে একইরূপ নিয়েছে। এরফলে অর্থের প্রভেদ হলেও বানানের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রভেদ হওয়া

উচিত নয়। তদুপরি ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ঙ এবং ং অনুস্বার একই ধ্বনি মূল্য বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ, বলঙ (বন) এবং বালতিঙ (বর. বাল্টিং - বালতি) শব্দ দুটিরও ঙ স্থলে ং অনুস্বার যুক্ত হলে উচ্চারণে সামান্য হেরফের হলেও অর্থের যেমন তারতম্য হয় না; তেমনি নুখুঙ এবং থাঙ শব্দের ক্ষেত্রেও অবশ্যই তা' হবে। অপর একটি শব্দ নুঙ -এর ক্ষেত্রেও তাই-ই হবে। নুঙ শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হতে পারে। নুঙ-ডাকা (বর. লেংহর, ল = ন), নুঙ-পানকরা (পা.লি. নং, বর. লুঙ, ল = ন), নুঙ-তুমি (বর. নং, নাং)। এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে ঙ স্থলে ং অনুস্বার হলে কিংবা হ্রস্ব উ-কার স্থলে খাকসা (ৗ) যুক্ত হলেও অর্থের কিছুমাত্র তারতম্য হবে না, শব্দের ক্রম বিবর্তনে-যা নাকি খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া একই শব্দের তিন প্রকার অর্থ হলে প্রথম দুটির ক্ষেত্রে না হয় ং অনুস্বার বা ঙ যোগে বিভিন্নার্থ প্রকাশ করা গেল, কিন্তু তৃতীয় অর্থ প্রকাশক শব্দটির ক্ষেত্রে কোন অনুনাসিক ধ্বনি যুক্ত হবে - তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। কোন কোন কক-বরক শব্দের আবার তিনের অধিক অর্থও রয়েছে; সে সমস্ত ক্ষেত্রেই বা প্রভেদ দেখানোর পদ্ধতি কি হবে বিচার করা প্রয়োজন। (সমুচ্চারিত শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

এ জাতীয় শব্দগুলোর বানানের বিভিন্নতা প্রকাশের জন্য স্থল বিশেষে ং অনুস্বার এবং ঙ-এর প্রয়োগ বানানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিপর্যয় ডেকে আনবে - শিক্ষার্থিগণ বিভ্রান্ত হবেন। সর্বোপরি লেখার গতিশীলতা ব্যাহত হবে। এ জাতীয় ব্যবহারিক অসুবিধা সমূহ দূরীকরণের জন্য অনুনাসিক ব্যবহারের একটা সুস্পষ্ট নিয়ম থাকা প্রয়োজন। নিয়মটা হলো, অনুস্বার অন্তক কোন পদের অন্তে অপর কোন ধ্বনি আগম হলে ং-এর স্থলে ঙ হবে। যেমন, নুং বর থাং ? (তুমি কোথায় যাও ?) - আংবাজারী থাঙৗ (আমি বাজারে যাই)। পদান্তিক এই ঙ-র সংগে খাকসা (ৗ), আ-কার, ই-কারও যুক্ত হতে পারে। এরফলে পদান্তিক অতিরিক্ত গ, এবং অসুবিধা জনক আলিফ শ্রুতিও বর্জন করা সম্ভব হবে। যেমন,

বর্তমানে যা আছে	যা' হবে
থাঙগ'	থাঙৗ (যায়, বাঁচে)
থাঙগানী, থাঙগানু	থাঙানী (যাবে, বাঁচবে)
থাঙগয়া	থাঙিয়া (যায় না, বাঁচে না)
থাঙলয়া	থাঙলিয়া (যায় নি, বাঁচে নি)
থাঙগয়াখ'	থাঙিয়াখৗ (যায় নি, বাঁচে নি)

বর্তমানে যা আছে	. যা’ হবে
বলগুগ’	বলঙী (বনে)
বচাগুগ’	বচাঙী (কোলে)
বিসিংগ’	বিসিঙী (মধ্যে)

এ প্রসঙ্গে অনুধাবন যোগ্য যে রাধা মোহন ঠাকুব একই শব্দের সঙ্গে কোথাও ং অনুস্বাব কিংবা কোথাও ঙ যুক্ত করে কগ-বরক ছীবীঙ -এর মতো অর্থের প্রভেদ দেখাননি । সর্বত্র অনুস্বার ব্যবহার করেছেন।

ঁ **চন্দ্রবিন্দু ঃ** এটিও একটি অযোগবাহ বর্ণ। ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম-এর অপভ্রংশে চন্দ্রবিন্দুর উৎপত্তি। বর্ণ এই অর্থে যে এটি অপর একটি ব্যঞ্জনবর্ণেব প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। সংস্কৃতে ও বাংলায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, সং চন্দ্র > বাং চাঁদ। সং স্কন্ধ > বাং কাঁধ। সং হংস > বাং হাঁস।

পাণ্ডুলিপিব মন্ত্রগুলোতে একমাত্র সাঁইত্রিশ নং শ্লোকে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত একটি পদ (খাঁড়াঁইতে = খাংরাঁইতে) রয়েছে। এছাড়াঅন্যান্য শ্লোকে প্রণব মন্ত্র (ওঁ) যেখানে রয়েছে সেখানেই চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার অপরিহার্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। অপর দু’ একটি স্থলে অৰ্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রের উপর যে চিহ্ন দেখা যায়, তা’ চন্দ্র বিন্দুর অনুরূপ হলেও বর্ণমালায় ব্যবহৃত চন্দ্র বিন্দু নয়; ওটি তান্ত্রিক চন্দ্রবিন্দু। এটির তান্ত্রিক শাস্ত্রানুমোদিত স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা বয়েছে।

বাধা মোহন ঠাকুর কক-বরকমা পুস্তকে কক-বরক বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং ত্রৈপুর ভাষাভিধানে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দও সংকলিত করেছেন। যেমন, বাঁজী < বাং বাঁজা < সং বন্ধ্যা। বন্ধ্যা স্ত্রীলোক। ঈ-কার স্ত্রী লিঙ্গ সূচক প্রত্যয়।

কেঁক্বাই, কেংগাই < প্রাদেশিক বাং কোঁকান, কেঁকান, কাতর ধ্বনি করা।

ঁ চন্দ্রবিন্দু স্থলে কখনো ং অনুস্বার। ক > গ, ই-প্রত্যয়।

দশরথ দেববর্মা কগ-বরক ছীরীঙ পুস্তকের বর্ণমালায় ঁ চন্দ্র বিন্দু অন্তর্ভুক্ত করেননি। কিন্তু পুস্তকাভ্যন্তরে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত পদ রয়েছে। যেমন, কগমাঁয়া (কগ+মানয়া) - বোবা। (৪৪ পৃঃ)।

কক-বরকমা রচনার পরবর্তী কাল থেকে অধুনালুপ্ত কক-বরক সাহিত্য পত্রিকা ক্তাল কথমা (প্রথম প্রকাশ ১৩৬ত্রিং, সম্পাদক ঁ সুধন্বা দেববর্মা) এবং কগ-বরক ছীরীঙ - এর বচনাকাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল যদিও কক-বরক সাহিত্য চর্চা খুব

একটা উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি, তথাপি একথা স্বীকার করতেই হয় যে - এ সময় সীমার মধ্যে ভাষাভাষী জনগণের মুখে মুখে স্বাভাবিক কারণেই শব্দের উচ্চারণে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। রাধা মোহন ঠাকুরের পুস্তক সমূহে অনুসৃত বানানের তুলনা মূলক আলোচনা করলেই একথার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়।

প্রাচীন রূপ	আধুনিক রূপ
মানিয়া, মানয়া	মাঁয়া, মাঁইয়া (পারি না, পাই না)
(চা) খামুন	(চা) খামুন (চা) খামুঁ (খেতাম)। ন =
(চা) থন	(চা) থুন, (চা) থুঁ (থাক)। ন = ঁ
ওয়াঞ্ছা	ওয়ানছা, কদাচিৎ ওঁয়াছা। ঞ = ন =

বহুল ব্যবহৃত কক-বরক 'মান' (পারা, পাওয়া) শব্দটি যখন ইয়া, লিয়া, ইয়াখী প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করে - তখন ন-এর অস্তিত্ব বুঝানোর জন্য ঁ চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন, মান+ইয়া = মাঁইয়া, মান+লিয়া = মাঁলিয়া। মান+ইয়াখী = মাঁইয়াখী।

তাছাড়া কতগুলো ক্ষেত্রে ভাষায় চন্দ্র বিন্দুর সুস্পষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, হঁহি, উঁহি ইত্যাদি। উল্লিখিত পদগুলোর বিবর্ত্তনের ধারাটি লক্ষ্য করলেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, চন্দ্রবিন্দু কক-বরক বর্ণমালায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

ঃ **বিসর্গ [h]** ঃ বিসর্গ হলোএকটি অযোগবাহ বর্ণ। বিসর্গের উচ্চারণ সাধারণতঃ পূর্বস্বরের উচ্চারণ স্থান অনুসারে উচ্চারিত হয় বলে একে 'আশ্রয়-স্থান-ভাগী' বর্ণও বলা হয়।

পাণ্ডুলিপির এক নং এবং উনচল্লিশ নং শ্লোকে দুটি সংস্কৃত মন্ত্রাংশ বিশ্লেষণ করতঃ শুদ্ধরূপে পাঠ করলে কক-বরকে বিসর্গের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, ওঁ নমা সিদ্ধি ৩৯ (শুদ্ধ পাঠ ওঁ নমো সিদ্ধি) এবং ওঁ না°ক্ষা পুর্ব্বনা ১ (শুদ্ধ পাঠ, ওঁ নমো পূর্ব্বনা, পূর্ব পুরুষদের প্রণাম)। তুঃ - পরমঃ ধর্ম্ম ঃ(= পরমো ধর্ম্মঃ) তাছাড়া 'ওঁ নমোঃ' মন্ত্রাংশটিতেও মন্ত্রের বিভিন্ন শ্লোকে পাঁচবার বিসর্গের প্রয়োগ রয়েছে।

পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন চরণের মধ্যবর্ত্তী অংশে বিসর্গরূপী ঃ এই চিহ্নটির ভিন্ন প্রকার তন্ত্র শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা রয়েছে। পাণ্ডুলিপির টীকা দ্রষ্টব্য।

বর ভাষাতে বিসর্গ নেই। রাধা মোহন ঠাকুরের 'কক-বরকমা' পুস্তকেও বিসর্গ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু রিয়াং সম্প্রদায়ের ভাষার দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্ভবতঃ দশরথ দেববর্মা 'কগ-বরক ছাঁরাঁও' পুস্তকে বিসর্গ অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পুস্তকের কোথাও বিসর্গযুক্ত পদের উল্লেখ করেন নি। পুরাণ তিপ্রাদের ভাষা কক-বরকেও বিসর্গের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

।। ব্যঞ্জন বর্ণ ।।

বাংলা বর্ণমালার ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ এবং মুখ বিবরের বিশেষ বিশেষ অংশকে স্পর্শ করে কিংবা ঠোঁটে ঠোঁটে স্পর্শ হয় বলে এদের বলা হয় স্পর্শ বর্ণ। এই স্পর্শ বর্ণগুলোকে আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এই ভাগগুলোকে বলা হয় বর্গ। যেমন, ক-বর্গ - ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ-বর্গ - চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট-বর্গ - ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত-বর্গ - ত, থ, দ, ধ, ন। প-বর্গ - প, ফ, ব, ভ, ম।

কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই প্রতিটি বর্গের পঞ্চমবর্ণ ব্যতীত অপর বর্ণ চতুষ্টয় আত্মকরণের ক্ষেত্রে স্ববর্গের যে কোন একটি বর্ণের স্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতিবর্ণীকরণ হয়ে থাকে। যেমন, সং কুদাল > বাং কোদাল = কব. গোদাল = বর. খদাল। প্রতিবর্ণীকরণ সম্বন্ধে বৈয়াকরণের উক্তি হলো, "অপভ্রংশে স্বরমধ্যবর্ত্তী ক, ত, প লুপ্ত না হয়ে যথাক্রমে গ, দ, ব-তে রূপান্তরিত হয় (হেমচন্দ্র)।" (প্রাকৃত প্রবেশিকা) যেমন, নাঅগু = নায়কঃ অ = য়, ক = গ। আগদো = আগত। দ = ত। সভলউ = সফলকম। ভ = ফ, মহাপ্রাণ। কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই এ জাতীয় প্রতিবর্ণীকরণ ব্যাপক।

ক এবং চ বর্গের পঞ্চম বর্ণ যথাক্রমে ঙ এবং ঞ অনুনাসিক বর্ণ বলে এ বর্ণ দুটি অপরাপর অনুনাসিক ধ্বনির যে কোন একটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ ং = ঁ = ঙ = ঞ = ন (= ণ) = ম। বর্ণ দুটি (ঙ,ঞ) অনুনাসিক ব্যতীত স্ববর্গীয় অপর কোন বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

ক [কন্ঠ্যবর্ণ ঃ K] ঃ ক-বর্গের প্রথম বর্ণ। পাণ্ডুলিপির মন্ত্র রচনার কাল থেকেই কক-বরকে বর্ণটি কোথাও উপসর্গ এবং কোথাও প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মন্ত্রে উপসর্গরূপে ক-এর ব্যবহার।

কা/রান ১,(শুষ্ক), ক/চাগ ১ (লাল), ক/ছম ১ (কালো), ক/তর ১৮ (বড়), কা/হাম ১৮ (ভাল), ক/চার ১৯ (মধ্য), ক/থার ৯ (পবিত্র) ইত্যাদি।

মন্ত্র রচনার কালে আত্মকরণের স্বার্থে কোথাও ক-স্থলে গ-ব্যবহৃত হতো। আবার কোথাও ক কিংবা গ কোনটিই ব্যবহৃত হয়নি।

মন্ত্রে ক স্থলে গ প্রত্যয়ের ব্যবহার।আচো/গ ২১ (= আচুক, বসা), ছাগ ১৫ (= সাক, শরীর), হি/গ ১৫ (= হিক,স্ত্রী)।

পরবর্ত্তীকালে রাধামোহন ঠাকুরের পুস্তকেই এ সম্বন্ধে আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। ক-উপসর্গ এবং ক প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

খ [ক্+হ, K^h] ঃ ব্যঞ্জন বর্ণের এটি দ্বিতীয় বর্ণ। প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি সাধারণতঃ হ-তে পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন, খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ > হ। কক-বরকেও শব্দ গঠনে এ নিয়মের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কক-বরকে হাঁ বাচক অতীত কালের ক্রিয়া প্রত্যয় হলো 'খা'। রিয়াং ভাষায় তা হলো 'হা'। হিন্দীতে 'থা'। এ স্থলে একটি মহাপ্রাণ বর্ণের স্থলে অপর একটি মহাপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কক-বরকে অতীক কাল সূচক প্রত্যয় 'খ' হয়। যেমন, তগু খ (ছিল), ফাইয়া খ (আসে নি), রহইয়া খ (পাঠায়নি) ইত্যাদি। প্রতিটি শব্দের অন্তস্থিত খ অতীতকালসূচক ভাব প্রকাশক। কক-বরকে হাঁ বাচক অতীত কাল সূচক প্রত্যয়ের উৎপত্তি হলো, পালির অতীতকাল (Past tense) সূচক শব্দ পরোকখ (✓খ) এবং পরোকখা (✓খা) থেকে।

গ ঃ ক-বর্গের তৃতীয় বর্ণ। অল্প প্রাণ (Unaspirated) ঘোষ বর্ণ (Voiced)। পাণ্ডুলিপির কোথাও এটি আধুনিক কক-বরকের 'ক' প্রত্যয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন, ঔচু/গ ১(= আসুক, এত পরিমান), ফুনু/গ (= ফুনুক, দেখানো), আচো/গ ২১(= আচুক, বসা), ছা/গ ১৫ (= সাক, শরীর), হি/গ ১৫ (= হিক, স্ত্রী) ইত্যাদি।

বর ভাষায় পাণ্ডুলিপির গ-প্রত্যয় রক্ষিত হয়নি; তৎপরিবর্তে 'আও' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কক-বরকে 'আও' প্রত্যয় স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে ক-প্রত্যয়। যেমন, বর. গলাও = কল/ক (লম্বা), বর. গথাও = কথ/ক্(স্বাদ), বর. দাওলা = তক (= গ) লা (মোরগ) ইত্যাদি। কক-বরকে একমাত্র 'আও' (হা-অর্থে) শব্দে 'আও' প্রত্যয়ের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, হ > অ+আও = আও- হা।

কক-বরকে ক-উপসর্গ বরতে গ উপসর্গ। ক = গ। যেমন, ক/লক = গ/লাও (লম্বা), ক/থক = গ/থাও (স্বাদ), ক/বাক = গবা (আলিঙ্গণ করা), ক/বা = গ/বা (বমন করা), কু/ফুর = গু/ফুৎ, গু/ফুর(শ্বেতবর্ণ), ক/সম = গ/চম (কাল), ক/চাক, কা/চাক = গ'জা (লাল)। প্রতিবর্ণীকরণ অংশ দ্রষ্টব্য।

ঘ [গ্+হ] ঃ ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। ঘোষ (Voiced) মহাপ্রাণ (Aspirated) বর্ণ। রাধা মোহন ঠাকুরের পুস্তকে বর্গের চতুর্থ বর্ণ সমূহ (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) পরিত্যক্ত হয়েছে। দশরথ দেববর্মার পুস্তকেও ঘ বর্জিত হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে ঘ-যুক্ত পদ রয়েছে। যেমন, ঘনটা জাগরূমে ২৫ (ঘন্টা বাদন দ্বারা জাগিয়ে), ঘনটাচা কারমনি ২৬ (ঘন্টা ত্যাগ করা হলো)।

ইন্দো-এরিয়ান ভাষার শাখা ভাষা সমূহ এবং দেশজ বাংলা, প্রাকৃত যে কোন ভাষা থেকে ঘ-যুক্ত যে সমস্ত পদ কক-বরকে গৃহীত হয়েছে ; সে সমস্ত পদের ক্ষেত্রে ঘ-এর স্থলে সাধারণতঃ স্ববর্গের অপর বর্ণ সমূহ (এক নং সূত্রানুযায়ী) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, বাং ঘোরা, ঘুরি > গুরি (এদিক-ওদিক চলাফেরা করা); সং ঘাট > গাতি (ঘাট)। বাং ঘের > কের (বন্ধনী, বেষ্টন)। দেশজ বাং ঘূক > খুক (তাও+খুক = তাখুক, পেঁচা)। সং ঘর > গাইরিঙ (= ং)। (গ+আই প্রত্যয+ি, ই-কার প্রত্যয়+র+ঙ(= ং) স্বার্থিক প্রত্যয়)। প্রত্যয় সমূহ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে 'গর'। এবার ঘর > গর। ঘ = গ প্রতিবর্ণীকরণ।

ঙ [ŋ] ঃ ক-বর্গের পঞ্চমবর্ণ। এর স্বাভাবিক উচ্চারণ উ+অ-এর মতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বর্ণটি ং অনুস্বারের মতো উচ্চারিত হয়। এর উচ্চারণ ইংরেজী Sing শব্দের ng-এর মতো। বর্ণটি ক-বর্গস্থিত হলেও ক-বর্গের অপরাপর বর্ণের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় না। এটি ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত এবং অপর অনুনাসিকের সমতুল্য।

সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় এ বর্ণটি কখনো পদাদি, পদমধ্যে এবং পদান্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ঙীষ, তিঙ, তিঙন্ত, সাঙি, লুঙ ইত্যাদি। (সং ও প্রা. ভাষার ক্রম বিকাশ)।

পাণ্ডুলিপিতে ন-এর স্থলে পদাদিতে ঙ ব্যবহৃত। যেমন, ঙ মানি, ঙফানি (= নমানি, নফানি) ২১, ২৩, ২৭ (তোমার মায়ের, তোমার বাবার), ঙজিনি(= নজিনি) ১৭ (নিজের)।

পদান্তিক ঙ (= ং) কখনো প্রতিবর্ণীকরণে ম-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আঙ (= ং) < প্রা. বাং আম হে ✓আম। [সংঅস্মদ > অস্মাভিঃ > প্রাকৃত অম্হাহি

> অপভ্রংশ অমহঁহি > প্রাচীন বাংলায় অম হে, অম্ভে, আমহে, আম্ভে > মধ্য বাংলায় আম্‌হে, আমহি > আধুনিক বাংলায় 'আমি'] নঙ (= ং) পালি তং > নং, তুমি। । তুঃ পৈ. প্রাকৃত নেন < সং তেন। ত > ন। অনুস্বার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

চ ঃ ছ [চ, চ্‌+হ = ছ, C, Cʰ] ঃ চ-বর্গের উচ্চারণ স্থান ঘৃষ্ট (Appricates) ধ্বনি। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ পরেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, "ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে চ-বর্গের উচ্চারণে নানারূপ বিকৃতি ঘটেছে। অসমীয়াতে এ বিকৃতি অধিকতর। অসমীয়া চ/ছ হয়েছে [S]এবং জ/ঝ হয়েছে [Z]।

চ-বর্গের এ জাতীয় উচ্চারণ বিকৃতির ছাপ কক-বরক এবং বর ভাষায় অধিকতর সুস্পষ্ট এবং বৈচিত্রময়। কক-বরক পদ সমূহের বুৎপত্তিগত আলোচনায় এ বৈচিত্রকে একটা সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। সূত্র ঃ চ (= স) = ছ (= স) = জ(= স) = ঝ। বিশেষ এই, এখানে সোষ্ম বর্ণ দন্ত -স অপর দুটি সোষ্ম শিশ ধ্বনির (শ, ষ) প্রতিনিধিত্ব করছে। বলা বাহুল্য, বিভিন্নভাষা থেকে চয়িত কক-বরক পদ সমূহের আত্মকরণের ক্ষেত্রেই শুধু এ সূত্র প্রযোজ্য। (চ এবং ছ ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য)।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ঝ ব্যতীত চ-বর্গের প্রতিটি বর্ণের ব্যবহার রয়েছে। যেমন,

চ ঃ ঔচুগ ১ (এত পরিমান), কচাগ ১ (লাল), আচোগনানি ২১ (বসার জন্য) যাচাইখা ১৩ (= আচাইখা, জন্ম গ্রহণ করেছে, জেগেছে), চায়াঐ ৭ (না খেয়ে), আচাইথুঙ্গঁ (জন্মগ্রহণ করুক , জাগুক)।

ছ ঃ ছেমা ৩০ (নিদর্শন, লক্ষণ), ওানছৰানি বছা ২ (বাঙ্গালীদের সন্তান), লামছৰাইনি বছা ২ (পথিকদের সন্তান)।

ত্রৈপুর ভাষাভিধানে (রাধা মোহন ঠাকুর) এবং কগ-বরক ছীরীঙ (দশরথ দেববর্মা) পুস্তক দুটিতে চ/ছ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

জ ঃঝ [জ্‌+হ = ঝ] ঃ বর্ণ দুটি চ-বর্গের অন্তর্গত তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ। বর্ণ দুটির উচ্চারণ তালব্য ঘৃষ্টধ্বনি ।পাণ্ডুলিপিতে ঝ নেই, কিন্তু জ-এর উচ্চারণ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। উদা. রাজানি ১৫ (রাজার), তাওজানা ১৭(মোরগ),. পুঞ্জোআ ১৭ (পাঁঠা), জাগৰঐ ২৫ (জাগিয়ে)।

ত্রৈপুর ভাষাভিধান এবং কগ-বরক ছীরীঙ উভয় পুস্তকেই জ-রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু উভয় পুস্তকেই ঝ অনুপস্থিত। প্রতিটি বর্গের চতুর্থ বর্ণের ন্যায় এটিও কক-বরকে পরিত্যক্ত হয়েছে। ঝ-এর পরিবর্ত্তে কক-বরকে স্ববর্গস্থিত বর্ণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঝ > জ।

বাং ঝিঙ্গা > জেংগা। বাং ঝোলা > জুনা। বাং বোঝা > পজা। বাং সাঁঝ > সানজা।

ঝ > চ।

বাং বুঝা > বুচি (হৃদয়ঙ্গম করা)। বাং ঝাড়া ✓ঝ > ✓চ+ক প্রত্যয় = চক শব্দাদি ঝাড়া। বর. চংগ্রায়।

ঞ [n’]ঃ চ-বর্গের পঞ্চম বর্ণ, অনুনাসিক। পৈচাশী প্রাকৃতের মতো 'মাগধী প্রাকৃতেও ণ্য, ন্য, জ্ঞ, ঞ্জ স্থানে ঞ, ঞ হয়' (প্রাকৃত প্রবেশিকা - এ.সি. উলনার) যেমন, পুঞ্ঞঞ = পুণ্য, অঞ্ঞঞ = অন্য, কঞ্ঞঞকা = কন্যাকা। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ন-স্থলে ঞ-এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, ঞাগফা ৭ = নাগফা (সর্পরাজ), ঞাচাই ৯ = নাচাই (জন্ম না হওয়ার পূর্ব থেকে)।

রাধা মোহন ঠাকুরের পুস্তকের বর্ণমালায় ঞ-এর সংস্থান রয়েছে। কিন্তু ঞ বর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়নি। সংযুক্ত বর্ণরূপে অবশ্য ঞ-এর ব্যবহার দেখা যায়। অধুনা এই ঞ কোথাও চন্দ্রবিন্দু, অনুস্বার কিংবা দন্ত ন-তে রূপান্তরিত। যেমন, ওয়াঞ্ছা = ওয়ানছা (ঞ = ন), = ওয়াঁছা (ঞ = ঁ) = 'ওয়াংছা' ? (ঞ = ং) বাঙ্গালীর ছাওয়াল। ছিঞ্জ = ছিনজ (ঞ = ন) ইঁদুর। বাং ইঁদুর > দে. বাং এনদর > বর. এনজর। দ > জ। তুলনীয় আধুনিক বাংলায় 'মিঞা' শব্দের ঞ চন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে মিয়াঁ হয়েছে।

ট-বর্গ ঃ মূর্ধণ্য বর্ণ (Cerebrals) উচ্চারণ কালে মূর্ধাদেশ পৃষ্ট হয় বলে এগুলোকে মূর্ধাণ্য ধ্বনি বলা হয়। ট-বর্গের অন্তর্গত "সংস্কৃতের স্বর মধ্যগত ড্, ঢ্ [d,d’] আধুনিক উচ্চারণে তাড়ন-জাত বা তাড়িত (Flapped) মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে - অর্থাৎ ড়, ঢ় [r, r’], যথা - সং পীডা > পীড়া, দৃঢ > দৃঢ় ইত্যাদি। "এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনা থেকেই শুরু হয়েছে (বিন্দু যুক্ত ড়, ঢ় বাঙলায় নতুন প্রাচীন বাঙলা বা তার আগের বর্ণমালায় নেই)"। সং ও প্রা. ভা. ক্রমবিকাশ - পরেশচন্দ্র।

আধুনিক কক-বরকে মূধণ্য বর্ণ অর্থাৎ ট-বর্গেব বর্ণগুলো উচ্চারণ জনিত কারণে বর্জিত হয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর বলেছেন, "ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে ট, ঠ, ড, ঢ অতিরিক্ত। পার্বত্য প্রদেশ বাসীগণ এ সকল বর্ণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ত, থ, দ, ধ বর্ণ ব্যবহার করে থাকে।"

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে একই অর্থবহ শব্দে ট এবং ত-উভয় বর্গের বর্ণই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কঠার ৯ = কথার ১৯ (পবিত্র), ঢানেখা ৭ = দানেখা ৩০ (দান করেছি)। খানঠী ১৫ = খান্দি ২৫ (খাদা, মৃৎপাত্র)।

প্রাচীন বরতে (মোহিনী মোহন ব্রহ্মের পুস্তকের রচনা কাল পর্যন্ত) ট-বর্গের ব্যবহার হয়নি। আধুনিক বরতে ট-বর্গের প্রায় প্রতিটি বর্ণের ব্যবহার হয়েছে। যেমন, উটগাদো (উট), মিনিট, সেকেণ্ড, ছিমটা (চিমটি), বাইটাল (বাটালী)।

রাধামোহন ঠাকুরের মন্তব্য অনুযায়ী কক-বরকের ট-বর্গের বর্ণগুলোর স্থানে ত-বর্গের বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয়। দশরথ দেববর্মার কগ-বরক ছীরীগু পুস্তকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, ২৮ তা (= টা), স্বরবর্ণ ৭ তা (= টা), ব্যঞ্জনবর্ণ ২১ তা (= টা)।

ভাষা থেকে ট-স্থলে প্রতিবর্ণীকরণে ত-এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন, বাং ঘাট > কব. গাতি। বাং ঘনটা, ঘন্টা > আধু. কব.গণতা। বাং হাট > কব.. হাতি। বাং লেংটা > কব. লাংতা।

সংস্কৃত থেকে আগত অপভ্রংশ স্তরে কোন কোন বাংলা শব্দের ট-বর্গের স্থলে ব বর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কক-বরকেও তার অনুসরণ রয়েছে। ট > ড় (= র)। যেমন, সং ঘোটক > বাং ঘোড়া > বব. ঘরায়, গরাই > কব. কবাই।

সং কটাহ > বাং কড়াই > কব. কাবাই।

সং কর্কট > বাং কাঁকড়া > পা.লি. খাঁড়াই > আধু. কব. খাংরাই। বর. খাংখ্রাই।

সং মর্কট > বব. মখরা > কব. মুখ্রা, বানর।

সং টঙ্ক > বাং টাকা √টা > কব. প্রতি.রা √রা +ং স্বার্থিক অনুস্বার = রাং। বর. থাকা (< টাকা)। বরতে রাং শব্দের অর্থ ধাতু। টাকা ধাতু নির্মিত বলে কক-বরকে রাং অর্থও টাকা হতে পারে। ধাতু অর্থে কক-বরকে দুটি জোড় কলম শব্দ ঃ

ক) রাং - চাক (রাং+চাক)। রাং - ধাতু। চাক - লাল, উজ্জ্বল। লাল বা উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট ধাতু। সোনা।

খ) মাইরাং (মাই+রাং)। মাই -ভাত, খাদ্য। রাং - অর্থ ধাতু। এখানে মাইরাং অর্থে খাদ্য বা ভাত খাবাব নিমিত্ত ধাতু নির্মিত পাত্র বুঝতে হবে।

ট > থ। বর ভাষায় 'টাকা' এবং গাছের 'গোটা' (ফল অর্থে) প্রতিবর্ণীকরণে ট-স্থলে থ হয়। গোটা শব্দ থেকে ধাতুপদ হিসাবে √টা > প্রতিবর্ণীকরণে √থা+(আ)ই প্রত্যয় = থাই বিশেষণ পদ গঠিত। বিশেষণ পদটির ভাষায় প্রয়োগ দেখানো হলো। যেমন, থাইচে থাখা (এক টাকা), থাইনে থাখা (দু' টাকা), থাইথাম থাখা (তিন টাকা) ইত্যাদি। অর্থাৎ এক গোটা, দু'গোটা ইত্যাদিরূপে গণনা করা হয়েছে।

কক-বরকে টাকা বুঝাতে 'থাই' স্থলে 'খক' হয়। গণনার সময় এক সংখ্যা বুঝাতে বর ভাষায় 'চে' কক-বরকে প্রতিবর্ণীকরণে সা (চ > ছ = স) হয়। যেমন, খকসা (এক টাকা), খকনুই (দু' টাকা); খকথাম (তিন টাকা) ইত্যাদি। 'খক' শব্দটি খণ্ড (✓খ+ক প্রত্যয়) শব্দ থেকে জাত। অর্থাৎ একখণ্ড, দু'খণ্ড ইত্যাদিরূপে গণনা।

গোটা (গুটি) বা ফল বুঝাতে বরতে ফি-উপসর্গ যোগে ফিথাই (ফল) হয়। সম্ভবতঃ ফল শব্দ থেকে 'ফ' উপসর্গটি বুৎপন্ন। কক-বরকে প্রতিবর্ণীকরণে স্ববর্গের বর্ণ 'ফি' স্থলে 'ব' উপসর্গ হয়। যেমন, কব. বথাই = বর. ফিথাই - ফল।

ঠ [ট্+হ, t^h] ঃ ট-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। পাণ্ডুলিপি এবং বর ভাষা উভয় স্থানে বর্ণটির উল্লেখ রয়েছে। মন্ত্রে চেগঠাই ২০ (খাওয়ার স্থান), অখা ঠাই ২০ (উনুন বা রান্নার স্থান), আখাঠাই ২১ (উনুনের স্থান) ইত্যাদি। বর ভাষাতে -অন্ঠায় - শিল, পাথর।

কক-বরক এবং বর ভাষায় ঠ = থ = ত হয়। যেমন, সং স্থান > প্রা. ঠাঁই > কব. থাই। পালি ঠা > বর. থা - থাকা। কব. ✓ত (+ ং প্রত্যয়) = তং, থাকা। মানথাই-পাওয়ার স্থান। তংথাই - থাকার স্থান। চাথাই - খাওয়ার স্থান। বরতে - ফাথাই - পাঠান, প্রেরণ করা।

ড [d] ঃ আধুনিক কক-বরকে এ বর্ণটির ব্যবহার নেই। কিন্তু প্রতিবর্ণীকরণের দ্বারা অপর বর্ণের সাহায্যে বর্ণটি ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "বিন্দুযুক্ত ড়, ঢ় প্রাচীন বাংলা বা তার আগের বর্ণমালায় নেই। সংস্কৃতের স্বর মধ্যগত ড, ঢ আধুনিক উচ্চারণে তাড়িত (Flapped) মূর্ধণ্য ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ড়, ঢ়, যথা সং পীডা > পীড়া"। (সং ও প্রা. ভা. ক্রমবিকাশ - পরেশচন্দ্র)। এ, সি উলনারের মতে প্রাচীন বাংলায় ড, ঢ লিখা হলেও তার বহু পূর্ব থেকেই এই ড, ঢ কে ড়, ঢ় রূপে উচ্চারণ করা হতো।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের দু'একস্থানে ড-এর এ জাতীয় ব্যবহার রয়েছে। যেমন, সাঁইত্রিশ নং শ্লোকের "খাঁডাইতে" অংশ পড়তে হবে "খাংড়াইতে" (কাঁকড়ার মতো)।

এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত 'দ্বাদশ' শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সং দ্বাদশ > অপ. দুবাডস, দুবাদস প্রা. বাড্‌হ প্রা. বাং বারহ বাং বার। এ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত দ্বাদশ শব্দের 'দ্বা' অংশটি অপভ্রংশে 'দুবা'-তে রূপান্তরিত। 'দ্বা' এর 'দ' হয়েছে 'দু' এবং অন্তস্থ 'ব' বর্গীয় বা-তে পরিবর্তিত। দ্বাদশের 'দ্বা' অংশটির অন্তঃস্থ ব অংশ বাংলায় বর্গীয় ব-তে পরিবর্তিত। এ প্রক্রিয়াতে সংস্কৃত 'দ্বারা' শব্দটি

থেকে হিন্দীতে 'দোয়ারা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কক-বরকেও অনুরূপ পদ্ধতিতে সংস্কৃত 'দ্বারা' শব্দের ✓বা অংশ, ই প্রত্যয় যোগে 'বাই' (দ্বারা, দিয়ে) হয়েছে। দ্বাদশ শব্দের দ অপভ্রংশে (দ = ড) এবং প্রাকৃত স্তরে প্রতিবর্ণী কারণে ড (দুবাডস > বাড্হ) এবং দন্ত.স, হ-তে পরিবর্ত্তিত। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলায় উক্ত ড (= দ) র-তে পরিবর্ত্তিত।

এই আলোকে বর (ক) শব্দটিরও পুনর্বার বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সংস্কৃতে তিব্বত দেশকে ভোট দেশ বলা হয়। তাই সং ভোট > বদ, বড > বড়, উচ্চারণে বড়ো > বর+ক প্রত্যয় = বরক, বর জাতি বা বর সম্প্রদায়ের লোক। অর্থ প্রসারে মানুষ।

ড প্রতিবর্ণীকরণে কখনো ড > দ, ত হয়।

প্রা. বড্ড ✓ড্ড > বর. উপ.গি+✓দিৎ = গিদিৎ (বড়) > কব. উপ.ক+✓তর = কতর (বড়)। ড = দ, ড = ত, ৎ, ড = র। গিদিৎ শব্দের গি উপসর্গ, সমীভবন। কতর শব্দের ক-উপসর্গ এবং ড্ডপ্রতিবর্ণীকরণে ত এবং র-তে পবিবর্ত্তিত।

ঢ [dʰ] ঃ ট-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। এ বর্ণটিরও কক-বরকে ব্যবহার নেই। বাংলাতেও এ বর্ণটির ব্যবহার সংস্কৃত থেকে আগত শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন, সং দৃঢ > বাং দৃঢ়। সং আষাঢ > আষাঢ়। ঋণকৃত পদগুলোর ক্ষেত্রে এ বর্ণটিও কক-বরকে অবিকৃত থাকা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে এ বর্ণটিও প্রতিবর্ণীকরণের সূত্রানুযায়ী র হয়। যেমন, সং দৃঢ় ✓ঢ় > স্বার্থিক আ-কার যোগে প্রতিবর্ণীকরণে ঢ় > র। উপ. কা+✓রা+ক প্রত্যয় = কারাক, দৃঢ়, শক্ত, কঠিন। সমীভবন।

ণ [ṇ] ঃ কক-ববকে ণ-এর ব্যবহার নেই। "বিশুদ্ধ মূর্ধণ্য ণ-এর ধ্বনি কানে কতকটা ড়ঁ-এর মতো শোনায়।" (সং ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ - পরেশ চন্দ্র)। ইন্দো-এরিয়ান ভাষা গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখার মতো কক-বরকেও মূর্ধণ্য-ণ এবং দন্ত্য ন-এর প্রভেদ রক্ষিত হয়নি।

কক-বরকে সংস্কৃত ণত্ব বিধানের সূত্রগুলো অনুসরণ করা হয়নি বলে পাণ্ডুলিপি সহ সর্বত্র ণ-এর স্থলে দন্ত্য-নই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর, দু'একটি স্থানে মূর্ধণ্য ণ-এর ব্যবহার দেখিয়েছেন। যেমন, ঘরণ - বিশেষণ। কগ-বরক ছীরীও -এ মূর্ধণ্য -ণ বর্জিত হয়েছে।

ত [t] ঃ ত-বর্গের একমাত্র দন্ত-ন ব্যতীত অপরাপর বর্ণগুলো দন্ত স্পর্শ করে উচ্চারিত হয বলে এগুলোব নাম দন্ত বর্ণ (Dentals)। একমাত্র ন-এর উচ্চাবণ স্থান

দন্তমূলীয় (Alveolar)। "বর্তমানে বঙ্গ ভাষা অঞ্চলে যথা, আসামে, হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে, গুজরাটের অঞ্চল বিশেষ মূর্ধণ্য বর্ণ অর্থাৎ ট-বর্গ এবং বিশুদ্ধ দন্তবর্ণ একাকার হয়ে নুতন দন্তমূলীয় বর্ণের সৃষ্টি করেছে।" (সং ও প্রা. ভা. ক্রমবিকাশ -- পরেশচন্দ্র)।

কক-বরক এবং বর ভাষাতেও এ জাতীয় দন্তবর্ণের উচ্চারণ প্রবণতা রয়েছে। যেমন, পা. ঠা (থাকা) > বর. থা। কিন্তু কক-বরক তং (থাকা) < সং তিষ্ঠ ✓ত+ং প্রত্যয় = তং।

কক-বরকের ত-বর্গের বর্ণগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ব বর্গের বর্ণ দ্বারা প্রতিবর্ণীকরণ হয়ে থাকে। যেমন, মূল পদ > কব।

হিং তাপা (উনুন) > থাপা। সং তুরি (মাকু) > থুরি।

বাং তাঁত > থানতি।

দে. বাং তুরুক (মুসলমান) > থুরুক।

প্রাকৃত তং (তুমি) > প্রতিঃ নং। সং ত্বম্ পা. তং, তুবং > প্রা. তং, তুবং, তুমং। কব. নুং (তুমি) এবং বর. নং (= নীং)পালির তং শব্দ প্রতিবর্ণীকরণে নং হয়েছে। স্বার্থিক প্রত্যয় উ-কার যোগে কক-বরকে নুং এবং অধুনা বর ভাষার অনুকরণে নীং হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে 'তুমি' অর্থে নং।

[কক-বরক এবং বর সহ ভারতের বিভিন্ন অনার্য শ্রেণীর ভাষা সমূহে 'তুমি' অর্থে দন্ত্য-ন যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, কব. নুং, নং, বর - নং (= নীং), অরুণাচলের দফলা উপজাতিদের ভাষায় নং, তামিল ভাষায় 'নী' এবং মৈতে ভাষায় নঙ, নহাক ইত্যাদি। সম্ভবতঃ উল্লিখিত ভাষা সমূহের প্রতিটি ক্ষেত্রে পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাবে সংস্কৃত 'ত্বম' শব্দটিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রতিবর্ণীকরণে ত স্থলে ন হয়েছে। পৈশাচী প্রাকৃতে ত > ন হয়। যেমন, সং. তেন > নেন। সং ও প্রা. ভা. ক্রমবিকাশ সূত্র ঃ ২৯, ৩৮।]

প্রাচীন বরতে কতগুলো পদ খণ্ড ৎ (= ত) দিয়ে লিখা হতো। পরবর্ত্তীকালে এ পদগুলোর কোন কোনটির ত স্থলে খণ্ড ৎ (= ত), র-তে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কিংবা কক-বরকে এসে ত-স্থলে ন হয়েছে। যেমন,

প্রা. বর. বিদৎ > আধু. বর. বিদর, বেদর - মাংস। বর. বিদৎ > কব. বাহান। উপ. বি স্থলে বা+(দ > হ) প্রগত সমীভবনে হা+(কৃৎ প্রত্যয় ৎ >) ন = বাহান।

[তুঃ সং উদর >বর.উদৈ ✓দ > কব.বঅক > বহক। উপ.ব+✓অ+ক = বঅক>বহক। দ >অ >হ।ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ। ক প্রত্যয়।বাং দাঁত ✓দাত > বর. প্রতি.হাথায়.(ই)>কব.প্রতি. অআ। দা > হা > আ। (কব.দ >অ, া-কার > আ = অআ]

প্রা. বর. থালিং > আধুনিক বর. থালির > কব. থালিক/থাইলিক, কলা। (বাং গোটা ✓টা >) প্রতি. থা+(সং কদলী ✓লী >) লি+ ক প্রত্যয় = থালিক। ই-প্রত্যয় যোগে থাইলিক, কদলী গোটা বা ফল।

প্রা. বর. বিগুৎ > কব. বুকুব। সং বল্কল ✓ক > উপ. বু+প্রগত সমীভবনে ✓কু+(ৎ >) র = বুকুর।

প্রা. বর.গুফুৎ > আধু. বর. গুফুর > কব. কুফুর, ধবল বর্ণ। ক) সং ধবল ✓বল > প্রতি ✓ফর। উপ. কু+প্রগত সমীভবনে ফুর = কুফুর। খ) গুফুৎ > কুফুর। ৎ > র। হিং সফেদ এবং শ্বেতবর্ণ বলে সং কর্পূর শব্দ থেকেও সাদৃশ্যে 'গুফুৎ' বুৎপন্ন হতে পারে। (ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য)।

থ [ত্+হ, t^h] ঃ ত-বর্গেব দ্বিতীয় বর্ণ। বর্ণটির উচ্চারণ এবং প্রয়োগ কক-ববকে যথাযথ বক্ষিত হয়েছে। সাধাবণতঃ প্রতিবর্ণীকরণে ট-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণেব পবিবর্ত্তে (ঠাই > থাই) এটিব প্রযোগ লক্ষ্য কবা যায়। তাছাড়া নুতন শব্দ গঠনেও বর্ণটিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বয়েছে। যেমন, সং স্থান > প্রা.থাঁন > কব.থানি। বিনি থানি - তাব স্থানে।

সং স্থাপন > প্রা. থাপন > কব. থেপা। হারগ থেপাদি - মাটিগুলো স্থাপন কর। সং স্থিত > অপ. থিত > কব. থিতি। সঞ্চয় করা।

বাং থৈ (তলদেশ স্পর্শ করা) ✓থ+উক প্রত্যয় = থুক্। উপ.কু+থুক = কুথুক, গভীর। বলং কুথুক -গভীর বন। তলদেশ স্পর্শকরা যায় না এমন। সমীভবন। বাং থামা ✓থা + ক প্রত্যয় = থাক, থামা। উপ. বা+থাক = বাথাক, থামা। সমীভবন উপ. ম+থাক = মথাক, গতিহীন করা। নিরস্ত কবা, থামান।

প্রা. বাং বন্দল ✓দল > প্রতি. ✓থর। উপ. ব+থর = বথর, গ্রন্থি, গাঁট। দ > থ, ল > র। ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

দ [d] ঃ ত-বর্গের তৃতীয় বর্ণ। সংস্কৃতে দ-বর্ণটির অর্থ হচ্ছে দেওয়া বা দান করা। কক-বরকে দ প্রতিবর্ণীকরণে র হয়। (১। চ সূত্র)।

দ > র। তুঃ সং উদার > পা. উড়ার।

কক-বরকে দ থেকে বুৎপন্ন র, রি এবং রু ধাতুপদগুলো দান করা বা দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। হ্রস্ব-ই - কার প্রত্যয় যোগে প্রতিবর্ণীকরণে রি (দেওয়া, দান করা) হয়। হ্রস্ব উ-কার প্রত্যয় যোগে রু (দেওয়া, দান করা) হয়। বর. হুর - দান করা, দেওয়া।

সং দণ্ড ✓দণ > রম, উদুখলের পেষণ দণ্ড। দ > র। ণ > ম।

দ+ি-কার প্রত্যয় যোগে 'দি' - আদেশ অনুজ্ঞার্থে দেওয়া অর্থ প্রকাশক। অনুজ্ঞাপক হিসাবে 'দি' পদটি সর্বদা ধাতুপদের অন্তে যুক্ত থেকে কর্ম সম্পাদনে অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে। থাঙদি - যাও, গমন কর। গমনরূপ কার্য সম্পন্ন করণ (দেওয়া ভাবার্থে) বা সম্পাদন করা। চাদি - খাওয়া রূপ কর্ম সম্পাদন করা (দেওযা ভাবার্থে)।

কখনো সামান্য পরিবর্তন ক্রমে আত্মকরণ।

সং দলি > বাং দলা ✓দল > কব. উপ. বু+✓দল = বুদুল, ঢেলা, দলা। সমীভবন।

ইন্দো-এরিয়ান ভাষায় ধ > হ হয়। মহারাষ্ট্রীতে দ > অ হয়। (তুঃ মাহা. উঅঅ < সং উদক)। কক-বরকে দ > অ এবং দ > হ হয়।

সং উদর > বর.উঁদৈ > কব. উপ.ব+(✓দ >)অ + ক প্রত্যয় = বঅক > বহক।

ভাষায় উপসর্গ বিযুক্ত 'অক' এবং উপসর্গ যুক্ত 'বহক' রূপে পদটি ব্যবহৃত হয়। দ > অ > হ। ধ্বনি পরিবর্তন দ্রষ্টব্য।

ধ [দ্‌+হ, dʰ] ঃ ত-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। রাধামোহন ঠাকুর এবং দশরথ দেববর্মা দু'জনের পুস্তকেই ধ-এর ব্যবহার নেই। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে ধ-যুক্ত পদ রয়েছে। যেমন, ধাইচোগ ১৫ (= দাইজুক)। দ = ধ। সংস্কৃত ধাত্রী > অপভ্রংশ দাই, ধাই > কব. দাই (জুক), দাসী। কক-বরকে অপর বর্ণ দ্বারা ধ-বর্ণটির অভাব মিটিয়ে নেওয়া হয়।

ন [n] ঃ ত-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। এর প্রকৃত উচ্চারণ দন্তমূলীয়। পাণ্ডুলিপির কাল থেকে কগ-বরক ছাঁরাঁও- এর কাল পর্যন্ত কক-বরকের সর্বত্র দন্ত্য-ন যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

কক-বরকে ন(= ণ) বর্ণটির প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রটি ব্যাপক।

প্রথমতঃ বর্ণটি আত্মকরণে ত-বর্গের অপরাপর বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে

পারে। [তুলনীয়, পৈ. প্রা. নেন < সং তেন। ত > ন। পা. সর্বনাম পদ (স) দ্বিতীয়ার এক বচনে তং = নং]। পা. তং > নং হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ন-অনুনাসিক অপবাপর বর্ণের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। বাং কেঁচো > কেনজুয়া। ৺ = ন। তৃতীয়তঃ বর্ণটি ৬নং সূত্রানুযায়ী নিজ বর্গ ব্যতীত ব, ল্, ম বর্ণের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পাবে। কব. বল = বর. বন, জ্বালানী কাঠ। কব. কতাল = বর. গদান, নতুন। কব. খারদি = খানদি (তরল পদার্থ) = খাওয়াও।

'প [p] ঃ ওষ্ঠ্যবর্ণ। প-বর্গের প্রতিটি বর্ণ ওষ্ঠ ও অধর পরস্পর স্পৃষ্ঠ হয়ে উচ্চারিত হয় বলে এগুলোকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলা হয়। ইন্দো-এরিয়ান ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে প-এর বিভিন্ন ধরণের প্রতিবর্ণীকরণ হয়ে থাকে।

পালিতে প > ফ, ভ হয়। পরুষ > ফরুস। পূপ > পূভ (মধ্য. আর্য. ও সাহিত্য)। প্রাকৃতে প লুপ্ত না হলে ব-তে পরিবর্তিত হয় (প > ব)। রূব = রূপ, দীব = দীপ, উবরি = উপরি। অবর = অপর। অবি = অপি। প > ফ > ভ। (প্রাকৃত প্রবেশিকা)।

অপভ্রংশে স্বরমধ্যবর্তী ক, ত, প লুপ্ত না হয়ে যথাক্রমে গ, দ, ব-তে রূপান্তরিত হয় (হেমচন্দ্র, প্রাকৃত প্রবেশিকা)। নাঅগু = নায়ক; আগদো = আগত। সভলউ = সফলকম।

পাণ্ডুলিপি, কক-বরক এবং বর ভাষায় এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। প > ফ > ব।

সং পিতৃ ✓প > স্বার্থিক আ-কার যোগে (আদি ধর্ম) পা > (ডাঙ্গর) ফা। প্রতিবর্ণীকরণ। রাজা প্রজাবর্গের পিতাস্বরূপ তাই রাজাকে পা, ফা বলা হয়েছে। আফা (আমার বাবা), নফা (তোমার বাবা), বুফা (ওর বাবা)। বাংলার বাবা শব্দ থেকে ✓বা - ও আধুনিক কক-বরকে পিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর. ফা।

সং প্রহর ✓পর > প্রতি. ✓ফর > কব. ফুরু। চাফুরু - খাওয়ার প্রহরে বা সময়ে। তঙফুরু - থাকার প্রহরে বা সময়ে।

সং অপি ✓পি > বি > ব, নুংব - তুমিও। বব-সেও। সং পূজা > ফুজা। সুর্চ্য ফুজা খেলাইমানি (পাণ্ডুলিপির মলাটের নাম), সূর্য পূজা করা।

কব. পাপ > পাবখা. নুন কটা হয়েছে এমন।

কব. কাপ > কাবখা. কেঁদেছে।

কব. সালাপ > সালাবখা. সমর্থ হয়েছে।

বর ভাষায় ব্রহ্মপুত্র (নদ) কে প্রতিবর্ণীকরণে 'বর্লং বুথুর' বলা হয়

ব্যুৎপত্তি ঃ ব অপরিবর্ত্তিত, র-ফলা - রেফ-এ পরিবর্ত্তিত। হ উহ্য, ম = ল; স্বার্থিক অনুস্বার। পু = বু, ত্র = থু, (ত - রফলা >) র = বরহম পুত্তুর (= ব্রহ্মপুত্র) > বর্লং বুথুর। ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

ফ [প্+হ, Ph] ঃ পাণ্ডুলিপিতে ফ-অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃত 'পরা' (অপর) উপসর্গ থেকে জাত ফ-উপসর্গের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, উপ.ফু+(নেহার √ন >)নু+গ(= ক) প্রত্যয়, সমীভবন = ফুনুগ ২৪, অপরকে দেখানো। উপ. ফু+(নেহার √ন >)নু+প্রত্যয় উহ্য+আদেশ অনুজ্ঞায় দি = ফুনুদি ৩০, দেখাও। কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই প-বর্গের ফ, ব, ম তিনটির বর্ণকে উপসর্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। (ফ-উপসর্গ এবং প্রতিবর্ণীকরণ অংশ দ্রষ্টব্য)।

ব্ [বর্গীয় ব্, b] ঃ বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য। কক-বরকে বর্গীয় ব্ [b] এবং অন্তঃস্থ ব [W] দুটি বর্ণই সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে ভাষার সূচনা কাল থেকেই রয়েছে।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে বর্গীয় ব্-এর নিদর্শন।

সুবরাই রাজা আবু চাফুর তৈবু নং ফুর-৩২, সুবরাই রাজা স্তন্যপান করার সময়, জলও পান করার সময়।

বর ভাষায় শিবকে বলা হয় 'চিবব্রাই'। সং শিব > বর. চিব > কব. সুব। শ > চ > স। সং রাজা পা. রাঅ কব. রাই। সুব+রাই = সুবরাই । সাধারণ্যে প্রচলিত 'সুবরাই রাজা'।'রাজা শব্দটি দ্বিত্ব হয়েছে।

আবু - স্তন্য। দে, বাং আবু (মাংস গোলক, স্তন্য) > পা.লি./বর. আবু > কব. আবু+ক প্রত্যয় = আবুক।

দিবুদাস ৩৭ (< দেবদাস) - দেবতার দাস বা সেবক।

তৈবু - জলও, বু (= ব) - সযোজক অব্যয়। সং তোয় √ত > বর. প্রতি. √দ: = দৈ, ঐ-কার প্রত্যয় > কব. তৈ। সং অপি √পি > প্রা. কব. বি > আধু. কব. ব। সংযোজক অব্যয়।

অরব অরদানি ৩৫ - অগ্নিও অগ্নি দানের দণ্ডে রয়েছে। [সং হর > পা.লি/বর.অর। কব. হর।]

কিছিব (= প) বারগনাং বাই ৩৭ - রঙ্গীন পাখার বাতাস দিয়ে। 'বাতাস বহে' অর্থে বাই (বা+ই প্রত্যয়)।

কিছিব বারগনাং বাত্র ৩৭ -ফুল অংকিত বা বুটিদার পাখার বাতাস বহে। ব্য+এ (> অ প্রত্যয়)। দুটি বাক্যাংশে 'বাই' এবং 'বাত্র' পদদুটি 'বাতাস বহে' অর্থে ব্যবহৃত। [তুঃ বসন্তের বাত্র - বসন্তের বাতাস বহে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।]

তাছাড়া, বখা ৩৬(< বক্ষ) - হৃদয়, মন। বাচান ৩৬ -জাগবে, দাঁড়াবে। আবার ৪০ -কুচো গাছ। পুর্ব্বনা - পূর্ব পুরুষ, প্রভৃতি পদেও বর্গীয় ব-এর উচ্চারণ রক্ষিত হয়েছে।

পরবর্ত্তীকালে রাধামোহন ঠাকুর এবং দশরথ দেববর্মার পুস্তকেও বর্গীয় ব যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

বাছি - (পৃষ্ঠে) বেঁধে বহন করার বস্ত্রখণ্ড। (পা. ব্য - বহন করা) ব্য + (পা.চীবর ✓চী) প্রতি. ছি = বাছি। ফিকুংবাছি - পৃষ্ঠে বহন করার জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড।

বুরা < বাং বুড়া। সং বৃদ্ধ > বাং বুড়া। স্ত্রী প্রত্যয় ঈ-কার যোগে বুরী। বুরা-বুরী। বখা < সং বক্ষ - হৃদয়, মন। বর. বিখা।

বেং < বর. বেমা < সং তন্তুবায়, মাকড়সা। সং তন্তু(সূত্র) - বপ বা বে (বয়ন করা)+ষণ ক। বয়ন করা স্বভাব বলে স্বার্থিক অনুস্বার। ম = ং।

কেবেল < সং দুর্বল ✓বল। উপ. কে + বল = সমীভবনে কেবেল। দুর্বল, শ্লথ।

বেলাই < সং বহুল ✓বল। স্বার্থিক ে-কার+আই প্রত্যয় = বেলাই, অধিক। বেরা < বাং বেড়া < সং বেষ্টনী।

বেকুল < বৈদে. বেলকুল/বিলকুল - সমুদয়।

বেবাং < বৈদে. বেবাক। স্বার্থিক অনুস্বার।

বেমার < বৈদে. বিমার, অসুখ।

বুচি < বাং বুঝ, ঝ = চ, ই-কার প্রত্যয়। উপলব্ধি করা। বুং (< পা. বুস্‌স ✓বু) স্বার্থিক অনুস্বার। মুসলধারে পতিত হওয়া। ওয়াতুই বুংখা - মুসলধারে বৃষ্টি হয়েছে।

ব < হিং ব (ওহ্), সে।

বানজা < বাং বাঁজা < সং বন্ধ্যা। ই-কার প্রত্যয় যোগে বানজি।

বানতা < বাং বাঁটা < সং বন্টক, ভাগ, অংশ।

বারি < হিং বারি(turn), পালা।

বাপছা < বাং বাপ (বাবার দেশজ রূপ)+ছা(ছাওয়াল ✓ছা) = বাপছা। পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে বা নিজের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ পিতৃব্য বা মাতুলকে সম্বোধন।

বাজি < বাং (ভোজ) বাজী ✓বাজী, ভেল্কি, মিথ্যা।

ভ [ব+হ, b^h] : স্পৃষ্ঠ মহাপ্রাণ ফ, ভ-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্+ব্, ব্+হ অর্থাৎ বাংলা প্রফুল্ল, প্রভা শব্দগুলোকে প্রপ্হুল্ল, প্রব্হা - রূপ উচ্চারণের মতো।

পাণ্ডুলিপির চৌদ্দ নং শ্লোকেই সম্ভবতঃ লিখন প্রমাদ হিসাবে ভ -এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন, বভাগরা - ভূভাগের রাজা। শব্দটি অন্যত্র তিনবার 'ববাগরা' রূপে রয়েছে। শব্দটির প্রথম বর্ণ 'ভূ' থেকে ব-তে প্রতিবর্ণীকৃত। 'বাগ' অংশটি সংস্কৃত 'ভাগ' এবং 'রা' অংশটি এসেছে সংস্কৃত 'রাজা' শব্দ থেকে জাত পালির 'রাঞ' শব্দ থেকে। বু (< ভূ)+বাগ (< ভাগ)+রা(< রাঞ) = বুবাগরা।

পরবর্ত্তীকালে রাধা মোহন ঠাকুরের ত্রৈপুর ভাষাভিধান এবং কক-বরকমা পুস্তকে বর্গের চতুর্থ বর্ণ বলে বর্ণটি (ভ) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হলেও কখনো বর ভাষার মাধ্যমে কিংবা প্রতিবর্ণীকরণে ভ-এর স্থলে স্ববর্গের অপর বর্ণ ব [b], ৱ [W] কিংবা ফ সহ বর্গের অপরাপর বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। (অন্যান্য প্রতিবর্ণীকরণের জন্য ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য)।

ম [m] : প-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। বর্ণমালার প্রতিটি বর্গের অন্তঃস্থিত পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ ঙ, ঞ, ণ,ন, ম হলো অনুনাসিক। ম-এর উচ্চারণ স্থান হচ্ছে ওষ্ঠ। নাসিক্য ধ্বনি হিসাবে ভাষায় এদের একটির স্থলে অপরটি যুক্ত হতে দেখা যায়। বিধিবদ্ধ ভাষা হিসাবে পরিচিত সংস্কৃত ভাষায় সাধারণতঃ বাক্যের শেষে অথবা স্বরবর্ণের পূর্বে ম-হয়। পালিতে এ নিয়ম মানা হয়নি। যেমন, সং জম্বু > জংবু (প্রা. প্রবেশিকা)। সংস্কৃত, পালি, বাংলা এবং কক-বরক প্রভৃতি ভাষা সমূহে এ সানুনাসিক ধ্বনিগুলো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটির স্থলে অপরটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, ঙ = ঞ = ন (ণ) = ম = ঁ চন্দ্রবিন্দু = ং অনুস্বার।

সমগ্র বর্ণমালার মধ্যে ল, ন, ম বর্ণগুলো হচ্ছে কোমল বর্ণ। তন্মধ্যে ম-এর অগ্রাধিকার। তাই ইন্দো-এরিয়ান ভাষা গোষ্ঠীর প্রায় সব কটিতেই স্নেহ মমতার আধার মা-কে ম বর্ণ দিয়ে লিখা হয়। এমনকি ভিন্ন গোষ্ঠীর চীনীয় ভাষাতেও মা-কে 'মাম্মি' (mammy) রূপে সম্বোধন করা হয়।

যেহেতু কক-বরকও সংস্কৃত এবং ইন্দো এরিয়ান গ্রুপের অন্যান্য শাখা ভাষা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত এবং ইন্দো-এরিয়ান ভাষা সমূহ থেকে বুৎপন্ন, সেহেতু পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের প্রথম শ্লোকটিই শুরু হয়েছে 'আমা সাংগ্রোমা' (= আমা সাংগমা

প্রথম জনয়িত্রী মা বা আদ্যা মা) শব্দটি দিয়ে। তাছাড়া অন্যান্যস্থানেও ম-এব ব্যবহার যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। যেমন, (খুম <) ক্ষুম ১ < সং ✓কুসুম, ফুল (এখানে কষ স্থলে ক স = ক্ষ হয়েছে)। কছম ১ বাং কিষণ ✓ষণ < সং কৃষ্ণ। নমনানি ১ (নমষ্কাব)। না°ক্কা পুর্ব্বনা (পূর্ব পুরুষদের নমস্কার)। ফামতক্ষ ১ (< বার্তাকু)। ছেমা (< নিদর্শন), খুলুমই ৯ (প্রণাম করে) ইত্যাদি।

বর ভাষাতেও ম যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। যেমন, বর. মানষি < বাং মানুষ। কব. বর+ক = বরক, বর সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তি, অর্থ প্রসারে মানুষ।

বর.মা < সং মাতা। আইমা (আমার মা), নমা (তোমার মা), বিমা (তাহার মা)। কব. যথাক্রমে আমা, নমা, বুমা।

বর. মসা < অস. নচা, নৃত্যকরা, ন > ম, চা > সা। নৃত্যকরা। কব. মচা।

বব. মিশ্রম < মি (প্রাণী)+সং শ্রম। শ্রমকারী প্রাণী, পিপীলিকা। মুই+শ্রম্ = মুই শ্রম > মিচম। মুই > মি। কব. মিসরম।

বর. মেগন < সং নয়ন। কব. মকল। ন > ম, য় (= অ) স্থলে গ, ক। ন > ল। মা° নঅঁন = নয়ন। তুঃমা° জুঅল = যুগল, সঅল = সকল। প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ সাধারণতঃ লুপ্ত হয়। (প্রাঃ প্রবেশিকা)। এস্থলে বিপরীত ক্রম য় (= অ) > গ, ক।

প্রাণী বাচক উপসর্গ রূপে কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই ম-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রায় অধিকাংশ চতুষ্পদ প্রাণীর ক্ষেত্রে ম-জাত উপসর্গ যুক্ত হতে দেখা যায়। যে সকল মূল শব্দের আদিতে ম-রয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে পদাদির ম-কে সামান্য পরিবর্তনক্রমে আত্মকরণ করা হয়েছে। যেমন, সং মর্কট > বর. মখ্রা > কব. মুখরা, বানর।

কক-বরকে প্রাণী বাচক উপসর্গ ম-এর উৎপত্তি হলো সংস্কৃত 'প্রাণ' শব্দ থেকে। বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য প্রাণ শব্দের কোমল রূপ 'পরাণ' শব্দটিকে নেওয়া হলো। যেমন, ✓পরাণ ✓প > স্ববর্গ বর্ণ ✓ম, হ্রস্ব ি-কার প্রত্যয় যোগে মি+(র >) না+(ণ >) ং = মিনাং (প্রাণী)। সং প্রাণ > পরাণ > মিনাং। অন্য প্রকার বুৎপত্তি হলো, ✓প্রাণ ✓প > স্ববর্গ বর্ণ ✓ম, ি-কার প্রত্যয় যোগে মি+(ণ =) ন+আঙ প্রত্যয় = মিনাং। ✓ম > ঐ কার প্রত্যয় যোগে 'মৈ'। উই প্রত্যয় যোগে 'মুই', আই প্রত্যয় যোগে 'মাই', হ্রস্ব ি-কার যোগে 'মি'।

কক-বরকে কতিপয় ম জাত উপসর্গযুক্ত শব্দের বুৎপত্তি দেওয়া হলো। যেমন,

মুসুক < বর. মসৌ, গরু। সং পশু ✓শু উপ. ম্+✓শু+ক প্রত্যয় = মুশুক,

সমীভবন। সংস্কৃতে 'পশু' অর্থে সমস্ত প্রকার চতুষ্পদ প্রাণীকেই বুঝাত। পালি প্রভাবে 'শু' স্থলে 'সু'।

মিসিপ < বর. মৈসু < সং মহিষ। উপ. মি+✓ষি+প প্রত্যয়। সমীভবন। ষ > স।

মসা < বর. মশা < সং শার্দূল ✓শা। উপ.ম+✓শা। শ > স।

মাথাম < বর. মথাম। উদবিড়াল ✓দ > থ', স্বার্থিক আকার থা। উপ মা+✓থা+ম্ প্রত্যয় = মাথাম। সমীভবন।

মতাই < বর. মদাই < অস. দেঁউতা ✓তা > প্রতি. দা। উপ. ম+✓তা+ই প্রত্যয় = মতাই। দেবতা।

মুসুই - মৃগ। উপ. ম্.+✓শু+ই প্রত্যয়। আদিতে মৃগ বলতে সমস্ত পশুকে বুঝাত, বর্ত্তমানে শুধু হরিণ। শ > স। বর. মৈ। অস. পহু।

কক-বরকে প্রাণীবাচক উপসর্গ ম-যোগে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়া পদ গঠিত হয়। যেমন,

মথাল < বাং উলটান ✓টান > প্রতি. ✓থাল। উপ. ম+থাল। ন > ল।

মিজিল < পিচ্ছল, মসৃন । উপ. মি+(চ কিংবা ছ >) জ+ল = মিজিল। সমীভবনে জি।

মথাক - গতিরোধ করা, বারণ করা। বাং থামান ✓থা। উপ. ম+✓থা+ক প্রত্যয়। উপ. রা+✓থা+ক = রাথাক। থামা।

মতক < সং কণ্ডুয়ন (চুলকান) ✓ড > ✓ত। উপ ম+✓ত+ক প্রত্যয়। তুঃ তক < তক্ষণ, আঘাত করা।

মামিতাল - নবান্ন, উত্তম নতুন খাবার। শ্রেষ্ঠ অর্থে উপ. মা+মি (খাদ্য, খাবার)+(ক) তাল।

মথাং - বাচান। (বেঁচে) থাকা ✓থা। উপ. ম +✓থা+ং প্রত্যয়। বর. ফচং - বাচানো। গচং -বাঁচা। [সং. ধ্রা ✓ধা > প্রতি. > থা+ং প্রত্যয় থাং, যাওয়া]

মিলক - < রিয়াং মিলাও < অস.লাও > ✓ল। উপ. মি+✓ল+ক প্রত্যয়। পা. লাবু, লাপু < সং অলাবু। বর. লাও (কুমড়)।

মাই - যদিও শব্দটি সংস্কৃত 'প্রাণ' বা 'পরাণ' থেকে বুৎপন্ন বলে পূর্বেই বলা হয়েছে, তবুও স্ববর্গ বর্ণের প্রতিবর্ণীকরণ (৩নং) সূত্রানুযায়ী শব্দটিকে বাংলা 'ভাত' থেকে বুৎপন্ন বলেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন, ভাত ✓ভা > স্ববর্গ বর্ণ ✓মা+ই

প্রত্যয় = মাই। শব্দটির অপর একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। দেশজ বাংলায় স্তন্যকে বলা হয় 'মাই'। ধরণীর বক্ষে উৎপাদিত 'মাই' (ধান, চাল, গম ইত্যাদি যাবতীয় খাদ্য দ্রব্যাদি) রূপী ভোজ্য দ্রব্যাদি ধরিত্রী মাতা সন্তানরূপী প্রাণীকুলকে মাতৃ স্তন্যের ন্যায় নিত্যদিন পরম স্নেহে আহার জুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে স্তন্যকে মাই (বুৎপত্তিঃ মা যাহা দান করেন ই-প্রত্যয় যোগে তা-ই মাই হয়েছে) বলা হয়েছে।

কতগুলো শব্দ অন্যভাবে আত্মকরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। এ শ্রেণীর পদের পদাদিতে ম উপসর্গরূপে বিবেচিত হবে না। বাং/অস. মূলা > কব. মোলাই। বর. মূলা। সং মৃগ √ম+উই প্রত্যয় = মুই, ঐ-কার প্রত্যয় যোগে বরতে মৈ-হরিণ। সং মুখ > আও প্রত্যয় যোগে মখাং - মুখমণ্ডল। বাং ময়না > কব. মনাই। বর. মৈনা। বাং মাচাও, বংশ মঞ্চ > কব. মাজাং। দেশজ বাং মকাই ধান > মগদাম, ভূট্টা। মকাই √মক+(ধান >) দাম। ধ > দ, ন > ম।

য্ ঃ য্ [j] ঃ ধ্বনি বিজ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী একে অর্ধস্বর (Semi vowel) বলা হয়। স্বর ধ্বনি হয়েও ব্যঞ্জন ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় বলে একে বলা হয়, অর্ধস্বর। বর্ণটির অন্তর্নিহিত অ-কারকে বাদ দিলে য্ > ই শুধু পাওয়া যায়।

অন্তঃস্থ য্ এই অর্ধস্বরটি উৎসমূল বৈদিক থেকে শুরু করে সংস্কৃত ও প্রচিন বাংলা পর্যন্ত আকৃতি ও উচ্চারণে অবিকৃত ছিল। সংস্কৃতে এ ধ্বনিটির উচ্চারণ ইংরেজী **yard** শব্দের **y**- ধ্বনির মতো। যেমন, যা (= ইআ) দেবী.....। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রেও এর নিদর্শন রয়েছে। যেমন, ইয়াফাং - মূল, গোড়ায়, আদি। ইআপিরি ২৪ - পদক্ষেপ। শব্দ দুটিতে এই য-এর 'ইঅ' রূপে উচ্চারণ লক্ষিত হয়।

বিন্দুযুক্ত ড়, ঢ়-এর মতো বিন্দুযুক্ত য় বাংলায় নতুন সংযোজন। প্রাচীন বাংলায় বা তার আগের বর্ণমালায় তা' ছিল না। প্রাকৃত যুগেই এই য্ ধ্বনি উচ্চারণ বিকরণে জ হয়েছে। আধুনিক কর্মভাব বাচ্যে অন্য যে সমস্ত ধাতু সহযোগে যৌগিক পদ গঠিত হয় এদের মধ্যে প্রধান ধাতু হলো 'যা' বা 'জা'। এই 'জা' (পরে যা রূপে প্রযুক্ত) ধাতু সংস্কৃত 'যা' ধাতুরই অন্যরূপ। যেমন, চর্যাপদে - ধরণ ন জাই, বোল বা জাঅ। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে -খণ্ডন ন জাঅ, তোহ্মে জাইবে মরি ইত্যাদি।

কক-বরক এবং বর ভাষাতেও য় স্থলে জ-এর ব্যবহার রয়েছে। কলই দফার জ্যাক (< যাক) - হাত, শব্দের জ-মূলত য থেকে বাংলার মাধ্যমে আগত। 'হাত' শব্দটি বরতে আখাই > কব. য়াক কলই দফায় হয়েছে 'জাক'।

বর ভাষায় 'জা' শব্দের অর্থ 'হওয়া'। কর্মভাব বাচ্যে 'জা' (হওয়া) যোগে

যৌগিক পদ গঠিত হয়। যেমন, বুরতে হামজা (ভালবাসা হওয়া) কক-বরকে 'জা'-এর সঙ্গে ক-প্রত্যয় যুক্ত হলে জাক যোগে যৌগিক পদ গঠিত হয়। যেমন, হামজাক (ভাল বাসা হওয়া), চাজাক (ভক্ষিত), মানজাক (প্রাপ্ত হওয়া) ইত্যাদি।

কক-বরকে দুঃখ প্রকাশক, অনুরোধ সূচক, কর্মভাববাচ্যের প্রত্যয় জা, জাবা (জা+বা) সংস্কৃত 'যা' ধাতু থেকে বাংলার মাধ্যমে আগত। ভাষায় এ বর্ণটির লিখনেও উচ্চারণে প্রচুর অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান কারণগুলো হলো (ক) ইতিপূর্বে উন্নত ভাষাগুলোর ন্যায় কক-বরকের পক্ষে আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়েনি এবং ভাষা নিয়েও সার্বজনীন আলোচনা হয়নি। (খ) ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ ক্রমে কক-বরক ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো গড়ে উঠেনি। (গ) বলতে গেলে এখন পর্যন্ত কক-বরক, ভাষাভাষী জনগণের মুখে মুখে কথ্য ভাষারূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। লিখিতরূপে ভাষার চর্চা খুব সামান্যই হয়েছে। তাই লিখন পঠনে অব্যবহৃত ভাষায় প্রচুর অসঙ্গতি থাকাই স্বাভাবিক।

কক-বরকের একমাত্র হস্তলিখিত প্রাচীনতম নিদর্শন 'সুর্চ্য পুজার খনাইমনি' (সূর্য পূজন বা সূর্য পূজা করা) নামক পুস্তিকাতেও এই য্ ়ে ধ্বনির বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ইয়াফা°১ (=ইযাফাং) - মূল। ইআপিরি ২৪ (=ইয়াপ্রি) - পদক্ষেপ। যাচাইখা ১৩ =আচাইখা) -জেগেছে, জন্মেছে। কৈযা ২ (=রৈয়া- দেয় না, চাযাঐ ৭ (=চাইয়া অই) - না খেয়ে ইত্যাদি।

এ পদগুলো থেকে ইয়া (ফাং), ইআ (পিরি), অংশ দুটি য ়ে ধ্বনির সংস্কৃত উচ্চারণ য -এর ন্যায়। যাচাইখা শব্দের য ়ে ধ্বনি, এর অন্তর্নিহিত অ-ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করছে। পরবর্ত্তীকালে এ নিয়মেই বর শব্দ সমূহ কক-বরকে বিবর্ত্তিত হয়েছে। বর. আখাই > কব. য়াক (হাত)।

রাধামোহন ঠাকুর বলেছেন, "ত্রৈপুর ভাষায় অন্তস্থ য সর্বদা য় রূপে উচ্চারিত হয়। যথা য়াক, য়াকুং।" (কক-বরকমা, ৫নং সূত্র)। কিন্তু তাঁর রচিত পুস্তকেও (কক-বরকমা এবং ত্রৈপুর কথামালা) য ়ে ধ্বনির রূপগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ইয়ার (বন্ধু), ইয়ং (পোকা), ইয়াং (এদিকে), ইয়র (খোচরানো) ইয়ংলা (ভেক, শব্দটিতে গ-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্যনীয়)। এ জাতীয়পদগুলোতে পাণ্ডুলিপির ইয়াফাং, ইআপিরি শব্দের য ়ে ধ্বনির -এর মতো উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়।

অন্যত্র কক-বরকে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাচক যে সমস্ত-পদের আদিতে অন্তঃস্থ য় দিয়ে লিখা হয়, সে সমস্ত পদের য্ ়ে -এর উচ্চারণ সংস্কৃত -র মতো হবে

কিংবা য়-এর অন্তর্নিহিত অ-ধ্বনির মতো হবে - বর ভাষাব সাহায্যে এ জাতীয় পদ সমূহেব কিছু বুৎপত্তি দেওয়া গেল। যেমন,

কব রূপ		**বর রূপ**
য়াক (হাত)	<	আখাই।
য়াছি (আঙ্গুল)	<	আছি।
য়াথেক (পা)	<	আথিং।
যাকচি (বাঁ হাত)	<	আখি, আকসি।
য়াগরা (ডান হাত)	<	আগদা।
য়াছুকু (নখ)	<	আছিগুর।

উদ্ধৃত পদগুলোর বিবর্ত্তনের রূপটি আলোচনান্তে বুঝা যাচ্ছে, কক-বরকে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাচক পদগুলোর প্রথম বর্ণটির (য়) উচ্চারণ অন্তঃস্থ য়-এর সংস্কৃত উচ্চারণ ধ্বনির মতো হবে না। বর্ণটির উচ্চারণ য়-এর অন্তর্নিহিত অ ধ্বনির মতো হবে। তার অর্থ হলো পদগুলোর উচ্চারণ আক, আছি, আথেক ইত্যাদি হওয়া উচিত।

পরবর্ত্তীকালে ককতাং কুলুই (বাংশী ঠাকুর, ১৩৬৩ত্রিং) এবং ককতাং (সুধীর কৃষ্ণ দেববর্মা, ১৩৬৪ ত্রিং) রচিত পুস্তিকা দুটিতে দেহের অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ বাচক পদগুলোর প্রথম বর্ণ য়-এর অন্তে য-ফলা যুক্ত য়্যাক, য়্যাছি, য়্যাকুং ইত্যাদি রূপ পাওয়া যাচ্ছে।

দশরথ দেববর্মা প্রণীত কগ-বরক ছাঁরীগু (১৯৭৭ইং) পুস্তকে সর্বত্র ই-বিযুক্ত শুধু অন্তঃস্থ য় দিয়ে লিখা হয়েছে। যেমন, য়াকুং, য়াক, য়াছি, য়ার, য়াং, য়ং ইত্যাদি। কিন্তু পড়তে হচ্ছে যথাক্রমে ইয়াকুং, ইয়াক, ইয়াছি, ইয়ার ইত্যাদি রূপে। পদমধ্যস্থিত অন্তঃস্থ -য়, যেমন, লিখা হচ্ছে মাঁয়া, চায়া, কায়া ইত্যাদি। কিন্তু পড়তে হচ্ছে যথাক্রমে মাঁইয়া, চাঁইয়া, কাঁইয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ বাংলা য়-(= অ)কে সংস্কৃত উচ্চারণ -এর মতো পড়তে হচ্ছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেও এটি গ্রহণ যোগ্য নয়। তাছাড়া ভাষাভাষী জনগণ যেহেতু বাংলা বর্ণমালার অন্তঃস্থ য় ধ্বনির সহিত সমধিক পরিচিত, তাই ঋণকৃত শব্দ 'দয়া' কে 'দইয়া', 'মায়া' কে 'মাইয়া' আত্মকৃত শব্দ 'কায়-মায়া' (প্রতিকৃতি) কে 'কাইয়া-মাইয়া' রূপে লিখা ও উচ্চারণ করা স্বাভাবিক। তদনুরূপ কক-বরক পদ বারুয়া কে 'বারুইয়া', 'মারুয়া কে 'মারুইয়া', করুয়া কে

করুইয়া এবং বুতুয়া কে 'বুতুইয়া' উচ্চারণ করাও বিচিত্র নয়।

যেহেতু কক-বরকের জন্য বাংলা বর্ণমালা গৃহীত হয়েছে, তাই অন্তঃস্থ য়-এর উচ্চারণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সমস্যা নিরসন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ সমস্যা এ ভাবেই নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে কক-বরক য়(= য) -এর উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য (য-এর সংস্কৃত উচ্চারণ) বজায় থাকে এবং বাংলা অন্তঃস্থ-য় বর্ণের সঙ্গে কক-বরকের উচ্চারণে কোন .প্রকার বিরোধ না ঘটে।

এ সমস্যার সমাধান হতে পারে পাণ্ডুলিপির ইয়াফাং (মূল) এবং ইআপিরি (পদক্ষেপ) দুটি শব্দের অনুসরণে য়(= য) -এর সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় রাখা। এখানে মূল সূত্রটি হচ্ছে, যা উচ্চারণ করব, তা লিখব। পদমধ্যস্থিত য (= সংস্কৃত) কেও উক্ত সূত্রানুযায়ী উচ্চারণ করতে হবে। যেমন, চায়া, মাঁয়া, কায়া, সায়া প্রভৃতি পদগুলোকে যথাক্রমে চাইয়া, মাঁইয়া, কাইয়া, সাইয়া ইত্যাদি রূপে উচ্চারণ করতে হবে এবং লিখতে হবে। তাহলেই য় বর্ণটি বাংলা রূপের মতো হলেও উচ্চারণ হবে সংস্কৃতের মতো। নমুনা স্বরূপ বিভিন্ন স্থলে কক-বরকে বর্ণটির বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

১) যদিও উৎস মূলের দিকে লক্ষ্য করলে একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাচক প্রতিটি পদের উচ্চারণ স্থান রাধামোহন ঠাকুর যেভাবে দেখিয়েছেন, তাই-ই যথাযথ। যেমন, য়াক (= আক), য়াকুং(= আকুং), য়াছি (= আছি) য়াথেক (= আথেক) ইত্যাদি। কিন্তু অধুনা কক-বরক ভাষীদের মুখে পদগুলোর (বন্ধনীস্থিত উচ্চারণের মতো) এ জাতীয় উচ্চারণ শোনা যায় না। তাই এ জাতীয় পদগুলো অধুনা যেভাবে উচ্চারিত হয় - ইয়াক, ইয়াকুং, ইয়াছি ইত্যাদি রূপেই লিখতে ও পড়তে হবে।

২) না-বাচক বর্ত্তমান কাল সূচক .প্রত্যয় সর্বক্ষেত্রে 'ইয়া' হবে। ং অনুস্বার এবং ঙ অন্তক পদের ই, হ্রস্ব ই-কাররূপে পূর্ব বর্ণে যুক্ত হবে। যেমন, চা+ইয়া = চাইয়া (খাই না)। ফাই +ইয়া = ফাইয়া (আসে না), রু+ইয়া = রুইয়া (দেয় না), পুঙ+ইয়া = পুঙিয়া (ডাকে না), রুঙ+ইয়া = রুঙিয়া (পারে না), সুঙ+ইয়া = সুঙিয়া (সুধায় না, জিজ্ঞাসা করে না), সুই+ইয়া = সুইয়া (লিখে না), রম+ইয়া = রমিয়া (ধরে না) ইত্যাদি।

৩) না-বাচক অতীতকাল সূচক ক্রিয়া প্রত্যয় সর্বদা 'লিয়া'রূপে মূল ধাতু পদের অন্তে যুক্ত হবে। যেমন, চা+লিয়া = চালিয়া (খাইনি), মান+লিয়া = মানলিয়া, মাঁলিয়া (পাইনি), ফাই+লিয়া = ফাইলিয়া (আসেনি), পুঙ+লিয়া = পুঙলিয়া (ডাকেনি), সুঙ+লিয়া = সুঙলিয়া (জিজ্ঞসা করেনি), রু+লিয়া = রুলিয়া (দেয়নি)

ইত্যাদি।

৪) অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, বুতুয়া (বুদ্ধু, বোকা), জালুয়া (জেলে), জিরানীয়া (বিশ্রামকারী), বারুয়া (পূজায় সাহায্যকারী ব্যক্তি), মারুয়া (মাটির বড় জালা), করুয়া (কুড়ুল পাখি) ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দের উচ্চারণ বাংলা দয়া, মায়া প্রভৃতি পদের মতো হবে এবং য়া (বুতুয়া) হবে; আ (বুতুআ) হবে না।

র [r] ঃ সংস্কৃতে য, র, ল, ব এই চারটি স্পর্শ ধ্বনি. ও উষ্ম ধ্বনির মধ্যে অবস্থিত বলে এদের অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। উচ্চারণ কালে জিহ্বাকে কম্পিত করা হয় বলে র-কে কম্পনজাত ধ্বনিও বলা হয়। আধুনিক কক-বরকে ড়, ঢ় নেই বলে র প্রায়শই এদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যেমন, বড়ো > বর, আগড়তলা > আগরতলা।

অবশ্য প্রাচীন্ কক-বরকে ড়(= ড) -এর অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন, খাঁড়াইতে = খাংড়াইতুই - কাঁকড়ার মতো। (পাণ্ডুলিপি, ৩৭ নং শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য)।

পাণ্ডুলিপিতে র-এর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে তা বাংলা বর্ণমালার আকৃতিতে নয়; অসমীয়া লিপিতে যেভাবে লিখা হয় - সেভাবে। যেমন, কাৰান ১ (= কারান) - শুষ্ক। কঠাৰু কৰৈু থ৺৯(= কঠার করৈথং) - পবিত্র না থাকুক ইত্যাদি।

বৈদিক ও সংস্কৃতের র, দ পালিতে ল, দ হয়। যেমন, সংস্কৃত > পালি. ক্রম। দুর্লভ > দুল্লভ। তরুণ > তলুন। রোম => লোম। উদার > উলার।

কক-বরকে এই ধ্বনি পবিবর্ত্তনের ধারাটি পালি ভাষার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। র = ল = ন = ম ইত্যাদি ৬নং সূত্রানুযায়ী একটি বর্ণের ক্ষেত্রে অপর বর্ণ হতে পারে। তাছাড়া খণ্ড ৎ সহ ত-বর্গ এবং ট-বর্গের প্রায় অধিকাংশ বর্ণের জন্য প্রতিবর্ণীকরণে -র হয়।

সং ✓কর্ > প্রতি. খন+আই প্রত্যয় = খনাই, স্বার্থিক আ-কার যোগে খানাই, খনাই। আধু.কব. খলাই.খালাই- করা। বর. (ছায়) খোনাই - নির্বাচন করা। (ছ'ব) খনাই - শোষণকরা। র = ন = ল ।

বাং পড়ন ✓ড় (= র) + উঙ প্রত্যয় = রুঙ, পঠন, শিক্ষণ। সং পঠন > বাং পড়া। কব. উপ. সু+রুঙ = সুরুঙ - নিজে নিজে শিক্ষা করা। বর. চলং। র = ল।

[বাং ভার = বার - বোঝা বহন করা। সরল বাঙ্গলা ভাষাভিধান - সুবল মিত্র।] বাং বার > প্রতি. কব. বাল (কাঁধে বোঝা বহন করা) = বাম (কোলে বহন

করা) = বর. বান। র = ল = ম = ন। ঝং বা- বহন করা। বাং নারিকেল ✓ কব. নারিকারা। 'কারা' শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত। নারিকারা-শ্রেষ্ঠফল। বর. নালেংখর। র = ল।

ল [l] ঃ উচ্চারণের সময় জিভের সম্মুখভাগ মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিভের দুইপাশ দিয়ে মুখের নিঃশ্বাসবায়ু বের করে দেওয়া হয় বলে এটি একটি পার্শ্বিক (Lateral)ধ্বনি। (কক-বরকে ল বর্ণটি কখনো র, ন, ম বর্ণের প্রতিবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। ৭নং সূত্র)। ল > র।

সং লম্ফ > বাং লাফ > দেশজ বাংলা বর্ণ বিপর্যয়ে ফাল > প্রতি. কব.বার। লাফ দেওয়া। ফ = ব, ল = র। বাং ফুল ✓ফল > উপ. বু+স্বার্থিক আকার যোগে ফাল > প্রতি. বার = বুবার। 'বুবুর' হওয়া উচিত ছিল। পদমধ্যস্থিত বা-কে উপসর্গরূপে ধরে নিলে 'বুর' প্রতিবর্ণীকরণে 'ফুল' হয়। বর. বিবার।

ল > ম।

সং কল্য ✓ল্য > (ল >)ম+(J- য ফলা =) ইঅ+স্বার্থিক আ-কার যোগে ইআ = মইআ > মিয়া, গতকাল, অতীতকাল। বাং ভাল > (ভা >)হা+(ল >)ম = হাম - ভাল হওয়া। ক্রি। উপ. ক সমীভবনে কা+হাম = কাহাম - ভাল, বিণ।

ৱ [W, অন্তঃস্থ ৱ] ঃ এ ধ্বনিটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, উ-কারের উচ্চারণের মতো যদি জিহ্বার পশ্চাদভাগ অধিক উচ্চস্থানে খানিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অধিক বা সমান স্পষ্ট (Prominent) স্বরে মীড়ের মতন (Glidic)চলে আসে, তখন এই অর্ধস্বর (Semi vowel)ধ্বনির উৎপত্তি। এই ধ্বনির তুলনা ইংরেজী শব্দের [W] ধ্বনি।

...হিন্দীতে বর্গীয় ব্ [b] এবং অন্তঃস্থ ৱ [W] - এই ধ্বনি দ্বয়ের ধ্বনি ও রূপগত পার্থক্য রক্ষিত আছে (যথাক্রমে ৱ, ব); অসমীয়াতেও তাই (যথাক্রমে ৰ, ব)। (সং ও প্রা. ভাষার ক্রমবিকাশ)।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সংস্কৃতে একক, স্বরমধ্যগত বা স্বর পূর্ববর্ত্তী - ব্ ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া উচিত দন্তোষ্ঠ্য [V]; আর ব্যঞ্জন পরবর্ত্তী ৱ ধ্বনি অর্দ্ধস্বর [W] রূপে উচ্চার্য।

অন্তঃস্থ -ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, অন্তঃস্থ-ব হচ্ছে, "উ এবং অ-র সংযোগ।" (শব্দতত্ত্ব, ২১ পৃঃ)।

বাংলা বর্ণমালায় দন্তোষ্ঠ্য বর্গীয় -ব [V] এবং অন্তঃস্থ ৱ [W] ধ্বনির রূপগত

এবং ধ্বনিগত পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। কোথাও কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, স্বাদ > সোয়াদ। স্বামী > সোয়ামী [বর.চুয়ামী, কব. সাই]।

কক-বরকের সূচনা কাল থেকেই কখনো বাংলা তথা অসমীয়া এবং হিন্দী ভাষার প্রভাবে পদাদির ব্ [b] ধ্বনি ৱ [W] রূপে উচ্চারিত হয়। পদের এ জাতীয় পরিবর্ত্তনও এক জাতীয় প্রতিবর্ণীকরণ। পাণ্ডুলিপি থেকে উদাহরণ ঃব্ >ৱ (>ওঅ)।

ওআন ১৭ (বাঁশকে), ওয়ানাও ১ (বংশ দন্ডকে), ওয়ারাই ৬ (বাঁশ থেকে তৈরী বেত), ওআথর ১৫ (বাঁশের গ্রন্থি বা গাঁট)। এ পদগুলোর মধ্যে সাধারণ পদাদির ওআ(= ওয়া) অংশটির বুৎপত্তি হলো ঃ বাং, বাঁশ ✓বা > প্রতি. ৱা (উচ্চারণে ওআ = ওয়া)।

অন্যান্য প্রতিবর্ণীকরণের দৃষ্টান্ত ধ্বনি.পরিবর্ত্তন অংশে দেওয়া গেল।

সোষ্মধ্বনি বা শিশ্ধ্বনি ঃ- প্রাচীন কালে এ ধ্বনিগুলোর পৃথক পৃথক উচ্চারণ ছিল। ভারতের মধ্যযুগেও এদের উচ্চারণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

শ ঃ এটি একটি অঘোষ ধ্বনি। প্রাচীনকালে এর উচ্চারণ সঠিক থাকলেও পরবর্ত্তীকালে এর উচ্চারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একজাতীয় তালব্য শ।

ষ [S] ঃ এই ধ্বনিটিও অঘোষ। আধুনিক ভারতীয় উচ্চারণে তালব্য শ এবং মূর্ধণ্য ষ-এর ভেদ রক্ষিত হয়নি। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার শ্ ধ্বনির মতো।

স [S] ঃ ভারতের পূর্বাঞ্চল ব্যতীত এর প্রকৃত উচ্চারণ সারা ভারতে এখনও অটুট রয়েছে। অসমীয়ায় শ্, ষ্, স্ এই তিনটি ধ্বনিই যখন এককভাবে উচ্চারিত হয়, তখন তার উচ্চারণ হয় অঘোষ সোষ্ম ধ্বনি।

পালিতে কেবল স্-রয়েছে। শ, ষ নেই। প্রকৃত পক্ষে এগুলো পরিবর্ত্তিত হয়েছে যথাক্রমে শ, চ -তে এবং ষ, স-তে। যেমন, শব > চব, পাষাণ > পাসান। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ এবং ষ-র কাজ স-দিয়েই চালানো হয়। যেমন, সং শিথিল > সঠিল। সং প্রবেশক > পসিবক। সং শিশু > সুসু। সং শুনক > সুনখ (কুকুর)।

সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতে পরিণত ভাষাতে তিনটি স ধ্বনির মধ্যে শ, ষ লুপ্ত। যেমন, শুশ্রূষা > সুস্রুসা। কেবল মাগধী প্রাকৃতে শ সংরক্ষিত।

প্রাকৃতে শ-র স্থলে স, ষ দুটিই হয়। ঈশ্বর > ইসসর। পাষাণ > পাসন। দ্বাদশ > দুবাডস।

বাংলায় শ, ষ, স-এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। এটি বাঙ্লা

ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এদের বিভিন্নতা লেখায় থাকলেও উচ্চারণে নেই। চর্যায় পুঁথি লিখিত হওয়ার সময়েই এই উচ্চারণ বিভিন্নতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন, শবর = সবর।

কক-বরক এবং বর ভাষা দুটির প্রাচীন পুঁথি পাণ্ডুলিপিতেও এর অনুকরণ লক্ষণীয়। যেমন, বাষুয়া ১১, বাসুয়া ১৪ -অশুভ। গোশাঞ্ৰি ৬, গোষাঞ্ৰি ৩৭।

পাণ্ডুলিপিতে স- এর ব্যবহারও রয়েছে। নমা সিদ্ধি ৩৯। সাজনা ৩৩, সমজম ৩২ (= সংযম), সুবরাইরাজা ৩৩ ইত্যাদি।

প্রাচীন বরতে শ-এর ব্যবহার রয়েছে। আবার শ-এর প্রতিবর্ণীকরণে চ-এর ব্যবহারও রয়েছে। সং শির দণ্ড > প্রা. বর. চিনচিনি হারা, আধু. শুধু 'হাড়া'। তাঁত শান > ছিশ্বান (ছি-কাপড়)। আবার (তাঁত) শাল > চাল।

আধুনিক বরতে শ এবং স কখনো চ-তে প্রতিবর্ণীকৃত হয়। যেমন, সং স্বামী > চুয়ামী। সংসখি > চুকি। সং সম্বন্ধ > চমন্দ। বাং শামুক > চামু। সং সাধু > চাদু। সং শিব > চিব ইত্যাদি। আধুনিক বর ভাষাতে অবশ্য তিনটি স-এর বাবহারই লক্ষ্য করা যায়।

কক-বরকেও এর প্রভাব রয়েছে। যেমন, সং সন্ত > চন্তাই। বর. চিবরাই (শিব) > সুবরাই। বর. চিলাই > সিলাই - ছড়া (বন্দুক)।

(প্রতিবর্ণীকরণের অন্যান্য দৃষ্টান্তের জন্য ধ্বনি পরিবর্তন দ্রষ্টব্য)।

হ ঃ কন্ঠনালী থেকে উৎপন্ন বলে একে কন্ঠনালীয় ধ্বনি বলে। হ-ধ্বনি উষ্ম ঘোষবর্ণ। সম্ভবতঃ কক-বরক সৃষ্টির কাল থেকেই ভাষায় হ-ধ্বনির অস্তিত্ব ছিল।

পাণ্ডুলিপিতে হ-এর ব্যবহার। মহতি ১ (মহান ব্যক্তিবর্গ)। হার্থি (মাটি দ্বারা তৈরী বেদী)।

আধুনিক কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই হ-বর্ণটি যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যঞ্জন বর্ণ থেকে প্রতিবর্ণীকরণে হ-হয়েছে; আবার কখনো হ-থেকে প্রতিবর্ণীকরণে ব্যঞ্জন বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন, সং হর (হরণ করা) ✓হ > প্রতি. ✓খ+ক প্রত্যয় = খক (চুরি করা)। সং হর > অর (অনল)। পাণ্ডুলিপি এবং বর ভাষায় 'অর' শব্দ দ্বারা অগ্নিকে বুঝায়।

বাং 'ভন' (বলা) শব্দ থেকে বর. হন (বলা) হয়েছে। (ধ্বনি পরিবর্তন ৪ নং সূত্র)। কক-বরকে এই 'হন' থেকে ই-কার স্বার্থিক প্রত্যয় যোগে 'হিন' (বলা) হয়েছে। কক-বরকে পদ গঠনে এবং আত্মকরণের ক্ষেত্রে হ-বর্ণটিকে বিভিন্নভাবে

ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্ষ ঃ প্রাচীন সংস্কৃতে বর্ণটির উচ্চারণ ছিল ক্+ষ্। দক্ষিণ = দকষিণ, রক্ষা =রকষা, পক্ষ = পকষ, লক্ষ = লক্ষ। বাংলায় এর প্রকৃত উচ্চারণ দক্ষিণ > দকখিন, রক্ষা > রকখা, পক্ষ > পকখ, লক্ষ > লকখ ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্রীতে এর উচ্চারণ 'ষণ'। কক-বরকে কখনো 'সিং' হয়। যেমন, (মাই) সিং -ধান্য কর্তনের কাল বা ক্ষণ, ইয়াং (মাই) সিং - ইহকাল। (নাই) সিং -ক্ষণকাল দেখা বা অপেক্ষা করা ইত্যাদি।

কক-বরকে বর্ণটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো ক্ ষ্ স্থলে 'ক্স' দিয়ে ক্ষ বর্ণটি গঠিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির প্রথম শ্লোকে 'ক্ষুম' (কুসুম) শব্দটি বিশ্লেষণ করলে যা' হয় কু+সু(= ষু) = ক্ষু+ম = ক্ষুম (ফুল) হয়েছে। মন্ত্র রচনার কালে সোষ্মবর্ণগুলো যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহৃত হতো বলে ক্ ষ স্থলে ক্ স হয়েছে। তাছাড়া, বাংলা ভাষার মতো ক্ষ-কে ক্খ রূপেও উচ্চারণ করার নিদর্শন রয়েছে। ক্ষ > খ। যেমন, রুঙ+খু (< ক্ষুদ ✓ক্ষু > খু) = রুঙখু - চালের ক্ষুদ্র অংশ। দক্ষিণ > দখিন ৩২।

ক্ষ > ক। সং ভিক্ষা > বিকা। তক্ষণ ✓তক্ষ > তক (আঘাত করা)। ক্ষ > খ। বক্ষ > বখা (মন, হৃদয়)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ এই পুস্তকের ধ্বনি তত্ত্ব বিষয়ক অংশগুলোর রচনায় প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী পরেশ চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' এবং প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী অতীন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'ভাষাতত্ত্ব' নামক পুস্তক দুটি থেকে প্রভূত পরিমান সাহায্য নেওয়া হয়েছে। -গ্রন্থকার।

॥ উপসর্গ ॥

যে সকল অব্যয় শব্দ ধাতুর সহিত মিলিত হয়ে বা ধাতুকে অবলম্বন করে ঐ ধাতুর নানা অর্থের সৃষ্টি করে তাকে উপসর্গ (Prepositional Prefix) বলে।

উপসর্গের অর্থ বাচকতা নাই, কিন্তু অর্থ দ্যোতকতা আছে। উপসর্গ স্বয়ং কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে না; কিন্তু ধাতুযোগে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এই গুণের জন্য উপসর্গ সমূহ ভাষার পক্ষে অপরিহার্য। একই ধাতু বিভিন্ন উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

সংস্কৃত ভাষায় প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ কুড়িটি উপসর্গ রয়েছে।

সংস্কৃত ভাষার দু'একটি উপসর্গ কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে কক-বরকে গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কৃত 'পরা' বা অপর শব্দ থেকে কক-বরকে নিজস্ত ক্রিয়া বুঝাতে ফ, ফা, ফি ইত্যাদি উপসর্গ বাংলা 'অমুক' অর্থে সর্বনাম পদ 'ফনা' (প > ফ ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য) ফন, ফোঁ ইত্যাদি প্রত্যয় পদ গঠিত হয়েছে। কক-বরকে অপরাপর উপসর্গ সমূহ পালি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে।

ক-উপসর্গ ঃ রাধা মোহন ঠাকুর কক-বরকে ক, কা, কি, কী, কু, কূ, কে, ছে, ফ, ফু, ম, মি, মু, র, রি এই পঞ্চদশ উপসর্গের উল্লেখ করেছেন। (ঠা. রা. মো. জীবন ও সমগ্র রচনা)। উপসর্গ সমূহের ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে তিনি 'সবর্ণানুসারে' ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ধাতুপদের প্রথম ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্ত্তী উপসর্গটির ধ্বনির পরিবর্ত্তন বা পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation) হবে। যেমন, ক্+তর = কতর (বড়), ক+হাম = কাহাম (ভাল), ক্+রাক = কারাক (কঠিন), ক্+রি =কিরি (ডর, ভয়)।

রাধা মোহন ঠাকুরের 'সবর্ণানুসারে' সূত্রটি মেনে নিলে কক-বরকের উপসর্গ সংখ্যা পঞ্চদশ থেকে হ্রাস পাওয়া উচিত। কা, কি, কী, কু, কূ, কে জাতীয় উপসর্গগুলোর পরাগত ধ্বনির প্রভাব বাদ দিলে শুধুমাত্র ক-ই অবশিষ্ট থাকে। যেমন, 'কাহাম' শব্দটির ক-এর সঙ্গে যুক্ত আ-কারটি পরবর্ত্তী ধ্বনি হা (আ-কার যুক্ত) আছে বলে পরাগত সমীভবনের কারণে পূর্ববর্ত্তী ক্-ধ্বনি 'কা' হয়েছে। অর্থাৎ এস্থলে উপসর্গরূপে আ-কার বিযুক্ত একমাত্র ক-ই বিবেচ্য। অনুরূপভাবে অন্যান্য উপসর্গগুলোর ক্ষেত্রেও একথা বিবেচনা করতে হবে। যেমন, ছে (= সে, শে) স্থলে

শুধুমাত্র ছ (= স্, শ) ফু, ফে স্থলে ফ, মি, ম, মে স্থলে ম, রি স্থলে শুধু র্ হবে।

তাহলে কক-বরকে মোট উপসর্গ হচ্ছে, ক্, ফ্, ছ্ (= স্, শ) ম, র এবং ব। সর্বমোট ছয়টি। বলা বাহুল্য কক-বরক এবং বর ভাষাতে বহুল ব্যবহৃত 'ব' উপসর্গটি তিনি পুস্তকে উল্লেখ করেননি। অবশ্য 'সবর্ণানুসারে' সূত্রের প্রচুর ব্যতিক্রমও রয়েছে। সর্বক্ষেত্রে সমীভবন নিয়মানুসারে হয়নি। যেমন, কুবেঙ্গ (বন্দনা করা), বখাক (কোন খণ্ডে বা দিকে), বখাই (আধু. বাহাই) কি করে। মুখরা -বানর।

কক-বরক উপসর্গযুক্ত কতগুলো পদ সাধারণতঃ উপসর্গ বিযুক্ত হলে ক্রিয়া পদরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কা/হাম - ভাল, বিণ। হাম - ভাল হওয়া, ক্রি। ক/লক - লম্বা, বিণ। লক - লম্বা হওয়া, ক্রি। ক/তর - বড়, বিণ। তর - বড় হওয়া, ক্রি। ফু/নুক - দেখানো, নিজন্ত ক্রি। নুক - দেখা, ক্রিয়া ইত্যাদি।

অবশ্য কিছু কিছু শব্দে তার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কা/তাল, ক/তাল - নতুন, বিণ। 'তাল' শব্দ ক্রিয়ারূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নাই। কি/চিং - বন্ধু/বান্ধবী। [সংস্কৃতে 'সখি' শব্দটি স্ত্রী এবং পুং উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হত। সং সখি > বন্ধ চুকি। কোথাও প্রাচীন বরতে ব উপসর্গ যোগে সমীভবনে বিসিগি > কব. ক উপসর্গ যোগে পরাগত সমীভবনের ফলে কি + (✓সি স্থলে প্রতিবর্ণীকরণে >) ✓চি এবং স্বার্থিক প্রত্যয় অনুস্বার যোগে কিচিং। এ কারণে কিচিং শব্দের অর্থ 'বন্ধু' এবং বান্ধবী' দুটিই হওয়া উচিত।] ক্+রি = কিরি, ভয় করা। ক্রিয়া। [ডর ✓র, স্বার্থিক ই-কার যোগে রি, পরাগত সমীভবনের ফলে ক্ উপসর্গ কি-তে পরিণত]। উল্লিখিত শব্দগুলোর (কাতাল/কতাল, কিচিং, কিরি) শেষাংশ তাল, চিং, রি প্রভৃতি অংশ কখনো মূল শব্দের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয় না।

আদিস্তরে (সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী কিংবা তার পরবর্ত্তীকালে বাংলা ভাষার সহিত কক-বরকের যোগাযোগের কালেই এই উপসর্গগুলো ভাষার স্বার্থে গৃহীত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপির ভাষাদৃষ্টে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাংলা ভাষার সহিত যোগাযোগের পরবর্ত্তীকালে পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো রচিত হয়েছিল এবং তখনও ক-উপসর্গটি অবিকৃত ছিল। যেমন, কাহাম/খাহাম। ক-স্থলে খ। একমাত্র দশ নং শ্লোকেই কাহাম- এর স্থলে খাহাম এবং 'হা' উহ্য 'খাম' হয়েছে।

বাংলায় অব্যয়ের অন্তর্গত উপসর্গ বা Preposition খুব কম। সংস্কৃতে মোট উপসর্গের সংখ্যা কুড়িটি (প্র, পরা ইত্যাদি)। পালিতে অব্যয়ের যে দুটি ভাগ রয়েছে তারমধ্যে গ-একটি উপসর্গ এবং অপরটি নিপাট। কক-বরকের ক-উপসর্গটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত থেকে আত্মকরণের মাধ্যমে গ-তে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। 'স্ববর্গান্তর্গত একটি বর্ণের স্থলে অপর বর্ণ' সূত্রানুযায়ী পাণ্ডুলিপিতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ = ক = খ।

পরবর্ত্তীকালে বর ভাষায় গ এবং কক-বরকে প্রায় সর্বত্র ক রক্ষিত হয়েছে।

ব্যতিক্রম ঃ গানাসা (গ্+আনা+সা) -এক আনা। থাগুগ্লাক - যাব না (ভবিষ্যৎ কালের না বাচক ক্রিয়া প্রত্যয়)। কক-বরকে ক-উপসর্গযুক্ত কতিপয় শব্দ। পাশে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো পাণ্ডুলিপির শ্লোক নম্বর।

কচাগ ১ - লাল, পরাগত সমীভবনে 'কাচাক'। ক স্থলে গ প্রত্যয়। সং জবা ✓জ> ✓চ প্রতিবর্ণীকরণ, স্বার্থিক আ-কার। জবাফুলের রং লাল বলে- জ। সাদৃশ্যে। জবাকুসুম সংঙ্কাশং...উপমা। ক্+চা+গ (=ক) প্রত্যয়। বর.গ'জা/ গাঁজা।

কছম ১ - কালো, সংকৃষ্ণ প্রা. বাং কিসন ✓সন > প্রতি. উপ. ক্+✓সম। বর. গ'চম। ক = গ, ছ = চ = স।

কচার ১৯ - মধ্য। প্রা. বাং মাঝার ✓ঝার > ✓চার। উপ. ক+চার।

কিরি ২০ - ভর.✓র, স্বার্থিক ই-কার যোগে বি, ক+বি পরাগত সমীভবনে কিরি। স্ উপসর্গ যোগে সিকিরি, উচ্চারণে ই-কার লুপ্ত, সিক্‌রি - ভয় দেখানো।

কিছিব ৩৬ - পাখা, ব্যঞ্জন ✓জ > ✓ছ, স্বার্থিক ই -কাব। ক-উপসর্গ, পরাগত সমীভবনে কি+ছি+ব (= প), ব = প প্রত্যয়, বর. গিচিপ।

কতর ১৮ - বড়, বৃহৎ, প্রা. বাং বড্ড✓ড্ড,ড > ত, ড > ড় (= র) উপ. ক+ত+র।

কেবেঙ্গ ৯ - বাঁকা হওয়া, অর্থ প্রসারে আড়াআড়ি, বিঘ্ন। বাং বাঁকা ✓বাঁ > বেঙ্গ। উপ. ক্+বেঙ্গ = সমীভবনে কেবেঙ্গ। এ-কার প্রত্যয়। ং = ঁ = ঙ।

কুবেঙ্গ ২২, ২৪ - বন্দনা করা, সং বন্দনা ✓বন >✓বেঙ, ে-কার প্রত্যয়। ন = ঙ, পরাগত সমীভবনে ক-উপ. কে হওয়া উচিত ছিল। উপসর্গরূপে কু এস্থলে ব্যতিক্রমরূপে গণ্য।

কারান ১ - টানা, রোদে টেনেছে বা শুকিয়েছে অর্থে দেশজ প্রয়োগ। ক্+রান (< টান), সমীভবন। তুঃ সং কটাহ > প্রা. কড়াই > কব. কারাই। ট > র।

কথার ৯, ১৯ ঃ- পবিত্র। ১) সং পবিত্র ✓ত্র (= ত্র্), ত > থ স্বার্থিক আ-কার যোগে থার। ক+থার = কথার, কোথাও কঠার ৯। ২) সং দাত > প্রতি. থার, দ > থ, ত > র।

বর ভাষাতেও গ (= ক) ব, ম, ফ উপসর্গ বয়েছে। অধিকাংশ স্থলেই কক-বরকে স্ববর্গান্তর্গত বর্ণদ্বারা প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে। বব ভাষায় সর্বত্র কক-বরকের

মতো ব্যাপক সমীভবন হয়নি। বর ভাষাতে যাহা- গ, কক-বরকে তাহা ক্ষেত্র বিশেষে ক-উপসর্গ কিংবা ক প্রত্যয়।.

কুচুক - উচ্চ, সং উচ্চ ✓চ, স্বার্থিক উ-কার যোগে ✓চু। উপ. ক্+✓চু+ক প্রত্যয় = কুচুক। সমীভবন। বর. গ'জ'ও/গীজীও।

কেচেপ - সংকীর্ণ, দে. বাং ✓চিপা > ✓চেপ, ক্+চেপ = কেচেপ, সমীভবন। বর. গুচেপ, গেচেপ।

কুতুং - উষ্ণ। সং তপ্ত ✓ত, উং প্রত্যয় যোগে তুং। উপ. ক্+তুং = কুতুং, পরাগত সমীভবন। তুং - তপ্ত হওয়া, উপ. ম্ + তুং = মুতুং, তপ্ত করানো। সমীভবন। বর. গুদুং।

কুবুক - ধারাল। দে.বাং বুক/ভোগ (ধার অর্থে) ✓বু, উপ. ক্+✓বু+ক প্রত্যয় = কুবুক, সমীভবন। বর. গীবীও।

কুথুই - মৃত, সং মৃত ✓ত > প্রতি. ✓থ+উই প্রত্যয় = থুই - মৃত্যু। ক+থুই = সমীভবনে কুথুই। থু-নিদ্রা, (উ)ই প্রত্যয় যোগে থুই, চিরনিদ্রা। বর. গীথে।

কাতাল, কতাল - নূতন। সং নূতন ✓তন, স্বার্থিক আ-কার যোগে তান > প্রতি. তাল। উপ. ক্+তাল = কাতাল, সমীভবন, বর. গ'দান/গীদান। ন > ল।

কাচাম, কৃচাম - জীর্ণ, পুরাতন। সং জীর্ণ ✓জন> প্রতি. চম, স্বার্থিক আ-কার যোগে চাম। উপ. ক্+চাম = কাচাম, সমীভবন। বর.গ'জাম/গীজাম।

কুতুই - গুড়। মিঠাই। (১) বাং মিঠাই > অস. মিঁথৈ ✓থৈ > উপ.কু+প্রতি. ✓তৈ = কুতৈ > কুতুই। ২নং সূত্র, প্রগত (Progressive) সমীভবন। (২) বাং মিঠাই > অস. মিঁথে > বর.মেথা'য়। গুদ্দৈ > প্রতি. কুতৈ > কুতুই। গুড (= ড়)+দৈ = গুদ্দৈ। ড = দ।

কলক - লম্বা, দীর্ঘ। সং লম্ব ✓ল, উপ. ক্+ল+ক্ প্রত্যয়। লক - দীর্ঘ হওয়া, ক্রি। উপ. ফ+ল+ক = দীর্ঘকরা, প্রসারিত করা। বর. ফলাও - প্রসারিত করা। বর. গ/গী+ল+আও প্রত্যয়, গলাও/গীলাও, লম্বা।

কুসু - ছোট,.✓ছ > প্রতি. ✓স+উ-কার প্রত্যয় = সু, ক্+সু = কুসু ঃ মীভবন। ১/খ সূত্র। বর. গুচুং/গুসুং, অস.চুটি ✓চু +স্বার্থিক.ং। উপ. গু+চুং/ ং = গুচুং, গুসুং। চ = স।

কিচিক - ছিন্ন, ✓ছি (= জি = চি)। ১।খ সূত্র। উপ. ক্+✓চি+ক প্রত্যয়, মীভবনে কিচিকি। স্ উপসর্গ, সমীভবনে সিচিক - ছিন্ন হওয়া বা করা। বর. উপ.

গ+জি = গিজি, ছিন্ন। কব. চ- ছিন্ন হওয়া, বিচ্যুত হওয়া। বর. জ' - ছিন্ন হওয়া।

কিসি - সিক্ত, ✓সি। উপ. ক্+সি = কিসি, সমীভবন। সি-সিক্ত হওয়া। উপ. ম+সিঁ = মিসি - সিক্ত করা। সমীভবন বর. গিচি। স = চ। ১নং সূত্র।

কাহাম - ভাল, (ভা >) হা+ (ল >) ম = হাম, ভাল হওয়া, ৬নং সূত্র। উপ. ক্+হা+ম = সমীভবনে কাহাম। বর. গাহাম।

ক-উপসর্গ যুক্ত পরাগত সমীভবনের (Regressive Assimilation) আরো কিছু সংখ্যক উদাহরণ।

কবর - পাগল, হিং বাওরা ✓বর, উপ. ক+বর = কুবর। বর. ফাগলা।

কতক - কন্ঠ। (১) সং কন্ঠ ✓কঠ > প্রতি. ✓কত+ক প্রত্যয়। এস্থলে প্রথম-ক উপসর্গ হবে না। (২) কন্ঠ ✓ঠ > ✓ত, উপ: ক্+✓ত+ক প্রত্যয় = কতক। পাণ্ডুলিপিতে 'কতো'।

কহই - শুষ্ক, ✓শ > ✓হ, উপ. ক+✓হ+ই প্রত্যয়। তুঃ দেঁ, বাং শুক্না > হুকনা। ২। সং কস্য > প্রা. কাহ > অপ. কাহ > প্রা. বাং কাহ > কহ+ই প্রত্যয় কহই।

কুথুক - পরিব্যাপ্ত, গভীর। বাং থৈ ✓থ+উক প্রত্যয় = থুক। উপ. ক্+থুক = কুথুক; সমীভবন। থৈ / থই - তলস্পর্শ, পরিব্যাপ্তি, গভীর।

কাচাং, ক্চাং - ঠাণ্ডা, শীতল। হিং জার ✓জা > ✓চা+(অ) ং প্রত্যয় = চাং। উপ. ক্+চাং = কচাং। সমীভবনে কাচাং। বর. গ'জাং/গুচু।

কাবাং, ক্বাং - অধিক, বেশী। বাং বাড়া ✓বা+স্বার্থিক ং অনুস্বার যোগে বাং, বৃদ্ধি পাওয়া, ক্রি। ক্+বাং = কবাং, সমীভবনে কাবাং, বিণ। সং বৃদ্ধি > বাং বাড়া।

কাথাং, কথাং - তাজা, জীবন্ত, টাটকা। বাং তাজা ✓তা > ✓থা, স্বার্থিক অনুস্বার যোগে থাং, উপ. ক্+থাং = কথাং, সমীভবনে কাথাং। বর. গাঁথাং।

কুতুক - শব্দ করা, গণ্ডগোল করা। সং কুতু -কৈ (শব্দ করা)+ডক। কুতু+ক প্রত্যয় = কুতুক।

কাসার/কসার - ছড়ান, বিক্ষিপ্ত করা, বপন করা, রোপন করা। দে.বাং চারান ✓চার > সার, বপন করা। উপ ক্+সার =কসার। সমীভবনে কাসার। চ > স।

কাকাক - খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন। সং খণ্ড ✓খ > ✓ক। স্বার্থিক আ-কার যোগে কা। উপ. ক্+✓কা+ক প্রত্যয় = সমীভবনে কাকাক। কাক - বিচ্ছিন্ন হওয়া, ক্রি।

উপ.·সে যোগে সে +কাক = সেকাক, কারো দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়া বা খণ্ডিত করা। সমীভবনের ফলে 'সাকাক' হওয়া উচিত।

স্- উপসর্গ ঃ অন্যান্য উপসর্গের ন্যায় কক-বরকে স - ও একটি বিশেষ উপসর্গরূপে গণ্য। সমীভবন হলে এটি সা, সু, সি, সে ইত্যাদিরূপে পবিবর্তিত হয়ে থাকে।

বর্ণটির উচ্চারণ স্থান লক্ষ্য করে কেহ কেহ কক-বরকে বর্ণটির উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ভাষা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে কক-বরকে তিনটি সোষ্ম বর্ণেরই উপস্থিতি রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে এসে সোষ্ম বর্ণগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে খানিকটা রূপান্তরিত হয়েছে।

পালি ভাষাতে শ, ষ নেই। এ দুটি সোষ্ম ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে যথাক্রমে শ, চ-তে এবং ষ, স-তে। যেমন, শব > চব। পাষাণ > পাসান। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শ, ষ-এব কাজ 'স' দিয়েই চালানো হযে থাকে। যেমন, সং ঈশ্বব > ইস্সর।

প্রাকৃতে শ-ব স্থলে স, হ দুটিই হয়। যেমন, দ্বাদশ > দুবাডস। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে তিনটি সোষ্মধ্বনিই বযেছে। প্রাথমিক স্তরের বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে মন্ত্রে এ তিনটি সোষ্মধ্বনির মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষিত হয়নি। এমনকি একটি শব্দই তিনটি সোষ্মধ্বনির দ্বারা লিখা হয়েছে। যেমন, সুঐ ১/শোঐ ১ - শোধন করে। সাংগ্রোমা ১/শাঙ্গরণ ১৩/ষাংঙ্গোমা ২১ - আদ্যামা। গোশাত্রিঁ ৬/গোষাত্রিঁ ৩৭ - গোসাই, গোস্বামী। বাষুযা ১১/বাসুয়া ১৪ - অশুভ।

পরবর্ত্তীকালে রাধামোহন ঠাকুরের কাল থেকে অনেকটা পালি ভাষার অনুকরণে তিনটি সোষ্ম বর্ণের স্থলে কেবলমাত্র স-ই বক্ষিত হযেছে। কক-বরক ছীরাঁও (দশরথ দেববর্মা) - এ তিনিটি সোষ্ম বর্ণই বর্জিত হয়েছে। তৎস্থলে মাত্র 'ছ'-ই রক্ষিত হয়েছে।

কক-বরক শব্দ সমূহ বিশ্লেষণে দেখা গেছে বহুল ব্যবহৃত 'স' উপসর্গটি তালব্য -শ হওয়া উচিত। উপসর্গটি সংস্কৃত শব্দ 'শরীর' (✓শ) থেকে জাত; রাধামোহন ঠাকুরের কাল থেকে ছ্ (= স) রূপে ব্যবহৃত। পালি ভাষার অনুকরণে উপসর্গটি সর্বক্ষেত্রে স্ হওয়া উচিত।

উপসর্গটি ভাষায় ব্যবহারের নিয়ম হলো, বাক্যের কর্তার দ্বারা (প্রাণী বাচক কিংবা অপ্রাণী বাচক যাই হোক) কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়েছে বুঝালে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রিয়ার পূর্বে স্ উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং পরবর্ত্তী কিংবা পূর্ববর্ত্তী

ধ্বনির প্রভাবে সা, সি, সু ইত্যাদিরূপে সমীভূত হয়ে থাকে। এই সমীভবনের প্রয়োগ ভাষার সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে লক্ষিত হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য উপসর্গের ন্যায় এটিও সমীভূত না হয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। নিম্নে স্-উপসর্গযুক্ত কিছু সংখ্যক পদের উদাহরণ দেওয়া হলো।

পুং - পূর্ণ হওয়া। সং পূর্ণ ✓পুন > পুং। ক্রি।

সুপুং - পূর্ণ করা। স্+পুং = সুপুং, সমীভবন। কারো দ্বারা পূর্ণ করা ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়েছে বলে স্ উপসর্গ যুক্ত।

পেং - সরল হওয়া, সোজা হওয়া। ক্রি।

সেপেং - সোজা কবা, সরল করা। স্+পেং = সেপেং, সমীভবন।

বাই - ভগ্ন হওয়া, ভাঙ্গা , ক্রি। ভগ্ন ✓ভ > প্রতি. ব+আই প্রত্যয় = বাই।

কবাই - ভগ্ন, বিণ, উপ.ক+বাই = কবাই। সমীভবন কাবাই।

সেবাই - স্+বাই = 'সবাই' হওয়া উচিত। ভগ্ন করা, ভাঙ্গা। বর. চিফায়।

সচা - স্+চা। জাগানো ✓জা > চা, জ = চ। অপর কর্তৃক জাগানো ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

সিচা - সি+ চা। স্বয়ং জাগরিত হওয়া।

চিখাক্ - চিড়ে খণ্ড করা, ছিন্ন করা। সং ছিন্ন ✓ছি > চি। সে্+খাক - সেখাক - চিড়ে বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত করা। খণ্ড ✓খ স্বার্থিক আ কার+ক প্রত্যয়।

সিচিক - স্+চিক = সিচিক। সং ছিন্ন ✓ছি > প্রতি. চি+ক প্রত্যয়। সমীভবন। কারো দ্বারা 'ছিন্ন করা' ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

কিচিক - ক্+✓চি+ক প্রত্যয়। সমীভবনে কিচিক। ছিন্ন, বিণ।

লের - দেরী করা, বিলম্ব করা। হিং দের > লের। দ-ধ্বনি ল-তে পরিবর্তিত। তুঃ সং উদার > পা. উলার।

সেলের - স্+লের। যে শরীর ধীরগতি সম্পন্ন, অলস। সমীভবন।

রুং - পারদর্শী, শিক্ষিত, শিক্ষা করা। সং পঠন ✓ঠন > প্রতি. রুং, ১/ঘ সূত্র। ঠ > ব, ন > ং। বাং পড় ✓ড় > প্রতি. ✓র+উং প্রত্যয় = রুং।

সুরুং - স্+রুং, সমীভবন। শিক্ষা করা। বর. চলং।

কুরুং - উপ. ক্+রুং। সমীভবন। পণ্ডিত। উপ. ফ্+রুং = ফুরুং, অপরকে শেখানো, সমীভবন।

খক - চুরি করা। সং হরণ ✓হ > প্রতি. ✓খ+ক প্রত্যয় = খক। ক্রি।

সিখক - সি+খক। চোর। সি উপসর্গ যুক্ত বলে ক্রিয়া পদটি বিশেষ্য পদে পরিণত হয়েছে।

সাকাল - স্+কাল। মূর্তিমান বা দেহযুক্ত অপশক্তি। সং মহাকাল - সংহারকর্তা। কাল - কায়াহীন সংহারকর্তা বা অপশক্তি। স্ উপসর্গ সমীভবনে সাকাল।

সিক্‌রি - স্+কিরি। ভয় দেখানো। কিরি - ভয় করা। ডর ✓র, স্বার্থিক ই-কার যোগে 'রি'। ক্+রি = কিরি, সমীভবন। সিকিরি হওয়া উচিত। উচ্চারণে সিক্‌রি।

সিপাক - সি+পাক, স্ত্রী অঙ্গ। সং ভগ ✓ভ > প্রতি. ✓ব +আও প্রত্যয় = বাও, ৩নং সূত্র। প্রাঃ বর. সি + বাও = সিবাও/আপু.বর.ছিফা > কব. প্রতি. সিপাক। ক প্রত্যয়।

সতন - টানা। স+সং ✓তন(বিস্তার করা) = সতন, জাল সতনদি - জাল টান। দুখুই সতনদি - দড়ি টান।

যে সমস্ত কক-বরক শব্দ তালব্য-শ যুক্ত সংস্কৃত শব্দ থেকে বিবর্ত্তনের মাধ্যমে কক-বরকে এসেছে সে সমস্ত শব্দ তালব্য-শ দিয়েই লিখা উচিত। ইদনীং বর ভাষাতেও ক্ষেত্র বিশেষে তালব্য-শ এর প্রয়োগ রয়েছে। পালি ভাষার অনুকরণে যদিও ধ্বনি পরিবর্ত্তনের স্থলে শ > স দেখানো হয়েছে, তথাপি নিম্ন লিখিত শব্দগুলোর বুৎপত্তি লক্ষ্য করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কক-বরকেও শ-এর অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন, সং শ্মশান > শিমালুং। সং শুণ্ড > (বু) শুন্দা - শুঁড়। সং শুল্ব > শু - পরিমাপ করা। সং শকুন > শিকরুক। সং শম্বুক, কম্বু > শিকাম্বুক। সং শার্দূল > (ম) শা - বাঘ। সং শ্ব > শুই - কুকুর ইত্যাদি। শ > স ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

ব-উপসর্গ ঃ অন্যান্য উপসর্গের মতো এ উপসর্গটিও প্রতিপাদিকের পূর্বে ব, বি, বে, বু ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়। এ উপসর্গটির উৎপত্তি পালি উপসর্গ 'অব' (অব ✓ব) থেকে। উপসর্গগুলো অব্যয় পদ। এগুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই। এগুলো প্রতিপাদিকের পূর্বে যুক্ত থেকে অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটায়। আবার কখনো উপসর্গটি নিরপেক্ষভাবে প্রতিপাদিকের পূর্বে বসে থাকে; প্রতিপাদিকের অর্থের কোন পরিবর্ত্তন সাধন করে না।

ব্- উপসর্গ যুক্ত পদের উদাহরণ।

বুসুন্দা - ব্+সুন্দা। সমীভবনে বু। শুঁড়। সং শুন্ড > প্রতি. সুন্দা, শ > স, ড = দ। তুঃ সং ডিণ্ডিম > পা. দিন্দিম।

বুবাগরা - বু+বাগ+রা। ভূভাগের রাজা। ভূভাগ > বুবাগ+(সং রাজা > পা. রাঅ >) কব. রা। বু এখানে উপসর্গের ন্যায় যুক্ত হলেও উপসর্গ নয়, ভূ শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ। বু-কে উপসর্গরূপে ধরে নিলে অর্থ হবে 'ভাগের বা অংশের রাজা বা অধিপতি' পাণ্ডুলিপিতে ববাগরা/বুবাগরা ১১/বভাগরা ১৪। .

বুবার - ফুল। 'ফু' এর সাদৃশ্যে উপসর্গ 'বু'। ফুল > বার। ফ > ব। স্ববর্গ বর্ণ। স্বার্থিক আ-কার। র > ল। তুঃ সং রোম > পা. লোম। উপ. বু+বার = বুবার। বর. বিবার (উপ. বি+বার)। বা-কে উপসর্গ ধরে নিলে 'বুর' থেকে প্রতিবর্ণীকরণে ফুল হয়।

বুখ্রুই - কুঁড়ি, কুড়ি ✓কুড় > প্রতি. ✓খুর+উই প্রত্যয় খুরুই। উপ. ব্+খুরুই = সমীভবনে বুখুরুই > বুখ্রুই।

বুচু - বোঁচকা, পুটুলি। বোঁচকা ✓চ, স্বার্থিক উ-কার যোগে চু। উপ. বু+চু = বুচু। সমীভবন। রি বুচু - কাপড়ের বোচকা বা পুটুলি। চুজাক - বোঁচকা বা মোচা বাঁধা।

বুচু - পিতামহ, মাতামহ। (১) সং আর্যক ✓য (উচ্চারণ বিকরণে জ >) জ > চ, স্বার্থিক উকার যোগে 'চু'। ব্+চু = বুচু, সমীভবন।

(২) ফার্সী আজা - পিতামহ, মাতামহ। ✓জ > চ, স্বার্থিক উকার যোগে চু। ব্+চু = বুচু, সমীভবন।

বুচুই - পিতামহী, মাতামহী। শ্রেষ্ঠা, মাননীয়া স্ত্রী। (১) সং আর্যকা ✓য উচ্চারণ বিকরণে জ > ✓চ+ উই প্রত্যয় = আচুই। উপ. ব্+চুই = বুচুই। সমীভবন।

২) ফার্সী. আজি - পিতামহী, মাতামহী। ✓জ > প্রতিবর্ণীকরণে ✓চ+উই প্রত্যয় = চুই। ব+চুই = বুচুই, সমীভবন। আজিমা > বাং আইমা। পিতামহী, মাতামহী। তুঃ আইঅজুক - সধবা নারী।

বুফাং - গাছ, বৃক্ষ। সং পাদপ.✓পা > ফা, স্ববর্গ বর্ণ। সং (আ) ঙ প্রত্যয় যোগে ফাঙ।-উপ. বু+ফাঙ = বুফাঙ। বর. বংফাং, ফিফাং। তুঃ সং পুরুষ > পা. ফরুস।

বেদেক - ডালা, শাখা। ডালা ✓ড > দ, স্বার্থিক ে-কার যোগে 'দে'। উপ. ব+দে+ক প্রত্যয় = বেদেক, সমীভবন। বর. দালায়/দালি।

বুদুল - ঢেলা, পিণ্ডাকৃতি বস্তু। দে. বাং দলা (< ঢেলা) > দুল, স্বার্থিক উ-কার। উপ. ব+দুল = বুদুল। সমীভবন।

বখনাই - কেশ, সং কুন্তল ✓কন > প্রতি. খন+আই প্রত্যয় = খনাই, ব উপ.

যোগে বখ্‌নাই। ক > খ।

বুখুক - মুখ গহ্বর, কোটর, জঠর। সং কোটর ✓কো প্রতি. ✓খু+ক প্রত্যয় = খুক। উপ. ব্‌+খুক = বুখুক, সমীভবন। তাখুক (তাও+খুক) - কোটরে থাকে যে পাখি, পেঁচা। তাখুক (তা+খুক) - একই মায়ের গর্ভরূপ কোটরে অগ্রেজাত ভাই। দাদা ✓দা > প্রতি. তা।

বুলুই - লিঙ্গ. হুল। লিঙ্গ ✓ল+উই = লুই। উপ. ব্‌+লুই = বুলুই, হুল। সমীভবন। বর. লুঁদে।

বুদুক - লতা। ✓লত > বর. বেনদং > বুদুক। উপ. বে + ন(< ল) + দ(< ত)+স্বার্থিক ং। কব. উপ. ব+✓দ(< ত)+উক প্রত্যয় = বুদুক, সমীভবন।

বুকুর - বল্কল। ✓কল > ✓কুর, স্বার্থিক উ-কার। ল > র। উপ. ব্‌+কুর = বুকুর, সমীভবন। বর. বিগুৎ।

বাথাক - নিজে নিজে থামা। থামা ✓থা, ব+থা+ক প্রত্যয় = বাথাক। সমীভবন।

বুতুই - রস, ডিম। সং তোয় ✓ত > বর. ঐ-কার প্রত্যয় যোগে প্রতি. দৈ > কব. প্রতি. উই প্রত্যয় যোগে তুই। উপ.ব্‌+তুই পরাগত সমীভবনে বুতুই, রস ঝোল। সং ডিম্ব ✓ড > বর. প্রতি, ঐ-কার প্রত্যয় যোগে দৈ, উপ.বি+দৈ = বিঁদৈ কব. প্রতি. ✓ড > ত+উই প্রত্যয় = ✓তুই। উপ. ব+তুই = বুতুই, ডিম। সমীভবন। তক+বুতুই = তকতুই। আ+বুতুই = আবুতুই-মাছের ঝোল। বর. দাওদৈ > কব. তকতুই - পাখির ডিম।

ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিপাদিকের আদিতে যুক্ত ব-এর বিভিন্ন সমীভূতরূপকে উপসর্গের ন্যায় দৃষ্ট হলেও প্রকৃত পক্ষে এরা উপসর্গ নয়। ভাষায় এ জাতীয় পদ সমূহ কক-বরক প্রথম পুরুষ (Third person) সর্বনাম পদ ব(< ইং ওহ্‌, সে)-এর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। বিশেষ এই যে, এই সর্বনাম পদটিও উপসর্গের ন্যায় বিভিন্ন পরিবর্তিতরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ব, বা, বি, বে, বু ইত্যাদি প্রথম পুরুষের অর্থ প্রকাশ করে থাকে সে সকল ক্ষেত্রে এই ব, বি ইত্যাদি সর্বনাম পদরূপে বিবেচিত হবে না। যেমন,

বিনি+সাক = বসাক, তার শরীর।

বিনি+সাই = বসাই, তার স্বামী।

বিনি+হামজুক = বাহামজুক, তার পুত্রবধূ।

বিনি+কিচিং = বিকিচিং, তার বন্ধু।

বিনি+হিক = বিহিক, তার স্ত্রী।

বিনি+মুগু = বুমুগু, তার নাম।

বিনি+ছাজুক = বুছাজুক, তার কন্যা সন্তান।

বিনি+বাইনা = বুবাইনা, তার ভাগিনেয়।

বিনি+বাচুই = বুবাচুই, তার বৌদি।

বিনি+ফাইডং = বুফাইডং/বিফিডং, ওর ছোট ভাই।

কিছু কিছু পদে মূল শব্দের ব অবিকৃত থেকে আত্মকরণের স্বার্থে ে-কার, উ-কার ইত্যাদি যোগে আত্মকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপসর্গ কিংবা সর্বনাম পদ রূপে বিবেচিত হবে না। যেমন, সং বহুল > বু... ফা. বেবাক > বেবাং। সং বহুল > বেলাই।

ম ঃ কক-বরকে এটিও একটি প্রাণী বাচক উপসর্গ। সমীভবনের কারণে কিংবা কখনো সমীভবন ব্যতিরেকে প্রত্যয়টি ম, মা, মি, মু, মৈ ইত্যাদিরূপে প্রতিপাদিকের পূর্বে যুক্ত থেকে প্রাণীবাচক পদ কিংবা ক্রিয়া পদ গঠন করে থাকে। উপসর্গটির উৎস হচ্ছে পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের ২১নং এবং ২৩নং শ্লোকের 'মিনাংফা' (প্রাণীর অধিপতি) শব্দের 'মিনাং' অংশ। মন্ত্র রচনার পূর্ব থেকেই প্রাণ বা প্রাণী শব্দটির 'মিনাং' রূপে প্রতিবর্ণীকরণ হয়েছিল বলা যেতে পারে। আধুনিক কাল পর্যন্ত মিনাং শব্দটির বুৎপত্তিগত ক্রম বিকাশ হলো ঃ সং.প্রাণ, কোমলরূপ পরাণ /পর > স্ববর্গ বর্ণ ম, ি-কার প্রত্যয় যোগে মি+(র ⁄) ন+আং প্রত্যয় = মিনাং। মিন+আও প্রত্যয় = মিনাও - প্রাণী, ম+ঐ-কার প্রত্যয় = মৈ - প্রাণী, খাদ্য। ... প্রত্যয় মুই -প্রাণী, খাদ্য, রন্ধিত ও অরন্ধিত সব্জী, ব্যঞ্জন। ম+আই প্রত্যয় = মাই - ভাত, ধান্য। ম+হ্রস্ব ই-কার = মি - প্রাণী, পশু, সব্জী।

এ স্থলে লক্ষ্যনীয় হলো, প্রাণ শব্দ থেকে জাত একমাত্র ম(= প) বর্ণটিই বিভিন্নকালে বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। বিভিন্নকালে মিনাং বা মিনাও পদটির রূপের পরিবর্ত্তনের সহিত অর্থেরও ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে মিনাং, মিনাও, মৈ পদগুলোর প্রয়োগ দেখে বলা যায়, মন্ত্র রচনার কাল পর্যন্ত উদ্ধৃত পদগুলোর অর্থ 'প্রাণ' বা প্রাণীই ছিল। পরবর্ত্তীকালে মৈ কিংবা নিশ্চিতভাবে মুই থেকেই পদটির অর্থের ব্যাপকতা ঘটে। রাজমালায় 'মৈছিলি' (১ম লহর, কা.প্র.সেন. পৃঃ৪০) শব্দের অর্থ- বলির জন্য প্রাণী (মানুষ)

অনুসন্ধানকারী। আধুনিক কক-বরকে 'মুই' শব্দের অর্থ হলো, ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য জীবিত বা মৃত প্রাণী, খাদ্যবস্তু,রন্ধিত বা অরন্ধিত সব্জী, ব্যঞ্জন। বর ভাষাতেও প্রাণের দ্যোতক এই ম-উপসর্গটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন, মাঁদাম (= ম'দ'ম), উপ. ম+দম (< হিংবদন ✓দন > দম) = মদম, প্রাণীর দেহ। নিম্নে কতিপয় ম-উপসর্গযুক্ত শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল। যেমন,

মশক - প্রাণীবাচক উপ. ম্+✓শ+ক প্রত্যয়। কালেশ্বর (হরিণ) ✓শ। শ > স, মসক। পালি প্রভাব।

মথাল - উল্টান। প্রাণী বাচক উপ. ম্+থাল (<.টান)। উলটান ✓টান, টা > থা, ন > ল। ২নং এবং ৬নং সূত্র। ক্রি।

মথাক - থামান। প্রাণীবাচক উপ. ম্+✓থা (< থামা ✓থা)+ক প্রত্যয়। কিন্তু উপ.ব+থাক = বাথাক, সমীভবন। থামা। থাক - থামা, ক্রি।

মাইউং - হাতী। বর. মৈদেৎ > মৈঁদের, ধীরগতি সম্পন্ন প্রাণী। বর. প্রাণী বাচক উপ. মৈ। কক-বরকে (ম্+আই) মাই। উং (য়ুং) শ্রেষ্ঠ অর্থে প্রত্যয়, শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তুঃ আইয়ুং -জেঠিমা। তাইউং (য়ুং) - শ্রেষ্ঠ পাখি, ধনেশ পাখি। শব্দটির প্রাচীনরূপ সম্ভবতঃ 'ময়ুং'।

মাআম (= মায়াম) - খাদ্যবস্তু অর্থে উপ.ম্+আ (< আধার ✓আ)+ম প্রত্যয়। পরাগত (Regressive)সমীভবনে মা। খাদ্যশস্য রাখার আধার। ধানের গোলা।

মাখুক - বন বিড়াল (Weasel)। অস. বনমেকুরী ✓মেকু > প্রতি. ✓মাখু + ক। প্রাণীবাচক উপ. মা+✓খু(< কু)+ক প্রত্যয়। দে.বাং মেকুর (বিড়াল)-এর আদিধ্বনি 'মা' হলেও কক-বরকে 'মা' উপসর্গরূপে বিবেচিত হবে। বর. বনহাফা।

মাসানদুই - শজারু। প্রাণী বাচক উপ. মা+✓শান+দুই। সং শল্লকী ✓শল > স্বার্থিক আ-কার, (ল > ন) ন যোগে শান+(বর. মদৈ ✓দৈ >) দুই = মাশানদুই, শ > স, প্রগত (Progressive) সমীভবন।

মিশরম - পিপীলিকা, শ্রমকারী প্রাণী। বর. মচম, মশ্রম > মিশরম। উপ. ম + উই = মুই > মি+শ্রম = মিশরম। বর. শ = চ।

মিষিপ - মহিষ। সং মহিষ > বর. মৈষা > মিষিপ। পরাগত (Regressive)সমীভবনে ম্ উপ. 'মি' তে। হি > ষি। প - স্বার্থিক প্রত্যয়।

.মিসি - সিক্ত করা; ভিজানো। উপ. ম+সি(< সিক্ত ✓সি) = মিসি। ম্ উপসর্গ পরাগত (Regressive) সমীভবনে মি। উপ. ক যোগে কিসি - সিক্ত, ভিজা। রি কিসি - সিক্ত বা ভিজা কাপড়। রিরগ সিখা - কাপড়গুলো ভিজেছে।

মিলক - লাউ। উপ. মি+ল(< লাউ ✓ল)+ক প্রত্যয়। সং অলাবু > বর. লাও > রিয়াং মিলাও > মিলক।

মুসুক - গরু, বর. মছৌ/মষৌ > মুসুক। উপ. ম্+✓সু+ক। [পশু ✓শু > সু, প্রাচীন ভারতে মনুষ্যেতর সকল প্রাণীকেই 'পশু' বলা হত]। প্রাণী বাচক উপ. ম্ পরাগত সমীভবনে 'মু', ক- প্রত্যয়।

মুসুঁই - হরিণ। ম্ উপ. সমীভবনে মু+(পশু ✓শু >) সু+(উ) ই প্রত্যয় = মুসুই। বর. মৈ - হরিণ। কিন্তু সং শ্ব > ✓শ > সু+উই = সুঁই, কুকুব। (শ > স) ম-উপসর্গ যুক্ত হয়নি। বর. চৈ-কুকুর। শ > চ পালি প্রভাব।

মুথু - ঘুম পাড়ানো। ম্ উপসর্গ পরাগত সমীভবনে মু+থু = মুথু। নিজন্ত ক্রিয়া। দে. বাং উংগান (ঝিমান) ✓উ+(সং নিদ্রা > ম.বাং নিন্দ >) ✓ন্দ, স্বার্থিক উ-কার বা সমীভবনে ন্দু = বর. উন্দু ✓দু > কব. প্রতিবর্ণীকরণে থু - ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, ক্রি। থু + ই প্রত্যয় = থুই, চিরনিদ্রা, মৃত্যু। উপ. ক্ + থুই = কুথুই, মৃত। সমীভবন। বর. ফুথু - ঘুম পাড়ানো, শোয়ানো।

মুথুং - খেলা করানো। ফা. তামাসা ✓ত > প্রতি. ✓থ+উং প্রত্যয় = থুং। ম্+থুং = মুথুং, পরাগত সমীভবনে মু। নিজন্ত ক্রিয়া। তামাসা শব্দেব অর্থ কেলি, ক্রীড়া, খেলা। বর. গেলে - খেলা করা।

মুতুং - তপ্ত করা। তপ্ত ✓ত+উং প্রত্যয় = তুং। উপ. ম্+তুং = মুতুং, সমীভবন। তুং - তপ্ত হওয়া, ক্রি। উপ. ক্+তুং, পরাগত সমীভবনে কুতুং, তপ্ত, বিণ। বর. দুং- তপ্ত হওয়া। ফুদুং - গরম করানো। গুদুং - তপ্ত, বিণ (ক উপ. দ্রষ্টব্য) ত = দ। ক = গ।

মুছুং - (অগ্নি) জ্বালানো। জ্বলন্ ✓জ > প্রতি. ✓ছ+উং প্রত্যয় = ছুং। উপ.ম্+ছুং = মুছুং, পরাগত সমীভবন। বর. ফ-উপসর্গ যোগে ফজং। মুছুং এর অন্তস্থিত ং অনুস্বার কখনো ন- হয়। নগ হর ছুনুদি - ঘরে আগুন লাগাও। বর. জং।

মুখুঁই - টক, হিং খট্টা ✓খ+উই প্রত্যয় = খুই। ম্ উপসর্গ পরাগত সমীভবনে মু। ফানতক মুখুঁই - টক বেগুন। বর. গখৈ।

মুইশ্লে - মুই (ম্+উই প্রত্যয়)+শে(শরীর ✓শ, পরাগত সমীভবনে শে)+লের (< দের) = মুই শেলের। দ্রুত উচ্চারণে মুইশ্লে, মুইশ্লে। র-উহ্য। ধীরগতি সম্পন্ন দেহ বা প্রাণী, অজগর। শেলের - (শাক >) ✓শ+(দের >) লের = সমীভবনে শেলের। পালির প্রভাবে (শ = স) সেলের, যার দেহ দেরীতে বা ধীরেচলে, ধীর। অলস। দ > ল। তুঃ সং উদার > পা. উলার/উড়ার।

মত্তাই - দেবতা। প্রাণীবাচক উপ. ম+✓তা+(আ)ই প্রত্যয় = মতাই। সং দেবতা > অস. দেউতা ✓তা+(আ) ই প্রত্যয় = (ম)তাই। বর. মদাই > মতাই। দ = ত। বর. দেও-দেয়ী-দেবদেবী।

মৈখুন - ১৫,২৫ - কলার মোচা, কলার কুসুম। ঐ-কার প্রত্যয় যোগে উপ. মৈ (ম্+ঐ)+খুন (< ক্ষুম/খুম) = মৈখুন। আধুনিক কক-বরকে ঐ-কার যুক্ত উপসর্গটি অনুপস্থিত। তৎস্থলে 'উই' প্রত্যয় যোগে মুই (খাদ্যবস্তু, সব্জী, ব্যঞ্জন, প্রাণী), তৈ (জল) স্থলে 'তুই'। বর. ভাষায় পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের মতো ঐ প্রত্যয় রয়েছে। যেমন, দৈ (জল)।

মুঁখরা - বানর। সং মর্কট ✓কট। প্রাণীবাচক উপ. মু+(ক >) খ+(ট >)র+স্বার্থিক আ-কার = মুখরা। বর. মখ্রা/মৌখ্রা।

মাসা ১ - নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীবাচক শব্দে 'একটি প্রাণী' বুঝাতে 'মাসা' সংখ্যা বাচক বিশেষণরূপে যুক্ত হয়। শব্দটির আদিস্থিত 'মা' অংশটি প্রাণীবাচক উপসর্গরূপে যুক্ত। বুৎপত্তিঃ উপ. ম্+সা(< প্রাচীন বাংলায় এক সংখ্যাকে কষা (✓ষা) বলা হতো) সমীভবনে মাসা (ষ = স)। যেমন, তক মাসা - একটি পাখি। মুসুক মাসা - একটি গরু। আ মাসা - একটি মাছ।

বর ভাষাতেও প্রাণীবাচক উপসর্গ 'মা' যুক্ত হয়। যেমন, দাও মাসে (কোথাও পালি ভাষার প্রভাবে 'চ') - একটি পাখি। ম'সৌ মাসে- একটি গরু। না মাসে - একটি মাছ।

মাসা ২ - আধুলি, পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা। সম্ভবতঃ এস্থলে উপসর্গ 'মা' সংস্কৃত 'মুদ্রা' শব্দ থেকে জাত। এক টাকা বা একটি ষোল আনা বুঝাতে সংখ্যা বাচক বিশেষণ 'খক' ব্যবহৃত হয়। এর উৎস হলো সং. খণ্ড শব্দটি। খণ্ড ✓খ+ক প্রত্যয়। সিকি বা টাকার চতুর্থাংশ বুঝাতে চুসা (চতুর্থ চ+স্বার্থিক উ-কার চু+সা) এবং প্রাচীন এক আনা (চার পয়সা) বুঝাতে 'গানাসা' (উপ.গ্+আনা+সা) -র বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ বুঝা যাচ্ছে।

ফ্‌ ঃ কক-বরকে এই উপসর্গটি এসেছে সংস্কৃত উপসর্গ 'পরা' (✓প > ফ) থেকে। উপসর্গরূপে ফ-এর ব্যবহার পাণ্ডুলিপিতেও রয়েছে। যেমন, ফুনুগ ২৪, ফুনু (গ) দেখায়।

কক-বরকে এই 'ফ' উপসর্গটির কখনো পরবর্ত্তী বা পূর্ববর্ত্তী ধ্বনির প্রভাবে ফ, ফা, ফু, ফি ইত্যাদি রূপে সমীভবন হয়ে থাকে। আবার কখনো পরবর্ত্তী বা পূর্ববর্ত্তী ধ্বনির প্রভাবে সমীভবন না হয়ে যে কোন একটি রূপে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিপাদিকের পূর্বে যুক্ত থেকে অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটায়। সাধারণতঃ বাক্যের কর্তা যখন অপর কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর দ্বারা ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করায়, তৎস্থলেই সাধারণতঃ ফ্‌ উপসর্গটি যুক্ত হয়। এটি সাধারণতঃ ক্রিয়া পদের পূর্বে যুক্ত থেকে ণিজন্ত ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে।

ফুনুক - দেখান। প্রা. বাং নেহারি ✓ন+উক প্রত্যয় = নুক, দেখা। ফ্‌ উপসর্গ, পরাগত সমীভবনে ফু যোগে ফুনুক। পাণ্ডুলিপিতে ক প্রত্যয় স্থলে গ।

ফনাং - ফ্‌ + না (< লাগান ✓লা > না,)+ স্বার্থিক অনুস্বার = ফনাং, লাগান৭ চাতি ফনাংদি - প্রদীপ লাগাও (জ্বালাও)।

ফলক - প্রসারণ, বিস্তার করানো। উপ. ফ+✓ল (< লম্বা ✓ল)+ক প্রত্যয় = ফলক। উপ. ক+✓ল+ক = কলক, লম্বা। বিণ। লক - লম্বা হওয়া, ক্রি। বর. গলাও। তুঃ হিং ফৈলানা।

ফুরুং - শেখান, পড়ান। উপ. ফ্‌+রুং = ফুরুং, সমীভবন। উপ স্‌+রুং = সুরুং, নিজে নিজে শিক্ষা করা। উপ. ক্‌+রুং= কুরুং, শিক্ষিত, বিজ্ঞ। পরাগত সমীভবন। (সং পড় ✓ড় > ✓র+উং প্রত্যয় = রুং)। বর. ফরং - পড়ান, স'রং/ সাঁলীং - স্বয়ং শিক্ষা করা।

ফিচলক - চঞ্চল। উপ. ফি+চল (< সং চঞ্চল ✓চল)+ক প্রত্যয় = ফিচলক।

ফোয়ার - প্রসারণ, বিস্তার করান। ফ্‌+ওয়ার = ফোয়ার, সমীভবন। সং ওরান > দে, বাং ওসার > ওয়ার - বিস্তার, প্রসার। ক্‌ উপসর্গ যোগে কোয়ার - বিস্তার, প্রসার। সমীভবন। কেবেং কোয়ারখা - প্রস্থে বিস্তার লাভ করেছে।

ফারান (ফ্রান) - (জলীয় অংশ) শোষণ করানো, শুকানো। (দে.বাং ✓টান > রান)। ফ্‌+রান = ফারান, পরাগত সমীভবন। দ্রুত উচ্চারণে ফ্রান। উপ. ক্‌+রান = কারান-শুষ্ক, জলীয় অংশ টেনে গেছে এমন। বিণ। রান - শুষ্ক হওয়া। রিরগ ফারানদি - কাপড়গুলো শুকাও। রিরগ রানখা - কাপড়গুলো টেনেছে বা শুকিয়েছে।

কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই ক স্থলে গ এবং প-বর্গের ফ ব ম তিনটি বর্ণের যে কোন একটির স্থলে অং রটিকে উপসর্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,

কক-বরক	বর.
কেচেপ	গেসেব - সরু, চিপা
কুচুং	গুজুং - উজ্জ্বল
কতর	গেদের - বৃহৎ
কুতুং	গুদুং - তপ্ত, উষ্ণ
কলক	গ'লাও/গীলাও - লম্বা, দীর্ঘ
কাহাম	গাহাম - ভাল
কচাং, কাচাং	গীজাং - শীতল, ঠাণ্ডা
কতাল/কাতাল	গদান - নূতন
বুফা	বিফা, ফিফা - পিতা
বুছুক, ছুক	ফিচৌ - নাতি-নাতনি
বছা	ফিচা - সন্তান
বছালা	ফিচালা - ছেলে
বছাজুক	ফিচাজ' - কন্যা সন্তান
বসাই	ফিচাই, চুয়ামী - স্বামী
বুফাং	ফিফাং, বংফাং - গাছ
বথাই	ফিথাই - গোটা, ফল
ফিকুং	বিখুং - পিঠ
মুতুং	ফুদুং - গরম করা
মুথু	ফুথু - ঘুম পাড়ানো
মছুং	ফজং - (অগ্নি) জ্বালানো। প্রজ্বলন
মেচেন	ফেজেন - পরাজিত করা

আ ঃ এটি একটি সংস্কৃত উপসর্গ। কক-বরকে এর প্রয়োগ রয়েছে। সংস্কৃত 'বিশ' ধাতুর সঙ্গে 'আ' উপসর্গ যোগে আবিশতি > আসে।

সংস্কৃত থেকে গৃহীত 'আ' উপসর্গটির পাণ্ডুলিপির মন্ত্রেও ব্যবহার রয়েছে। যেমন,

আচাই ১০,১৩ - জন্ম গ্রহণ করা। উপ. আ+✓চা (< প্রা. বাং জাম ✓জা > ✓চা)+(আ) ই প্রত্যয়। ১৩ নং শ্লোকে শব্দটি 'যাচাই' রূপে রয়েছে। (আ = যা)। জামে কাম, কামে জাম - জন্ম থেকে কর্ম, কর্ম থেকে জন্ম।

আমিং - মার্জ্জার, বিড়াল। (১) উপ. আ+ম(< মার্জ্জার ✓ম)+ইং প্রত্যয় = আমিং। ২) সং আখুভুক ✓আ+মি (< মুই)+ং প্রত্যয় = আমিং-সর্বদা যে প্রাণী ইঁদুর ভক্ষণ করে। এ স্থলে 'আ' উসপর্গ হবে না। জোড়কলম। সং আখুভুক-ইঁদুর ভুক, বিড়াল। বর. আও প্রত্যয় যোগে মাওজী।

ঔচুগ ১ - এত পরিমান। আধুনিক কক-বরকে শব্দটি 'আসুক'। প্রাচীন ঔ উপসর্গটি বর্ত্তমানে 'আ' রূপে পরিবর্ত্তিত। বুৎপত্তি ঃ উপ. ঔ+চু (< সং শুল্ব ✓শু > চু)+গ(= ক) প্রত্যয় = ঔচুগ > আসুক। শু > চু > সু। সং শুল্ব - পরিমাপ। আ - এখানে সম্যক, সীমা, ব্যপ্তি অর্থে উপসর্গ।

আপাত দৃষ্টিতে মন্ত্রের কোন কোন পদের পদাদির আ-কে উপসর্গ মনে হতে পারে; প্রকৃত পক্ষে এরা উপসর্গ নয়। এমন একটি পদ হলো 'আচৌগ' ২১, ২৪। আধুনিক কক-বরকে পদটি 'আচুক' রূপে ভাষায় যুক্ত। পদটির বুৎপত্তি ঃ সং ✓আস > আচ+উক প্রত্যয় = আচুক-বসা। স > চ।

বাংলা ভাষার যে সমস্ত নিজস্ব উপসর্গ রয়েছে তারমধ্যে 'আ' একটি বহুল প্রচলিত উপসর্গ। যেমন, আ+ভাজা = আভাজা, আ+সিদ্ধ = আসিদ্ধ। আ+ধোয়া = আধোয়া। আ+ভাঙা = আভাঙা। আ+কাল = আকাল। উল্লিখিত প্রতিটি পদের পদাদির আ নিষেধার্থক অর্থে ব্যবহৃত।

পাণ্ডুলিপির ১৩নং শ্লোকে 'আচাই' শব্দটি 'যাচাই' (আ = যা) রূপে রয়েছে। বাংলা ভাষা থেকে আগত নিষেধার্থক আ উপসর্গটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কক-বরকে (আ >) যা (উচ্চারণে ইয়া) প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরের আ উপসর্গ যুক্ত বাংলা শব্দগুলো যা (ইয়া) প্রত্যয় যোগে কক-বরকে যেরূপ হবে ঃ (ই) য়কজাগইয়া - (ভাজা হয়নি এমন)আভাজা। রুকজাগইয়া - (সিদ্ধ হয়নি এমন)- আসিদ্ধ। সুজাগইয়া - (ধোয়া হয়নি এমন) আধোয়া। সেবাইজাগইয়া - (ভাঙা হয়নি এমন) আভাঙা ইত্যাদি।

একমাত্র 'আকাল' (দুর্ভিক্ষ) শব্দটি বি উপসর্গ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে। যেমন, উপ. বি(কাল >)আল = বিআল/বিয়াল।

তুঃ য় - শ্রুতির কারণে সং সকল > প্রা. সঅল। সং সাগর > সায়র। সং বিকার > বিআর (চর্যা ৩১)। মগন/মকল শব্দের বুৎপত্তি দ্রষ্টব্য।

॥ অনুসর্গ ॥

যে সকল পদ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ বুঝানোর জন্য পদের অনুতে বা পরে বসে, অথচ পদগুলো থেকে বিযুক্ত হলেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অর্থযুক্ত থাকে সে সকল পদকে অনুসর্গ বলা হয়।

উপসর্গ (Preposition)যেমন ধাতুর পূর্বে বসে অর্থ বৈচিত্র আনে, তেমনি অনুসর্গও নামপদের (বিশেষ্য ও বিশেষণ) পরে বসে বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করে। সেজন্য এদের অনুসর্গ বা পরসর্গ (Post position) বলা হয়।

বাক্যের ক্রিয়াপদের সাথে বাক্যস্থিত অন্যান্য পদগুলোর সম্বন্ধ বুঝাতে এরা ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো স্বতন্ত্রপদ। কারক বুঝাতে এরা বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়।

কক-বরকের অনুসর্গ পদগুলোর ব্যবহারও হুবহু বাংলা অনুসর্গ পদের ন্যায়। তবে বাংলা ভাষার মতো বিভিন্ন পদদ্বারা ততটা সমৃদ্ধ নয়। করণ কারকে ব্যবহৃত কয়েকটি পদের উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন,

বাই - দ্বারা। সং দ্বারা ✓দ্ব > ✓ব+আই = বাই। [ধ্বনি পরিবর্তন দ্রষ্টব্য।]

বাগুই - লাগিয়া, জন্য। উপ. বা+✓গ(<লাগিয়া ✓গ)+উই প্রত্যয় বাগুই

খলাই/খে - করা। সং কর্ > খল+আই প্রত্যয় = খলাই। এ পদটি কখনো সংক্ষিপ্ত 'খে' রূপে অর্থ অবিকৃত থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন, হিনখলাই (=হিনখে) - বললে, চাখলাই (=চাখে) - খেলে। ফাইখলাই (=ফাইখে) - এলে। তংখলাই (=তংখে) - থাকলে ইত্যাদি।

অপদান কারকে -

সেলাই - চেয়ে, অপেক্ষা। (সং শ্রেয়ঃ > পা. সেয্যো >) ✓সে+দু'য়ের মধ্যে তুলনা বুঝাতে 'লাই' প্রত্যয় = সেলাই। বর. ছিন।

অধিকরণ কারকে - সাকাঅ, তলাঅ, গান্দাঅ, গানাঅ, গালাঅ, কাইচিং, সামপা। সাকাঅ - উপরে। সান √সা+ক প্রত্যয়। সূর্য উপর দিকে আছে বলে। প্রগত (Progressive) সমীভবনে কা = সাকা। সান থেকে সাকা।

তলাঅ - নীচে। বাং তল থেকে তলা (নীচ)+অ, বিভক্তি প্রত্যয়।

গান্দাঅ, গানাঅ, গালাঅ তিনিটি পদই বাংলা 'কিনারা' শব্দের দেশজ প্রয়োগ থেকে জাত। কিনারা শব্দটির একটি দেশজরূপ হচ্ছে 'কান্দা'; তা থেকে ক-স্থলে গ যুক্ত করে কক-বরক প্রচীনরূপ 'গান্দা' (কান্দা > গান্দা)। (তুঃ নাওয়ের কান্দা - নৌকার কিনারে বা কানায়)। দ্বিতীয়রূপ গানা শব্দটি এসেছে 'কিনারা' শব্দের দেশজরূপ 'কানা' (কানা > গানা) থেকে। 'গালা' শব্দটিও 'কানা' শব্দ থেকে জাত। (কা > গা, না > লা)। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'হে গালা' (সে কিনারে, সে দিকে), 'উ গালা' (ও দিকে, ও কিনারে) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহাব রয়েছে।

কক-বরকে 'গালা' শব্দের ব্যবহার - যেমন, পুগালা (পূব দিকে বা পুব কিনারে), নগনি পশ্চিম গালাঅ (ঘরের পশ্চিম দিকে বা পশ্চিম কিনারে)।

সামপা - সমীপ, নিকট। সং সমীপ > সামপা। নগনি সামপা - ঘরের সমীপ। বলগুনি সামপা - বনের সমীপ।

ফি - এই অনুসর্গটি ক্রিয়া পদের অন্তে 'পুনঃবায়' অর্থে সর্বদা যুক্ত হয়। এ অনুসর্গটির উৎপত্তি হল, বাং ফির (ফি) শব্দ থেকে। পূর্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী ধ্বনির প্রভাবে উপসর্গের ন্যায় এর পরিবর্ত্তন ঘটে না। যেমন, চাফিদি (পুনঃরায খাও), তংফিদি (পুনঃরায় থাক), থাংফিদি (পুনঃরায় যাও), সাফিনাই (পুনঃবায বলব)।

স্বতন্ত্রভাবে পুনঃরায় অর্থে 'ফি'-এর পূর্ণরূপ 'ফিব' এর ব্যবহাব ভাষায রয়েছে। যেমন, ফিরগই ফাইদি - ফিরে এস। ফিরক ফাইখা - ফিবে এসেছে বা পুনঃরায় এসেছে।

হুর ঃ হুর অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত একটি স্বতন্ত্র পদ। কক-বরকে অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত 'হুর' শব্দের অর্থ হলো, পাঠান, দেওয়া। বর ভাষাতে পদটির (হর, হ) অর্থ হলো, দেওয়া।

কক-বরকে অনুসর্গরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পদটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, সা হু (র) দি- বলে পাঠাও। নুং হু (র) দি - ডেকে পাঠাও বা দূর থেকে ডাক দাও বুঝাতে। রূহু (র) দি - দিয়ে দাও বা দিয়ে পাঠাও। বর. লোংহর - ডাক দাও বা ডেকে পাঠাও।

।। প্রত্যয় ।।

কক-বরক শব্দ গঠনে প্রত্যয় সমূহের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। প্রত্যয়গুলো ভাষায় সাধারণতঃ তিন প্রকারে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কখনো পদাদিতে (Prefix) কখনো পদমধ্যে (Infix) আবার কখনো পদান্তে (Sufix)। প্রত্যয়গুলো কখনো পূর্ণরূপে কোথাওবা তার খণ্ডিতাংশ, তা নির্ণয় করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এসব স্থলে অনেক সময় প্রতিপাদিকের মূল উৎস নির্ণয় করাও কষ্টকর। উদাহরণ স্বরূপ, কক-বরক 'গাইরিং' (< ঘর) শব্দটি বিশ্লিষ্ট করতঃ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন, গাইরিং শব্দে যে সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ ও প্রত্যয়াদি রয়েছে সেগুলো হল, গ+আই+ি-কার+র+ং অনুস্বার। এ স্থলে গ-এর অন্তে 'আই' (আ+ই) প্রত্যয়টি অবিকৃত রয়েছে। পরবর্তীস্তরে র-এর উপরিস্থিত হ্রস্ব ই-কার, ই-প্রত্যয়ের সহগ প্রতীকরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। ঘর শব্দের অন্তস্থিত 'র' অবিকৃত। পদান্তিক ং অনুস্বার সংস্কৃত 'অঙ' (> ব্রাং অা+ঙ) প্রত্যয়ের অংশ বিশেষ। অনেক ক্ষেত্রে এই ঙ (= ং অনুস্বার) স্বার্থিকভাবেও যুক্ত হতে পারে। [যেমন, বর. বন - জ্বালানী কাঠ > কব. বল - জ্বালানী কাঠ (ন > ল)। বল+ং বা ঙ = বলং (বন)]। এবার গাইরিং (গ+আই+ি +র+ং) শব্দ থেকে প্রত্যয় সমূহ ঝেড়ে ফেললে শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকে 'গর' অংশ। প্রতিবর্ণীকরণে 'ঘর' শব্দের ঘ বর্ণটি গ হয়েছে এবং র অবিকৃত। অপরদিকে ঘর শব্দের √র বর্ণ ধ্বনি পরিবর্তনের ৬নং সূত্রানুযায়ী বর ভাষাতে ন' (ঘর) হয়েছে এবং কক-বরকে ক-প্রত্যয় যোগে ন+ক = নক (ঘর) হয়েছে। বর ভাষাতে 'গাইরিং' শব্দ নেই।

কক-বরকের প্রত্যয় আলোচনায় বিশেষভাবে একটা কথা প্রণিধান যোগ্য যে সংস্কৃত, পালি এবং বাংলা প্রভৃতি ভাষা থেকে গৃহীত প্রত্যয়গুলো কক-বরকে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যয়গুলোর ব্যবহার বিধি এবং অর্থ কিছুটা স্বতন্ত্র - অন্যান্য ভাষায় ব্যবহৃত নিয়ম কানুনের মতো নয়।

নামপদ বা ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করলে যে অবিভাজ্য মৌলিক অংশ পাওয়া যায় তাকেই ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু বলে। প্রকৃতির অর্থ সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট করার জন্য ধাতু বা প্রকৃতির সহিত কতগুলো বর্ণ ও বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয়, এদের বলা হয় প্রত্যয়। যেমন, 'কর' ধাতুর অন্তে প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করলে করে, করিয়া, করিল, করিতে, করিবে ইত্যাদি ক্রিয়া পদের সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক বাংলা ভাষায় অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে অনাদরে যে রূপ হয় তা-ই ক্রিয়ার নগ্ন বা বিভক্তিহীনরূপ। যেমন, তুই কর্, তুই যা, দেখ, নে ইত্যাদি।

কক-বরকে প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষাংশে ক্রিয়ার বিভক্তিহীন নগ্নরূপটিকে পাওয়া যায়। যেমন, থাদে থাং ? (- যায় কি ?), চা দে চা? (- খায় কি?), ফাদে ফাই ? (- আসে কি ?), রু দে রু (- দেয় কি ?)। উল্লিখিত বাক্যগুলোতে থাং, চা, ফাই, রু ইত্যাদি ধাতুপদের বা ক্রিয়ার বিভক্তিহীন রূপ।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো আলোচনা করলে বাংলার যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষরগুলো কক-বরকের সূচনা কাল থেকেই বিভিন্ন ভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সংস্কৃত থেকে বাংলায় আগত এগারটি স্বর বর্ণের মধ্যে এ (অ+ই), ঐ (অ+এ), ও (অ+উ), ঔ (অ+ও) এগুলো হলো সন্ধ্যক্ষর। ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সাহায্যে গঠিত স্বরধ্বনিকে বলা হয় যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর [Dipthong]। বাংলায় 'ঐ' এবং 'ঔ' এ দুটি যৌগিক স্বরের উচ্চারণ যথাক্রমে ও+ই = ওই এবং ও+উ = ওউ।

তাছাড়া ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় দুই স্বরধ্বনির সহাবস্থানে যে পঁচিশটি যৌগিক স্বর আবিষ্কার করেছেন, তারমধ্যে আই, ইয়া, আও, উযা, উই, ওই প্রভৃতি যৌগিক স্বরগুলোও কক-বরকে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

কক-বরক প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য ঃ কক-বরক প্রত্যয়গুলোর অধিকাংশ সংস্কৃত, পালি এবং বাংলা ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া কিছু সংখ্যক নিজস্ব প্রত্যয়ও রয়েছে। গৃহীত প্রত্যয়গুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে নতুনরূপ পেয়েছে। যা' কক-বরকের আশে পাশে অবস্থিত বাংলা কিংবা অন্যান্য ইন্দো-এরিয়ান ভাষার শাখা ভাষা সমূহের চেয়ে খানিকটা স্বতন্ত্র। প্রত্যয় ব্যবহারে কক-বরকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, একই ধাতু পদের সহিত বিভিন্ন প্রত্যয় পাশাপাশি যুক্ত থেকে ধাতুপদটির বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা এবং অর্থের ব্যাপ্তি ঘটানো। যেমন, চা (খাওয়া) ধাতুপদের সহিত লাণ্ড, গলাক এবং খা প্রত্যয় যুক্ত থেকে 'চালাণ্ডগলাকখা' পদটি গঠিত হয়েছে।

কক-বরকে দুটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার মধ্যবর্ত্তী কালে অপর এক টি কাজ সম্পন্ন করা বুঝানো হলে 'লাণ্ড' প্রত্যয় যুক্ত হয়। গলাক, না বাচক ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাতে ধাতুপদের অন্তে প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। অপর একটি প্রত্যয় 'খা' হলো, হাঁ বাচক অতীতকাল সূচক প্রত্যয়। ক্রিয়াপদের সহিত এটি যুক্ত হলে ক্রিয়াটি অতীতকালে নিষ্পন্ন হয়েছে বুঝা যায়। এ স্থলে বিচিত্র এই যে না বাচক ভবিষ্যৎকাল এবং হাঁ বাচক অতীতকাল দুটি বিপরীত ধর্মী প্রত্যয়ের পাশাপাশি অবস্থান। ফলে

উল্লিখিত 'চালাগুগলাকখা' পদের অন্তর্গত চা (খাওয়া) ধাতু পদটির অর্থেও বৈচিত্র্য এসে গেছে।

'মাইঅ মাই সগুমানি চালাগুগলাকখা' (মায়ের রন্ধিত ভাত খেয়ে যেতে পারলাম না)। বিয়ের পর নববধূরূপী কনে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার প্রাক মুহূর্তে মাকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করার সময় সাধারণতঃ এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করে থাকে। তাই বাক্যটির সঠিক অর্থ হবে 'মায়ের রাধা ভাত খেয়ে যেতে না পারার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' এস্থলে বাপের বাড়ী থেকে শ্বাশুরবাড়ী যাওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়ের কাজটি হচ্ছে 'মায়ের রাধা ভাত খেয়ে যাওয়া', তাই 'লাগু' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। 'পারব না' ভাব প্রকাশের জন্য 'গলাক' (গ্নাক) যুক্ত হয়েছে। আর পারিপার্শ্বিক কারণের জন্য যে কাজটি নিষ্পন্ন হতে পারছে না বলে স্থিরীকৃত হয়েছে বা বর্ত্তমানে সিদ্ধান্ত হয়েছে - এ ভাবটি বুঝানোর জন্য 'খা' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। অন্যান্য ভাষায় ধাতুপদের সহিত এ জাতীয় বিপরীতধর্মী বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত থেকে ধাতুপদের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

নিম্নে কিছু সংখ্যক প্রত্যয়ের উৎস এবং ভাষার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

অঃ এ স্বরটি হাঁ বাচক বর্ত্তমান কালে (Present Indefinite) প্রত্যয়রূপে ধাতুপদের অন্তে যুক্ত থেকে ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন, চা+অ = চাঅ - খায়। ফাই+অ = ফাইঅ - আসে। রা+অ = রাঅ - কাটে। তং+অ = তংঅ (= তঙ্ঘী) - থাকে।

চর্যাপদের বিভিন্ন পদে বর্ত্তমান কাল বুঝাতে ধাতুপদের অন্তে অ-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, খনঅ (চর্য্যা ২১) - খোড়ে। করঅ (চর্য্যা ২১) করে। চাহঅ (চর্য্যা ৮) - দেখে। জাগঅ (চর্য্যা ২) - জাগে। জোড়িঅ (চর্য্যা ৫) - জোড়া দেয়। এই অ-এসেছে পদান্তিক ই-কার থেকে। যেমন, খাদিতম > খাইঅ > খাঅ। জাই > জাঅ < জায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই অ সর্বত্র 'য়' হয়ে যায়। যেমন, কুম্ভীরে খাঅ (চর্য্যা ২) > কুমীরে খায়।

কক-বরকের হাঁ বাচক বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার চিহ্ন রূপে ধাতুপদের অন্তে যুক্ত অ-প্রত্যয়টি প্রাচীন বাংলা ভাষা থেকে গৃহীত। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের ৩৩নং শ্লোকে ক্রিয়ার চিহ্নরূপে এই অ প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, বেআন আরাছা ঃ মৈরগন খাঅ ঃ (প্রত্যুষে এক হাড়া প্রাণী খায়)। এস্থলে 'খাঅ' শব্দের অন্তস্থিত 'অ' চর্য্যাপদের (কুম্ভীরে) 'খাঅ' অংশের সমার্থক।

বাংলার ন্যায় কক-বরকেও "এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ পদ সৃষ্টি

হয়; যথা, কটমট শব্দের উত্তর অ-প্রত্যয় হইয়া কটমট (কটমট ভাষা, কটমট দৃষ্টি), টল্‌মল্‌ হইতে টলমল।" (বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

অ-প্রত্যয় যোগে কক-বরক বিশেষণ পদ সমূহ। যেমন, (থুই) গল্‌(+অ) গল্‌ (+অ) = গলঅ গলঅ < বাং কল্‌ কল্‌ (তত্রা) মর্‌ (+অ) মর্‌(+অ) = মরঅ মরঅ (গলা) টনটন করা। জ্বল্‌ (+অ) জ্বল্‌(+অ) = জ্বলঅ জ্বলঅ (কখনো জ্বলক জ্বলক), জ্বলিতেছে এমন। হর জ্বলক জ্বলক (ক) - আগুন জ্বলিতেছে এমন।

আত্মকরণের স্বার্থে কখনো অ প্রত্যয় যোগে পদ গঠিত হয়। যেমন, বাং পিঁয়াজ > পিয়াজঅ।

খা, খ ঃ পালিতে অতীত কালের ক্রিয়া বুঝাতে পরোক্‌খা/পরোকখ বিভক্তির (Past Perfect Tense) প্রয়োগ হয়। কক-বরকে হাঁ বাচক অতীত কাল বুঝাতে 'খা' এবং 'খ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। কক্‌-বরকে আত্মকরণের ধর্মানুযায়ী (অপর ভাষার প্রতিপাদিকের যে কোন একটি অংশ নিয়ে) পরোকখা এবং পরোকখ থেকে যথাক্রমে ✓খা এবং ✓খ গৃহীত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিতে এই 'খা' প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, রখা ৩৬ (=রুখা) দিয়েছি। ফুলখা ৩৬, লেপন করেছি। [ফুল - তেল, সুগন্ধাদি মাখা]। থাখা ৩৮ (=থাংখা) - গিয়েছেন। খুঁরেখা ৪০ - অঙ্কে স্থাপন করেছি, পরিবেশন করেছি। ফাইখা ৪০ - এসেছি। মানখা ৪০ - পেয়েছি। আধুনিক কক-বরকেও এই খা প্রত্যয়টি অবিকৃত রয়েছে।

মন্ত্র রচনার কালে অতীত কাল বুঝাতে খ-প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল কিনা বুঝা যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ এটি পরবর্ত্তী কালের সংযোজন। ক্ষেত্র বিশেষে সীমিত ভাবে হলেও আধুনিক কক-বরকে এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, লতাঅ তুই তংখ - ঘটিতে (লোটা) জল ছিল। আধুনিক কক-বরকে প্রত্যয়টি 'অতীত কালে যে কাজটি হয়নি, কিন্তু পুনর্বার হওয়ার সম্ভাবনা আছে' এইরূপ ক্ষেত্রে যুক্ত হয়। যেমন, আণ্ড মাই চাইয়া খ' (= খী) - আমি ভাত খাইনি (কিন্তু খেতে পারি)।

নাই ঃ কক-বরকে ধাতুপদের সহিত 'নাই' প্রত্যয় যুক্ত হলে ভবিষ্যৎ কাল সূচক হাঁ বাচক (Positive) ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। পালিতে ভবিষ্যৎ কালে ধাতুর উত্তর 'মান' এবং 'আন' প্রত্যয় হয়। কক-বরকের ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ গঠনে নাই প্রত্যয়টি পালির মান > (✓ন+আই প্রত্যয় = নাই) কিংবা আন > (✓ন+আই প্রত্যয় = নাই) প্রত্যয় থেকে আগত।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে প্রত্যয়টির নিদর্শন রয়েছে। যেমন, নাংনাই ১১ - লাগবে।

আধুনিক কক-বরকে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, চা+নাই = চানাই - খাব, খাবে। থাং+নাই = থাংনাই- যাব, যাবে। তং+নাই = তংনাই - থাকব, থাকবে, বাস করব, বাস করবে। নাই+নাই = নাইনাই -দেখব, দেখবে।

নাই - ভিন্ন সূত্র থেকে আগত এই 'নাই' প্রত্যয়টি কখনো ভাষায় বিশেষ্য পদ গঠনেও প্রযুক্ত হয়। বিশেষ এই যে, এইরূপ বিশেষ্যপদ গঠনে পদান্তিকে একবচনে সা(এক) এবং বহুবচনে বহুবচন সূচক 'রগ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, চা+নাই+সা = চানাইসা (একজন ভক্ষক), চানাইরগ (ভক্ষ কেরা)। থাং+নাই+সা = থাংনাইসা (একজন গমনকারী, থাংনাইরগ (গমনকারীগণ), ফাই+নাই+সা = ফাইনাইসা (একজন আগমনকারী) ফাইনাইরগ (আগমনকারীগণ) ইত্যাদি।

এ প্রত্যয়টি গঠনে বিদেশী 'ওয়ালা' প্রত্যয়ের প্রভাব রয়েছে। হিন্দীতে যেমন যানেওয়ালা (গমনকারী), খানেওয়ালা (ভক্ষণকারী) ইত্যাদি পদের 'ওয়ালা' থেকে সূত্রানুযায়ী (র = ল = ন = ম) ✓লা > কব. প্রতি. ✓না+আই = নাই হয়েছে।

'ওয়ালা' থেকে আগত কক-বরকের অপর অনুসর্গ গনাং। যেমন, রাংগনাং - টাকাঅলা, নক গনাং -বাড়ীঅলা। ফানগনাং - বলঅলা ইত্যাদি। এই গনাং অনুসর্গটির বুৎপত্তি হল, উপ. গ(=ক)+(✓লা >)না+স্বার্থিক ং অনুস্বার = গনাং (ওয়ালা, অলা)। এ পদগুলোও বিশেষ্যরূপে গণ্য।

দেশজ বাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত 'জিরাইন্যা' (জিরানীয়া, বিশ্রামকারী), 'খাওইন্যা' (ভক্ষক, ভক্ষণকারী), 'নাচইন্যা' (নৃত্যকারী) ইত্যাদি পদের অন্তঃস্থিত ✓না (না+ই) ও এ প্রত্যয়টি গঠনে বিচার্য। নাই প্রত্যয়টি সম্ভবতঃ রাধা মোহন ঠাকুরের বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই ভাষায় এসে যুক্ত হয়েছে।

সংস্কৃত কৃ ধাতু ইন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন- কারী (হিতকারী) বিশেষণ পদটি মন্ত্রে (নাং) গ্রিরি ১১ (সংযুক্তকারী) রূপে পরিবর্ত্তিত। বর ভাষাতে এ পদটি 'গিরি' - তে পরিবর্ত্তিত। যেমন, ফীরাংগিরি (=ফুরুংগিরি) - পাঠদানকারী, শিক্ষক। কক-বরকে পদটি কখনো 'নাই' প্রত্যয়ের স্থলে খ্রা. খ্রাই রূপে যুক্ত হয়। যেমন, চে (<ছেদন ✓ছে প্রতি. ✓চে+খ্রা(<কারী) = চেখ্রা- ছেদনকারী, কাস্তে। হাম (<ভাল)+খ্রাই(<কারী) = হামখ্রাই, মঙ্গলকারী।

গ্লাক ঃ গ্লাক বা গ্লাক কক-বরকে না বাচক ভবিষ্যৎ কাল (Negative Future Tense) সূচক প্রত্যয়রূপে ধাতুপদের অন্তে যুক্ত হয়। উপসর্গ গ+✓লা (<না)+ক প্রত্যয় যোগে গঠিত প্রত্যয়টিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পদের ন্যায় দৃষ্ট হলেও এটি (গ্লাক) কখনো স্বতন্ত্রভাবে অর্থবোধকরূপে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। সর্বদা

ধাতুপদের অন্তে বসে কালের ভাব প্রকাশ করে। পাণ্ডুলিপি রচনার কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাষার সর্বত্রই পদাদিতে উপসর্গরূপে ক-এর প্রাধান্য। গ্লাক [গ+লা+ ক] প্রত্যয় এবং অনুসর্গ গনাং [গ+✓না+ং প্রত্যয়] জাতীয় দু'একটি শব্দেই উপসর্গ ক-স্থলে গ-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গ উপসর্গ এবং ক- প্রত্যয়ের মধ্যস্থলে ধাতুপদ হিসাবে যে ✓লা পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি ধ্বনি পরিবর্ত্তনের সূত্রানুযায়ী [সূত্র ঃ র = ল = ন = ম] ন-থেকে প্রতিবর্ণীকরণে আগত বলে সম্পূর্ণ প্রত্যয়টি নিষেধার্থক ভাব প্রকাশ করছে। যেমন, চা+গ্লাক = চাগলাক (খাব না, খাবে না)। তঙ+গ্লাক = তঙগলাক (থাকব না, থাকবে না)। থাঙ+গ্লাক = থাঙগলাক (যাব না, যাবে না)। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে এ প্রত্যয়টির নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এটি অর্বাচীন কোন এক কালে গঠিত হয়েছে।

বর ভাষায় এ জাতীয় উপসর্গীয় প্রত্যয় (Prefix) এর নিদর্শন রয়েছে। যেমন, বর.গদান > কব. কতাল, নূতন। পাণ্ডুলিপিতে 'গ' একস্থলে পদ মধ্যে (Infix) প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, বুগছা ২ (=বছা) - সন্তান।

আ প্রত্যয় ঃ বাংলার ন্যায় কক-বরকেও অনেকস্থলে বিশেষতঃ মানুষের নাম সম্বন্ধে আ প্রত্যয় যোগে অবজ্ঞা বা অতি পরিচয় জ্ঞাপন করে। যেমন, রঙ্গা > রাঙ্গিয়া, বুতু (<ভুতু) > বুতুয়া। বাদুয়া (বাত+তুইয়া) = বাদুয়া, বার্তা বা কথা বহনকারী), বুদুয়া (বুধ বারে জন্ম বলে)।

পদগঠনে স্বার্থিক আ- প্রত্যয়ের নিদর্শনও ভাষায় রয়েছে। সং নূতন ✓তন > বর. প্রতি. স্বার্থিক আ-কার যোগে উপ. গ+✓দান = গদান > কব. প্রতি. উপ. ক+✓তাল = কতাল। বাং লাঠি> কব. লাথা। সং কটাহ > বাং কড়াই > কব. স্বার্থিক আ-কার যোগে কারাই। বাছুআ (সং অশুভ) বা+ছুআ। বৃহৎ অর্থে আ-প্রত্যয়। মারুয়া - হাঁড়া, মটকা।

আন ঃ পালিতে ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর 'আন' প্রত্যয় হয়। কক-বরকে হাঁ বাচক (Positive) ভবিষ্যৎকাল সূচক প্রত্যয়টি পালি ভাষা থেকে হুবহু গৃহীত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে আন প্রত্যয়টির বহুল ব্যবহার রয়েছে। সম্ভবতঃ ভাষা গঠনের প্রাথমিক কাল থেকেই আন প্রত্যয়ের ব্যবহার চলছিল। সে তুলনায় 'নাই' প্রত্যয় অর্বাচীন। মন্ত্রে আন প্রত্যয়ের উদাহরণ ঃ কথার খনাইআন ১৯, ২০ - পবিত্র করব। বখাই আং তআঅন ২২ (= বাহাই আং তংআন) - কি করে আমি থাকব ! আং বখাই তআহন ২৪ (=আং বাহাই তংআন) - আমি কি করে থাকব !

আধুনিক কক-ববকে প্রত্যযটির ব্যবহাব ব্য়েছে। তবে কোন কোন স্থলে প্রত্যযটি 'আনু' ৰূপে উচ্চাবিত হয। যেমন, চা+আনু = চাআনু বা চান - খাব। নুক+আনু = নুগানু -দেখব। পবি+আনু = পবিআনু, পবিযানু - পড়ব। আচুক+আনু = আচুগানু, (ক-এব পবে অন্য ধ্বনি থাকলে ক, গ-তে পবিবর্ত্তিত হয) - বসব। সাধাবণতঃ প্রত্যযটি উত্তম পুৰুষে (First person) ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

যা > আ > য়া (উচ্চারণে ইয়া) ঃ এটি কক-ববকেব না বাচক (Negative) বর্ত্তমান কাল সূচক প্রত্যয। এ প্রত্যয়টিব উৎপত্তিব মূলে বযেছে সংস্কৃত, পালি এবং বাংলা ভাষাব প্রভাব।

ৰূপগত দিক দিযে এটি একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জন বর্ণ য উচ্চাবণে ইঅ। এ বর্ণটিব উচ্চাবণ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব বলেন, অন্তঃস্থ-য হচ্ছে, "ই এবং অ-ব সংযোগ" (শব্দতত্ত্ব, ২১পৃঃ)। সংস্কৃত ভাষায য-প্রত্যযৰূপে [উদা. সং তু+য = তোয, জল] ব্যবহৃত হলেও কোথাও নিষেধার্থক ভাব প্রকাশ কবে না। সংস্কৃত ব্যাকবণেব নিযমানুযাযী ব্যঞ্জনবর্ণেব পবে বসলে এই 'য' বা 'য' বদলে য-ফলা হয। [উদা. বাক্‌, ইয (= J) বাক্য]। কক-ববক শব্দেব বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণেও এব নিদর্শন বযেছে। যেমন, সং কল্য ✓ল্য। ধ্বনি পবিবর্ত্তনেব ৬নং সূত্রানুযাযী এই 'ল', ম-তে পবিবর্ত্তিত। এবং ব্যঞ্জনান্ত য-ফলা মূলে য-ছিল বলে য-এব সংস্কৃত উচ্চাবণ 'ইঅ' পালি প্রভাবে ইআ (যা) -তে পবিবির্ত্তত হযেছে। যেমন, সংস্কৃত কল্য ✓ল্য >✓ম+ইআ = মিআ ১৯। অধুনা শব্দটিব অর্থ 'গতকাল' (Yesterday)। পাণ্ডুলিপিব মন্ত্রে 'অতীতকাল' অর্থে যুক্ত।

পালি ভাষায এই য-ব্যঞ্জনবর্ণটি আ-কাবেব ন্যায উচ্চাবিত হয। মন্ত্র বচনাব পূর্ব থেকেই সংস্কৃত ইঅ (=য) বর্ণটি পালি ভাষাব প্রভাবে নিষেধার্থক অর্থে ইআ (=যা) - তে পবিবর্ত্তিত ৰূপে ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিব মন্ত্রে এব নিদর্শন বযেছে। মন্ত্রেব সর্বত্র সংস্কৃত ব্যঞ্জন বর্ণ য-কে ইআ (=যা) ৰূপে উচ্চাবণ কবা হয়েছে। যেমন,

কাচাবি মনযা ৩০ (পড়তে হবে) কাচাবি মনইয়া - কাচাবিদেব ইহা নয।

ওযাজই মনযা ৩০ (পড়তে হবে) ওযা (ন) জই মনইয়া। বাঙ্গালীদেব ইহ নয়।

মাই বেযা ২ (পড়তে হবে) মাই বইযা। ভাত দিচ্ছ না/দেয না।

তৈ বেযা ২ (পড়তে হবে) তুই বইয়া। জল দিচ্ছ না/দেয না।

কোথাও ব্যতিক্রমৰূপে আ যুক্ত।

চাআ৩০ (চা+আ) (পড়তে হবে) চাইয়া (যা) - খায় না। বুছা মাই রআঐ ২২ (পড়তে হবে) বুছামাই রইয়া অই - সন্তানকে অন্ন না দিয়ে।

পালি ভাষাতেও এই 'য' বা 'ইঅ' প্রত্যয়টি নিষেধার্থক অর্থে প্রযোজ্য হয় না। মন্ত্রের ১৩নং শ্লোকে পদাদিতে আচাইযা [= যাচাইযা, জাগরিত হয় না, জন্মে না] পদের আ কিংবা 'যা' কোনটিই নিষেধার্থক অর্থে প্রযোজ্য হয়নি; 'আচাইয়া' শব্দের আ উপসর্গরূপে ব্যবহৃত। কক-বরক যাক (হাত) শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণেও আ-ধ্বনির যা (ইআ) -তে পরিবর্তিত হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, বাং হাত ✓হা > বর. আ+খ(=ক)+আই প্রত্যয় = আখাই > কব. যাক (=য়াক) উচ্চারণে 'ইয়াক'।

য-এর সংস্কৃত উচ্চারণ ইঅ। বাংলা ভাষায় প্রাকৃতের কাল থেকেই উচ্চারণ বিকরণে 'য'-এর উচ্চারণ বর্গীয় জ-এর মতো হচ্ছে। [উদা. ধরণ ন জাই, চর্যা ২, ধরা যায় না]।

কক-বরকেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়ম সমান ভাবে প্রযোজ্য। যেমন, বাং যাদু > কব. জাদু, স্নেহ সম্বোধন, যাদুমণি। কলই সম্প্রদায়ের 'জাক' (হাত) শব্দটি পুরাণ ত্রিপুরাদের যাক (ইয়াক) শব্দের উচ্চারণ বিকরণজাত রূপ। যেমন, বাং হাত > বর. আখাই > কব. যাক (=য়াক) > কলই সম্প্রদায়ের উচ্চারণে জাক।

প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ ইঅ (য) বোঝাতে বাংলায় ব্যবহার হয়- য়। তাই প্রাচীন কক-বরক 'যাক' (= ইআক) বাংলা বর্ণ মালা দিয়ে লিখতে গেলে ইয়াক হবে। নতুবা বাংলার কায়া (কাআ), মায়া (মাআ) শব্দগুলো স্বাভাবিক কারণেই কোন কক-বরক ভাষীর নিকট 'কাইয়া, মাইয়া' রূপে উচ্চারিত হবে। এই উচ্চারণ ও লিখন প্রমাদ এড়ানোর জন্য কক-বরকের এ জাতীয় শব্দগুলোকে উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা বর্ণমালার সাহায্যে 'ইয়া' রূপে লিখা উচিত।

.কক-বরকের না বাচক বর্তমান কাল (Negative Present Tense) সূচক প্রত্যয়টির উৎপত্তির মূলে রয়েছে বাংলার নিষেধার্থক অ এবং আ উপসর্গের ধারনা। বাংলায় এ দুটি উপসর্গ নামপদের (বিশেষ্য বিশেষণ) পূর্বে বসে অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। কক-বরকেও উক্ত অ এবং আ উপসর্গ দুটি স্থান পরিবর্তন করতঃ প্রত্যয় রূপে নামপদ ও ধাতুপদের উত্তর বসে নিষেধার্থক ভাব প্রকাশ করে। বাংলা ভাষার অ উপসর্গটি পালি ভাষার প্রভাবে কক-বরকের সর্বত্র আ-তে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ বাং. উপ.অ > পালির প্রভাবে পরিবর্তিত কব. প্রত্যয় আ > য়া (= ইয়া)।

কক-বরকে নামপদ ও ধাতুপদের অন্তে নিষেধার্থক প্রত্যয় 'ইয়া' যুক্ত কতিপয় শব্দ।

বি.বরক+ইআ (যা) = বরগইয়া - মানুষ নহে, বরজাতিভুক্ত নহে এমন ব্যক্তি।

বি.আ+ইআ(যা) = আইয়া - মাছ নহে।

বি.ভুক্+ইআ (যা) = ভুগইয়া - হাড়ি নহে।

বিশ. হাম্+ইআ (যা) = হামইয়া - ভাল নহে।

বিশ. নাইথক+ইআ (যা) = নাইথগইয়া - অসুন্দর।

বিশ. কিসি+ইআ (যা) = কিসিয়া - সিক্ত নহে।

বিশ. কুচুক+ইআ (যা) = কুচুগইয়া - উচু নহে।

ক্রি. চা+ইআ (যা) = চাইয়া - খাই না, খায় না।

ক্রি. তং+ইআ (যা) = তঙিয়া - থাকি না, থাকে না।

বাংলা নিষেধার্থক অ, আ উপসর্গ কক-বরকে নিষেধার্থক আ প্রত্যয়রূপে পবিবর্ত্তিত কতিপয় শব্দ।

বাং অ (ন) জানা = অজানা।

কব. ✓সি (জানা)+আ = সিআ > সিয়া।

কব. ছিনি (চেনা, জানা)+আ = ছিনিয়া

বাং অ(ন)+নড় = অনড়

কব.নব(নড়া)+আ = নবআ > নবইয়া, নরিয়া।

বাং অ(ন)+দেখা = অদেখা।

কব. ✓নুক (দেখা)+আ = নুকআ > নুগইয়া।

বাং আ(না)+ভাজা = আভাজা।

কব. ✓সেব (ভাজা)+জাক (= গ)+আ = সেবজাগইয়া, ভাজা হয়নি এমন।

বর. ভাষায় 'জা' অর্থ 'হওয়া'। কক-বরকে জা+ক = জাকইয়া > জাগইয়া।

বাং আ(না)+সিদ্ধ = আসিদ্ধ।

কব. ✓রুক+জাক (= গ)+আ = রুকজাগইয়া, সিদ্ধ হয়নি এমন।

বাং আ(না)+ধোয়া = আধোয়া।

কব. ✓সু (শোধন করা, ধোয়া)+জাক(= গ)+আ = সুজাগইয়া।

ব্যতিক্রম ঃ আকাল। কব. উপ. বি+আল = বিআল > বিয়াল। শ্রুত ধ্বনির প্রভাবে কা ধ্বনি আ-তে পরিবর্ত্তিত। কব. মকল/বর.মেগন শব্দের বুৎপত্তি দ্রষ্টব্য।

লিয়া (লি+আ) ঃ এটি কক-বরকে না বাচক অতীত কাল (Negative Past Tense) সূচক প্রত্যয়। এ প্রত্যয়টির উৎসমূল হচ্ছে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে অতীতকালে বিভক্তিরূপে 'লি'-এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, দিহলি (= দিয়েছিলে) করিহলি (=করেছিলে), চলিহলি (=চলেছিলে)। এ জাতীয় পদগুলো থেকে অতীতকাল সূচক প্রত্যয়ের প্রতীক 'লি' এবং নিষেধার্থক বর্ত্তমান কাল সূচক প্রত্যয় 'ইয়া' (লি+ইয়া) যোগে প্রত্যয়টি গঠিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে 'লিয়া' প্রত্যয়ের নিদর্শন নেই।বাক্যে উদাহরণঃ চালিয়া-খাইনি। থাংলিয়া-যাইনি।পরিলিয়া-পড়িনি।

ইয়াখ ঃ এটিও একটি কক-বরকের নিষেধার্থক অতীতকাল (Negative Past Tense) সূচক প্রত্যয়। প্রত্যয়টি না বাচক বর্ত্তমান কাল (Negative Present Tense) সূচক 'ইয়া' প্রত্যয় এবং হাঁ বাচক অতীতকাল (Positive Past Tense) সূচক প্রত্যয় 'খ' (উচ্চারণে 'খো') এ দুটি প্রত্যয়ের সমন্বয়ে (ইয়া+খ = ইয়াখ) গঠিত। নিষেধার্থক অতীতকাল সূচক অপর প্রত্যয় 'লিয়া'-র সঙ্গে এ প্রত্যয়টির সামান্য প্রায়োগিক প্রভেদ রয়েছে। 'লিয়া' প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াপদটির অর্থ যেরূপ হবে, আং তিনি সাপুং (সাল+পুং) মাই মা চালিয়া - আমি আজ সারাদিন ভাত খেতে পাবিনি বা পাইনি। 'ইয়াখ' প্রত্যয়যোগে বাক্যটির অর্থ যেরূপ হবে, আং তিনি সাপুং মাই মা চাইয়াখ - আমি আজ সারাদিন ভাত খেতে পারি নি (কিন্তু খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে)। প্রথম বাক্য 'কর্তার খাওয়া হয়নি; কিন্তু পুনর্বার খাওয়ার সম্ভাবনা নেই' বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'কর্তার খাওয়া হয়নি; কিন্তু খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে' বোঝাচ্ছে। আরও কিছু উদাহরণঃ থাংইয়াখ - যাইনি, যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে বা যেতে পারি। পরিয়াখ - পড়িনি, পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা পড়তে পারি।রইয়াখ - দিইনি, দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা দিতে পারি। সাইয়াখ - বলিনি, বলার সম্ভাবনা রয়েছে বা বলতে পারি।

ই- প্রত্যয় ঃ সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয় থেকে বাংলায় 'ই' প্রত্যয় আগত। প্রা. বাংলায় ই(= ঈ) প্রত্যয়। যেমন, কৃষ্ণ > কাহ্ন > কাহ্নি। এ প্রত্যয়টি কক-বরকে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে আগত। প্রয়োগের ক্ষেত্রে দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতীত সর্বত্রই বাংলা ভাষার অনুরূপ। বাংলায় যেমন, 'যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন' কিংবা ইংরেজীতে 'With due difference' প্রভৃতি বাক্য সম্মানিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, কক-বরকে (ও) ই প্রত্যয় যুক্ত পদ এ জাতীয়। মন্ত্র রচনার কাল থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ সামান্য দূরত্ব বুঝাতে ই-প্রত্যয় যুক্ত হচ্ছে।

আধুনিক কক-বরকে অবশ্য আদেশ অনুজ্ঞায় দেবতা কিংবা সম্মানিত ব্যক্তি নির্বিশেষে সাধারণভাবে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, নরগ উর থাঙাই চাইদি - তোমরা ওখানে গিয়ে খাও। নরগ উর তঙাইদি - তোমবা ওখানে থাক বা বাস কর। 'চাদি' 'তঙদি' স্থলে চাইদি, তঙাইদি। প্রত্যয়টি ভাষায় ই এবং তাব সহগ প্রতীক হ্রস্ব ই-কার দু'ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র অর্থে ঃ বুথিরি (< পুঁটলি)

বিশিষ্ট অর্থে ঃ দাগি (হিস্যা), জমির ম্যাপে দাগ বিশিষ্ট অংশ।

দেশীয় অর্থে ঃ কাচারি ৩০ (কাছার দেশীয় লোক), মেগিনি ৩০ (মণিপুবী, আধু. মুগিলি - মেখলা থেকে বুৎপন্ন)।

স্বার্থিক ভাবে ঃ গ+আই+স্বার্থিক ি-কার+ব+ং = গাইরিং (< ঘর)। মাগুবি ১ দেবোদ্দেশে প্রদত্ত গুড়া বস্তু বা আবির। গুড়া শব্দে স্বার্থিক ই-কার যুক্ত। সং গ্রাম > পা.গাম > রর.গামি > কব. কামি। বাং দিন > বর. দিনৈ, দিনি > কব. তিনি - আজকেব দিন।

স্ত্রী লিঙ্গ বুঝাতে ঃ নাইথকবী (= বি) - সুন্দরী। রানদি (< বাং বাঁড়ী) - বিধবা। বানজি (< বন্ধ্যা, বাঁজা) - সন্তান উৎপাদনে অক্ষম নারী।

উ- প্রত্যয় ঃ পুনঃরায় ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাতে কক-বরকে ধাতুপদের অন্তে উ প্রত্যয় যুক্ত হয়। প্রাকৃতে "কিং উণ = কিং পুনর" (আর্ট ৩, প্রাকৃত প্রবেশিকা)। অর্থাৎ 'উণ' শব্দটি পুনঃরায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কক-বরকের পুনঃরায় অর্থে 'উ' প্রত্যয়টি উণ (✓উ) থেকে গৃহীত। যেমন, ফাইউখা - পুনঃরায় এসেছি/এসেছে। চাউখা - পুনঃরায় খেয়েছি/খেয়েছে। সর্বত্র এ প্রত্যয়টির স্বাভাবিক ব্যবহার নেই।

উক- প্রত্যয় (উ+ক) ঃ ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত বাংলা পচিঁশটি যেগিক স্বরের মধ্যে এটিও একটি। " প্রথম পুরুষ (Third Person) এ প্রচীন বাংলায় অনুজ্ঞার বিভিক্তি ছিল একটি- 'উ'। 'উ' এসেছিল সংস্কৃত - তু থেকে প্রাকৃতের এবং অপভ্রংশের এ, এউ হয়ে। যেমন, করোতু > করউ > করউ > করউ; তেমনি জাইউ, এড়িএউ, দেউ। মধ্য বাংলাতে এই- উ হল- উক; যেমন, দেউ > দেউক, জাইউ > যাউক। আধুনিক বাংলায় এই উক রক্ষিত। যেমন, দেখুক, শুনুক, বলুক ইত্যাদি।" (ভাষাতত্ত্ব- অতীন্দ্র মজুমদার)।

কক-বরকে এই উক প্রত্যয়টি অনুজ্ঞার বিভিক্তিরূপে ব্যবহৃত না হয়ে সাধারণ প্রত্যয়রূপে বিশেষ্য পদ গঠনে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

সারুক < সং সারিকা পাখি। দেশজ বাং শালিক। বর. দাউট্রি.দাউগ্রী।

সিলুক < সং জলৌকা। ১/খ সূত্র। জ(=স), প্রতিবর্ণীকরণ। স্বার্থিক ই-কার।

শিকরুক < সং শকুন। স্বার্থিক ই-কার ন = র, উক প্রত্যয়। বর.চিগুন/শিগুণ।

চিবুক < বর. জিবৌ < সং দ্বিজিহ্ব ✓জিহ্ব। জ > চ। প্রতিবর্ণীকরণে 'সর্প' থেকেও (স > চ, প > ব, স্বার্থিক ইকার, উক প্রত্যয়) চিবুক হতে পারে।

তাখুক (তাও+খুক) তাও < বর দাও < রিয়াংতাও < পা.লি. তাও < বাং ডাক < সংদত্যূহ। তাও - পাখি, জেষ্ঠ্য। সং কোটর ✓কো > প্রতি. ✓খুউ > খুক - কোটর, গর্ত্ত, গহ্বর, গর্ভ, খাঁচা। ১) তাখুক (তাও+খুক) - কোটরে থাকে যে পাখি, পেঁচা। ২) তাও (জেষ্ঠ্য অর্থে)+খুক (গর্ভ অর্থে) = তাখুক; একই গর্ভে অগ্রজাত বলে 'তাখুক', অগ্রজ। ৩) তাও (পাখি)+খুক = তাখুক - পাখি রাখার বা থাকার খাঁচা। তাও তণ্ডমানি খুক্। ৪) বু উপসর্গ যোগে বুখুক - মুখ গহ্বর। ৫) উপ. ✓বু+খুক (গর্ভ) = বুখুক -অনুজ, পশ্চাতে আগমনকারী।

মাখুক - যে প্রাণী শিকার ধরার সময় বিড়ালের ন্যায় সন্তর্পনে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলে। বন বিড়াল। বর. ভাষায় 'মতা' -জন্তু। মতা ✓ম, স্বার্থিক আ-কার যোগে মা প্রাণী-বাচক উপসর্গ। গুটি ✓গু > কব. প্রতি. ✓খু+ক = খুক। ২.) মাখুক - হামাগুড়ি দেওয়া।

খিবুক - বিষ্ঠা থেকে জাতপোকা, গোবরেপোকা। (সং কীট্র > ✓কী > কব. প্রতি. ✓খী/খি >)খি+(বাং পোকা ✓প >) ব+উক প্রত্যয় = খিবুক। ক > খ, প > ব। বর. ফৌ (পোকা), এম্‌ফৌ - এণ্ডিপোকা, কব. এম্‌ফ্রু - ব্যাঙাচি।

উই (= ওই) ঃ অধুনা কক-বরকে বহুল ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয়। মন্ত্রের চাওইদি ৭ - খাও, জাগওঐ ২৩ - জাগিয়ে, খাওঐ ২৫ - খেয়ে, শব্দ সমূহের ওই এবং ওঐ প্রত্যয় অংশ বাংলার প্রত্যয়ের উচ্চারণ বিকরণ জাত রূপ উই (= ওই)। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার যে পঁচিশটি যৌগিক স্বর আবিষ্কার করেছেন তন্মধ্যে এ দুটিরও (ওই, উই) উল্লেখ রয়েছে। অধুনা কক-বরকে প্রত্যয় দুটির ব্যবহার হলো ঃ চাউই (=চাওই) - খেয়ে, সচাউই (= সচাওই) - জাগিয়ে, নাউই(=নাওই) নিয়ে, রাউই (=রাওই) কেটে। চা+খ (<ক্ষার ✓খ)+উই = চাখুই - খাওয়ার নিমিত্ত ক্ষার পানি।

কক-বরকে 'উই' প্রত্যয় কখনো ধ্বনি পরিবর্তনে (উ) ই-কার হয়। যেমন, মুই+লক = মিলক-লাউ। তুই+লক = তিলক - জল ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহৃত শুকনো লাউয়ের খোসা। তুই+আরি = তিয়ারি - জলের সীমা, জলের কোর।

উয়া (= উ+আ) ঃ উয়া প্রত্যয়যোগে বাংলা ভাষায় গঠিত পদ সমূহের নিদর্শন হলো, ভুয়া (মিথ্যা), বাতুয়া (বেতো), পড়ুয়া(পোড়ো), হুলুয়া ইত্যাদি।

কক-বরকেও 'উয়া' প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, মারুয়া (বড় মাটির হাড়ি বা মটকা), করুয়া (কুড়ুল পাখি), বরুয়া (ছারপোকা), বারুয়া - পূজাস্থলে যিনি নৈবিদ্যাদিসহ অন্যান্য উপকরণ বেড়ে দেন। নাম বা অবজ্ঞা অর্থে - বুতুয়া (ভুতো), বুদুয়া (বুধবারে জন্ম বলে), জালুয়া (জেলে), কাছুয়া (কেঁচো রাণী)। সং কুঠার > বাং প্রতি. কুরাড়ী চর্য্যা ৫০ > কব. ✓র+উআ প্রত্যয় = রুয়া।

এ (অ+ই, প্রতীকীরূপ ে-কার) ঃ বাংলা ভাষার প্রাকৃত যুগ থেকেই বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া বিভিক্তি এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিরূপে- এ যৌগিক স্বরটির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষা থেকে গৃহীত পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের ভাষাতেও এ জাতীয় ব্যবহার রয়েছে। প্রাচীন কক-বরকে ব্যবহৃত এই এ - প্রত্যয়টি পরবর্ত্তী কালে ভাষায় অ-তে পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রাচীন বাংলায় বর্ত্তমান কালে বিভক্তিরূপে এ- প্রত্যয়ের ব্যবহার ঃ যেমন, লবত্র মতিহার, চর্যা ১১ (মতিহার লাভ করে), বিহরত্র চর্যা ১১ (বিহার করে)। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে - কিছিব রাগনাং বাত্র, ৩৬ (রঙীন পাখা বইছে)। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিরূপে প্রাচিন বাংলায় এ বিভিক্তির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, চীএ, চর্যা ১ (চিত্তে), হিঁএ, চর্যা ৪৪ (হৃদয়ে)। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে - বখাএ, ৩৬ (মনে)।

ঐ (অ+এ, প্রতীকীরূপ ৈ-কার) ঃ সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত এ যৌগিকস্বরটিও কক-বরকে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত। বাংলায় এর উচ্চারণ ও+ই = ওই। মন্ত্র রচনার কাল থেকে অদ্যাবধি প্রত্যয়টি কালভেদে বিভিন্নরূপে কক-বরকে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাণ্ডুলিপিতে পদাদিতে (Prefix) ঐ-কার সহগ প্রতীক দ্বারা গঠিত শব্দ ঃ তৈকর্থা [সং ✓তোয় ✓ত > ঐ-কার প্রত্যয় যোগে তৈ] জলের কর্তা বা জলাধিপতি। মৈ খুন ১৫ (< মিনাং ২১, ২৩, মিনাও ২৯)+খুন (<খুম) = মৈখুন, সব্জীরূপে ব্যবহৃত কলার ফুল বা মোচা। [মিনাং, মিনাও সং প্রাণ, প্রাণী ✓পণ > মন+ই-কার প্রত্যয় (প্রতি. =) ✓মিন+আঙ প্রত্যয় = মিনাং অথবা আও প্রত্যয় যোগে মিনাও - প্রাণী, সব্জী, খাদ্যরূপে যে কোন প্রাণী। কখনো ✓ম+ৈ-কার প্রত্যয় যোগে মৈ। আধুনিক কক-বরকে ✓ম+উই প্রত্যয় যোগে মুই]।

পদমধ্যে (Infix) প্রত্যয়রূপে ঐ ঃ হৈনে ৯ বলিয়া [প্রা. বাং ✓ভন > হন, ঐ-কার প্রত্যয় যোগে হৈনে। বর. হন > কব. হিনই]। কৈতে ৭ (= কুতুই) মিষ্ট, মধুর, গুড়। [সং মিষ্ট > বাং মিঠা, আই প্রত্যয় যোগে মিঠাই > অস. মিঁথে ✓থে >

কব. উপ.ক+প্রতি. ✓তৈ = কৈতে > আধু.কব.কুতুই - গুড়। বর. মেথায়। ২। প্রা.বাং গুলোদন> গুড > বর. গুঁদ্দৈ > কব. কুতৈ > কুতুই].।

পদান্তে (Sufix) ঐ প্রত্যয় ঃ বন্ধনীস্থিত শব্দগুলো আধুনিক কক-বরকের বিভিন্ন রূপ। জাতি-ছোঐ ১ (=ছুউই, ছুওই) -জাতির নাম শোধন করে, পবিত্র করে। [সংশোধন ✓শো > ✓ছো+ঐ]। ফামতক্ষ ছোঅই -বেগুন ধুয়ে বা শোধন করে। অঙ্গঐ ৬ (=অঙ্গঅই, অঙ্গউই, অংগুই)- হয়ে। অঙ্গঅঐখা ৮ (অংগইখা, অংগুইখা) - হয়েছে। চায়া ঐ ৭ (=চায়াওই, চায়াঅই, চায়াউই) - না খেয়ে। নংয়াঐ ৭ (=নুংয়াঅই, নুংয়াউই, নুংয়াওই) - পান না করে [সং পান ✓ন+ং প্রত্যয় = নং > নুং]। খুনুমই, খুলুমঐ৯ (খুলুমই, খুলুমুই) - প্রণাম করে।

বর ভাষাতেও পদাদিতে ঐ-এর সহগ প্রতীক দ্বারা পদ গঠনেব নিদর্শন বয়েছে। যেমন, ফৈ (আসা), দৈ (জল), থৈ (রক্ত), ফৈচা (পয়সা) ইত্যাদি।

আজও কক-বরক অধ্যুষিত কোন কোন অঞ্চলে কিছু সংখ্যক পদ এবং কিছু সংখ্যক স্থানের নামের সহিত পাণ্ডুলিপির অনুরূপ পদাদিতে ঐ-কার যোগে গঠিত কিছু পদ অতীত কালের নিদর্শন বহন করছে। আবার দু'একটি পদ অবিকৃত থেকে গেছে। যেমন, খৈ (< সং কেলি ✓ক > ✓খ+ঐ-কার প্রত্যয়)- কাম কেলি। মৈছিলি (রাজমালা, ১ম লহর, ৪৫ পৃঃ) ✓ম+ৈ-কার প্রত্যয় = মৈ + (উছিলা >) ছিলি = মৈছিলি - বলির জন্য মানুষ ধরার উছিলা বা সুযোগ সন্ধানকারী]। তৈনানি [তৈ(জল)+নানি -নিমিত্তার্থে প্রত্যয়] - জলের জন্য। তৈবান্দাল [তৈ- জল, ভান্ডার > বান্দাল]- জলেব ভাণ্ডার। চুর্নদৈ - জল মিশ্রিত চুন। কব. দৈ = বর. দৈ. জল। আধুনিক কক-বরকে এই ঐ প্রত্যয়টি বিভিন্নভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। যেমন, মৈ > মুই > মি, (মিলক - লাউ), তৈ > তুই > তি (তিলক - জল রাখার জন্য লাউয়ের খোসা)।

আধুনিক কক-বরকে ঐ প্রত্যয়টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই অনিয়মিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, অই (চা+অই = চাঅই), উই (চা+উই = চাউই, চায়ুই), ওই (চা+ওই = চাওই)। প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থ হবে 'খেয়ে'। আবার কখনো ধ্বনি বিলুপ্তির কারণে মধ্যের ধ্বনিটি লোপ পেয়ে শুধু 'ই' অবশিষ্ট থেকে অসমাপিকা ক্রিয়া পদ গঠন করে। যেমন, চা+ই = চাই - খেয়ে, ফাই+ই = ফাই - এসে। রা+ই = রাই (ধান্যাদি) কেটে।

ও (অ+উ) ঃ পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলো লিপিবদ্ধ করার কালে ভাষায় ব্যাকরণের নিয়মনীতি বচিত হয়নি বলে বানান এবং প্রত্যয় সমূহ সঠিকভাবে লিখা হয়নি। উচ্চারণ ভিত্তিক যদৃচ্ছা লেখা হয়েছে। ফলে একই প্রত্যয় বিভিন্নস্থানে বিভিন্নরূপ পেয়েছে।

কোথাও দুটি সন্ধ্যক্ষর যুক্ত করে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যয়ের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, জাগওঐ ২৩ - জাগিয়ে। খাওঐ ১৫ - খেয়ে (তুঃ তুই খানদি/ খারদি - জল খেতে দাও)। অবার কোথাও অনুজ্ঞায় দেবতা বলে সম্মানজনক দূরত্ব বুঝাতে ই প্রত্যয় যুক্ত করে চাওইদি ৭ - খাও'। ছাওঐদি ১৬, বল গিয়ে ইত্যাদি হয়েছে ।

ওঐ - এ যুক্ত সন্ধ্যক্ষর দু'টিও আধুনিক কক-বরকে ওই > অই, উই হয়েছে।

আও (আ+ও) - প্রত্যয় ঃ ভাষাচার্য কর্তৃক আবিষ্কৃত বাংলার পঁচিশটি যৌগিক স্বরের মধ্যে এটিও একটি। কক-বরকের আদিপর্ব থেকেই এ যৌগিকস্বরটি পদ্র গঠনে ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। .মন্ত্র থেকে কয়েকটি আও প্রত্যয় যুক্ত পদ বুৎপত্তি সহ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

তাও ১, ১৭, ৩৮ - পাখি, মোরগ। সং দত্যূহ > দে. বাং ডক ✓ড > প্রতি. ✓ত+আও = তাও > রিয়াং তাও > কব. ত+ক প্রত্যয় = তক। বর. সং দত্যূহ ✓দ+আও = দাও। ডক, ডাক। অর্থ ডাহুক পাখি। অর্থ প্রসারে সমস্ত শ্রেণীর পাখি।

থাও ৩৬ - তৈল, সুন্দর অর্থে বা স্বাদ বুঝাতে প্রত্যয়। [সং তৈল ✓ত > ধ্বনি পরিবর্ত্তনে ✓থ+আও প্রত্যয় = থাও > রিয়াং থাও > কব. ✓থ+ক প্রত্যয় = থক - তেল, সুন্দর বা স্বাদ বুঝাতে প্রত্যয়।]

মিলাও ৩৬ - লাউ, লউ। সং অলাবু > বাং লাউ, লউ ✓ল > উপ. মি+ ✓ল+আও প্রত্যয় = রিয়াং. মিলাও > মিল+ক প্রত্যয় = কব. মিলক। বর.মিলাও - কুমড়।

কাও, ২২, ২৫, কথা, উক্তি, কর্ম ১) সং কথন্ ✓ক+আও প্রত্যয় = কাও > রিয়াং। কাও ✓ক+ ক প্রত্যয় = কক। ২। সং কর্ম ✓ক+আও প্রত্যয় = কাও।

তাও, ১০, ১১, থাকা বাস করা সং তিষ্ঠৎ ✓ত +আও প্রত্যয় = তাও। কব.✓ত+(অ)ং প্রত্যয় = তং। থ > ত ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

পুরাণ ত্রিপরাদের ভাষায় (কক-বরক) আও প্রত্যয় স্থলে ক প্রত্যয় এবং কখনো (অ)ং প্রত্যয়। যেমন, ১। তাও > তক, পাখি, মোরগ। ২। তাও > তং - থাকা, বাস করা। থাও > থক - তেল স্বাদ, সুন্দর বুঝাতে প্রত্যয়। মিলাও > মিলক - লাউ। কাও > কক - কথা, উক্তি।

বর ভাষায় আও প্রত্যয়।

মাওজি-বিড়াল। [সং মার্জার √ম+আও = মাও+√জ, ই-কার প্রত্যয় যোগে জি = মাওজি। আও পদমধ্যে (Infix) প্রত্যয়]। কব. আমিং।

ফাওগ্রী - পাগরী [বাং পাগরী। প > ফ। পদমধ্যে (Infix) (আ) ও প্রত্যয়] অস. পাগুরী। কব. পাকরি।

রাও - ভাষা, কথা, উক্তি [সং রাব √রা। √রা+(আ)ও প্রত্যয় = রাও] কব. কক। রিয়াং কাও।

শাও - অভিশাপ, শাপ [সং শাপ > অস. শাও > বর. শাও। √শা(আ)ও প্রত্যয়]

উনাও - পশ্চাতে [সং উন, আও প্রত্যয় যোগে উনাও।] কব. উল, ন = ল।

কক-বরকে (পুরাণ তিপরাদের ভাষায়) আও প্রত্যয়টি সরাসরি দেখা না গেলেও কোথাও কোথাও লুপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন, তাখুক - পেঁচা। পাখি রাখার খাঁচা। অগ্রজ সহোদর।

১। তাও+খুক = ধ্বনি বিলুপ্তিতে তাখুক। [সং দত্যূহ > দে. বাং ডক √ড > ধ্বনি পরিবর্ত্তনে √ত+আও = তাও+সং কোটর √ক > ধ্বনি পরিবর্ত্তনে √খ+উক প্রত্যয় = খুক] তাও+খুক = তাওখুক > তাখুক। উচ্চারণে 'ও' লুপ্ত। যে পাখি কোটরে থাকে। পেঁচা। ২। তাও+(দে. বাং ঘূক >) প্রতি. খুক = তাখুক।

২। তাও (পাখি)+খুক [বাং খাচা √খ+উক প্রত্যয়] তাওখুক > তাখুক। ও লুপ্ত। তাওনি খুক - পাখির খাচা, গহ্বর, কোটর।

তাখুক - অগ্রজ সহোদর (বাং দাদা √দা >) ধ্বনি পরিবর্ত্তনে √তা+(সং গহ্বর √গ >) ধ্বনি পরিবর্ত্তনে √খ+উক প্রত্যয় = খুক, কোটর, গহ্বর, মাতৃজঠর) = তা+খুক = তাখুক - অগ্রজ সহোদর। অনুরূপভাবে বু (<বুফাইউং √বু)+খুক = বুখুক - অনুজ সহোদর। একই মাতৃ জঠরে বা জঠর রূপ গহ্বরে জাত। এস্থলে বু উপ. নয়। বুফাউইং এর প্রতীক। উপ. বু+খুক = বুখুক - মুখ গহ্বর।

পুরাণ তিপরাদের ভাষায় (কক-বরক) সম্ভবতঃ একমাত্র 'আও' প্রত্যয় যুক্ত পদ হল আও (হাঁ, সম্মতিসূচক ধ্বনি)। বুৎপত্তি ঃ ১। হাঁ √হ > অ+আও প্রত্যয় = আও। ২। √হা > আ+(তা)ও প্রত্যয় = আও।

ঔ [অ+ও] ঃ বাংলায় এর উচ্চারণ ও+উ = ওউ। আধুনিক কক-বরকে শুধু 'উ' রক্ষিত উ + ক প্রত্যয় = উক প্রত্যয়রূপে ভাষায় ব্যবহৃত। (উক প্রত্যয়

দ্রষ্টব্য)। পাণ্ডুলিপিব মন্ত্র রচনার কালে 'ঔ' প্রত্যয়টি কখনো অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত হত। যেমন, কতোঔ ২ > আধু.কতগ - কণ্ঠে।

বব ভ্রষায় কোথাও কোথাও ঔ প্রত্যয়ের ব্যবহার বয়েছে। যেমন, মাসৌ - বৃষ'[সং পশু ✓শু > কব. ✓সু। উপ.মু+✓সু+ক.প্রত্যয় = মুসুক। বর ভাষায় সু (শু) স্থলে সৌ।] ফানদলৌ (= ফানলু) লংকা। থাইজৌও [থাই (<গোটা, ফল)+(সং চূতফল ✓চূ >) প্রতি. ✓জৌও = থাইজৌও - চূত ফল, আম্র ফল। চ > জ। কব. থাই (< গোটা, ফল)+ (সং চূতফল ✓চূ >) ✓চু+ক প্রত্যয় = থাইচুক]'। এমফৌও (এণ্ডি ✓এন >) এম+(অস. পোক ✓প >) ✓ফ+ঔ প্রত্যয়) ফৌও = এমফৌও]- এণ্ডিপোকা। কব. এমফ্রু - ব্যাঙাচি। জৌও (<যব, জউ) - মদ্য। কব. চুয়াক। ফেলৌ (< অস. পেলু) - কৃমি। গাজৌও [সং উচ্চ ✓চ+উক = চুক। কব. উপ. ক্+চুক = কুচুক, সমীভবন। বর. উপ.গ+(✓চ >)✓জ+ঔ প্রত্যয়] - উচ্চ, উচু।

অঙ [অ+ঙ/ং] আঙ [আ+ঙ/ং] ঃ সংস্কৃত অঙ(ং) বা আঙ প্রত্যযান্ত শব্দ সাধাবণতঃ স্ত্রী লিঙ্গ হয়। সংস্কৃত থেকে আগত হলেও কক-বরকে প্রত্যয়টি এ জাতীয অর্থ প্রকাশ করে না। কক-ববকে অনুস্বার প্রত্যয় যুক্ত শব্দ কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়েব ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি ও নিববচ্ছিন্নতা প্রকাশ কবে থাকে। যেমন, সং বন > বর.বন জ্বালানী কাঠ > কব. বল, ন > ল, জ্বালানী কাঠ > কব. বল+(অ)ঙ প্রত্যয় = বলঙ - বন। এস্থলে জ্বালানী কাঠের প্রাপ্তিস্থানের ব্যাপ্তি বুঝাচ্ছে।

সং পাদপ ✓পা > কব. প্রতি. ✓ফা+(অ)ঙ প্রত্যয় = ফাঙ। পা.লিপিতে বফাং। ৩৫।আ.কব. উপ. বু+ফাঙ = বুফাঙ, গাছ। যাহা পিতার (বুফা) চেয়েও অধিক দিন অধিক স্নেহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জীবকূলকে সন্তানবৎ লালন-পালন করে থাকে। এস্থলে ফা (পিতা)-র সঙ্গে অনুস্বার যুক্ত হলে এরূপ অর্থ করা যেতে পারে।

সং ঘর > গর। গ+আই+ ি+র+ঙ = গাইরিঙ, যাহা সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রাণীকূলকে আশ্রয় দান করে।

কব. আমিঙ, বিড়াল। ১। (সং আখু, ইঁদুর >)✓আ+(মিনাও - প্রাণী >) মি+নিরবধি বুঝাতে ঙ/ং প্রত্যয = আমিঙ - যে প্রাণী নিববধি ইঁদুব খেতে ভালবাসে বা আকাঙ্খা করে, আখুভুক। ২। সং আমিষ ✓আ+মি+ঙ = আমিঙ, যে প্রাণী সর্বদা আমিষ আহার গ্রহণ করে বা প্রত্যাশা করে।

সং চূড়া ✓চড় > প্রতি. ✓চল+ঙ/ং প্রত্যয় = চলঙ, ড় > ল।

উঙ (উ+ঙ/ং) ঃ দুটি প্রত্যয়ের সমন্বয়ে গঠিত এটিও একটি কক-বরক প্রত্যয়। সং ত (লেজ)+উঙ প্রত্যয় = তুঙ। মানুষেব পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা বর্জনীয়

বলে (ক্ষিপ্ ✓খি, বর্জন করা >) খি+তুঙ = খিতুঙ। সং তপ্ত ✓ত +উঙ = তুঙ, উষ্ণ, ক্রি। উপ.কু+তুঙ = কুতুঙ - উষ্ণ, বিণ। সমীভবন।

দি ঃ আদেশ অনুজ্ঞা সূচক প্রত্যয়। সংস্কৃত 'দ' অর্থ দান করা, ি-কার প্রত্যয় যোগে 'দি' (দেওয়া)। বাংলা ভাষাভিধান অনুযায়ী 'দি' শব্দের অর্থ 'দিই, দান করি, দিতেছি।' কক-বরক 'দাকতি' শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে বাংলা 'দ্রাক' (সরল বাংলা ভাষাভিধান, সুবল মিত্র, ৬৫৩ পৃঃ অর্থ - ঝটিতি, সত্বর) শব্দ থেকে। দ্রাক+ (ঝটিতি >)✓তি = দ্রাকতি > দাকতি। শব্দটির অন্তঃস্থিত 'তি' আদেশ অনুজ্ঞা সূচক প্রত্যয়রূপে গণ্য হওয়া উচিত।

মন্ত্রে আদেশ অনুজ্ঞাসূচক 'দি' প্রত্যয়ের ব্যবহার বয়েছে। যেমন, মুরৈচাঐদি ৩০ - মুড়িয়ে খাও। ছাবইচাঐদি ৩০ - চিবিয়ে খাও। তা কারদি ৩০ - ত্যাগ করো না। তা হিমদি ৩১ - হেঁটো না।

বর ভাষায় অনুজ্ঞা বুঝাতে 'দে' হয়। আংনী ফীরীংদে = কব. আন ফুরুঙদি - আমাকে শেখাও।

পালি ভাষাতে এর উদাহরণ বয়েছে। যেমন, ঠা+তি = তিট্‌ঠতি- থাক। তি > দি।

তুই ঃ পালিতে 'দি' - মতো, ন্যায়, সদৃশ বুঝায়। কক-বরকে দি > তুই (সদৃশ) প্রত্যয়ের উৎপত্তি। পা.মাদি = কব.আংতুই, আমাসদৃশ। দ > ত। হিং তরহ্, - সদৃশ।

থ ঃ আদেশ অনুজ্ঞায় কক-বরকের মধ্যম পুরুষে বর্ত্তমান কালে - থ(চল) ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত বর্ণ থ > প্রাকৃত হ > প্রাচীন বাংলা-হ। যেমন, করথ > করহ > করহ; জানথ > জানহ > জানহ। কক-বরকে অনুজ্ঞায় থ (চল, এস) এসেছে সংস্কৃত থ অথবা প্রাকৃত করথ (✓থ) শব্দ থেকে। থ, উর থাংনাই - চল, ওখানে যাব।

তুই ঃ দিক নির্দেশক এই প্রত্যয়টির উৎপত্তি হিং তরফ ✓ত+উই প্রত্যয় = তুই। বিয়াং+তুই =-বিয়াংতুই - কোন দিক দিয়ে। ইয়াংতুই - এদিক দিয়ে।

থাই (গোটা, ফল অর্থে) ঃ কক-বরক এবং বর ভাষায় যথাক্রমে ব এবং ফি উপসর্গ যোগে গঠিত বথাই (ফল) এবং ফিথাই (ফল) শব্দ দুটি দ্বারা যে কোন ফল বুঝায়। তাছাড়া কিছু কিছু ফল জাতীয় শব্দ বুঝাতে থাই যুক্ত হয়। যেমন, কক-বরকে - থাইলিক (কলা), থাইপুং (কাঁঠাল), থাইচুক (আম), থা(ই)সতুই (আমড়া) থাইচুমু (জুমের চিনার বা ফুটি)। বরতে - থালিব, থালিৎ (কলা),

থাইজৌও (আম্র), থায়শ্রুই (আমড়া), থাইখুমু (ফুটি বা শশা) ইত্যাদি।

সাধু বাংলায় 'গুটি' শব্দের অর্থ 'নবজাত ফল'। যেমন, আমের গুটি, জামের গুটি। দেশজ বাংলায় এই 'গুটি' শব্দটিকে কোন কোন অঞ্চলে 'গোটা' বলা হয়। যেমন, আমের গোটা, জামের গোটা। কক-বরকে এবং বর ভাষায় গুটি বা গোটা শব্দের অর্থ 'সম্পূর্ণ একটি ফল' ধরা হয়েছে। যেমন, থাইচুক। ব্যুৎপত্তি ঃ গোটা ✓টা > কব. প্রতি. ✓থা+ই প্রত্যয় = থাই, (২নং সূত্র)+সং.চূত (আম্রফল) ✓চু+ক প্রত্যয় = চুক। থাই+চুক = থাইচুক। বর. 'থাইজৌও' শব্দের ব্যুৎপত্তিও অনুরূপ। যেমন, 'চু' স্থলে 'জৌ' (১/খ সূত্র), ক প্রত্যয়ের স্থলে পাণ্ডুলিপির প্রত্যয়ের অনুরূপ 'ঔও' প্রত্যয়। কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই 'থাইচুক' এবং 'থাইজৌও' শব্দদুটির হুবহু অর্থ হবে 'আম্র ফলের বা চূত ফলের গোটা'। তেমনি 'থাই' যুক্ত অপরাপর শব্দের অর্থও 'গোটা' হবে। যেমন, থাইলিক (বর. থালির, থালিৎ) - কদলীর গোটা। থাইপুং (বর. খানথাল) - পুঞ্জীভূত (সং পুঞ্জ > ✓পুং) ফলের গোটা, কাঁঠাল। থাইপ্‌লক - থাই+পল (<সং. পালি ✓পল - দল বা পর্যায়)+ক - দল বা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত গোটা বা ফল, চালিতা। থা(ই)স্‌তুই - থা(< গোটা ✓টা > প্রতি. থা)+স্ (বাং চুকা ✓চ > স, ১/খ সূত্র)+তুই(<সং তোয়) = যে গোটা বা ফলের রস চুকা (অম্ল) স্বাদ যুক্ত, আমড়া।

বাংলা ভাষায় 'গোটা' শব্দের অপরাপর অর্থ হচ্ছে, আস্ত, অখণ্ড, সম্পূর্ণ বস্তু বা সংখ্যা নির্দেশক - টা। এ জাতীয় অর্থেও কক-বরকে গোটা শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন 'থাই' শব্দটি বিশেষণ পদরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, বিড়ি থাইসা - একটি সম্পূর্ণ বাণ্ডিল বিড়ি। কিন্তু একটি বিড়ি হলে 'বিড়ি কংসা' হবে। তেমনি, মাইরাং থাইসা - একটি থালা। খামপ্‌লাই থাইসা - একটি পিড়ি। লতা থাইসা - একটি লোটা বা ঘটি। গিলাস থাইসা - একটি গ্লাস। কক থাইসা - একটি কথা।

তুই থাইসা - একটি জলপূর্ণ গ্লাস। জল তরল পদার্থ বলে একটি দুটি করে গণনা করা যায় না। তাই 'তুই থাইসা' (একটি জল) বললে এক গ্লাস জল বা একপাত্র বুঝতে হবে

থাই ঃ সংস্কৃত 'স্থান' শব্দ থেকে প্রাচীন বাংলায় 'ঠাই' শব্দের উৎপত্তি। পাণ্ডুলিপিতে স্থান অর্থে ঠাই (২০) শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। কক-বরকে 'ঠাই' শব্দটি প্রতিবর্ণীকরণে 'থাই' হয়েছে। এবং স্থান অর্থে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংস্কৃত স্থান শব্দ অপভ্রংশের যুগে 'থান' শব্দে পরিবর্তিত। কক-বরকে উক্ত 'থান' শব্দটি স্বার্থিক ই-কার যোগে অর্থ অপরিবর্তিত থেকে 'থানি' হয়েছে। অর্থাৎ স্থান শব্দ বিভিন্ন সময়ে ভাষাতাত্ত্বিক কারণে পরিবর্তিত হয়ে কোথাও 'থাই' আবার কোথাও

'থানি' হয়েছে। যেমন, বিনি থানি (অ) মানথাই তঙগ। অর্থ ঃ তার স্থানে (নিকটে) পাওয়ার (মান) থাই (স্থান) আছে। এখানে 'মানথাই' শব্দের অর্থ পাওয়ার স্থান বা পাওনা বুঝতে হবে। তদনুরূপ, চা+থাই = চাথাই - খাওয়ার ঠাঁই, রু+থাই = রুথাই - দেওয়ার ঠাঁই (স্থান) বা দেনা। তঙ + থাই = তঙথাই - থাকার ঠাঁই বা স্থান।

সে (ছে) ঃ নিশ্চয়ার্থক পাদপূরক ধ্বনি হিসাবে এটি সাধারণতঃ ভাষায় ব্যবহৃত হয়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের দেশজ বাংলায় এ প্রত্যয়টির ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে যেমন, আমি সে (আমিই), তুমিসে (তুমিই) ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে 'সি' নিশ্চয়ার্থক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, স্বরূপেসি = স্বরূপতঃ। বাংলা এবং কক-বরকে এই সি > সে -তে রূপান্তরিত।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে এটির নিদর্শন পাওয়া না। কক-বরকেও প্রত্যয়টি নিশ্চয়ার্থক ভাব প্রকাশক। যেমন, নুংসে (তুমিই) রামসে (রামই), বসে (সেই)। নুংসে চিনি বাবু - 'তুমিই আমাদের পিতা'। সাইচুংলে আঙবা সাইসে পাইয়া - আমি তো একাকী বলেই শেষ করতে পারছি না। 'মানথগইয়া', কবিতা, লেখক।

লাই ঃ পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাতে কক-বরকের এটি বহুবচন সূচক প্রত্যয়। বাংলা র রা রহু বচন সূচক প্রত্যয় থেকে এটি আগত। প্রতিবর্ণীকরণের র = ল = ন = ম সূত্রানুযায়ী র+আই/রা+(আ)ই = রাই > লাই হয়েছে। নেপালী ভাষাতেও বহুবচনে (হরু) লাই প্রত্যয়ের নিদর্শন রয়েছে। নেপালীতে একবচনেও প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কক-বরকে অনুরূপ ব্যবহার নেই। একের অধিক ব্যক্তি দ্বারা ক্রিয়াটি সম্পাদিত হলেও প্রত্যয়টি যুক্ত হতে পারে। যেমন, নরগ চালাইদি - তোমরা খাও। এখানে পরস্পর মিলে মিশে খাওয়া বুঝাচ্ছে। নরগ অ বুলাইদি - তোমরা পরস্পর মারামারি করো না।

ভাষায় পারস্পরিক অর্থে নিত্যবহুবচনও রয়েছে। যেমন, তা ওয়ালাইদি+ঝগড়া করো না। বাংলা বাদ (ঝগড়া করা) শব্দ থেকে জাত বাদ ✓বা প্রতি. > ওয়া+লাই = ওয়ালাই (পরস্পর ঝগড়া করা), শব্দটি নিত্যবহুবচন। কিন্তু 'বাঁশ পাতা' অর্থে 'ওয়ালাই' একবচন।

লা ঃ কক-বরকে অনুরোধ সূচক আদেশ 'লা' প্রত্যয়টি এসেছে সংস্কৃতের 'ইল্ল' প্রত্যয় থেকে। সংস্কৃতের ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ অপভ্রংশে 'ইল্ল' হতো। আধুনিক বাংলায় এর প্রচলন না থাকলেও প্রাচীন বাংলায় বিরল নয়। যেমন, নেহালা/ নাহালা (দেখ)। নেহারি শব্দ থেকে জাত 'নেহালা' শব্দটি কক-বরকেও অবিকৃতভাবে

ব্যবহৃত। তাছাড়া অন্যান্য শব্দেও 'লা' অনুরোধ সূচক অনুজ্ঞা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আচুকলা (বস, বসনা), ফাইলা (আস, আসনা), বাচালা (দাঁড়াও, দাঁড়াওনা)। কক- বরকের এই 'লা' কখনো বাংলা অনুরোধ সূচক 'না' (র = ল = ন) এর সমার্থক।

মাং-মাং ঃ অবিরাম ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাতে কক-বরকে ধাতুপদের সহিত মাং প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, চামাং চামাং (খেতে খেতে), কাপমাং কাপমাং (কাঁদতে কাঁদতে), তংমাং তংমাং (থাকতে থাকতে) ইত্যাদি।

পালিতে দৌড়িতে দৌড়িতে, খেতে খেতে, খেলিতে, খেলিতে ইত্যাদি ভাব বুঝাতে 'মান' প্রত্যয় যুক্ত হয়। কক-বরকের মাং প্রত্যয়টি পালির মান > মাং প্রত্যয় থেকে বুৎপন্ন।

মন্ত্রে এ প্রত্যয়টির নিদর্শন নেই। সম্ভবতঃ প্রত্যয়টি মন্ত্র রচনার পরবর্ত্তী কালে কোন এক সময়ে ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

তে-তে ঃ অবিরাম ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাতে মধ্য প্রাকৃতে- ইতে প্রত্যয় যুক্ত হতো। কক-বরকে ক্রিয়ার সহিত পুনঃ পুনঃ তে - যুক্ত থেকে অবিরাম ক্রিয়া সম্পাদন বুঝায়। যেমন, থাঙতে থাঙতে - যেতে যেতে, চাতে চাতে - খেতে খেতে। বাংলা এবং কক-বরক উভয় ক্ষেত্রেই তে যুক্ত থেকে অবিরাম ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাচ্ছে। বাংলা -ইতে প্রত্যয় থেকে এই তে- কক-বরকে অর্বাচীন সংযোজন।

লে ঃ কক-বরকে অনুরোধ সূচক পাদপূরক ধ্বনিরূপে ধ্বনিটি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বক্তব্যে কোমলতা প্রকাশের জন্য 'লে' ব্যবহৃত হয়। ল, ন, ম বর্ণগুলো কোমল বর্ণ বলে 'লে' ব্যবহৃত হয়েছে। র = ল = ন = ম সূত্রানুসারে এটি বাংলা 'র' বর্ণ থেকে আগত। বাংলায় 'আমিরে', 'তুমিরে' ব্যবহার নেই।

সাইচুংলে আংবা সাইসে পাইয়া - আমি তো একাকী বলেই শেষ করতে পারছি না। ('মানথগয়া ' কবিতা, লেখক)। ভারিয়া কুকুই সংলে -খুকীরূপী ভার্যা (তুমি), (ফিরগই ফাইদি - সোনা চরণ)।

থুন ঃ প্রাচীন বাংলায় প্রথম পুরুষ (Third Person) - এ অনুজ্ঞায় বিভক্তি ছিল একটি - 'উ'। এই 'উ' এসেছিল সংস্কৃতের তু থেকে। যেমন, করোতু > করউ > করউ > করউ।

কক-বরকে আদেশ অনুজ্ঞার থ এসেছে সংস্কৃত 'তু' থেকে। এই থ সংস্কৃত (অ)ং প্রত্যয় যোগে পাণ্ডুলিপির মন্ত্র রচনার কাল থেকে ব্যবহৃত হতে লাগল। যেমন,

বুদ্ধি আচাই তাও থং ১৫ (=তংথুন) বুদ্ধি জাগ্রত হতে থাকুক। হর খাহাম ফাই তাও থং ১০ (তংথুন) - শুভ রাত্রি আসতে থাকুক। থাংথং ১০ (=থাংথুন) চলে যাক।

মন্ত্র রচনার পরবর্ত্তীকালে রাধামোহন ঠাকুরের পুস্তকে প্রথম পুরুষের এক বচন ও বহু বচনে মন্ত্রের অনুজ্ঞা সূচক থং প্রত্যয়টি থন (ং = ন) -এ পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

কক-বরকে বাংলার মতো মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমাত্মক 'আপনি' পদ নেই; সর্বত্র নুং (তুমি)। আবার প্রথম পুরুষে তিনিও নেই; সর্বত্র ব (সে)। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সাহিত্যে প্রথম পুরুষের একবচন ও বহু বচনে প্রাচিন বাংলার সম্ভ্রমাত্মক - উন যোগে থুন (থ+উন) এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ব ফাইথুন - তিনি আসুন। বরগ তংথুন - ওনারা থাকুন/ওরা থাকুকু। পদান্তিক ন- কখনো ঁ চন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। যেমন, ফাইথুঁ, তংথুঁ।

থার ঃ বল প্রয়োগে ক্রিয়া সম্পাদিত হলে ধাতু পদের অন্তে 'থার' প্রত্যয় যুক্ত হয়। প্রত্যয়টির উৎপত্তি সংস্কৃত তাড়না (✓তাড় > থার) শব্দ থেকে। হত্যাদি কিংবা কোন ক্রিয়া সম্পাদনে অধিকতর বল প্রয়োগ করা হলে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। মন্ত্র রচনার পরবর্ত্তী কোন এক কালে প্রত্যয়টি ভাষায় গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয়। উদা. বু [সং বধ ✓ব+স্বার্থিক উকার = ✓বু]+থার = বুথার- তাড়না পূর্বক হত্যা করা। চাথারখা - বল প্রয়োগ পূর্বক খাওয়া হয়েছে। নুংথারদি - তাড়না বা বল পূর্বক অনিচ্ছা সত্ত্বেও পান কর। ব্যতিক্রম ঃ কাথার, কথার [সং'দাত ✓দা > প্রতি. ✓থা, ত > র] পবিত্র - শব্দটি 'ক' উপসর্গ যোগে সংস্কৃত 'দাত' শব্দ থেকে জাত। 'থার' অংশটি এস্থলে প্রত্যয় হিসাবে গণ্য হবে না।

সি প্রত্যয় ঃ প্রাচিন বাংলায় কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল বুঝাতে মধ্যম পুরুষে সংস্কৃত থেকে আগত স্নি প্রত্যয় যুক্ত হতো। যেমন, আইসসি জাসি (চর্যা ১০, আস যাও) ভান্তি ন বাসসি (চর্যা ১৫, ভুল করিস না) মারিহসি পঞ্চজনা (চর্যা ২৩, পাঁচজনকে মারিবে), হোসিসি (হইবে) ইত্যাদি।

সংস্কৃত থেকে আগত এই প্রত্যয়টি বাংলা ভাষার মাধ্যমে কক-বরকে এসে যুক্ত হয়েছে। বিশেষ এই যে, কক্-বরকে প্রত্যয়টি তিন পুরুষে তিন লিঙ্গ সমানভাবে প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। কখনও কখনও প্রত্যয়টি সম্পূর্ণরূপে, সম্যকরূপে এবং অভিমুখ্যভাব প্রকাশ করে থাকে।

মন্ত্রের বিভিন্ন শ্লোকে প্রত্যয়টির ব্যবহার রয়েছে। যেমন, আচাইমারসিঐ ১৭, সম্যকরূপে জাগরিত করে। চামারসিঐ ২৪ সম্যকরূপে খাবার দিয়ে। বাচামারসিঐ

২৪ সম্যকরূপে দাঁড়া করিয়ে।

আধুনিক কক-বরকেও প্রত্যয়টি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, নরগ থাঙসিদি (তোমরা যাও), বরগ থাঙসিথুন (ওরা যাক), চুঙ থাঙসিনাই (আমরা যাব), আঙ তঙসিনু (আমি থাকব) ইত্যাদি।

সিং প্রত্যয় ঃ পালিতে সম্যক, যোগ্য, প্রকার, অভিমুখ্য অর্থে সং (সং. সম) উপসর্গ যুক্ত হয়। কক-বরকে স্বার্থিক ই-কার যোগে সিং প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, (ফাই) সিং - দিকে, ইয়াং ফাইসিং - এদিকে। সাকা ফাইসিং - উপর দিকে। সিং - এখানে অভিমুখ্য বুঝাচ্ছে। তঙমা (ন) সিং - যতক্ষণ থাকতে পারা যায়, ততক্ষণ। সময়ের ব্যপ্তি বুঝাচ্ছে।

সুক ঃ কক-বরকে সুক প্রত্যয়টি দ্বারা কখনো 'সম্যকরূপে' সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এ প্রত্যয়টির উৎপত্তি হচ্ছে, সং সম্পূর্ণ ✓স + উক প্রত্যয় = সুক। যেমন, থাঙসুকদি - সম্পূর্ণরূপে যাও। চাসুকদি - সম্যকরূপে খাও। পাইসুকদি - সম্পূর্ণরূপে শেষ কর।

ফি ঃ পুনঃরায় ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাতে অপর প্রত্যয় হল 'ফি'। এ প্রত্যয়টির উৎপত্তি বাংলার ফির (> ✓ফি) শব্দ থেকে। যেমন, চাফিদি - পুনঃরায় খাও। থাংফিখা - পুনঃরায় গিয়েছে।

কখনো উ (উ- প্রত্যয় দ্রষ্টব্য) এবং ফি দুটি প্রত্যয় একযোগে পুনর্বার ক্রিয়া সম্পাদন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, থাংফিউখা - পুনর্বার ফিরে গিয়েছে। চাফিউখা - পুনর্বার ফিরে খেয়েছে।

'ফির' শব্দ প্রতিবর্ণীকরণে কখনো 'ফিল' (র > ল) হয়। যেমন, বইনি বলাই ফিলদি - বইয়ের পাতা ফিরাও বা উল্টাও।

দো ঃ তবে, তা হলে, নিশ্চয়বোধক শব্দ। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে শব্দটি বিভিন্ন শ্লোকে বিভিন্ন বানানে (দৌও, দৌ) অন্তত পক্ষে চৌদ্দ পনের বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধ্বনিটির উৎপত্তি হচ্ছে সংস্কৃত 'তু' [> দৌ, দৌও > দো] শব্দ থেকে। আধুনিক কক-বরকেও শব্দটির বিভিন্ন প্রকার বানান লক্ষ্য করা যায়। উৎসস্থলের প্রতি লক্ষ্য করলে শব্দটির বানান 'দো' হওয়া উচিত। মন্ত্রের ৬নং শ্লোকে বলা হচ্ছে, 'সিদ্ধি অঙ্গঐ তঙ্গদৌ গোশাঞিঁ - (মনোবাসনা বা সাধনা) অবশ্যই সিদ্ধিপ্রদ বা সফলকাম হোক, প্রভু ! আধুনিক কক-বরকে - নুং তিনি সারিগ ফাইদি দো - আজ'

বিকালে তুমি এস কিন্তু। 'দো' এখানে অনুরোধ ও নিশ্চয়তা বুঝাচ্ছে। সিদো (সিয়া+দো) - জানিনাতো।

গাজা ঃ কক-বরকে কর্তার বিরক্তি প্রকাশক বহুবচন সূচক একটি প্রত্যয়। প্রত্যয়টি সংস্কৃত'গুচ্ছ' শব্দ থেকে আগত। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব বিশ্লেষণ হল, 'গুচ্ছার শব্দও প্রাকৃত বাংলায় প্রচলিত। ইহা প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশক। যখন বলি গুচ্ছার লোক জমেছে তখন বুঝিতে হইবে সেই লোক সমাগম প্রীতিকর নহে' (শব্দতত্ত্ব, ১৫৪ পৃঃ)।

কক-বরকে এর বিশেষ ব্যবহার হলো, প্রত্যয়টি সর্বদা না বাচক বর্ত্তমান কাল সূচক ক্রিয়া প্রত্যয় ইয়া (=য়্ম)- র সঙ্গে যুক্ত থেকে কর্তার বিরক্তি প্রকাশ করে। যেমন, চেরাইরগ পরিয়াগাজা - শিশুরা পড়ে না। বরগ সামুঙ তাণ্ডিয়াগাজা - ওরা কাজ করে না।

'গুচ্ছার' শব্দ থেকে বর ভাষাতে আগত গাজ্রি/গেজের - নোংরা, অশ্লীল, অপবিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর ভাষা থেকে আগত কক-বরকের তীব্রতম গালি 'গাজ্রি নাংথুন' (নোংরা, অশ্লীল ও অপবিত্রতা ভর করুক বা লাগুক) শব্দটিও গুচ্ছার শব্দ থেকে উৎপন্ন।

বা ঃ এটি একটি অর্থহীন পাদপূরক ধ্বনি; কখনো অনুরোধ সূচকও বটে। প্রাকৃত ভাষা থেকে কক-বরকে ধ্বনিটি আগত। মাগধী প্রাকৃতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' - এ ধীবরের মুখের ভাষায় এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন, 'অধুনা মালেধ কুষ্টেধবা' - এখন মারেন কাটেন যাই করেন। তৎকালীন সামাজিক নাটকে ইতরজনের মুখে প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ হতো। পাদপূরক এই 'বা' ধ্বনিটি তৎকালে শিক্ষিত জনের ভাষায় প্রয়োগ হতো না।

মন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ধ্বনিটির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, কাছিং করৈবা (=কাইছিং কুরুইবা) খুছিং করৈবা ১১ -কাছিম ইত্যাদি নেই। খুছিং এখানে পাদপূরক শব্দ। খামুচুবা ১৪ - দেশজ বাংখৈ, সং লাজ। চৌঅকনাইবা ১৯ (= চুয়াক নাইবা) - মদ্য নিয়ে।

দেশজ বাংলায় কোন কোন অঞ্চলে এই পাদপূরক ধ্বনিটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন, 'যাওনারেবা। কিতা হইছেরে বা।'

লাহা ঃ প্রাকৃতের গেলাহা, আইলাহা, এড়িলেহেঁ শব্দের 'লাহা' থেকে কক-বরকে কদাচিৎ ব্যবহৃত অতীত কাল সূচক প্রত্যয়টির উৎপত্তি। প্রত্যয়টি বক্তার আনন্দসূচক মনোভাব ব্যক্ত করে। নগলে থাছখাই তিছালাহা - ঘরটাতো খুব ঠাট

(সুন্দর) কবে উঠিযেছে। ববগ মাই চাবাই লাহা - ওরা ভাত খেয়ে শেষ করেছে (আনন্দ সূচক)।.সম্ভবতঃ কক-বরকেব আদিস্তরে 'লাহা' প্রত্যযটির অধিকতর ব্যবহার ছিল।

জাক (জা+ক) ঃ পালিতে সাধাবণতঃ ধাতুর উপর কর্মবাচ্যে য-প্রত্যয় হয়। এই য- উচ্চারণ বিকরণে মধ্য বাংলায় জ্-হয়। স্বার্থিক আ-কার যোগে বর ভাষায় জা (হওয়া) কর্মবাচ্যে যুক্ত হয়। বর 'হামজা' (হাম+জা) ভালবাসিত হওয়া বা ভালবাসা হওয়া। কক-বরকে 'ক' প্রত্যয় যোগে হামজাক (হামজ+ক) - ভালবাসিত হওযা। বুদুয়া মসা বাই চাজাকখা-বুদুয়া ব্যাঘ্র দ্বাবা খাদিত হযেছে। বাংলার মতো দ্বারা (> বাই) দিয়া কর্মবাচ্য নিষ্পন্ন হয়েছে।

জাক প্রত্যয় যোগে কতিপয শব্দ। যেমন, ফুইজাকখা - উৎপাটিত হয়েছে। মানজাকখা - প্রাপ্ত হয়েছে। রুজাকখা - প্রদত্ত হয়েছে। খিতাব জাকখা - নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বুথারজাকখা - বধিত হয়েছে।

'হওযা' অর্থে 'জা' প্রত্যযযোগে শব্দ যেমন, ফাইজাখা - আসা হয়েছে। বমজাখা - ধবা হয়েছে। তণ্ডজাখা-থাকা হযেছে। উচ্চাবণ দ্রুততার জন্য কখনো 'জাক' এব- ক উহ্য থাকে।

জাবা (জা+বা) ঃ বব ভাষায় জা (হওয়া), বা পাদপূবক। কক-বরকে অনুবোধ সূচক প্রত্যয়টি কেবল আদেশ অনুজ্ঞা বাক্যে 'দি'-এব পূর্বে বসে। যেমন, ফাইজাবাদি - আসুন, আসা যাক। তণ্ডজাবাদি - থাকুন, থাকা যাক। রুচাবজাবাদি - গান করুন, গাওয়া যাক।

ক- প্রত্যয় ঃ সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত এই ক-প্রত্যয়টি পাণিনিব কপ্ প্রত্যয় থেকে আগত। বৈদিকে এই ক প্রত্যয়টির নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই অষ্ট্রিক ভাষা থেকে প্রত্যয়টি সংস্কৃতে এসেছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। সংস্কৃতে পুত্রক, ভক্ষক, রক্ষক প্রভৃতি শব্দে 'ক' প্রত্যয়েব উদাহরণ পাওযা যায়।

সংস্কৃতে স্বার্থে 'ক' বাংলার অপভ্রংশ স্তরে আ-প্রত্যয়েব আকার ধারণ করেছে। যেমন, মস্তক > মাথা, কন্টক > কাঁটা, পিষ্টক > পিঠা, চিপিটিক > চিঁড়া, গোপালক > গোয়ালা। তাছাড়া বাংলা কতগুলো শব্দেও ক-প্রত্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, মড়ক, চড়ক, মোলক, চটক ইত্যাদি।

প্রাকৃতেও অনেক সময় এই ক-প্রত্যয় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'ললিত বিস্তর' জাতীয় গাথা পুস্তকের ভাষায় এই ক-প্রত্যয়ের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক। পদাবলী

সাহিত্যেও শ্রীমতির রূপ চর্চ্চার বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাজন কবি ক-প্রত্যয় বহুল পদ রচনা করেছেন- "হাথক দরপণ মাথক ফুল।/নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।" -বিদ্যাপতি।

ভাষাতাত্ত্বিক দীনেশ চন্দ্র সেন প্রচিন বাংলায় এই ক-প্রত্যয়ের বাহুল্য প্রমাণ করেছেন। পালি ভাষাতেও ক-প্রত্যয়ের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, বাদক = ✓বাদ+ক, ঘাতক = ✓হন+ক।

সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ইন্দো-এরিয়ান ভাষায় ক-প্রত্যয়ের অস্তিত্ব থাকলেও সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষা থেকেই ক-প্রত্যয়টি কক-বরকে এসেছে। পালি কিংবা অন্য কোন ভাষা থেকে এ প্রত্যয়টি ভাষায় আসেনি।

কক-বরকের কিছু সংখ্যক পদের আদিতে ক-উপসর্গ এবং অন্তে ক-প্রত্যয় যুক্ত থেকে পদ গঠন করে। পদমধ্যস্থিত একটি বা দুটি বর্ণই উৎস মূল থেকে গৃহীত মূল শব্দের প্রতীকী ধাতুরূপ। এদের সাধারণতঃ সিদ্ধ ধাতুরূপে অভিহিত করা যায়। উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ ধাতুগুলো কি করে ভাষায় নতুন পদ সৃষ্টি করে এ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি ছড়ার সাহায্যে বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ছোটদের মধ্যে ছড়ার আকারে এক ধরনের সংকেতপূর্ণ কথা প্রচলিত আছে। সংকেতপূর্ণ এ ভাষার অর্থ শুধু বক্তা এবং শ্রোতা দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পাশে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে আলোচ্য হেঁয়ালি ভাষাটির অর্থোদ্ধারের গোপন সূত্রটি অজ্ঞাত থাকলে বক্তা এবং শ্রোতার পারস্পরিক কথোপকথনের সারমর্ম বিন্দুমাত্রও উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। কক-বরকের পদাদিতে এবং পদান্তে ক-যুক্ত কলক (লম্বা) শব্দটি পাঠকদের খানিকটা রসাস্বাদনের জন্য উক্ত হেঁয়ালী ভাষার মাধ্যমে এখানে উপস্থিত করছি। যেমন, ক-কড়ি, কদম কড়ি, ক-করি মধ্যে/ক-কড়ি, কদম কড়ি, ল-করি মধ্যে/ক-কড়ি, কদম কড়ি, ক-করি মধ্যে। এস্থলে অর্থোদ্ধার করতে হলে কোন্ বর্ণটি মধ্যে রয়েছে তাই-ই বের করতে হবে এবং বিভিন্ন চরণের মধ্যস্থিত বর্ণটি একত্রিত করলেই বক্তার মনের ভাব প্রকাশ পাবে। এ সূত্রানুযায়ী উপরের প্রথম চরণের মধ্যে রয়েছে 'ক', দ্বিতীয় চরণের মধ্যে রয়েছে 'ল' এবং তৃতীয় চরণের মধ্যস্থিত বর্ণও 'ক'। তিনটি চরণের মধ্যস্থিত বর্ণগুলো একত্রিত করলে (ক+ল+ক =) কলক শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, 'কলক' শব্দের মধ্যস্থিত 'ল'-ই লম্বা (✓ল) শব্দের প্রতীকী ধাতুরূপ। এ জাতীয় সিদ্ধ ধাতুগুলোই (যাদের বিশ্লেষণ করা যায় না) কোন একজন রাজার মতো ডানে বাঁয়ে উজীর-নাজির পরিবেষ্টিত থেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করছে। এ জাতীয় আরো কিছু শব্দের উদাহরণ ঃ ক/ছ/ক (পঁচা), ক/ব/ক (আহ্বান করা), ক/ত/ক (কন্ঠ), ক/থ/ক (স্বাদযুক্ত) ইত্যাদি।

কক-বরকের একমাত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে ক-প্রত্যয়ের স্থলে প্রতিবর্ণীকরণে গ প্রত্যয় পাওয়া যায়। যেমন, ঔচুগ ১ (= আসুক) - এত, কচাগ ১ (কাচাক, কচাক)-লাল, নগ ২০ (=নক)-ঘর, হিগ ১৫ (= হিক)-স্ত্রী, ফুনুগ ২৪ (= ফুনুক) দেখানো, আচৌগ ২১ (আচুক)-বসা, নুগঐ ৯ (নু+ক+ঐ) দেখে।

পাণ্ডুলিপির দু'একটি স্থলে ব্যতিক্রম স্বরূপ.ক-প্রত্যয়ের প্রয়োগও রয়েছে। সম্ভবতঃ এটি পরবর্ত্তী কালের সংযোজন। যেমন, চৌঅক ১৯ (চুয়াক্) - যব থেকে জাত মদ্য।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রের কোন কোন স্থলে গ(=ক্) প্রত্যয়ের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গ-প্রত্যয়ের অনুপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, চৌঅ ১৯ (=চুয়াক) মদ্য, আচো -মারুসিঐ ২৪, ২৫ (আচুকমারুসিঅই) - বসতে দিয়ে, আবোনুঐবা ১৬ (নুগইখা) - তা দেখছি। আবার কোথাও ক স্থলে ক্ষ সংযুক্ত বর্ণ। যেমন, ফামতক্ষ ১ (=ফানতক) - বেগুন।

কক-বরকে (পুরাণ তিপ্রাদের ভাষায়) আও প্রত্যয়ের নিদর্শন নেই। পাণ্ডুলিপিতে 'আও' প্রত্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, থাও ২, তেল [সং তৈল ✓ত >+প্রতি. ✓থ + আও = থাও], কাও ২২, কথা [সং কথন্ ✓ক+আও = কাও], তাও ২৯ পাখি [সং দত্যূহ ✓দ > প্রতি. ✓ত+আও = তাও] দ > ত ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য। বর. দাও। রিয়াং. তাও।

পরবর্ত্তীকালে বর এবং রিয়াং ভাষায় 'আও' প্রত্যয় রক্ষিত হয়েছে। কক-বরকে (পুরাণ তিপরাদের ভাষায়) 'আও' স্থলে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। যেমন, বর. রিয়াং. থাও > ✓থ+ক প্রত্যয় = থক, তেল।

রিয়াং, কাও > ✓ক+ক = কক, কথা। রিয়াং তাও > ✓ত+ক = তক, পাখি।

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে পদমধ্যেও গ-প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার নিদর্শন রয়েছে। যেমন, 'বুগছা মাইবেযাঐ ২ (সন্তানকে অন্ন না দিয়ে)'।

রাধামোহন ঠাকুর এবং দশরথ দেববর্মা উভয়ের ব্যাকরণ পুস্তকেই ক-প্রত্যয়রূপে যথাযথ ব্যবহৃত হলেও কোথাও একে প্রত্যয়রূপে চিহ্নিত করা হয়নি। পাণ্ডুলিপির রচনার কাল থেকে রাধামোহন ঠাকুরের কাল পর্যন্ত কক-বরকের কোন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় না বলে মন্ত্রে ব্যবহৃত গ-প্রত্যয় কখন ভাষায় সংস্কৃত ক প্রত্যয়ের রূপ নিয়েছে তার সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, রাজনুকুল্যে কক-বরকভাষী বিদ্বৎ সমাজের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও

সংস্কৃত ভাষার চর্চাই সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রত্যয়াদি এবং শব্দচয়নে প্রেরণা জুগিয়েছে। ফলে রাধামোহন ঠাকুরের বহু পূর্ব থেকেই কক-বরকে প্রতিবর্ণীকৃত গ-প্রত্যয়ের স্থলে ক-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠিত হতে থাকে। তবে এটা অবশ্য স্বীকার্য যে রাধামোহন ঠাকুরের কাল থেকেই ভাষায় এই ক প্রত্যয়ের প্রয়োগ বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। পাণ্ডুলিপিতে যেমন গ(ক) প্রত্যয়ের প্রয়োগ কিছু কিছু অনিয়ম বা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, রাধামোহন ঠাকুরের পুস্তকেও সে জাতীয় কিছু কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। যেমন, মুচুক - ইচ্ছা করা (ত্রৈপুর কথামালা, ৩, ৩২, ৪৭ পৃঃ) শব্দটি অধুনা ং অনুস্বার দিয়ে মুচুং (ইচ্ছা করা) লিখা হয়। অপর শব্দ 'ছিক্রু' (শকুন, ত্রৈপুর ভাষাভিধান) শব্দটিতে ক-প্রত্যয় যুক্ত হয়নি। শব্দটির আধুনিকরূপ 'সিকরুক'।

ক-প্রত্যয়যুক্ত আধুনিক কতিপয় কক-বরক শব্দ ঃ কক - কথা, ভাষা < কথন্ ✓ক+ক প্রত্যয়। বিয়াং ✓ক+আও প্রত্যয় = কাও। বর. রা, বুং। বরক - বর জাতি, বর জাতির পুরুষ, অর্থ প্রসারে মানুষ। [সং ভোট > বদ, বডো > বড়ো, > বড়+ক = বড়ক > বর+ক প্রত্যয় = বরক]। কক-বরক - বর জাতির কথা।

মিলক - লাউ। মুই (সব্জী, খাদ্য) > উপ.মি+✓ল+ক প্রত্যয় = মিলক। [সং অলাবু > বাং লাউ, লউ ✓ল] উপ. মি+✓ল+আও প্রত্যয় = মিলাও > রিয়াং মিলাও > কব. মি+ল+ক প্রত্যয় = মিলক।

খরক - মাথা, মাথার খুলি, করোটি। সং করোটি ✓কর > বর. খর > কব. খর+ক প্রত্যয় = খরক। ক-প্রতিবর্ণীকরণে খ।

নক - ঘর [দে. বাং ঘর ✓র > বর. প্রতি. ন' > কব. ন+ক প্রত্যয় = নক।]

আবুক - স্তন। [দে. বাং আবু - মাংস পিণ্ড বা গোলক > বর. আবু > কব. আবু+ক প্রত্যয় = আবুক]

ছিলুক - জোঁক। [সং জলৌকা > ছিলুক। ✓জ প্রতিবর্ণীকরণে ✓ছ। ই-কার স্বার্থিক প্রয়োগ। উক প্রত্যয়]

শিকাম্বুক - শঙ্খাকৃতি শামুক। [বাং শামুক ✓শ+✓কম্বু+ক = শিকাম্বুক। স্বার্থিক ই-কার যোগে শি+স্বার্থিক আ-কার যোগে কাম্বু+ক প্রত্যয়]। দে.বাং শামুক > বর. শামু / চামু।

কলক - লম্বা, দীর্ঘ। [উপ. ক+✓ল (<লম্বা)+ক প্রত্যয়]। বর. উপ.গ+✓ল+আও প্রত্যয় = গলাও > রিয়াং কলাও > কব. কলক।

কেপেক - পাঁকের মতো নরম। [সং পঙ্ক > অপ.পাঁক > দে. বাং প্যাক/

পেক। উপ. ক+✓পে+ক প্রত্যয় = কেপেক, পরাগত সমীভবনে কে]। হ্লানি পেক হারপেক - কাদা, মাই কেপেক - কাদার মতো নরম ভাত।

কেফেক - পাগল, মত্ত [বাং পাগল > বর. ফাগলা ✓ফ, এ কার প্রত্যয় যোগে ফে, উপ. ক+ফে+ক প্রত্যয় = কেফেক। পরাগত সমীভবনে উপ, ক, কে-তে পরিবির্তিত] কক-কেফেক-কথা পাগল, বাচাল। চুয়াক কেফেক - মদ মত্ত, মদ পাগল। 'পাগলা' প্রতিবর্ণীকরণে এবং য় শ্রুতি প্রভাবে 'বাওরা' হতে পারে।

চুয়াক - মদ্য। পাণ্ডুলিপিতে চৌঅক/চৌঅ, ১৯। [সং যব > হিং জউ > পা.লি. চৌঅ/চৌঅক > কব.চুয়াক। জৌউ > চৌঅ+ ক প্রত্যয়]। যব বা জউ থেকে প্রস্তুত বলে জৌউ।

বর ভাষাতেও সীমিতভাবে হলেও ক-প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, আক (আ+ক) - তাহলে, ঠিক আছে, যাই-ই হোক ইত্যাদি ভাব বুঝাতে অব্যয় শব্দ। কব. আক, আকন।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় এই ক-প্রত্যয়টির অর্থ যে, যিনি, যাহা ইত্যাদি হতে পারে। কক-বরকেও কোন কোন স্থলে এরূপ অর্থ হতে পারে।

কুক প্রত্যয় ঃ কক-বরকে 'কুক' প্রত্যয়টি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাগ্রে, সবার উপরে (Superlative Degree) ইত্যাদি ভাব বুঝাতে ধাতুপদের অন্তে প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। কক-বরকে শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপক একটি শব্দ হলো 'কপলাই'। শব্দটির বুৎপত্তি হলো উপ.ক+(সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবার উপরে অর্থে উপর ✓পর >) প্রতি. ✓পল+আই প্রত্যয় = কপলাই - সবার উপরে, সর্বশ্রেষ্ঠ। কুক প্রত্যয়টির বুৎপত্তি কু উপ. যোগে এই 'কপলাই' শব্দ থেকেই। যেমন, উপ. কু + (কপলাই ✓ক >) ✓ক+উক প্রত্যয় = কুক। ভাষায় প্রত্যয়টি কখনো 'কপলাই' শব্দের সঙ্গে যুক্ত থেকেও বিষয় বস্তুর শ্রেষ্ঠতা বুঝাতে পারে। যেমন, কপলাইকুক - সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ব্যবহার হলো, কতরকুক - সর্ব বৃহৎ। থাংকুকদি - সর্বাগ্রে যাও। চাকুকদি - সর্বাগ্রে খাও কিংবা সবার চেয়ে বেশী খাও। ইত্যাদি।

থক ঃ তেল, স্বাদ উপযুক্ত, সুন্দর বা উত্তম বুঝাতে প্রত্যয়। সং তৈল ✓ত > প্রতি. ✓থ+ক প্রত্যয় = থক। উপ. ক+✓থ+ক প্রত্যয় = কথক - সুস্বাদু। নাই (দেখা)+থক প্রত্যয় = নাইথক, দেখতে সুন্দর। চা (খাওয়া)+থক = চাথক, খেতে স্বাদ। তং (থাকা, বাস করা)+থক প্রত্যয় = তংথক, বাসের উপযুক্ত বা যোগ্য, বাস করতে আরাম।

প্রত্যয়টি কখনো দ্বিত্ব হয়। ক্রিয়াপদের অধিকতর দৃঢ়তা, আধিক্য, চমৎকারিত্ব,

উপযুক্ততা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দ্বিত্ব ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন, রাগথথক অধিকতর দৃঢ় বা কঠোর। চাথথক - অধিকতর সুস্বাদু। ইত্যাদি।

আই (আ+ই) প্রত্যয় ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'উপসর্গ থাকে সামনে প্রত্যয় থাকে পেছনে। নতুন শব্দ তৈরী করার বেলায় এদের নইলে চলে না।' এ থেকে বুঝা যাচ্ছে ধাতুপদের উত্তর প্রত্যয় যুক্ত থেকে নতুন শব্দ গঠিত হয়। কক-বরকে প্রত্যয়গুলো কখনো ধাতুপদের পূর্বে (Prefix), কখনো মধ্যে (Infix), কখনোবা ধাতুপদের অন্তেও (Sufix) যুক্ত হতে পারে।

শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত থেকে প্রতিপাদিক গঠন করে তাদেব বলা হয় প্রত্যয়। প্রত্যয় ধাতু বা প্রতিপাদিকেব উত্তব যুক্ত হলে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। প্রত্যয যুক্ত এই নতুন পদগুলো বিভক্তি যুক্ত হলেই বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, অন্যথায় নয়। বিভক্তিযুক্ত হলে প্রতিপাদিকেব উত্তব আব কোন প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে না। প্রত্যয়গুলো কখনো কখনো সম্পূর্ণরূপে যুক্ত না থেকে তার কিয়দংশ ধাতুপদেব সহিত প্রতীকীরূপে যুক্ত থাকে। সংস্কৃত থেকে পালি এবং অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে বাংলায় আগত বহু প্রত্যয়েরই প্রকৃতরূপ পাল্টে গেছে। যেমন, মাযা+বিন = মায়াবী। বড্ড+আই = বড্ডই > বড়াই। কক-ববকে 'বী' প্রত্যযটি সম্ভবতঃ পালি ভাষা থেকে এসেছে। উদা. নাইথক+বী = নাইথকবী, সুন্দবী।

ভারতীয় আর্যভাষাব শাখা ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্যের মতো কক-ববকেও বিভিন্ন প্রত্যয়, উপসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ত প্রত্যযগুলো সংস্কৃত, পালি এবং কিছু সংখ্যক মধ্য যুগেব বাংলাব মধ্য দিয়ে কক-বরকে এসে স্থান পেয়েছে। কখনো কখনো আগত প্রত্যয়গুলোর ধ্বনি পরিবর্ত্তিত হয়ে নতুন রূপ পেয়েছে। তাছাড়া ভাষার নিজস্ব কিছু প্রত্যয়ও বয়েছে। প্রায়োগিক দিক দিয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যয়গুলো সংস্কৃত বা বাংলার প্রয়োগ বিধি অনুসরণ করেনি। স্বতন্ত্রভাবে যুক্ত থেকে স্বতন্ত্ররূপ পেয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কক-বরকের ব্যাকরণাদি এবং পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোব আলোকে কক-বরকে 'আই' (আ+ই) প্রত্যয়ের ব্যবহার বিধি এবং তার উৎসস্থল নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন বানানে (আয়, আই))লিখেছেন। আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত কক-বরকের ব্যাকরণ, প্রত্যয়, উপসর্গ এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে এমন পুস্তক গুলোর মধ্যে একমাত্র রাধামোহন ঠাকুর প্রণীত কক-বরকমা-ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। বস্তুতপক্ষে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টি কোন থেকে কক-বরকের নির্ভুল বিচার বিশ্লেষণ সম্বলিত দ্বিতীয় কোন পুস্তক দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে উক্ত পুস্তকেও ভাষায়

ব্যবহৃত ক এবং আই-এর মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কিছুমাত্র আলোচনা করা হয়নি। পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে 'আই' প্রত্যয় যুক্ত একটি শব্দকে লিখতে গিয়ে দু'রকম বানান (খ্লায়, খ্লাই) অনুসরণ করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য আই প্রত্যয়টির যথাযথ এবং নির্ভুল ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আই প্রত্যয়টির সংস্কৃত, বাংলা, বর এবং কক-বরকে ব্যবহার বিধি দেখানোর পূর্বে প্রত্যয়টির উৎপত্তি সম্বন্ধে উদাহরণ সহ কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বৈদিকে আই প্রত্যয়ের ব্যবহার নেই। সংস্কৃতেই তার প্রথম বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ সমেত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত মনে করেন, প্রত্যয়টি দ্রাবিড় কিংবা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা থেকে সংস্কৃতে আগত। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত তামিল ভাষায় আই প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কেরাই (সব্জী), তমরাই (তামরস)।

সংস্কৃতে দু'রকম প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে, কৃৎ ও তদ্ধিত্। ধাতুর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়গুলোকে বলা হয় কৃৎ প্রত্যয় (Primary Affix) এবং শব্দের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যগুলোকে বলা হয় তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary Affix)। আলোচ্য আই প্রত্যয়টি তদ্ধিত প্রত্যয়ের অন্তর্গত। বুৎপত্তি : সংস্কৃতের আপয়+ইত বা আপয়+ইক হল বাংলায় আই প্রত্যয়। উদা. সং চোরাপিত > চোরাই। বর্ধাপিক > বড়াই।

নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল চর্যাপদ। লুইপাদ রচিত একটি পদে আই প্রত্যয়ের নিদর্শন রয়েছে। 'আইস সংবোহেঁ কোপতি আই।' এখানে 'পতিআই' শব্দটি সংস্কৃত 'প্রত্যয়' (কব. পুইত, বিশ্বাস করা) শব্দ থেকে আই প্রত্যয় যোগে গঠিত। তাছাড়া 'বাঝাই' (বদ্ধ হওয়া, ৪৬নং চর্যা), পোহাই (রাত পোহান, ৪৬ নং চর্যা) ইত্যাদি শব্দগুলোও আই প্রত্যয় যোগে গঠিত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস কর্তৃক রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেও আই প্রত্যয়ের নিদর্শন রয়েছে। যেমন- বড়াই, লাজাই।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আধুনিক বাংলায় পূর্ববঙ্গ এবং রাঢ় অঞ্চলের ভাষাতেও আই প্রত্যয়ের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। আধুনিক বাংলায় আই প্রত্যয়যুক্ত কিছু শব্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দ তত্ত্ব' নামক পুস্তক থেকে এখানে তুলে দেওয়া হলো।

যেমন, ক্রিয়া বাচক : বাছাই, যাচাই, দলাই-মলাই (ঘোড়াকে), খোদাই, ঢালাই, ধোলাই, বাধাই।

পদার্থবাচক : মরাই (ধানের), বালাই (বালকের অকল্যাণ), মিঠাই।

মনুষ্যের নাম ঃ বলাই, কানাই, নিতাই, জগাই, মাধাই।

ধর্ম ঃ বড়াই (বড়ত্ব), বাসনাই, পোষ্টাই (পুষ্টের ধর্ম)।

বর এবং কক-বরকে আই প্রত্যয়ের ব্যবহার আলোচনার পূর্বে উভয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাণ্ডুলিপিব মন্ত্রগুলোতে আই প্রত্যয়ের ব্যবহাব সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। যেহেতু পুরাণ তিপ্‌রাদের ভাষা কক-বরক রূপে পরিবর্ত্তিত হওযাব পূর্বে সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বর এবং কক-বরক উভয় ভাষাই একটি অভিন্ন ভাষারূপে পরিচিত ছিল; তাই পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে আই প্রত্যয়ের ব্যবহাব উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই আই প্রত্যয়ের প্রাচীনতম প্রয়োগ বলে ধরে নিতে হবে। মন্ত্রগুলো আলোচনা করলে চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা কাল তথা পূজার মন্ত্রগুলোর রচনাকাল, নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল বলেই অনুমিত হয। পাণ্ডুলিপিব মন্ত্রে আই প্রত্যয়। যেমন,

দোনাই ১ - জনার্দ্দন, বিষ্ণু। সং জনার্দ্দন ✓দন+আই = বাং দনাই > কব. দোনাই। অ ধ্বনি উচ্চারণ বিকবণে ও।

আচাই ১৩ - জাগরিত হওয়া, জাগ্রত হওয়া, জন্ম হওযা, জন্ম গ্রহণ কবা। ১) উপ.আ+চ(জাগা ✓জা > প্রতি. ✓চা+(আ)ই প্রত্যয =.আচাই। জাগঅ, চর্যা ২। জাগে।

২) উপ আ+✓চা(<জাম ✓জা>) ✓চা+(আ)ই প্রত্যয আচাই, জন্মগ্রহণ করা। জাম, চর্যা ২২। জন্ম গ্রহণ করা। 'জামে কাম কি কামে জাম' চর্যা ২২ - জন্ম থেকে কর্ম না কর্ম থেকে জন্ম। জ > চ।

চোন্তাই ৩৩ - সন্ত, সাধু, চতুর্দ্দশ দেবতাব পূজাবী। সং সন্ত > প্রতি.✓চন্ত+আই প্রত্যয় = চন্তাই > চোন্তাই। মাগধী প্রভাবে স > চ। অ ধ্বনি উচ্চারণ বিকরণে ও। সং সাধু > বর.চাদু।

খনাই ১৫ - করা। সং কব্ > পা.লি.প্রতি. ✓খন+আই প্রত্যয় = খনাই > আধু.কব. খলাই। করা। ক > খ। ব > ন > ল।

রূংফাই ৯ - রূপা। সং রৌপ্য > বাং রূপা > কব. রূংফা+(আ)ই প্রত্যয় স্বার্থিকে অনুস্বার। প > ফ। আ. কব. রূফাই।

বাই ৭ - দ্বারা, দিয়া। সং দ্বারা ✓বা+(আ)ই প্রত্যয় = বাই। সং দ্বা > প্রা. দুবা > প্রা. বাং দুবা > আধু.বাং. বা। সংস্কৃতের অনুকরণে দ্বাদশ > বাং বার (দ্বা ✓বা; দ > র), দ্বাবিংশ > বাইশ।

বর ভাষাতেও আই প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার বয়েছে। নীচে কিছু সংখ্যক আই

প্রত্যয় যুক্ত বর শব্দ দেওয়া হলো।

সুথাই - সূতা। সং সূত্র > বাং সূতা > বব. সুথাই। ত > থ। (আ)ই প্রত্যয়।

ঘবায়,গরাই -ঘোড়া। সং ঘোটক > বাং ঘোড়া > ঘবায়, গবাই। ঘ > গ। (আ)ই প্রত্যয়।

লানজাই - লেজ। সং লঞ্জ > দে. বাং লেংনজা, লেজ > লানজাই। এ-কার স্থলে আ-কার। (আ) ই প্রত্যয়।

খেবেন্দায় - শতপদী, কেবা। অস. কেবেলুযা > খেরেন্দায় (=ই)।

সাবাই - কড়াই। সং কটাহ > বাং কড়াই > অস. কেবাই > সাবাই। কব. কাবাই। বব. সঙকাবি'ব (বন্ধনেব) জন্য ব্যবহৃত হয় বলে ক-স্থলে 'স'। (আ)ই প্রত্যয।

হালুযাই - হালুযা। সং হল > বাং হাল+উআ প্রত্যয় = হালুআ (যা), বব.(আ)ই প্রত্যয যোগে হালুযাই।

মদাই - দেবতা। সং দেবতা > অস. দেউতা ✓তা > প্রতি. ✓দা। প্রাণী বাচক উপসর্গ ম+✓দা(আ)ই প্রত্যয = মদাই। কব. মতাই। কক-ববকে দেবতা (✓তা) শব্দেব 'তা' অপবিবর্তিত।

আধুনিক কক-ববকে ব্যবহৃত আরও কিছু আই প্রত্যয় যুক্ত শব্দ দেওযা হল।

অচাই - পুবোহিত বা গ্রাম্য কবিবাজ। সং উপাধ্যায়, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। প্রা. বাং উবজঝাঅ > বাং ওঝা > দে. বাং ওঝাই > অচাই। ও > অ, ঝ = জ = চ।(আ) ই প্রত্যয। বর. ওঝা।

কবাই - ঘোড়া। সং ঘোটক > বাং ঘোড়া > বর. ঘরায় > গরাই > কব. কবাই। ঘ > গ > ক। (আ)ই প্রত্যয। ববতে পূর্বে কোন কোন স্থলে 'আই' স্থলে 'আয' লিখা হত। কক-ববকে কবায এবং করাই দু'ধরনের বানান রয়েছে। ব্যাকরণানুযায়ী করাই হওয়া উচিত।

বলাই - পাতা। সং পর্ণ ✓পর > প্রতি. ✓বল+আই প্রত্যয় = বলাই। বর. বিলাই। প > ব, র = ল = ন সূত্রানুসারে র স্থলে ল।

বাই - ভগ্ন। সং ভগ্ন ✓ভ > প্রতি. ✓ব+আই প্রত্যয় = বাই। বর্ণের কোন একটি বর্ণের স্থলে অপর বর্ণ সূত্রানুসারে (ভ = ব = ফ)। বর. (চি)ফায়। কক-বরকে যখন ক্রিয়াপদটি সাক (<শরীব) দ্বাবা নিষ্পন্ন হয, তখন সে (=চি) উপসর্গরূপে যুক্ত

থেকে সেবাই (=চিফায়) ক্রি, হয়। ক-উপসর্গরূপে যুক্ত হলে কবাই (বিণ) হয়। যেমন, লাথা কবাই-ভাঙ্গা লাঠি।

বাই - জেষ্ঠা ভগ্নী। সং ভগ্নী ✓ভ > প্রতি. ✓ব+আই প্রত্যয় = বাই। অস. সং ভগ্নী > বাই > বর. বাই > কব. বাই। বাংলায় জেষ্ঠ্যা ভগ্নীকে আদর করে 'দিদি ভাই' সম্বোধন করা হয়। বর. বাই, বিবো, বিনানাও। অস. বাই, ভনী।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আবিষ্কৃত বাংলা ভাষার যৌগিকস্বর এবং বাংলা ও কক-বরকে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত 'আই' প্রত্যয়টির বানান 'আই' হবে, নাকি 'আয়' হবে ? পাণ্ডুলিপির মন্ত্র থেকে আহৃত আই প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলো হ্রস্ব-ই দিয়েই লিখা হয়েছে। বর ভাষাতেও দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতীত সর্বত্র হ্রস্ব-ই ব্যবহৃত হয়েছে; অন্তঃস্থ-য় হয়নি। রাধামোহন ঠাকুর তাঁর রচিত পুস্তকগুলোতে (কক-বরকমা, ত্রৈপুর কথামালা, শিক্ষা বিভাগ) প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আই প্রত্যয়টির পাণ্ডুলিপিতে অনুসৃত বানান (আই) বজায় রেখেছেন। যেমন, ভগ্ন অর্থে 'বাই' শব্দটি ত্রৈপুর কথামালায় (২৬ পৃঃ) ই যুক্ত করে লিখা হয়েছে। দ্বারাঅর্থে ই যুক্ত 'বাই' শব্দটি রয়েছে ত্রৈপুর কথামালার ১৭, ১৮ পৃষ্ঠায় এবং কক-বরকমার ২৩ পৃষ্ঠায়। ভগ্নী [ভগ্নী ✓ভ > ✓ব+আই প্রত্যয়] অর্থে আই প্রত্যয়যুক্ত শব্দটি রয়েছে কক-বরকমার ৫০ পৃষ্ঠায়। কবাই (< ভগ্ন, বিণ) শব্দটির অন্তঃস্থিত আই-ও আই প্রত্যয়ের পরিচয় জ্ঞাপক।

পুস্তক দুটিতে ব্যবহৃত আই প্রত্যয়যুক্ত কিছু শব্দ বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা সহ নীচে দেওয়া হলো। যেমন,

কুয়াই < দে.বাং গুয়া, সুপারি। সং গুর্বাক > দে. বাং গুয়া > কব. প্রতি. কুয়াই। গ > ক, (আ) ই প্রত্যয়। 'পান গুয়া খেতে দেব, দুয়ারে বসে খাও।' বর.গই, গয়।

চেরাই < দে. বাং ছেড়া। ছেলেকে তুচ্ছার্থে সম্বোধন। ছ > চ, (আ)ই প্রত্যয়। বর. চেংগ্রা।

ফাই < বর.ফৈ, ফায় < হিং ফৈ। হিন্দী 'ফৈ' শব্দের অর্থ দৌড়ান, অগ্রসর হওয়া। বর এবং কক-বরকে অর্থ প্রসারে 'আসা'।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, রাধামোহন ঠাকুর সর্বত্রই আই (আ+ই) প্রত্যয়টিকে 'ই' যুক্ত করেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'করা' অর্থে 'খ্লাই' শব্দটির ক্ষেত্রেই একমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। শব্দটি কোথাও ই-যুক্ত আবার কোথাও য়-যুক্ত করে লিখেছেন। যেমন, খ্লাই (করা), ত্রৈপুর কথামালা ১, ১৫ পৃষ্ঠা। কক-বরকমা ২৯, ৪১ পৃঃ,। খলায় (করা), ত্রৈপুর কথামালা ৫৭, ৫৯ পৃ.

কক-বরকমা ২৫, ৩৫ পৃ.।

'করা' অর্থে খ্লাই শব্দের অপর একটি রূপ হচ্ছে 'খ্রাই' (কক-বরকমা ৪৩ পৃ.)। শব্দটিতে (আ)ই প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তঙখ্রাই (অবস্থান করা, অবিস্থিতি)। পাণ্ডুলিপির খনাই (করা) পরবর্ত্তীকালে 'খলাই' রূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। খলাই রূপটি ভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াপদ। দৈনন্দিন ব্যবহারে খ্রাই পদটি ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত না হলেও শব্দগঠনে অনুসর্গরূপে এটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, চেখ্রা (ই-লুপ্ত), ছেদনকারী বা ধান কাটার কাচি। এ (র) খ্রাই - ঘাটাঘাটি করা। বুখ্রাই - প্রহার করা।

খনাই-এর পরবর্ত্তী রূপটি নং-স্থলে র এবং ল হয়; উচ্চারণ দ্রুততার জন্য যথাক্রমে 'খ্রাই' এবং 'খ্লাই'-তে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হল, ক > খ, র = ল = ন। কাজেই খনাই, খলাই, খ্লাই, খে এবং খ্রাই সং 'কর্' শব্দ থেকে জাত একই শব্দের বহুবিধ রূপ। তন্মধ্যে খলাই, খে, খ্রাই অনুসর্গরূপেও ব্যবহৃত হয়।

কক-বরকের আই প্রত্যয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে দশরথ দেববর্মা প্রণীত 'কগ-বরক ছীরীঙ' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭ইং) - এ আই প্রত্যয়টি কিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তা আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে, রাধামোহন ঠাকুরের পুস্তকগুলোতে দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্রই আই প্রত্যয়টির রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি। কগ-বরক ছীরীঙ এ খীলায় (৬, ৯, ১১ পৃ.) শব্দটির জন্য সর্বত্র য় যুক্ত (আয়) বানান অনুসরণ করা হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যয়টিকে আই এবং আয় দুটিরূপে প্রতিপাদিকের সহিত যুক্ত করে বিভিন্ন অর্থ দেখিয়েছেন। যেমন, ফায় (আসা), ফাই (মচকান)। প্রকৃতপক্ষে ফায় এবং ফাই দুটি শব্দই বর ভাষা থেকে আই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কক-বরকে স্থান পেয়েছে। বর ভাষায় চিফায় [উপ. চি+ ✓ফ (ভগ্ন ✓ভ > প্রতি. ✓ফ)+আয়(=ই) প্রত্যয়] - ভগ্ন, ভাঙ্গা শব্দটি চি উপসর্গ বর্জিত ফায় (= ই) রূপে অর্থ (আসা) পরিবর্তন ক্রমে ভাষায় দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 'ভগ্ন' শব্দ থেকে জাত 'ফায়' শব্দটিও 'আই' প্রত্যয়যুক্ত একটি সমুচ্চারিত শব্দ; যার অর্থ মচকান, ভাঙ্গা, আসা তিনটিই হতে পারে। কক-বরকের 'ফাই' (আসা) শব্দের উৎপত্তি হলো হিং ফৈ-দৌড়ান, অগ্রসর হওয়া > বর. ফৈ, ফায় > কব. ফাই। প্রকৃতপক্ষে দুটি শব্দই বিভিন্ন উৎস থেকে আগত একইরূপে একজোড়া সমুচ্চারিত বিভিন্নার্থক শব্দ। আই প্রত্যয়ের বানানের বিভিন্নতার জন্য দুটি শব্দের অর্থের প্রভেদ হতে পারে না। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য যে অন্যান্য সমস্ত ভাষার মতো কক-বরকের শব্দ গঠন প্রণালী আলোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে অধিকাংশ

শব্দগুলো বিভিন্ন ভাষার শব্দ, বর্ণ বা ধ্বনিকে ভিত্তি করে আত্মকরণের জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষায় এসে একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব রূপ পেয়েছে। আত্মকরণের এই জটিল পদ্ধতিগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন না করা হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণেই কক-বরকে ব্যবহৃত প্রতিটি ধাতুপদ, প্রত্যয়, উপসর্গ এবং বিশেষ ব্যবহার বিধি আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। রাধামোহন ঠাকুর যদিও আই প্রত্যয় যুক্ত শব্দ খ্‌লাই কে কোথাও খ্‌লাই আবার কোথাও খ্‌লায় রূপে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শব্দটির দুটি রূপের কোথাও অর্থের বিভিন্নতা দেখাননি। সর্বত্রই একই প্রকার অর্থ রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে একই প্রত্যয়ের বানানের বিভিন্নতার জন্য যদি শব্দের অর্থের তারতম্য হওয়া সম্ভব হতো, তাহলে খ্‌লাই (করা) এবং খ্‌লায় (করা) কিংবা কুয়াই, কোয়াই (সুপারি) কোয়ায় (সুপারি) শব্দগুলোর, বরতে ঘরায় এবং গরাই (ঘোড়া, কর্ব. করাই) শব্দ দুটির অথবা বর চিফায় =কব. সেবাই (ভাঙ্গা) প্রভৃতি শব্দগুলোর অর্থেরও তারতম্য হওয়া সম্ভব ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি।

আলোচনার সুবিধার জন্য কগবরক ছারীও-এর কুড়ি পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ছায়।। ছাই শব্দ দুটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। পুস্তকে 'ছায়' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'স্বামী'। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত 'স্বামিন' শব্দটিই স্বামীরূপে পরিবির্তত হয়েছে। স্বামী শব্দটির দেশজরূপ হলো, 'সাঁই'। স্বামী শব্দটির 'স্বা' থেকে বাংলায় সা-এর সঙ্গে (আ)ই প্রত্যয় যোগে 'সাই' হয়েছে। কক-বরকে শব্দটির দু'রকম বানানই প্রচলিত রয়েছে। ব-উপসর্গযোগে বছায় (ই) এবং বসাই। উচ্চারণের কারণে কোথাও স-স্থলে ছ হয়েছে। কাজেই স্বামী অর্থে শব্দটির বানান 'সাই' (ব+সাই) হলেই যুক্তিযুক্ত হবে।

বাছাই করা অর্থে অপর শব্দ 'ছায়'। এ শব্দটিও এসেছে বাংলা 'বাছাই' শব্দ থেকে। বাছাই শব্দের বা-অংশ আত্মকরণের স্বার্থে পরিত্যক্ত হয়েছে। কক-বরক শব্দ সমূহ বিশ্লেষণান্তে দেখা গেছে অধিকাংশ শব্দ আত্মকরণের স্বার্থে (ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের মতে ভোট চীনীয় ভাষার ধর্ম) অপর ভাষার কোন একটি শব্দের প্রথম অংশ বা দ্বিতীয় অংশ, কিংবা প্রতিপাদিকের শেষাংশ বাদ দিয়ে প্রতীক স্বরূপ কোন একটি ক্ষুদ্র অংশকেই কক-বরকের মূল শব্দ (Root Word) রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় ধাতুপদগুলোর উৎসমূল যাই হোক না কেন, গৃহীত ক্ষুদ্র বা আংশিক অংশটিই কক-বরকের মূল ধাতুপদ (Root) হিসাবে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ কক (কথা, ভাষা) শব্দটিকে নেওয়া যেতে পারে। শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হলো, সং কথন্ ✓ক+ক প্রত্যয় = কক। প্রথম ক-টি কথন্ শব্দ থেকে গৃহীত কক পদের মূল ধাতুপদ এবং কথা শব্দের প্রতীক। এস্থলে ক সর্বদা মূল ধাতুপদরূপে গণ্য হবে।

একমাত্র কক শব্দটির ক-ধাতুপদের উৎপত্তি নির্ণয় কালেই 'কথন' শব্দটি বিচার্য হবে। অনুরূপভাবে বাংলা 'বাছাই' শব্দটির 'ছাই' অংশটুকু কক-বরকে ধাতুপদ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, বাছাই অর্থে (আ)ই প্রত্যয়যুক্ত শব্দটির প্রথম বর্ণ কখনো স-হবে না এবং অন্তঃস্থিত হ্রস্ব ই-স্থলে কখনো অন্তঃস্থ -য় হবে না। (বাংলা আই প্রত্যয় অংশ দ্রষ্টব্য)।

'গিয়ে বলা' অর্থে অপর শব্দ 'ছাই'। কক-বরকে 'বলা' অর্থে 'সা' এবং 'ছা' দু'ভাবেই লিখা হয়ে থাকে। সা (=ছা) শব্দটির উৎপত্তি হল, সংস্কৃত স্বর (ধ্বনি) শব্দ থেকে। আমাদের কথা বলার সময় বিভিন্ন প্রকার ধ্বনির উৎপত্তি হয় এবং কথা সমূহ বিভিন্ন স্বরের সমষ্টি বলে স্বরের প্রতীক রূপে স এবং আ প্রত্যয় যোগে ✓সা (বলা) হয়েছে। কক-বরকে ক্রিয়পদের সহিত সামান্য দূর বুঝাতে পাণ্ডুলিপির মন্ত্র রচনা কাল থেকেই ই প্রত্যয় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, উর তণ্ডাইদি - ওখানে থাক বা বাস কর। নগ থাণ্ড চাইদি - ঘরে গিয়ে খাও। খামপ্লাইয়ী আচুগই নুঙাইদি - (ওখানে) পিড়িতে বসে পান কর। এ বাক্যগুলোর প্রতিক্ষেত্রে তণ্ড, চা, নুণ্ড ক্রিয়া পদের অন্তঃস্থিত ই সামান্য দূরে বুঝাতে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কক-বরকে ই প্রত্যয়ের এটি একটি বিশেষ ব্যবহার। শব্দ গঠনে পালি ভাষায় এটির ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত সর্বনাম পদ 'ইদম' থেকে এটির উৎপত্তি হলেও কক-বরকে এটির ব্যবহার স্থান পাল্টে গিয়ে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং উল্লিখিত শব্দটির ধাতুপদটি হলো, 'সা' এবং 'ই' সামান্য দূরত্ব প্রকাশক প্রত্যয়। এথেকে বলা যায়, শব্দটি 'ছাই' না হয়ে 'সাই' হওয়া উচিত। যার অর্থ হবে 'গিয়ে (সামান্য দূরত্ব জ্ঞাপক) বলা।'

অপর শব্দ কষা, পানসা, অর্থে 'ছাই'। এস্থলেও পানসা শব্দের শেষাংশ 'সা' কে প্রতীকীরূপে নিয়ে ই প্রত্যয় যোগে সাই (= ছাই) ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে।

এ আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে কক-বরকের সমুচ্চারিত শব্দগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে.ভাষায় এসে একই রূপ পেয়েছে। এ জাতীয় সমুচ্চারিত শব্দগুলোর সহিত কোথাও 'ই' কিংবা কোথাও য়-যুক্ত করে অর্থের বিভিন্নতা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নয়। এবং শব্দগুলোর সহিত বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন যুক্ত করে কন্টকিত করাও সমীচিন হবে না।

স্বার্থিক র- প্রত্যয় ঃ বাংলার ক্রিয়াপদে স্বার্থিক ক, র প্রভৃতি প্রত্যয়ের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ক এবং র প্রত্যয়ের নিদর্শন-যেমন,

ক-প্রত্যয় - জীউক, আছুক, করিবেক, দিলেক, করিলেক ইত্যাদি। ক-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

র-প্রত্যয় - আছের (আছে), শোভের (শোভে), বাজের (বাজে), গেলির (গেল), দিআর (দাও) ইত্যাদি। স্বার্থিক র-প্রত্যয়ের প্রয়োগ দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের উপভাষায় পাওয়া যায়।

কক-বরকে স্বার্থিক র- প্রত্যয় ঃ পদান্তিক র যখন বাহুল্যরূপে বা অর্থহীনরূপে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্ত্তী পদের সহিত সম্বন্ধহীনভাবে যুক্ত থাকে, একমাত্র তখনই উক্ত র স্বার্থিক প্রত্যয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। বাংলা ভাষা থেকে গৃহীত, মন্ত্রের দু'একটি স্থলে পদান্তে এবং পদমধ্যে স্বার্থিক র প্রত্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, ৩১ নং শ্লোকে 'সূর্চ্য পূজার খনাইমনি' (সূর্য পূজা করা হল) অংশে 'পুজার' শব্দের অন্তঃস্থিত র পরবর্ত্তী অংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেনি বলে র-এখানে স্বার্থিক প্রয়োগরূপে গণ্য হবে।

২ নং শ্লোকে 'বুর্ছা' (= বছা, সন্তান), স্বার্থিক র এখানে রেফ -এ পরিবর্ত্তিত। আধুনিক কক-বরকে 'ছাম্পারি' শব্দের 'রি' স্বার্থিক প্রত্যয়েব নিদর্শন সং চম্পক > বাং চাঁপা > দে.বাং চম্পা, চাম্পা > কব. প্রতিবর্ণীকরণে ছাম্পা, ই-কার প্রত্যয়যোগে র, রি-তে পরিবর্ত্তিত।

কক-বরকে বিভক্তি প্রত্যয়-র ঃ বাংলায় সম্বন্ধ পদে র, এর যুক্ত থেকে পরবর্ত্তী পদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে সম্বন্ধে র (< কের) প্রত্যয় - 'তিরীর যৌবন রাত্তির সপন।' মন্ত্রের কোন কোন স্থলে এই সম্বন্ধ পদের র দৃষ্ট হয়। যেমন, ২নং শ্লোকে হার্তি/হার্থি (ধাত্রী ✓ধা >) হা+র (রেফ-এ পরিবর্ত্তিত)+(বেদী ✓দী >)তি/থি = হার্তি/হার্থি (= হারতি) - মাটির বেদী। আধু. হাতরাই।

৩৪নং শ্লোকে "খারচি পুজার তৈচিং রেমনি' (খারচি পূজার জলার্ঘ দেওয়া হল) অংশে 'পুজার' শব্দের অন্তস্থিত 'র' পরবর্ত্তী পদ 'তৈচিং' এর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেছে বলে র-এখানে বিভিক্তি প্রত্যয়রূপে গণ্য হবে।

৩৫নং শ্লোকে 'দানর দানদানি' (দানের দণ্ড) অংশে 'দানর' শব্দের অন্তস্থিত র পরবর্ত্তী শব্দ 'দানদানি' শব্দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেছে বলে বিভক্তি প্রত্যয়রূপে গণ্য হবে।

৯নং শ্লোকে 'কাওরি বিঐ' অংশে 'কাওরি' [সং কর্ম ✓ক+আও প্রত্যয় = কাও] পদের রি ৬ষ্ঠী বিভক্তির 'র' স্বার্থিক ই-কার যোগে রি হয়েছে। এই 'রি'

প্রত্যয়টি আধুনিক কক্‌-ববকে প্রতিবর্ণীকরণে 'নি' (৬ষ্ঠী বিভক্তি প্রত্যয়) হয়েছে। র = ন, সূত্র নং ৬। অর্থ ঃ কর্মের দ্বারা। আবার কথার দ্বারাও হতে পারে। রিয়াং ভাষায় কাও - কথা।

আধুনিক কক-বরকেও র প্রত্যয় যুক্ত দু'একটি পদ দৃষ্ট হয়। যেমন, হারপেক। হা (সং ধাত্রী ✓ধা > হা)+র (৬ষ্ঠী বিভক্তি প্রত্যয়)+পেক (< সং পঙ্ক > বাং পাঁক > দে.বাং পেক)= হারপেক (হানিপেক)'- ধরণী বা মাটি থেকে জাত পাঁক।

নিশ্চয়ার্থে- ন ঃ পালি ভাষায় কখনো 'ন' নিশ্চয়ার্থ ভাব প্রকাশ করে। যেমন, নোন, ন ধমেষ্য - তিনি নিশ্চয়ই ঘা দিবেন।

পালি ভাষা থেকে আগত এই ন কক-বরকেও কখনো নিশ্চয় অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, নুং-ন (তুমিই)'ই সামুঙ খলাইখা - তুমিই এ কাজ করেছ। ব-ন খকখা - সেই চুরি করেছে। বন মাই বরখা - সেই ধান রোপন করেছে।

পাদপূরক তা ঃ কক-বরকে 'তা' কখনো অর্থহীন পাদপূরকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ফাইদি তা (আস না), তঙদি তা (থাক না), বাচাদি তা (দাঁড়াও না) ইত্যাদি। কক-ববকভাষী সাধাবণ জনেব মুখের বাংলা ভাষায় এই 'তা' পাদপূরক 'কি' রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, যথাক্রমে 'আস কি, থাক কি, দাঁড়াও কি' ইত্যাদি।

এই তা দু'ভাবে ভাষায় এসেছে বলে মনে করা যেতে পারে। ১) পালি কতম (কেন, কি প্রকারে) ✓তম > স্বার্থিক আ-কাব যোগে কক-বরকে তমা > আ-কারেব স্থান পবিবর্তন ইলে তাম (কি, কেন) হয। 'তাম' থেকে শুধু 'তা' (=কি) পাদপূরকরূপে গৃহীত। বব. মা - কি, কেন ।

২) ন-জাত ত-হলে 'তা' অর্থ 'না' হবে। স্ববর্গান্তর্গত বর্ণ বলে সূত্রানুসাবে 'তা' স্থলে 'না' হবে - বাংলাব ন্যায় অনুরোধসূচক পাদপূবক ধ্বনি; অর্থ হবে 'আস না, থাক না, দাঁড়াও না' ইত্যাদি। তুঃ পৌ. প্রা. সং তেন > নেন। ত > ন।

মা- প্রত্যয় ঃ পালিতে ধাতুর উত্তর ম-প্রত্যয় যুক্ত থেকে বিশেষ্য পদ গঠন করে। যেমন, ✓হি+ম = হিম। ✓সি+ম = সিম।

পালিব ম প্রত্যয় কক-বরকেও প্রত্যয়রূপে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ গঠন করে। যেমন, সং বপা >বুফা+ম প্রত্যয = বুফাম (চর্বি)। সং জীর্ন ✓জ > ✓চ, স্বার্থিক আ-কার যোগে ✓চা। উপ.ক+✓চা+ম প্রত্যয় = কচাম (পুবাতন), পরাগত (Regressive) সমীভবনে কাচাম।

এই ম- প্রত্যয অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বার্থিক আ-কাব যোগে 'মা' হয। এবং

ক্রিয়া পদ গঠন করে। যেমন, ✓চা+মা = চামা(খাওয়া), ✓থাং+মা = থাংমা (যাওয়া), নুং+মা = নুংমা (পান করা) ইত্যাদি।

মানি ঃ পালির 'ম' প্রত্যয় ষষ্ঠী বিভিক্তির নি যোগে মানি (ম+নি) প্রত্যয় কক-বরকে কখনো বর্ত্তমান ও অতীতকাল বুঝায়। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে সর্বত্র 'মনি' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, মাঁয়ে রেমনি ১১ (অন্ন দান করা হল), ঘনটাচা কারমনি ২৬(ঘন্টা ত্যাগ করা হল), খারচি পুজার ঃ তৈচিং রেমনি ৩৪ (খারচি পূজার জলার্ঘ দেওয়া হল)। মন্ত্রে বিভিন্ন স্থানে মোট ছ'বার 'মনি' প্রত্যয়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই 'মনি' প্রত্যয় অতীত ও বর্ত্তমান কালের ভাব প্রকাশক। পালি ভাষাতেও 'মনি' প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, মুসা বাদা বেরমনি - মিথ্যা কথা থেকে বিরত হওয়া। আধুনিক কক-বরকে এই 'মনি' প্রত্যয় 'মানি'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। উদা. কামি থাংমানি তাবুকসে ফাইঅ - গ্রামে গিয়েছিলাম, এক্ষুনি এলাম। তিনি হাতিঅ্ থাংমানি, কামচুলুই কাগুসা পাই তুবখা - আজ বাজারে গিয়েছিলাম, একটি জামা কিনে এনেছি। একমাত্র ২১নং শ্লোকে আখাঠাই কথার খনাইমিনি (উনুন স্থল বা রন্ধনস্থল পবিত্র করা হল) বাক্যে 'মিনি' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে।

মিঃ পালিতে অতীত ও বর্ত্তমান কাল বুঝাতে 'মি' প্রত্যয় হয়। রিয়াং ভাষাতে এই 'মি' প্রত্যয়ের হুবহু ব্যবহার রয়েছে। যেমন, ফাইমি (= ফাইমা) - আসা, থাংমি (= থাংমা) - যাওয়া। মি-এর সহিত 'নি' ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত থেকে মিনি হয়েছে। মন্ত্রের ২১নং শ্লোকে 'আখাঠাই ঃ কথার খনাইমিনি ঃ' (উনুন রাখার স্থান বা রন্ধনস্থল পবিত্র করা হল) বাক্যে 'মিনি' প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে। সম্ভবতঃ তৎকালে 'মনি' এবং 'মিনি' দুটি প্রত্যয়েরই ব্যবহার ছিল।

প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষে মি এবং ম প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল। যেমন, সং জানামি > প্রাকৃত জানম্হি > অপভ্রংশে জানমি। প্রাচীন বাংলাতেই এই মি বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

খলাই - খে ঃ কক-বরকে খলাই (কর্) শব্দটি মন্ত্র রচনার কাল থেকেই বহুবিধরূপে দেখা যায়। যেমন, খনাই, খ্রাই, খেলাই, খালাই, খলাই, খাই, খে ইত্যাদি। বরতে খালাম (কর্য্য)। শব্দটি সংস্কৃত কর্ শব্দজাত। খ(< ক)+ল(<র)+আই প্রত্যয় = খলাই। পাণ্ডুলিপিতে কখনো ল = ন (র = ল = ন) হয়ে খনাই (মনি) হয়েছে। প্রাচীন কক-বরকে ে-কার প্রত্যয়যোগে কখনো 'খেলাই' হয়েছে। সাহিত্যে শব্দটি কখনো উচ্চারণ বিকরণে বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, খেলাই = খলাই =

খালাই (কর্)। ক্রিয়াপদটি 'করা' অর্থে রাধামোহন ঠাকুর কিংবা তার পরবর্তীকালেও বিভিন্নরূপে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এসবস্থলে প্রত্যয়টি বাংলা 'ইলে' প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, তংখলাই (থাকিলে), চাখলাই (খাইলে), ফাইখলাই (আসিলে)। উচ্চারণ বিকরণে প্রত্যয়টি কখনো হিন্দীর মতো থাংখে (যাকে), ফাইখে (আকে), চাখে (খাকে) রূপ নিয়ে থাকে। মূলতঃ খেলাই শব্দ থেকে শুধুমাত্র 'খে' অংশটি নিয়ে প্রত্যয়টির সংক্ষিপ্ততম রূপ গঠিত হয়েছে।

অনিবার্যভাবে 'খলাই' শব্দটি যৌগিক পদ গঠনে এবং বিভিন্নরূপে শব্দগঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন, চেখ্রা (চেখরা) - ধান্য ছেদনকারী, কাঁচি। [সং ছেদন ✓ছে > প্রতিবর্ণীকরণে চে, খ্রা (করা) অংশ (র = ল = ন সূত্রানুযায়ী) খ্রা থেকে উচ্চারণ বিকরণজাত কারণে খ্লা'-তে পরিবর্তিত]। সম্ভবতঃ শব্দটির শেষাংশে আই প্রত্যয়ের 'ই' অংশ দ্রুত উচ্চারণের কারণে লুপ্ত। কেননা, 'খ্রাই' (=খ্লাই) প্রত্যয় দ্বারা গঠিত অপর দুটি পদের অন্তে (আ)ই প্রত্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, এখ্রাই, বুখ্রাই। এখ্রাই - এলোমেলো করা, ঘাটা, প্রা. ব্াং আউলান। সম্পূর্ণ পদটি হলো এরখ্রাই। পদমধ্যস্থিত র লুপ্ত। খ্লাই (=খরাই) উচ্চারণ দ্রুততার জন্য র, র-ফলায় পরিবর্তিত। (আ)ই প্রত্যয়।

বুখ্রাই - সং প্রহার ✓প > প্রতি. ✓ব, উ- কার প্রত্যয় যোগে বু। খ্রাই < স্খলন, ক্ষরণ। এস্থলে স্খলন ✓খল > খর অথবা ✓ক্ষর > খর। প্রহার বা আঘাত পূর্বক স্খলন বা ক্ষরিত করা। পদটির দু'ভাবেই ব্যাখ্যা হতে পারে।

বখাই, ২ - উপ. ব+খাই (<খলাই)। কি করে, কিরূপে। বখাই > সমীভবনে বাখাই > বাহাই। খ > হ।

গ্র/গ্রা ঃ প্রত্যয়টির উৎপত্তি সংস্কৃত অগ্র (>✓গ্র) শব্দ থেকে। প্রত্যয়টির ব্যবহার অতি প্রাচীনকালেও ছিল। সংগ্রমা বা সাংগ্রমা দেবীর নামের মধ্যেও প্রত্যয়টির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, (জননী ✓জন >) প্রতি ✓সং(১খ/৭নং সূত্র)+(সং. অগ্র ✓গ্র >) গ্র+মা(মূলাধার) = সংগ্রমা, আধুনিক কক-বরকে সাংগ্রমা - আদি (=অগ্র) জনয়িত্রী মাতা। এখানে গ্র প্রত্যয়টি আদি অথবা অগ্র অর্থে যুক্ত হয়েছে। অধুনা প্রত্যয়টি 'গ্রা' রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, থাংগ্রাদি - আগে যাও। চাগ্রাদি - আগে খাও।

দ্রপ ঃ এইমাত্র ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে - এরূপ বুঝালে ক্রিয়ার সহিত দ্রপ প্রত্যয় যুক্ত হয়। প্রত্যয়টির উৎপত্তি সংস্কৃত 'মাত্র' শব্দ থেকে। মাত্র ✓ত্র > প্রতি. ✓দ্র+প পালি প্রত্যয় = দ্রপ। চাদ্রপ - খাওয়া মাত্র। থাংদ্রপ - যাওয়ামাত্র। হিমদ্রপ -হাঁটামাত্র।

।। লিঙ্গ ।।

লিঙ্গ ঃ কক-বরকে লিঙ্গ দু'প্রকার। পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ। ক্লীব লিঙ্গ নেই।

পুং লিঙ্গ বুঝাতে সাধারণতঃ জলা (= জানা), চেলা (= চলাং ১), আ ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়।

জলা ঃ পুং লিঙ্গ বুঝাতে আধুনিক কক-বরকে 'জলা' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, তজ্লা (< তকচেলা)। প্রত্যয়টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, জানা, চেলা। (তাও) চলাং ১, (তাও) জনা (লা) ১৮, ১৯, পুরুষ পাখি বা মোরগ। প্রত্যয়টির উৎপত্তি মূলতঃ বাংলা 'ছেলে' শব্দ থেকে। আধুনিক কক-বরকে প্রত্যয়টির রূপ হচ্ছে = চেলা। যেমন, চেলা < বর. (ফরায়) ছুলা (ছেলে পড়ুয়া, ছাত্র) < বাং ছেলে।

আ ঃ প্রত্যয় যোগে পুং লিঙ্গ বুঝায়। বুদুআ (য়া) - বুধবারে জন্ম হয়েছে এমন ছেলে। জালুআ (য়া) জেলে। দেবরা - বাঁ হাতি, ন্যাটা।

বরতেও আ প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ পদ গঠনের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, ফাগলা - পাগল। খানা -কানা (Blind)। লেংগ্রা - খোড়া। লেব্রা - ন্যাটা।

স্ত্রী লিঙ্গ বুঝাতে সাধারণতঃ তি, ঈ (ই), জুক, মা, বী ইত্যাদি প্রত্যয় বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

তির/তি প্রত্যয় ঃ প্রত্যয়টি বক্তার উপহাস বুঝাতে ধাতুপদের অন্তে যুক্ত হয়। কক-বরকে প্রত্যয়টির উৎপত্তি সংস্কৃত 'স্ত্রী' শব্দ থেকে (স্ত্রী > তিরী)। 'তিরীর যৌবন রাতির সপন' (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন)। প্রচিন কালে কক-বরক ভাষাভাষী সমাজে নারীকে দুর্বল অসহায় বলে মনে করা হত। ঘরের কোণে চরকা কাটাই ছিল যাদের প্রধান কাজ। তাই যুদ্ধগামী অপারদর্শী, ভীরু যোদ্ধাকে 'ঘরে গিয়ে (মেয়ে ছেলের মতো) সূতা কাট' বলে তিরস্কার করা হতো। প্রত্যয়টির ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান কালে 'তির' হয়। যেমন, নাইদি, আসুক চেরাইসে পজা কতরমা হরনা নাইতির - দেখ, এতটুকুন ছেলে, বিরাট বোঝাটা মাথায় ধারণ করতে চাইছে। সাহিত্যে প্রত্যয়টির র-বর্জিত রূপ - ভবিষ্যৎ কাল (তিনাই) এবং অতীতকালে (তিখা) প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া প্রত্যয়টির অন্য কোন কালে প্রয়োগ নেই। প্রত্যয়টি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হলেও এটি মূলতঃ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয়।

বিশেষ্য পদের সহিত স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় 'তি' যুক্ত থেকে কখনো স্ত্রী লিঙ্গ পদ্র গঠিত হয়। যেমন, বুজাকতি - প্রহৃতা। নাইথকবি -সুন্দরী। তকিতি (নাম) - পাখির মতো ছোট বলে উপহাসস্থলে 'তকিতি'।

ঈ (ই) যোগে স্ত্রী লিঙ্গ ঃ সংস্কৃত থেকে আগত চর্যাপদে ঈ(ই) কার যোগে স্ত্রী লিঙ্গ হয়। যেমন, হরিণী, শবরী।

কক-বরক এবং বর ভাষাতেও ঈ(ই) কার যোগে স্ত্রী লিঙ্গ হয়। যেমন, কক-বরক. নাইথকবী - সুন্দরী। হিক(স্ত্রী), নাইথকতি, বুজাকতি ইত্যাদি পদগুলো ঈ-কারান্ত হওয়া উচিত। রান্দী - বিধবা। বানজী - বন্ধ্যা নারী। বর ববী - মূক বধির মহিলা। লেব্রী .- ন্যাটা নারী। ফাগলী - পাগলী।

চর্যাপদে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহারের নিয়ম অপভ্রংশের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হলে বিশেষণ পদটিও স্ত্রীলিঙ্গ হতো। যেমন; 'হাড়েরি মালী' (হাড়ের মালা)। কক-বরক সাহিত্যে একমাত্র পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় অপ্রাণীবাচক শব্দে লিঙ্গারোপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'তনাও মাগুরি, তনাও ফাগুরা ১ - মায়ের জন্য এবং বাবার জন্য 'গুরা' রাখা হলো বা নিবেদন করা হলো। মা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ফা শব্দ পুংলিঙ্গ বলে যথাক্রমে বিশেষ্য পদের অন্তে 'গুরি' এবং 'গুরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

জুক ঃ এটি একটি স্ত্রী লিঙ্গ বাচক প্রত্যয়। প্রত্যয়টির উৎপত্তি দেশজ ঝি শব্দ থেকে। বাংলায় ঝি শব্দের অর্থ কন্যা, সংস্কৃত দুহিতা। বুৎপত্তি ঃ বাং ঝি > অস. জী > বর. জ/জী > কব. জ+উক প্রত্যয় = জুক। কক-বরকে প্রত্যয়টি মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর সকল স্ত্রী লিঙ্গ বাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গেই যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন, হাম (ভাল)+জুক প্রত্যয় = হামজুক।বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'ভাল ঝি'। সাধারণভাবে পুত্রবধূ। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে 'জুক' প্রত্যয় ঃ তকজুক - মুরগী, স্ত্রী পাখি। মুসুকজুক - গাভী। তাখুমজুক - হংসী।

ব্যতি ঃ- ওয়াইজুক - ভাসুর জায়া। এস্থলে সংস্কৃত জায়া ✓জ > ✓জ+উক = জুক। অন্যত্র এর নিদর্শন নেই। কোথাও শব্দটির অর্থ 'জেষ্ঠ্য শালী'। বুয়াইজুক - কনিষ্ঠ ভাইয়ের জায়া। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

স্ত্রী লিঙ্গ বুঝাতে মা- প্রত্যয় ঃ মা হয়েছে এরূপ প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মা যুক্ত করে স্ত্রী লিঙ্গ বাচক পদ গঠিত হয়। যেমন, তকমা - মা হয়েছে এমন পাখি। মুসুকমা - মা হয়েছে এমন গাভী। সুইমা - মা হয়েছে এমন কুকুরী।

ব্যতি ঃ বুরুইমা - মা হয়নি, কিন্তু কন্যাস্থানীয়া অবিবাহিতা কন্যাকে কখনো

'বুরুইমা' (নারী বা কন্যারূপী মা) বলা হয়।

বী ঃ আধুনিক কক-বরকে প্রত্যয়টির ব্যবহার নেই বললেই চলে। প্রত্যয়টি সংস্কৃত স্ত্রী লিঙ্গ প্রত্যয় ঈ-কার যোগে গঠিত। হিং. ৱ (= ওহ্) > ব (সে, তিনি) + সং স্ত্রী লিঙ্গ প্রত্যয় ঈ-কার = বী - সে (মহিলা)। নাইথকবী - সুন্দরী।

উ+ং(= ঙ) = উং, উঙ। সম্ভবতঃ কক-বরকে এটি নিজস্ব প্রত্যয়। আত্মকরণের মাধ্যমে পদ গঠনে ভাষায় প্রত্যয়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। প্রত্যয়টির দ্বিতীয় অংশ ং (=ঙ) অনুস্বারও কখনো স্বতন্ত্রভাবে পদ গঠনে সাহায্য করতে পারে। উদা. সং ত্বং > প্রা. কব. প্রতি. নং (পা.লি) > আধু কব. নুং - তুমি। সং পান ✓ন+(অ)ং প্রত্যয় = প্রা.কব. নং (পা.লি.) > আধু.কব. ✓ন+উং = নুং - পান করা। সং তপ্ত ✓ত+উং প্রত্যয় = তুং - উষ্ণ হওয়া, গরম হওয়া।

।। বচন ।।

বচন ঃ কক-বরকে বচন দু'প্রকার - একচবন (Singular) ও বহুবচন (Plural)। একক সংখ্যা বুঝালে একবচন এবং বহু সংখ্যা বুঝালে বহু বচন ব্যবহৃত হয়। কক-বরকে দ্বিবচন নেই। দ্বিবচন বুঝাতে সংখ্যা দ্বারা বুঝানো হয়। কক-বরকে এক বচন বুঝাতে সাধারণতঃ সা (এক) সংখ্যা যুক্ত হয়। যেমন, আ (মা) সা - একটি মাছ। [মিনাও ২৯ ✓ম+স্বার্থিক আ-কার যোগে 'মাসা'। 'মা' এখানে প্রাণীবাচক উপসর্গরূপে ব্যবহৃত। কিন্তু অপ্রাণীবাচক 'পুইসা মাসা' বুঝাতে মাসা- র ' মা' এসেছে সংস্কৃত মুদ্রা ✓ম+স্বার্থিক আ-কার যোগে মাসা - একটি আধুলি (পয়সা)বা মুদ্রা বুঝাচ্ছে]।

উদা. বরক (খরক) সা - একজন মানুষ। বরক (কাই)সা - একজন মানুষ। নক (খুং)সা -একটি ঘর। এখানে খরক, কাই, খুং প্রভৃতি শব্দগুলো বস্তু নির্দেশক সংখ্যা বাচক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

পাণ্ডুলিপিতেও একবচন বুঝাতে ছা, চা (= সা) এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন (কাই) ছা ৭, ২২, ২৪ - একটি। ঘনটাচা ২৬ - একটি ঘন্টা বা ঘন্টাটি।

বর ভাষাতেও একবচন বুঝাতে সে (= চে) ব্যবহৃত হয়। যেমন, সা-সে মানষি - একজন মানুষ। ন'গংসে - একটি ঘর। থায় - সে থালির - একটি কলা। বার - সে বিবার - একটি ফুল। সা, গং, থায়, বার প্রভৃতি পদগুলো বস্তু নির্দেশক সর্বনাম।

সঙ, সং (= ছঙ, ছং) ঃ এটি একটি বহুবচন সূচক প্রত্যয়। প্রত্যয়টি কখনো অপ্রাণীবাচক বা মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যয়টির উৎপত্তি সংস্কৃত 'সঙ্গ' শব্দ থেকে। যেমন, আমাসঙ - আমার মা এবং সঙ্গীয় জনেরা। রাম সঙ - রাম এবং সঙ্গীয় জনেরা। কাকাসঙ - কাকা এবং সঙ্গীয় জনেরা। বর. জং - সহিত, দ্বারা, সঙ্গে।

মধ্য বাংলায় অন্যান্য বহুবচন সূচক বিভক্তির সঙ্গে "গণ, সব (সঙ), কুল, আদি প্রভৃতি" বিভক্তিও যুক্ত হতো। (মধ্য ভা. আর্য ভাষা ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব)।

পাণ্ডুলিপিতে বহুবচন সূচক প্রত্যয় হল 'ছরাই' এবং 'ছর'। ছরাই প্রত্যয়ের নিদর্শন হল, ওনছরাইনি বছা ২ - বাঙ্গালীদের সন্তান। লামছরাইনি বছা ২ - পথিকদের সন্তান।

প্রাচীন বাংলায় সব, রা, এরা দ্বারা বহুবচন বুঝানো হত। 'ছরাই' প্রত্যয়টি বাং সব ✓স (= ছ)+রা+(আ)ই প্রত্যয় যোগে গঠিত। আধুনিক কক-বরকে প্রত্যয়টির ব্যবহার দেখা যায় না।

মন্ত্রে অপর বহুবচন সূচক প্রত্যয় ছর-এর নিদর্শন হলো, আংছর ২১, ২৩ - আমরা সবাই। নংছর ২৩ - তোমরা সবাই।

আধুনিক কক-বরকে 'ছর' প্রত্যয়ের ব্যবহার নেই। কিন্তু বর ভাষাতে সীমিতভাবে প্রত্যয়টির ব্যবহার রয়েছে। যেমন, বিছার/বিসর - ওরা, তাহারা। মানুষের ক্ষেত্রে বর ভাষায় অপর বহুবচন সূচক প্রত্যয় হলো 'মুং'। মানুষ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বর ভাষায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত অপর প্রত্যয় হলো 'ফর'। যেমন, বেফর - এগুলো, বৈফর - ওইগুলো।

রগ ঃ এটিও কক-বরকের একটি বহুবচন সূচক প্রত্যয়। সংস্কৃত বর্গ, দল, সমূহ ইত্যাদি শব্দ যোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ প্রকাশ করে। কক-বরকের 'রগ' প্রত্যয়টি সংস্কৃত বর্গ (=বর্‌গ ✓রগ্‌) শব্দ থেকে আগত। এটি একের অধিক মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীবাচক এবং অপ্রাণীবাচক বস্তু নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। যেমন, নরগ (=নংরগ) - তোমরা। বরগ (বরগ)- ওরা। বরকরগ - মানুষগুলো। থুংনাইরগ - খেলোয়ারগণ। চেরাইরগ - শিশুরা। কুলুইরগ - কচি - কাচারা।

তকরগ - পাখিগুলো, মোরগগুলো। তাখুমরগ - হাঁসগুলো। চিবুকরগ - সাপগুলো, তুকরগ - হাড়িগুলো। মাইরগ - ভাতগুলো। আথুকিরিরগ - নক্ষত্রগুলো।

ব্যতিক্রম ঃ রগসঙ - কক-বরকে কখনো সঙ এবং রগ দুটি শব্দই বিশেষ্যের অন্তে বসে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, নিহিরগ সঙ - তোমার স্ত্রী, তোমার স্ত্রী এবং সঙ্গীয় জনেরা (গৌরবার্থে বহুবচন)। বিহি (ক) রগসঙ - তাহার স্ত্রী, তাহার স্ত্রী এবং সঙ্গীয় জনেরা।

চেরাইরগ - শিশুগণ, মনুষ্য শিশু হলেও এস্থলে 'সঙ' ব্যবহৃত হয়নি। তাচ্ছিল্য প্রকাশ।

॥ রূপতাত্ত্বিক ॥

যৌগিক ক্রিয়া ঃ একাধিক পদের সাহায্যে একটি ক্রিয়াপদের অর্থ যদি প্রকাশিত হয়, তাকেই যৌগিক ক্রিয়াপদ (Compound Verb) বলে। বাংলা ভাষার সূচনা কাল থেকেই ভাষায় এই যৌগিক ক্রিয়াপদগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। অর্বাচীন সংস্কৃতেও প্রাকৃত ও পালি ভাষার প্রভাবে অনুরূপ যৌগিক ক্রিয়ার নিদর্শন রয়েছে। যেমন, গমনং করোতি - গচ্ছতি। দৃষ্ট ঃ অভবৎ = অদৃশ্যত।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় 'বাস' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন, ভান্তি ন বাসসি (ভুল করিস না, চর্যাপদ)। বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার বেশী। যেমন, লাফ দেয়, দৌড় মারে প্রভৃতি।

প্রাচীন কক-বরকেও (পাণ্ডুলিপির মন্ত্র রচনাকালে) সংস্কৃত, পালি ও বাংলা ভাষা থেকে আগত যৌগিক ক্রিয়াপদের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, আচাই তাও থং ১০ (= আচাই তঙথুন - জন্ম গ্রহণ করে থাকুক), ফাই তাওথং ১০ (= ফাই তঙথুন, এসে থাকুক), অর থা ঃ হঅ, ৩৭ (= অর তঙনানি অঙথুন, এখানে থাকা হোক)।

পাণ্ডুলিপিতে আধুনিক কক-বরকের মতো কিছু যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, তন ফাইখা, ৩৫ (রাখতে এসেছি), তন ফাইদি, ৩৫ (রাখতে আস)। চা ফাইদি (খেতে আস), থাংফাইদি (গিয়ে আস), বুফাইদি (মারতে আস) ইত্যাদি।

নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় তা ঃ প্রাচীন বাংলার ন্যায় কক-বরকে নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় তা ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে এই নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় তা-

এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, চাআঐ তা কারদি, ৩০ (না খেয়ে ত্যাগ করো না)। নংআঐ তা কারদি, ৩০ (পান না করে ত্যাগ করো না)। ছকাং তা হিমদি, ৩১ (আগে হেঁটো না)।

"প্রচিন বাংলায় নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় ছিল সংস্কৃতের মা; যেমন, মা ভুল (ভুলো না), মা হোহি (হয়ো না)। ন -যোগে আসত অনুজ্ঞায়- হ', যেমন, ন ভুলহ। আধুনিক বাংলায় মা-এর ব্যবহার নেই, ন-জাত 'না" আসে ক্রিয়াপদের পরে; যেমন, বলোনা, যেও না ইত্যাদি (ভাষাতত্ত্ব, অতীন্দ্র মজুমদার)।

পৈশাচী প্রাকৃতে ত > ন হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, নেন < সং তেন।

রূপতাত্ত্বিক বিচারে এই তা হুবহু পালি ভাষার অনুরূপ। যেমন, নুং তা থাংদি (= ত্বং ন গচ্ছেষ্যাসি) - তুমি যেও না। পালি ব্যাকরণ বিধি অনুযায়ী এই অব্যয় ন-এর অর্থ - না। যথা, ন জানাতি (তিনি জানেন না)। অবশ্য অন্য অর্থেও এই অব্যয় যুক্ত হতে পারে। যথা, ন বুদ্ধো চোরো ভবিস্সতি (বুদ্ধ চোর হতে পারেন না)।

পালিতে সর্বনাম পদ স (= সে)-এর দ্বিতীয়ার একবচনে তং এবং নং হয়। (ম.ভা. আর্য ভাষা ও সাহিত্য - অতীন্দ্র মজুমদার)। অর্থাৎ তং স্থলে নং এবং নং স্থলে তং হতে পারে। এভাবে পালির তুমহ (you,thou) শব্দের একবচন ত্বং বা তং প্রতিবর্ণীকরণে কক-বরকে নং (= নুং) হতে পারে। এছাড়া কক-বরকের আত্মকরণের সূত্রানুযায়ী (ত = থ = দ = ধ = ন) বর্গের যে কোন একটি বর্ণ অপর বর্ণের স্থলে হতে পারে। এ থেকে বলা যায়, কক-বরকের নিষেধার্থক অনুজ্ঞার তা, বর্গের পঞ্চম বর্ণ ন-জাত = (তা না)। [পাদপূরক ত্য দ্রষ্টব্য]। পালিতে No, Not শব্দের জন্য 'মা' ব্যবহৃত হয়। মা এথা আগচ্চ - এখানে এসো না। বরতে নিষেধ অর্থে দা হয়। মৈলা ছিখো দা বাহায় - ময়লা কাপড় ব্যবহার করো না। বর. দা > কব.প্রতি. তা।

পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ বিশেষণ ঃ সীমিতভাবে হলেও পালি ভাষায় পূর্বপদ বিশেষ্য এবং পরপদ বিশেষণের ব্যবহার রয়েছে। যেমন - সারি পুত্তো থের (= সারি পুত্র থের)।

পালি ভাষা থেকে আগত পাণ্ডুলিপির মন্ত্রেও পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ বিশেষণের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, ক্ষুম কচাগ ১ - লাল ফুল। থাও মতম, ৩৬ - সুগন্ধী তেল। খুম মত ং (ম) ৩৬ - সুগন্ধী ফুল।

আধুনিক কক-বরকেও এ ধারা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। যথা, রাং খকসা - এক টাকা। বরক কাহাম - ভাল মানুষ। বখা কতর - বড় হৃদয়, সাহসী। মাইউং কুফুর - সাদা হাতী। কক-কতর- বড় কথা।

বর ভাষায় কখনো বিশেষ্য পদ বিশেষণের পূর্বে এবং কখনো পরে বসে।

আলিফ শ্রুতি ঃ অধুনা বর এবং কক-বরকে কখনো পদমধ্যে এবং পদান্তে উর্দ্ধযতির (’) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বর ভাষায় কখনো চিহ্নটি বুঝাবার জন্য তৎস্থলে ‘ৗ’ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। ক্রান্তি পর্বের ভাষা খরোষ্ঠীতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, সং সকল > সগল > সগ’ল (গ’ = γ) > স’অল (= আলিফ শ্রুতি) সঅল। বর এবং কক-বরকে এর বিশেষত্ব হচ্ছে, এখানে চিহ্নটির (ৗ) দ্বারা কোন বর্ণের অবলুপ্তি বুঝায় না। শুধুমাত্র পদমধ্যে এবং পদান্তে অর্দ্ধ ‘ও’ ধ্বনির উপস্থিতিই বুঝায়।

শ্রুতিধ্বনি (Glides) ঃ বাংলার মতো কক-বরকেও য়-শ্রুতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

যেমন, বাংলায় য় - শ্রুতি - সাগর > সাঅর > সায়র > দে.বাং হাওর। কক-বরকের (চম্পা) ‘হাওর’ শব্দটি সম্ভবতঃ সরাসরি দেশজ বাংলা থেকে আগত।

বাং আকাল > উপ.বি+আল = বিআল (= বিয়াল), দুর্ভিক্ষ, ক স্থলে অ। ব্যঞ্জন ধ্বনি লুপ্ত।

সং রাজা > পা. রাআ > কব.রাই/রায়। রাজার সমতুল্য বলে রাই, বাংলা ভাষার প্রভাবে রায়। যেমন, নক্ষত্র রায়। সং রাজা ✓রা+ই প্রত্যয় = রাই। রাজার বংশধর বলে রাই উপাধি। নগরাই (অতিথি) - ঘরে আগত অতিথি রাজার ন্যায় সম্মানিত ও পূজনীয় বলে (নগ) রাই।

কক-বরকের সূচনা কাল থেকেই ‘রাজা’ (সং রাজা > পা. রাআ > রা/রাই/রায়) শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। কক-বরকে ‘রা’ অর্থ রাজা, রাজার তুল্য সম্মানিত ব্যক্তি। ছেদন বা কর্তন অর্থে কক-বরক শব্দ ‘রা’ ভিন্ন সূত্র থেকে আগত। [ট > র ধ্বনি পরিবর্ত্তন দ্রষ্টব্য।]

পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে রাজা এবং রা দুটি শব্দই রয়েছে। যেমন, আফার রাউনি রাজা ২৭; অপর রাজ্যের রাজা। সুবরাই রাজা, ৩৬ - শিবরাজা, রাই এবং রাজা দ্বিত্ব হয়েছে। রাজানি ৩৭ - রাজার।

হাবুঙ্গ ববাগরা তৈবুবাগরা নখন্তাই ববাগরা, বাষুয়া ববাগরা ১১ - সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি, জলাধিপতি, গৃহাধিপতি, অশুভাধিপতি। হাবুঙ্গ (= হাপুং) হা (< ধাত্রী ধা হা)+পুং (পূর্ণ) সম্পূর্ণ ভূমি।

ববাগরা- উপ. ব+বাগ (ভাগ)+রা(রাজা রা) রাজা,অধিপতি, ভূ

ভাগের অধিপতি। তৈবুবাগরা- তৈ (< তোয়)+বুবাগরা = জলাধিপতি। নখন্তাই- ন (< ঘর ✓র >ন)+খন (< খণ্ড)+তাই (< ঠাঁই) = গৃহরূপ খণ্ডিত স্থান, গৃহ। বাষুয়া- (< অশুভ)+ববাগরা - অশুভের অধিপতি। ১৪ নং শ্লোকে 'বভাগরা' শব্দটি লক্ষনীয়।

।। ধ্বনি পরিবর্ত্তন ।।

কক-বরক শব্দ সমূহের বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্ত্তনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বলতে গেলে, সম্পূর্ণ ভাষাটি ধ্বনি পরিবর্ত্তনের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় প্রতিটি শব্দের উৎসমূলে যেতে হলে কতগুলো বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এ নিয়ম বা সূত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্দো-এরিয়ান ভাষার বিভিন্ন শাখা সমূহের ধ্বনি পরিবর্ত্তনের সূত্রগুলো অনুসরণ করে গঠিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন, ক) আত্মকরণের ক্ষেত্রে অপর ভাষার প্রতিপাদিকের প্রথম বর্ণ যদি স, ক, ব, ফ ইত্যাদি হয়, সাধারণতঃ যে বর্ণগুলো কক-বরকে উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে। খ) কখনো মূল ভাষার প্রতিপাদিকের আ, ই, উ-এর সহগ প্রতীক বাদ দিয়ে অপর অংশের সাথে নতুন ভাবে ভিন্ন সহগ প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়নি। কিছু কিছু শব্দ স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে ভাষায় এসে গেছে। আবার কিছু কিছু শব্দের পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের বিদ্যাবত্তার সুনিপুণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পালির ন্যায় কক-বরকও বিভিন্ন প্রাকৃত ও লৌকিক ভাষার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। তাই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নানারকম উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য আত্মকরণের স্বার্থে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে বিবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে।

ভাষায় এ ধরনের পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে এ, সি, উলনার বলেন, "ভারতে ভাষার যে ধরনের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহার কারণ সম্পর্কে নানা প্রকার গবেষণা হইয়াছে। তাহা মূলতঃ প্রাকৃতিক। শ্রমলাঘবতা, রাজ সভায় ও নগরে ভাষার ক্রম- পরিমার্জনা, অর্ধগ্রীষ্ম মণ্ডলের জল বায়ুর শিথিলকর প্রভাব, আর্যভাষা গ্রহণকারী অনার্যদের বাকপদ্ধতির প্রভাব কারণগুলি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ভাষা পরিবর্ত্তনে

সহায়তা করিয়াছে।" (প্রাকৃত প্রবেশিকা)।

কক-বরকে এই ধ্বনি পরিবর্ত্তনের ধারাটি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। ধ্বনি পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন সূত্রগুলো গবেষণার মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপে আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কক-বরক শব্দ সমূহের মূল উৎস নির্দ্ধারণ করাও অসম্ভব। বলা বাহুল্য, ভাষার পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নির্দ্ধারণে এ জাতীয় বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক। রাধামোহন ঠাকুর বলেছেন, "এই ভাষা অধিকাংশ আর্য সংস্কৃত ভাষামূলীয় এবং স্থানীয় আদিম ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন রূপান্তরিত।" (ভূমিকা, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা জীবন ও সমগ্র রচনা)। কিন্তু এ 'রূপান্তরণ' কিভাবে এবং ভাষ্বার কোন পর্যায়ে সাধিত হয়েছিল এ সম্বন্ধে তিনি পুস্তকের কোথাও উল্লেখ করেননি। কক-বরকের একমাত্র প্রচিনতম নিদর্শন পাণ্ডুলিপির মন্ত্রগুলোর ভাষা এবং বর্ত্তমান ভাষার বহিরাকৃতি দৃটে এ কথার পুরোপুরি সমর্থন পাওয়া যায় না। এ কারণেই ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্বানগণ কক-বরকের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব সম্বন্ধে বহুমত পোষণ করেন। এ সন্দেহ নিরসনার্থে এবং কক-বরকের উন্নয়নের স্বার্থেই কক-বরকের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমেত কক-বরকের ব্যাকরণ (প্রত্যয়, উপসর্গাদিসহ) এবং শব্দ সমূহের বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ আবিষ্কৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই জানা যাবে, ভাষাটি প্রকৃতপক্ষেই কোন বিদেশী ভাষা কিনা ! কিংবা বহুকাল যাবত সংস্কৃত সহ ইন্দো-এরিয়ান ভাষার শাখা ভাষা সমূহের সামাজিক পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত এবং তৎকালে প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে গড়ে উঠা বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার মতো কোন একটি ভারতীয় ভাষার নামান্তর মাত্র !

কিন্তু এ কাজ খুবই দুরূহ। কক-বরক গবেষণার উপযুক্ত প্রাচিন কোন পুঁথি-পুস্তকের অভাবই এর প্রধান কারণ। তাছাড়া কক-বরক শব্দ সমূহের বর্ত্তমান রূপটি দেখে শব্দটির আদিরূপ কি ছিল তাও অনুমান করা সহজসাধ্য নয়। বর ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত 'উদর' শব্দটি যে কক-বরকে 'বঅক, অক' অথবা 'বহক' রূপ নিয়েছে একথা অনুমান করাও প্রায় অসাধ্য। সং উদর > বর. উঁদে > কব. উপ. ব(দ >)অ + ক প্রত্যয় = বঅক > বহক (অ > হ)। সংক্ষিপ্ত রূপ 'অক' (অ+ক) - উদর। প্রাকৃত ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক এ, সি, উলনার বলেন, "স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণের লোপ সাধারণ কবিতায় ব্যবহৃত সাহিত্যিক মহারাষ্ট্রীতে এত সুদূর প্রসারী হইয়াছিল যে তাহার ফলে স্বভাবতই কিছুটা অনিশ্চয়তারও সৃষ্টি হইয়াছিল। 'কই' বলিলে 'কতি, কবি ও কপি' এই তিনটিই বুঝাইতে পারিত। 'উঅঅ' (= উদক) হইতে সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় শব্দটির মূল চেহারা যে কি ছিল তা বুঝা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়।" (প্রাকৃত প্রবেশিকা)।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আগত কক-বরকের সমুচ্চারিত বিভিন্নার্থক শব্দগুলোর আলোচনায় উপরোক্ত সূত্রটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'হর' শব্দটির ভাষায় কয়েক প্রকার অর্থ হতে পারে। এছাড়া শব্দটি কক-বরক এবং বর উভয় ভাষায় অনুসর্গরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ১। সং হর > কব. হর [> পা.লি অর > বর. অর। অগ্নি, হ> অ। কিংবা সং অনল ✓অন/অল > প্রতিবর্ণীকরণে অর ৬নং সূত্র]। ২। হর - বহন করা, ধারণ করা। পালি ভাষায় 'হর' অর্থ বহন করা। ৩। হর [< সং শর্বরী ✓শর > হর, শ > হ। তুঃ সায়র > হাওর]- রাত্রি। ৪। হর- প্রেরণ করা, পাঠনো অর্থে অনুসর্গ। সংস্কৃত 'বার্ত্তাহর' শব্দে 'হর' শব্দ অনুসর্গরূপে যুক্ত। কক-বরকেও তদ্রুপ সাহ (র) দি-বলে পাঠাও। নুংহ(র) দি - ডেকে পাঠাও। প্রভৃতি পদ সমূহে 'হর' শব্দ অনুসর্গ রূপে যুক্ত। খ) পাঠান ✓ঠন > প্রতিবর্ণীকরণে হর - প্রেরণ করা। [প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি সাধারণতঃ খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ > হ - তে পরিবর্ত্তিত রূপ নিয়েছে। যেমন, খ, ঘ, থ (= ঠ), ধ (= দ) ফ, ভ > হ। এখানে থ = ঠ, ধ = দ কক-বরকের জন্য ব্যতিক্রম] । ৫। হর (<✓ধর) - ধারণ করা। ধ > হ। পজা হরদি - বোঝা ধর বা ধারণ কর। তুঃ হা(< ধাত্রী ✓ধা > হা) ধরণী মাটি।

বর ভাষাতেও এ জাতীয় ধ্বনি পরিবর্ত্তনের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, বাং কোদাল > বর. খদাল। প্রা. বাং গুলোদন (বাং গুড়) > বর. গুদ্দৈ > প্রা. কব. কুঁতৈ > কুতুই। সং ফুল > বর. উপ.বি+বার = বিবার > কব. উপ বু+বার = বুবার = ফুল। ফ = ব, ল = র।

বর ভাষাতে ব্রহ্মপুত্র নদকে বলা হয় 'বর্লংবুথুর'। ব্রহ্মপুত্র শব্দটিই ধ্বনি পরিবর্ত্তনে উক্তরূপ নিয়েছে। শব্দটি অন্যভাবে ভেঙ্গে বললে 'বরহমপুতর' হয়। এবার কোন কোন বর্ণের স্থলে ধ্বনি পরিবর্ত্তনে কোন কোন বর্ণ হয়েছে দেখা যেতে পারে। ব-অবিকৃত। র-ফলার র স্থান পরিবর্ত্তনে রেফ হয়েছে। হ- উহ্য, ম = ল (সূত্র ঃ র = ল = ন = ম); স্বার্থিক অনুস্বার, 'পু' স্থলে 'বু' 'ত' স্থলে থ প্রগত (Progressive) সমীভবনের ফলে থু, র অবিকৃত = বর্লংবুথুর। অপর শব্দ সং শিব বর.. চিব+(পা. রাজ >) রাই = চিবরাই > কব. সুবরাই - শিবরাজা। মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে শ > চ > স। কক-বরকের এই ধ্বনি পরিবর্ত্তনের ধারাটি সঠিক অনুধাবন করতে হলে কক-বরক, বর, সংস্কৃত, পালি, বাংলা এবং অসমীয়া ভাষা সমূহের তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য।

ভাষার অগ্রগমনের পথে কক-বরক এবং বর উভয় ভাষাতেই কালের ব্যবধানে বা উচ্চারণের কারণে কিংবা আত্মকরণের স্বার্থে ভাষার মধ্যেই নীরবে এ জাতীয় প্রতিবর্ণীকরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়েছে। যেমন,

ক্রমঃ প্রাচিন কব. > আধু. কব.

খান > খার (তরল পদার্থ) খাওয়ান বা পান করান। তুই খানদি (খারদি) - জল খাওয়াও বা পান করাও। খাওয়া ✓খা, র- দেওয়া।

সিল > সিব, জল ঢালা। সং সিঞ্চন ✓সিঞ্চ (= ন), ৭নং সূত্র।

ফামতক্ষ ১ > ফানতক। বেগুন। ধ্বনি পরিবর্ত্তন বার্তাকু দ্রষ্টব্য।

খিখরক > খিক্‌বক। মল নির্গমনের পথ। (সং কীট্ট ✓কী >) ✓খি +(সং. ক্ষরণ ✓ক্ষব >) ✓খর+ক প্রত্যয় = খিখরক।

বাখাই > বাহাই। খ > হ। কিরূপ, কি প্রকারে।

বান > রাম, বোদে টানা বা শুকানো। দুটি পদই আধু. কক-ববকে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক্রমঃ প্রা. বর > আধু. বর.

বেদৎ > বেদর। মাংস। কব.বাহান। সং তলিত > বেদৎ, উপ. বে, ল > দ, ত > ৎ।

বিগুৎ > বিগুর। কব. বুকুর। সং ✓বল্কল > বু+কু+ব। ল = ব, ৎ কৃৎ প্রত্যয়।

থালিৎ > থালির > কব. থালিক/থাইলিক। কদলী ✓লীদ > বব. লি+কৃৎ প্রত্যয় ৎ = লিৎ > লির (ৎ > র) >✓লি+ক প্রত্যয় =লিক। দ-এর স্থান পবিবর্তন।

মৈদেৎ > মৈদের, হাতী। কব. মাইউং।

কক-বরকে কিছু কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো বর ভাষায় পাওয়া যায় না। স্থানীয়ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে ভাষায় গৃহীত হযেছে। কিংবা কোন প্রকারেই বর ভাষাব মাধ্যমে আসেনি। রাধামোহন ঠাকুরের পূর্ববর্ত্তী কোন এক সময়ে সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষা থেকে প্রত্যয, উপসর্গযোগে স্বতন্ত্র ভাবে গঠিত হয়ে ভাষায় স্থান পেয়েছে। যেমন, সং ✓ত(লেজ)+উং প্রত্যয = তুং - লেজ। গুহ্যদ্বাবেব (খিকরক ✓খি) নিকটবর্ত্তী বলে কিংবা মনুষ্য দেহের পক্ষে বর্জনীয় (✓ক্ষিপ > খি - বর্জন করা, ফেলে দেওয়া) বলে (কেননা, মাতৃজঠরে প্রত্যেক মানব সন্তানেরই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি লেজ থাকে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার বহু পূর্বেই প্রাকৃতিক নিয়মে তা অবলুপ্ত হয় বলে) খি + তুং = খিতুং, লেজ। বর. সং লঞ্জ > লানজাই। সং ফলি > ফুলা, স্ত্রী লিঙ্গে ফুলি। একচোখ কানা। সং স্থিতি > থিতি, সঞ্চয় করা, জমা করা। সং ঘর > গাইরিং

গ+আই+ ি+র+ং। এখানে আই এবং ই-কাব প্রত্যয় এবং স্বার্থিক প্রত্যয় ং অনুস্বাব বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে 'গর'। 'স্ববর্গান্তর্গত একটি বর্ণের স্থলে অপব বর্ণ'। এই সূত্রানুসারে গ = ঘ। ব-অবিকৃত। বব. ন' - ঘর। বাং ঘব ✓ র় > কব. প্রতি. ✓ন+ক প্রত্যয় = নক - ঘর।

প্রতিবর্ণীকরণ হচ্ছে কতগুলো বর্ণের স্থলে অপর কতগুলো বর্ণের ব্যবহার। কক-বরকে এই প্রতিবর্ণীকরণ নানাদিক দিয়েই ভাষায় বৈচিত্র এনেছে। এবফলে একদিকে যেমন ভাষাব স্বকীয়তা বজায় রয়েছে, অপরদিকে শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধিব পক্ষেও সহায়ক হয়েছে।

কক-বরকেব প্রতিবর্ণীকবণেব সূত্রগুলো গুছিয়ে লিখলে যা দাঁড়াবে সেগুলো নীচে দেওয়া হলো। কক-বরকেব ধ্বনি পবিবর্তনেব সূত্রগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে পৈশাচী প্রাকৃতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১। স্ববর্গান্তর্গত একটি বর্ণেব স্থলে অপব বর্ণ ঃ

ক) ক, খ, গ, ঘ একটি বর্ণেব স্থলে অপব বর্ণ।

খ) চ(= স), ছ(= স), জ (= স), ঝ একটি বর্ণের স্থলে অপরবর্ণ।

গ) ট, ঠ, ড, ঢ একটি বর্ণের স্থলে অপর বর্ণ।

ঘ) ট, ঠ, ড, ঢ > র, ন।

ঙ) ত, থ, দ, ধ, ন একটি বর্ণের স্থলে অপর বর্ণ।

চ) ত(= ৎ), থ, দ, ধ > ব, ন।

ছ) ঠ, থ, দ, ধ >হ।

জ) ত, দ > ল।

২। ট বর্গ = ত বর্গ একটি বর্ণেব স্থলে অপর বর্ণ।

৩। প, ফ, ব, ভ, ম একটি বর্ণেব স্থলে অপর বর্ণ।

৪। খ, ঘ (= গ), থ(= ঠ), ধ(= দ) ফ, ভ(= ব) > হ।

৫। শ, ষ, স > চ, হ, জ।

৬। র = ল = ন = ম। একটির স্থলে অপরটি।

৭। ঙ, ঞ, ম, ন (= ণ), ঁ, ং একটি স্থলে অপরটি।

৮। প্রতিবর্ণীকবণেব অপব একটি বিশেষ নিয়ম হলো, প্রথমে অপব ভাষাব

প্রতিপাদিকের কোন একটি অংশ নিয়ে তৎপর সূত্রানুসারে প্রতিবর্ণীকরণ। যেমন, আমিং-র-বিড়াল রাখার গৃহ (রা. মো. দেববর্মা সমগ্র, ৭০পৃঃ)। এস্থলে ঘর ✓র-কে সিদ্ধধাতুরূপে নেওয়া হয়েছে। আবার বাংলা ঘর ✓র > বর. ন' (৬নং সূত্র) > কব. ✓ন+ক প্রত্যয় = নক। হিং কাতান ✓তান > তাং, লাইন সারি। হিং ইনকার ✓কার - ত্যাগ করা, নিবেদন করা। এগুলোকে সাধারণতঃ সিদ্ধধাতু বলা হয়।

অ > হ।

হামা। সং আন > হান > হামা; শ্বাস। স্বার্থিক আ-কার।

বহক। সং উদর > বর. উঁদে > প্রা. কব. উপ. ব+অক = বঅক > বহক, পেট।

হাংগার। সং অঙ্গার > হাংগার। জলন্ত কয়লা। সং অঙ্গার > দে.বাং. আগুরা।

অ > ও। তুঃ ভাল > ভালো। কাল > কালো।

দোনাই। সং জনার্দ্দন ✓দন+আই প্রত্যয় = দনাই > দোনাই ১, বিষ্ণু।

চোন্তাই। সং সন্ত > চন্ত+আই প্রত্যয = চন্তাই > চোন্তাই ৩৩, সন্ত পুরুষ। চতুর্দ্দশ দেবতা বাড়ীর পুরোহিত।

ও > অ, উ।

অচাই। সং উপধ্যায় > প্রা. বাং উবঁজ্ঝাঅ > ম. বাং উঅজ্ঝাঅ > বাং ওঝা > অচাই। ঝ > চ, ই প্রত্যয়।

অমর। হিং ওমর > অমর। বয়স।

উর। প্রা. বাং. ওর > উর, ওখানে। ETDB. S.Sen, 104 P.

উঁ > অ

অকলাই। উগলান > কব. প্রতি, অকলাই। গ > ক, ই প্রত্যয়।

ক > খ। তুঃ সং. শুনক > পা. সুনখ (কুকুর)। কব. = কক-বরক। প্রতি. = প্রতিবর্ণীকরণ।

খলাই। সং কর্ ✓কর্ > পা.লি. প্রতি. ✓খন+আই প্রত্যয় = খনাই > আধু. কব. প্রতি. খলাই, করা। র > ন > ল। বর. খালাম।

খুম। সং কুসুম ✓কুম > কব. প্রতি.খুম। পা.লি. ক্ষুম ১। (কু+ষু = ক্ষু+ম = ক্ষুম)। সং কুস+উম = কুসুম।

খনাই। সং কুন্তল ✓কন > কব. প্রতি.✓খন+আই = খনাই, কেশ। উপ. বু+খনাই = বুখনাই। কখনো স্বার্থিক আ-কার যোগে খানাই।

বুখরুই। সং কুঁড়ি ✓কুড় > কব. প্রতি. ✓খুর+উই = খুরুই। উপ. বু+খুরুই = বুখ্রুই, কোরক। সমীভবন। উ-ধ্বনি লুপ্ত।

খরক। সং করোটি ✓করো > বর. করো > কব. প্রতি. ✓খর+ক প্রত্যয় = খরক - মাথা।

খৈ। সং কেলি ✓ক > কব. প্রতি ✓খ+ঐ কার প্রত্যয় = খৈ - কাম কেলি।

খি। সং কীট্ট ✓কী > কব. প্রতি.খী/খি। বিষ্ঠা। বর. খি।

কুবমা। সং কুটুম্ব > বর. প্রতি. খুরমা > কব. প্রতি. কুরমা - আত্মীয় অর্থ অপ্রচলিত। কোন একটি স্থানের নাম। প্রচলিত অর্থ তেলেপোকা।.ট > র। কুণ্ডবী, চর্যা ৩৯।

খলপে। প্রা. বাং কুড়বা > কব. প্রতি. খলপে। প্রাচীন গণনা পদ্ধতিতে কুড়ি সংখ্যা। প্রাচীন বাংলায় কুড়িকে 'কুড়বা' বলা হত। "কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে"। ক > খ, ড় > ল, ব > প।

খুকচুই। প্রা. বাং কস > কব. প্রতি. খচ+উই প্রত্যয় = খুচুই। কখনো ক প্রত্যয় যোগে খুকচুই, চঞ্চু। স > চ।

খচাই। প্রা. বাং কুর্চ্চ ✓কচ > কব. প্রতি. খচ+আই = খচাই, দাড়ী।

খাংরাই। সং কর্কট > বাং কাঁকড়া > পা.লি. প্রতি. খাঁড়াই > আধু. কব. খাংরাই। বর. খাংগ্রাই।

চখা। বাং চরকা ✓চকা > কব. প্রতি. চখা। ধ্বনি বিলুপ্ত।

তখা। বাং কাক ✓কা > কব. প্রতি. ✓খা। তক ✓ত+(কা >)খা = তখা - কাক পাখি।

পুখিরি। বাং পুকুর > কব. প্রতি. পুখিরি। স্বার্থিক ই-কার। সমীভবন।

খুবি। সং ক্রোড় ✓কোড় > কব. প্রতি. খুর+ই-কার প্রত্যয় = খুড়ি - অঙ্ক। সং ক্রোড় > বাং কোল। হাচুক খুরিঅ - পাহাড়ের ক্রোড়ে।

খুই। সং কুট ✓কু > কব. প্রতি. ✓খু+ই প্রত্যয় = খুই, ফাঁদ।

খুপুই। সং কপূয় > দেশজ বাংলা কুপুয় > কব.প্রতি. খুপুই - দুর্গন্ধ, বদবায়ু।

খনজু। প্রা. বাং কন্নযুগ (ল) ✓কন > কব. প্রতি. খন+যুগ ✓যু (= জু),

খন+জু = খনজু - কর্নযুগল।

খবসা। সং কবক ✓কব > কব. প্রতি. ✓খব+সা = খবসা - একগ্রাস।

খিলি। সং কল > কব. প্রতি. খল > খিলি। স্বার্থিক ই-কার। সমীভবন, দোলানো, নড়ানো। ওয়াইং খিলিদি - দোলনা দোলাও বা নড়াও। বৈদিক সং ক্ষেল > সং খেল > কব. খিলি। দুটি শব্দই ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। মাই কলদি - ভাত নাড়। 'কল' শব্দটি রামায়ণের যুগ থেকেই 'নাড়া' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক > গ। তুঃ সং মূক > পা. মুগ।

গলা। সং কলস > দে বাং কলা > কব. প্রতি. গলা।

গোদাল। বাং কোদাল > কব.. প্রতি. গোদাল। বর. খদাল।

গানা। দে. বাং কানা > কব. প্রতি. গানা, কিনারা, নিকট।

গলগল। বাং কলকল>কব. প্রতি. গলগল। ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। তরল পদার্থের স্থলে।

গানলা। সং কারবেল্ল ✓কার > প্রতি. ✓কান > কব. প্রতি. গান+(কবলা ✓লা >) লা = গানলা/গাংলা। সম্ভবতঃ সংস্কৃত "কারবেল্ল" শব্দটিকে কখনো উচ্চারণ বিকরণে 'কারল্লা' বলা হতো। বাং করলা।

খ [ক্+হ] > ক।

কৎ। সং খদির ✓খদ > কব, প্রতি. কৎ, খয়ের। খর। দ > ৎ।

কল। সং খল > কব. প্রতি. কল, নড়ান। বৈদিক সং ক্ষেল > সং খেল > মা.প্রা. খল, নড়ান। (প্রাকৃতপ্রবেশিকা)।

খ > গ।

কিচিং। সং সখি > প্রা. বর. উপ. বি+সিগি = বিসিগ ✓সি > কব. প্রতি. চি+ং অনুস্বার প্রত্যয় = চিং। উপ. ক+চিং = কিচিং, বন্ধু, সমীভবন। সখি শব্দ উভয় লিঙ্গ। তাই কিচিং শব্দের অর্থ বন্ধু এবং বান্ধবী দুটিই হওয়া উচিত। আধু. বর. চুকি।

গাতি। হিং খানি > কব. প্রতি. গাতি। ন > ত। গাতি নক - খাওয়ার ঘর।

কুমুই। অস. খুলশালী ✓খুল > বর. প্রতি. উপ. বি+গুমৈ = বিগুমৈ > কব. প্রতি. কুমুই - ভগ্নীপতি। বর. ঐ কব. উই প্রত্যয়। ল > ম। খ > গ > ক।

খ > হ। তুঃ সং নখ (আকাশ। কব. স্বার্থিক আ-কার যোগে নখা।) > নহ।

বাহাই। পা.লি. বখাই ২২ > প্রতি. বাহাই, কি করে, কিরূপে। বখাই - প্রাচীন জুমগান। (রা. মো. ঠা. জীবন ও সমগ্র রচনা, ৬২ পৃঃ)।

খা। খা > হা - রিয়াং অতীত কাল সূচক প্রত্যয়। পালি Past tense পরোকখ/ পরোকখা ✓খ/খা, কব. অতীতকাল সূচক প্রত্যয়।

গ > ক। তুঃ সং ভৃঙ্গার > পা. ভিঙ্কার। সং নগর > পৈ. প্রা. নকর।

কামি। সং গ্রাম > পা. গাম > বর.গামি > কব. প্রতি. কামি - গ্রাম। ই-কার প্রত্যয়।

কুয়াই। দে.বাং গুয়া > কব. প্রতি. কুয়াই। সং গুর্বাক > দে. বা. গুয়া > কব. প্রতি.কুয়া+ই প্রত্যয় = কুয়াই - সুপারি। বর. গই।

কতাল। সং নূতন ✓তন > বর. প্রতি. উপ. গ+দান = গদান > কব. প্রতি. উপ. ক+তাল = কতাল, নূতন। স্বার্থিক আ-কার, ন > ল।

কর। বাং গরম ✓গর > কব. প্রতি. কর - ডিমে তা দেওয়া, গরম করা। বর. গ'।

কলম। সং ঘর্ম > প্রতি. বাং গরম > বর. প্রতি. গলম/গ'ল'ম /গীলীম > কব. প্রতি. কলম - গরম। ঘ > গ > ক।

কেসেপ। দে. বাং চিপা ✓চপ > বর. প্রতি. উপ. গে+সেপ = গেসেপ > কব. প্রতি. কেসেপ. সরু (Narrow)। প্রগত সমীভবন।

কাপ। সং বিলাপ > পা. লাপ ✓প > বর. উপ. গা+প = গাপ > কব. প্রতি. উপ. কা+প = কাপ - ক্রন্দন করা, বিলাপ করা। ২) বর. গ+আপ = গাপ > কব. প্রতি. ক+আপ = কাপ - ক্রন্দন করা। পরাগত সমীভবন।

কিসি। সং সিক্ত ✓সি > বর. উপ. গি+সি = গিসি > কব. প্রতি. উপ ক+সি = কিসি - সিক্ত। উপ. ম+সি = মিসি - ভিজান, পরাগত সমীভবন।

করাই। সং ঘোটক > বাং ঘোড়া > বর. ঘরায়/গরাই > কব. প্রতি করাই। ই প্রত্যয়, ঘ > গ > ক।

বাই। সং ভগ্ন ✓ভ > কব. প্রতি. ✓ব+আই প্রত্যয় = বাই, ভগ্ন হওয়া। উপ. ক+বাই = কবাই - ভগ্ন। উপ. সে+বাই = সেবাই - ভগ্ন করা। বর.চিফায়/গীবাই।

কলক। সং লম্ব ✓ল > বর. উপ. গ+✓ল+আও প্রত্যয় = গ'লাও/গীলাও কব. প্রতি. উপ. ক+ল+ক প্রত্যয় = কলক, লম্বা।

কুমুই। বর. উপ. বি+গুমৈ = বিগুমৈ > কব. উপ. বু+কুমুই = বুকুমুই। ভগ্নীপতি। অস. খুলশালী ✓খুল > বব. প্রতি. গুম+ঐকাব প্রত্যয = গুমৈ > কব, প্রতি কুমুই। বব. ঐ-কাব কব. উই প্রত্যয।

কান। সং গাত্র ✓গাৎ > বব. প্রতি. গান > কব. প্রতি. কান - গায়ে দেওযা। সং গাত্রাচ্ছাদন ✓গান > কান। গাত্রাচ্ছাদন কবা।

কিসিপ। সং ব্যঞ্জনী ✓জ > বব. প্রতি. উপ. গি+✓চ+ প প্রত্যয = গিচিপ। প্রগত সমীভবন > কব. প্রতি. উপ. কি+সি+প = কিসিপ - পাখা। জ > চ > স। দে. বাং বিচইন/বিজইন।

কাই। সং গাহ্ ✓গা > বব. গা+ই প্রত্যয = গাই > কব. প্রতি কাই - গভীবে প্রবেশ কবানো, বোপণ কবা।

গ > খ।

খাংগা। বব. খাওলাই ✓খা > খা+ং স্বার্থিক প্রত্যয+গাল ✓গা > গা = খাংগা - কপোল, সং গল্ল। জোড়কলম।

খবাং। বাং গলা > কব. প্রতি. খবাং - আওযাজ, স্বব। গ > খ, ল > ব, স্বার্থিক অনুস্বাব। গলা শব্দেব অর্থ আওযাজ, স্বব।

ঘ > ক।

কেব। বাং ঘেব > কব. প্রতি. কেব - বন্ধনী, বেষ্টিত স্থল। ত্রিপুবীদেব গৃহাদিব চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্বক বাস্তুদেবতাব পূজা। তুঃ ববদেব ‘খেবাই’ উৎসব।

কবাই। সং ঘোটক > বাং ঘোড়া > বব. ঘবায/গবাই > কব. প্রতি. কবাই। ঘ > গ > ক। ট > ড়, ব।

ঘ > গ।

গাইবিং। বাং ঘব > কব. প্রতি. গাইবিং। গ+আই প্রত্যয+ ি- প্রত্যয+ব+ং স্বার্থিক প্রত্যয। অনুস্বাব এবং প্রত্যয গুলো বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ‘গব’। প্রতিবর্ণীকবণে ঘ > গ, ব অবিকৃত।

গাতি। বাং ঘাট > কব. প্রতি. গাতি - পুকুবে নামা-উঠাব সিড়ি। ট > ত। হ্রস্ব ই-কাব স্বার্থিক প্রত্যয।

গণতা। বাং ঘন্টা > কব. প্রতি. গণতা। পা.লি. ঘনটা।

গোদক। দে. বাং ঘোঁটা ✓ঘোট > কব. প্রতি. গোদক। ট > দ, ক-প্রত্যয়। তৈলবিহীন বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধ সব্জী সিদল সহযোগে মেখে বা বাঁশের চোঙে ঘুটে তৈরী করা ভর্ত্তা।

ঘ > খ।

বখর। বাং ঘর > কব. প্রতি. উপ.ব+খর = বখর - ঘর, আস্তানা।

তাখুক। দে. বাং ঘূক > কব. প্রতি. খুঁক - পেঁচা। তাও+খুক = তাখুক - পেঁচা পাখি।

চ > ছ।

কছক। বাং পচা ✓চ > কব. প্রতি. উপ. ক+(চ >)✓ছ+ক প্রত্যয় = কছক - পচা।

বাছি। পা. চীবর ✓চী > বর. প্রতি. চি, ছি, জি > কব. প্রতি. বা (বহন করা অর্থে)+ছি = বাছি - পৃষ্ঠে বেঁধে বহন করার বস্ত্র খণ্ড। জোড় কলম।

ছান। সং যাচ্ঞা (উচ্চারণ বিকরণে জাচ্ঞা ✓চা ঞ >)কব. প্রতি. ছান। কোন কিছু প্রার্থনা করা। ঞ > ন।

চ > স।

সুকুই। সং চক্র > প্রা. বাং চক্ক > কব. প্রতি. সুকুই - চাকা। উই প্রত্যয়। সমীভবন। চ > স।

সং। সং পচ্ ✓চ > বর. প্রতি. চং > কব. প্রতি. সং - রন্ধন করা; স্বার্থিক অনুস্বার।

সিলাই। বাং ছড়া (বন্দুক) > বর. প্রতি. চিলাই > কব. প্রতি. সিলাই - বন্দুক। ছ > চ > স। ড়(= র) > ল, ই-প্রত্যয়।

সার। দে. বাং চারান ✓চার > কব. প্রতি. সার। উপ. ক+সার = কসার - ছড়ান, বপন করা, বিক্ষিপ্ত করা।

সাল। সং বিবস্বান ✓স্বান (সূর্য) > বর. প্রতি. স্বান, চান, সান > কব. প্রতি. সাল। (সাল ✓সা >) সা+(সং তুষ্ণ ✓তুঞ >) তুং = সাতুং, রৌদ্র। প্রা. বর. চানদুংদুং। আধু. বর. সানদুং।

চ > জ।

হাচুক। (ধাত্রী ✓ধা > ✓হা >)হা + (স্থং উচ্চ ✓চ)✓চ + উক প্রত্যয় = হাচুক - উচ্চ ভূমি, পাহাড়। বর. প্রতি. হা + (✓চ >)✓জ + ঔ-কার প্রত্যয় = হাজৌ - পাহাড়, পর্বত, উচ্চভূমি।

ছ > চ, স।

চেথুয়াং। দে, বাং ছাতিয়ান > কব. প্রতি. চেথুয়াং - ছাতিমগাছ। ত > থ, ন > ং।

মুচুং। সং বাঞ্ছা ✓ছ > প্রাণী বাচক উপ. ম + (✓ছ >) ✓চ + উং প্রত্যয় = মুচুং - ইচ্ছা করা। পরাগত সমীভবন। ২) সং ইষ্ ✓ষ + কব > প্রতি. ✓চ। উপ. ম + ✓চ + উং প্রত্যয় = মুচুং, সমীভবন।

চ। সং ছিন্ন ✓ছ > কব. প্রতি. চ - ছিন্ন হওয়া, চ্যুত হওয়া। বর. চ'রখি। ২) সং চ্যুত (✓চ) থেকেও হতে পারে।

মিজিল। বাং পিচ্ছল ✓ছ > কব. প্রতি. ✓জ। (পি >) মি + জি + ল = মিজিল। প্রগত সমীভবনে 'জি'। মসৃন, পিচ্ছল।

চেলা। বাং ছেলে > কব. প্রতি. প্রা. কব. জলা > আধু চেলা। [পা.লি, তাওজলা > আধু. কব. তজলা, তকচেলা - ছেলে বা পুরুষ পাখি]। ছ > জ > চ।

চেখরা। সং ছেদনকারী ✓ছে > কব. প্রতি. ✓চে + খ্রা(< কারী অর্থে) = চেখরা/চেখ্রা - কাস্তে। বর. (ফুরুং) গিরি - (শিক্ষাদান)কারী।

সেং। দে. বাং ছেনি, ছেনা ✓ছেন > কব. প্রতি. সেং - ছুরিকা, তরবারি।

সিলাই। বাং ছড়া (বন্দুক) > বর. প্রতি. চিলাই > কব. প্রতি. সিলাই - ছিটা বন্দুক। ছ > চ > স। ড় > ল, ই প্রত্যয়।

সিকলা। দে. বাং ছোকড়া > কব. প্রতি. সিকলা - যুবক। স্ত্রী লিঙ্গ সিকলি - যুবতী।

জ > চ। তুঃ সং রাজা > পৈ. প্রা. রাচা। বীজ > বাং বীচি।

চামারি। সং জামাতৃক ✓জামাতৃ > কব. প্রতি. চামারি। ✓জামা > চামা + তৃ থেকে শুধু রি গৃহীত = চামারি - জামাতা (Son-in-law)। বর. বিজামাঁদে।

চুমুই। সং জীমূত ✓জম > বর. জমৈ > কব. প্রতি. (✓জম >) ✓চম + উই প্রত্যয় = চুমুই - মেঘ। সমীভবন। বর. ঐ প্রত্যয়।

কচাং। প্রা. বাং জার ✓জা > কব. প্রতি. ✓চা+ং স্বার্থিক প্রত্যয় = চাং। উপ. ক+চাং = কচাং। সমীভবনে কাচাং - শীত, ঠাণ্ডা।

চুবাচু। পা. সভাজ > কব. প্রতি. চুবাচু, সাহায্য করা। স > চ, ভ > ব, জ > চ, স্বার্থিক উ-কার।

মেচেন। বর. ফেজেন > কব. প্রতি. মেচেন, পরাজিত করা। পরাজিত ✓জিত > জেন > চেন। ফে, মে উপসর্গ।

আচাই। প্রা. বাং জাম ✓জা > কব. প্রতি. চা। উপ. আ+(✓জা >)চা+ই প্রত্যয় = আচাই - জন্ম হওয়া বা জন্ম গ্রহণ করা। জাগরিত হওয়া।

লাচি। সং লজ্জা > কব. প্রতি. লাচি। সং লজ্জা > বাং লাজ > কব. লাচি। স্বার্থিক ই-কার প্রত্যয়।

বচাং। দে. বাং মাজা ✓জা > কব. প্রতি. উপ. ব+(✓জ্রা >) চা+ং প্রত্যয় = বচাং - কোমড়। বর. জাঞ্জি।

বাচুই। বাং ভাজ > বর. প্রতি. বাঁজে > কব. প্রতি. (✓বাজ >) বাচ+উই প্রত্যয় = বাচুই - বৌদি।

বুচুলুই। প্রা. বাং বীজল > কব. প্রতি. বুচুলুই, বীজ। উপ. ব+(জ >)চ+ল+উই প্রত্যয় = বুচুলুই, সমীভবন। ২। বাং বীজ ✓জ > ✓চ; কব. কুলুই (< কলি) > ✓লুই। উপ. ব্+চ+লুই = পরাগত সমীভবনে বুচুলুই - বীজাঙ্কুর, বীজের কলি, নরম শিশু (কুলুই) বীজ। বর. বীজল ✓জল > জ'লৈ/বেগৎ/বেগর।

সং দ্বিজিহ্ব ✓জিব > বর. জিবৌ > কব. প্রতি. ✓চিব+উক প্রত্যয় = চিবুক, সাপ।

সিচা। বাং জাগা ✓জা > কব. প্রতি. ✓চা। উপ. সি+(✓জা >)চা = সিচা - নিজে নিজে জাগরিত হওয়া। উপ. স+চা = সচা - জাগান। বর. জাখাং - জাগরিত করা। পা.লি. ✓জাগ > জাগওঐখুনুমনি ২৩, জাগিয়ে প্রণাম করা হল।

আচু। বৈদে. আজী ✓আজ > কব. প্রতি. ✓আচ+উ-কার = আচু পিতামহী, মাতামহী। সং আর্যকা। বর. আঁবৈ।

বচাং। সং জঙ্ঘা > প্রা. বাং জণ্ডা/জাঙ > কব. প্রতি. চাং। উপ. ব+চাং = বচাং - কোমড়।বর. জাঞ্জি।

মচাং। বাং মজা > ঝর. মজাং > কব. প্রতি. মচাং - শোভা পাওযা, অর্থ বিস্তাব। মজাং - তৃপ্ত হওযা, মজা পাওযা, আনন্দ হওযা।

চেখাব। বব. জ্বিগাব > কব. প্রতি. চৈখাব/চেকাপ - বিচালি। বিচালি এবং খেব শব্দ দুটি থেকে জাত (?) জোড কলম শব্দ।

চেখাক। প্রা. জোন হাকিঅ > কব. প্রতি. চেংখাক। সং জ্যোৎস্নাকৃত > প্রা. জোনহাকিঅ > বাং জোনাকি। (জোনহা ✓জন >) চন স্বার্থিক এ-কাব যোগে চেং+(কৃত ✓ক প্রতিবর্ণীকবণে খ, স্বার্থিক আ-কাব >) খা+(ত >)ব = চেংখাব > চেংখাক। দানকাবী অর্থে দ > ব/রু হতে পাবে। প্রথম আলো দানকাবী। বব. সংগ্রেমা।

কচাব। দে. বাং মাজাব ✓জাব > কব. প্রতি. উপ. ক+(✓জাব >) চাব = কচাব, সমীভবনে কাচাব। পা. মজঝিম, বাং মাঝ, দে বাং মাজাব। পা. লি. কাচাবি মনযা - কাচাবিদেব ইহা নহে। চ-প্রতিবর্ণীকবণে কখনো ছ, কাছাব। আসাম ও ত্রিপুবাব মধ্যবর্ত্তীস্থান।

জ > ছ।

ছিলুক। সং জলৌকা ✓জল > কব. প্রতি. ✓ছল + স্বার্থিক ই কাব প্রত্যয + উক প্রত্যয = ছিলুক - জোঁক।

মুছুং। বব. ফজং > কব. প্রতি. মুছুং, আগুন জ্বালানো। সং জ্বলন ✓জন > বব. জং > কব. প্রতি. ✓ছ+উং প্রত্যয = ছুং। উপ. ম + ছুং = সমীভবনে মুছুং। মুছুং ক্রিযাব্রূপে ব্যবহৃত হলে ং অনুস্বাব কখনো ন হয। যেমন, নগী হব ছুনুদি ঘবে আগুন লাগাও।

জ > য (= য় = ইঅ)

ইযাখিলি। অস. জখলা > কব. প্রতি. ইযাখিলি সাঁকো। উচ্চাবণ বিকবণে বর্গীয জ, অন্তঃস্থ য-তে পবিণত। সংস্কৃত উচ্চাবণে (য =) ইঅ, ইআ-তে পবিণত। 'খলা' হ্রস্ব ই-কাব স্বার্থিক প্রযোগ এবং সমীভবনে 'খিলি'। ইআ (= ইযা = যা)+খিলি = ইযাখিলি (যাখিলি)। বব. জাংখ্লা।

ঝ > চ।

বুচি। প্রা. বাং বুঝঅ চর্যা ৩০ > কব. প্রতি. বুচি, স্বার্থিক ই-কাব, বুঝা।

অচাই। দে. বাং. ওঝাই > কব. প্রতি. অচাই। গ্রাম্য ঝাড়ফুককাবী বৈদ্য, পূজক। ও > অ, উভয ক্ষেত্রে আই প্রত্যয। সং উপাধ্যায > প্রা. উবাজ্ঝাঅ > বাং ওঝাই > অচাই।

•   ঝ > জ।

জেংগা। বাং ঝিঙ্গা > কব. প্রতি. জেংগা।

জুনা। বাং ঝুলনা > কব. প্রতি. জুনা, ল উহ্য। হ্রস্বীকরণ (Syncope)।

জুক। বাং ঝি (কন্যা, মেয়ে) > বব. প্রতি. জ'/জী > কব. জু+ক প্রত্যয় = জুক-বছাজুক- কন্যা সন্তান।

ঞ > ন

ছান। সং যাচ্ঞা > ✓যাঞ (উচ্চাবণ বিকবণে ✓জান >) কব. প্রতি. ছান, কোন কিছু প্রার্থনা কবা, যাচা। জ > ছ।

ট > ত।

গাতি। বাং ঘাট > কব. প্রতি. গাতি। জলাবতরণিকা। স্বার্থিক ই-কার

হাতি। বাং হাট > কব. প্রতি. হাতি। বাজার। স্বার্থিক ই কার।

বতক। প্রা.বাং বট্ট ✓বট > কব. প্রতি. ✓বত + ক প্রত্যয় = বতক - বড় রাস্তা। লামা বতক - বড় রাস্তা। সংবর্ত্ম > প্রা. বাং বট্ট > আধু. বাং বাট।

লাংতা। বাং নেংটা/লেংটা > কব. প্রতি. লাংতা - উলঙ্গ। স্ত্রী লিং-লাংতি।

ট > থ, দ।

আথুক। সং গাঙ্গ টক ✓ট > কব. প্রতি. আ (মাছ)+(✓ট >)✓থ+উক প্রত্যয = আথুক - চিংড়িমাছ।

(ব) থাই। বাং গোটা ✓টা > কব. প্রতি. উপ. ব+(✓টা >) থা+ই প্রত্যয় = বথাই - গাছের গোটা বা ফল। বর. ফিথাই।

তুপি। বাং টুপি > বর. প্রতি. থুপি > কব. প্রতি. থুপি/তুপি। তুপি থুপদি - টুপি স্থাপন (> থুপ্) কর বা পরিধান কর।

দক। সং ষট ✓ট > কব. প্রতি. ✓দ+ক প্রত্যয় = দক - ছয়।

ত-বর্গ ও ট-বর্গের অন্তর্গত বর্ণ থেকে বাংলায় ড়, ঢ়-এর উদ্ভব হয়েছে। তুঃ সংকোটি (সংখ্যা) প্রাঃ কোড়ি। সংস্ফটিক পা.ফড়িক। সং নিকটে > নিঅরি।

ট > র (= ড়)। তুঃ সং কুটিকা > বাং কুড়িআ, কুড়ে ঘর। চর্যা ১০। ভটাগ > তড়াগ।

কুরুমা। সং কুটুম্ব > বাং কুড়ুম্বা > বর. প্রতি. খুরুমা > কব. প্রতি. কুরুমা। 'কুটম্ব' অর্থ অধুনা অপ্রচলিত।য় কিন্তু স্থানের নামরূপে বর্ত্তমান। তেলেপোকা। কুণ্ডবা, চর্যা ৩৯।

কারাই। সং কটাহ > বাং কড়াই > কব. প্রতি. কারাই, রন্ধনের পাত্র। ট > ড় > র। তুঃ সং ষট > ষড়।

বরক। সং ভোট > বর. প্রতি. বদ/বডো > বড়ো > কব. প্রতি. বড় (ক), বব (ক) - বর জাতি। ক-প্রত্যয়।

রা। বাং কাটা ✓টা > কব. প্রতি. রা, ফসল কাটা। ২। পা. লা (ফসল কাটা) > কব. প্রতি. রা। ৬ নং সূত্র।

বাবি। সং বাটি > বাং বাড়ী > কব. প্রতি. বাবি। বগান বাড়ী, ফসলের ক্ষেত। মছবারি - লংকার ক্ষেত।

খরাং। বাং কটা (রং) > কব. প্রতি. খরাং (জিজি); কটা বা কটু বং। ক > খ, ট > র, ং প্রত্যয়।

বারা। বাং বেটে > কব. প্রতি. বারা। দীর্ঘ নয় এমন। বরক বারা - বেটে মানুষ।

খাংরাই। সং কর্কট > প্রা. বাং কাঁকড়া > পা.লি. প্রতি. খাঁড়াই > কব. প্রতি. খাংরাই।

বিরা। সং বীটি > বাং বিড়া > কব. প্রতি. বিরা। হাড়ি কলস বসানোর জন্য খড়কুটা দ্বারা তৈরী গোলাকৃতি বস্তু।

ঠ > র। তুঃ সং লুন্ঠন > লুড়িউ। ঠ > ড় (= র)।

রুয়া। সং কুঠার > প্রা. বাং কুরাড়ী, চর্যা ৫০ ✓র >✓র + উআ প্রত্যয় = রুয়া। কুঠার।

বেরা। সং বেষ্টনী > বাং বেড়া > কব. প্রতি. বেরা।

ঠ > ত।

লুতি। বাং লুঠ, লুট > কব. প্রতি. লুতি। সং লুন্ঠন > বাং লুঠ, লুট।

কতক। সং কন্ঠ ✓কঠ > কব. প্রতি. ✓কত + ঔ প্রত্যয় = উচ্চারণে কতোঔ

>✓কত+ক প্রত্যয় = কতক। ২। উপ. ক((✓ঠ >) ✓ত+ক প্রত্যয় = কতক, কন্ঠ। বর. গরাংমা।

ঠ > থ।

থাগু। বাং ঠাকুর > কব. প্রতি. থাগু (র), সম্বোধনে ঠাকুরদাকে বলা হয়।

লাথা। বাং লাঠি > কব. প্রতি. লাথা।

থাই। বাং ঠাঁই > কব. প্রতি. থাই। তংথাই - থাকার স্থান।

ঠ > দ, হ

গোন্দা। সং গুন্ঠন ✓গুন্ঠ > কব. প্রতি. গোন্দা, মশারি। মশারি দ্বারা অবগুন্ঠন করা হয় বলে। ন্ঠ > ন্দ।

গুনদাক। সং গুন্ঠন (আবরণ) ✓গুণ > কব. প্রতি. গুণ+(সং ত্বক >) দাক = গুনদাক, তুষ। আবরণ দ্বারা অবগুন্ঠিত ধানের ত্বক।

হর। বাং পাঠান ✓ঠন > কব. প্রতি. হর.। ঠ (= থ) > হ, ন > র। বর. ফাথাই।

ড > ত।

তাং। পা. নিড্ডা ✓ড়া > কব. প্রতি. ✓তা+ং অনুস্বার প্রত্যয় = তাং, নিড়ান।

বুতুই। সং ডিম্ব ✓ড > কব. প্রতি. ✓ত+উই প্রত্যয় = তুই। উপ. ব+তুই = বুতুই - ডিম। সমীভবন। তক+বুতুই = তকতুই - পাখির ডিম। বর. দাওদৈ।

কতর। প্রা. বাং বড্ড ✓ড্ড > কব. প্রতি. ✓তর। উপ. ক+তর = কতর - বড়, তর-বড় হওয়া, ক্রি। ড > ত, ড > র। বর. গিদিৎ/গেদের। ড > দ, ড > ৎ।

ড > ড় (= র)। তু ঃ সং নীড বাং নীড়। বডো > বড়ো > বর (ক)।

কতর। প্রা. বাং বড্ড ✓ড > কব. প্রতি. উপ. ক+ত(✓ড >)র = কতর, বড়।

কিরি। বাং ডর ✓ড (= ড়, র) > কব. প্রতি. ✓র+ই-কার প্রত্যয় = রি। উপ. ক+রি = কিরি, সমীভবন। ভয় করা, ক্রি। উপ. সি+কিরি = সিকিরি, ভয়

দেখান। সমীভবন উচ্চাবণে সিক্‌বি।

বির। সং উড্ডয়ন > বাং উড়া ✓ড় > কব. প্রতি. ✓র। উপ. বি+✓র = বির উড়া।

রিং। বাং ডাকা ✓ড (= ব) > কব. প্রতি. ✓ব+স্বার্থিক ি-কার+ং অনুস্বার প্রত্যয় = রিং, ডাকা। ✓ব > ন+উং প্রত্যয = নুং, ডাকা।

খাংরাই। পা.লি. প্রা. কব. খাঁডাই ৩৭ > আধু. কব. প্রতি. খাংবাই। কাঁকড়া > খাঁডাই।

ড > দঁ। তুঃ সং ডিণ্ডিম > পা. দিন্দিম।

বুসুন্দা সং শুণ্ড > কব. প্রতি. ✓সুন্দ। উপ. বু+সুন্দা = বুসুন্দা - শুঁড়। স্বার্থিক আ-কার। সমীভবন।

দুংদুং। সং ডুণ্ডুভ ✓ডুণ্ডু > কব. প্রতি. দুংদুং। চিবুক দুংদুং, ঢোড়া সাপ। স্বার্থিক ং।

দানদা। সং দণ্ড > বাং ডানডা > কব. প্রতি. দানদা। দানব ব দানদানি ৩৫, দানের দণ্ড।

দাংদাল। বাং ডানডা ✓ডান > কব. প্রতি. দাং+(দান >)দাল = দাংদাল, কাপড় দানের দণ্ড। ন > ল।

রাইদাং। বাং ডানডা > দে. বাং ডাং > কব. প্রতি. দাং। (বেত্র ✓র+আই প্রত্যয় = রাই >)রাই+দাং = রাইদাং, বেত্রদণ্ড।

ড় (= ড) > ল, ম, র।

চলং। সং চূড়া > কব. প্রতি. চলং, পর্বতাদির শীর্ষদেশ। স্বার্থিক ং অনুস্বার।

করুয়া। বাং কুডুল > কব. প্রতি. করুআ, কুড়ুল পাখি।

বমল। বাং কোমড় ✓মড় > কব. প্রতি. উপ. ব+✓মল = বমল। ক-উপসর্গযোগে কমল। কোমড়। বর. জাঙ্গি।

ফিল। বাং ফাড়ি, চর্যা ৫ ✓ফড় > কব. প্রতি. ✓ফল+স্বার্থিক ই-কার ফিল। সং স্ফাটিও > বাং ফাড়িঅ, গাছ ইত্যাদি চেরা।

খলপে। প্রা. বাং কুড়বে > কব. প্রতি. খলপে। কুড়ি। ক > খ, ব > প। প্রাচীন বাংলায় কুড়িকে 'কুড়ুবা' বলা হত। 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' - কুড়ি কুড়ি করে নিযে।

জুম। বাং জড় > কব. প্রতি. ✓জম+স্বার্থিক উ-কার = জুম। ড় > ম। চাষযোগ্য টিলাভূমি -যেখানে সবাই জড হযে চাষ কবে থাকে। কক-বরক প্রতিশব্দ 'হুক' (< সং ভূ)। জুম শব্দের ভিন্ন বুৎপত্তি বয়েছে।

রুং। বাং পড়ন (সং পঠন) ✓ড় > কব. প্রতি. ✓র+উঙ = রুঙ - পঠন, শিক্ষণ। উপ. সু+রুঙ = সুরুঙ, নিজে নিজে শেখা। বব. চলং।

ঢ > ত, থ, দ।

নাইতুক। সং ঢুন্‌ঢন ✓ঢু > কব. প্রতি. ✓তু+ক প্রত্যয় = তুক - অন্বেষণ করা। নাই+তুক = নাইতুক - খুঁজে দেখা। ব (দেওয়া)+তুক = রতুক - খোঁজ বা অন্বেষণ দেওয়া, খুঁজে দেখা। দে. বাং. তোগার্তুগি - খোঁজাখুঁজি।

তকথু। বাং ঢুপি ✓ঢু > কব. প্রতি. তক(পাখি)+✓থু = তকথু - ঘুঘুপাখি, বব. দাইথুং (Dove)।

দেংগি। বাং ঢেঁকি > কব. প্রতি. দেংগি। ধান্যাদি কুটিবার পদচালিত স্থূল কাষ্ঠ খণ্ড। ঁ চন্দ্রবিন্দু > ং অনুস্বার।

ত > থ, ৎ

কুথুম। সং স্তোম (স্তু+মন) ✓তোম > কব. প্রতি. থুম - জড় করা। উপ. ক+থুম = কুথুম - জড়ো সমীভবন।

থুরি। সং তুরি > কব. প্রতি. থুরি - মাকু।

থানতি। সং তাঁত > কব. প্রতি. থানতি। ঁ > ন, স্বার্থিক ই-কার।

থারুক। সং তাড়ু > কব. প্রতি. ✓থারু+ক প্রত্যয় = থারুক, কাষ্ঠ নর্মিত হাতা। সং দারু > তাড়ু - বৃক্ষ, কাষ্ঠ। দ > ত > থ।

আথুকিরি। সং তারকা > (উপসর্গ, কিংবা আকাশ > ✓আ >) আ+(তারকা >) থর কি = বর. প্রতি. আথরকি > কব. প্রতি. আথুকিরি। আকাশের তারকা, নক্ষত্র।

কথর। সং প্রস্তর ✓তর > কব. প্রতি. উপ. ক+✓থর = কথর, শিলা। বাং পাথর ✓থর। উপ. ক+থর = কথর।

থক। সং তৈল ✓ত > বর. প্রতি. ✓থ+আও প্রত্যয় = থাও > কব. ✓থ+ক প্রত্যয় = থক - তেল, স্বাদ, সুন্দর অর্থে অনুসর্গ। উপ. ক+থক = কথক - স্বাদ। নাইথক - সুদৃশ্য, চাথক - খেতে স্বাদ।

থাপা - হিং তাপা > কব. প্রতি. থাপা, উনুন।

থুরুক। বাং তুরুক > কব. প্রতি. থুরুক - মুসলমান, তুরস্ক দেশীয় লোক। সং তুর্কী।

থেনক্রই। অস. তেঁতলী > বর. প্রতি. থিনথিলিং > কব. প্রতি থেনক্রই। বাং তেঁতুল।

থার। সং তাড়না ✓তাড় > কব. প্রতি ✓থার - ভাষায় প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত। বধ ✓ব+স্বার্থিক উকার = ✓বু+থার প্রত্যয় = বুথার, তাড়না পূর্বক বধ করা। নুংথার - বলপূর্বক বা তাড়না পূর্বক পানকরা। চাথার - বলপূর্বক বা তাড়না পূর্বক খাওয়া।

থুই। অস. তেজ্ ✓ত বর. প্রতি. ✓থ+ঐ-কার = থৈ > কব. ✓থ+উই প্রত্যয় = থুই - রক্ত।

বাহান। সং তলিত ✓লত > প্রা. বর. প্রতি. উপ.বে+✓দৎ = বেদৎ > আধু. বর. প্রতি. বেদর > কব. প্রতি. উপ. বা+(দ > হ, স্বার্থিক আ-কার, র > ন) হান > বাহান। সেকা বা ভাজা মাংস। সাধারণ অর্থে মাংস। ল > দ > হ, ত > ৎ > র > ন।

ৎ (= ত) > থ, র। তুঃ হেন মনে পড়িহাসে (< প্রতিহাস) - শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।

থুক। সং মৎকুন ✓ৎ(= ত) কব. প্রতি. ✓থ+উক প্রত্যয় = থুক, উকুন।

কুফুর। হিং সফেদ ✓ফদ > বর. প্রতি. ✓ফুৎ, স্বার্থিক উ-কার। উপ. গ+ফুৎ = গুফুৎ, সমীভবন > কব. প্রতি. উপ. কু+ফুর = কুফুর - শ্বেত, ধবল।

সারাও। সং সাত্ > কব. প্রতি. সার+আও প্রত্যয় = সারাও, সুখী হওয়া, প্রসন্ন হওয়া, পরিষ্কার হওয়া। নখা সারাওখা - আকাশ প্রসন্ন বা পরিষ্কার হয়েছে। বখা সারাওখা - মন প্রসন্ন হয়েছে।

ত > দ। তুঃ সং সুরত > প্রা. বাং সুরদ।

দরাদুখু। সং ত্বরা > কব. প্রতি. দরা (দুখু) - বেগ, ত্বরা। কোন কার্য দ্রুত নিষ্পন্ন করতে গেলে যে দুঃখ (দুখু) অনুভূত হয়।

দাকতি। বাং তাগদা > কব. প্রতি. দাকতি। তাড়াতাড়ি। দেশজ বাংলা 'তাগদা'

বলতে কখনো তাড়াতাড়ি বুঝায়।

• কতাল। সং নূতন ✓তন > বর. প্রতি. উপ. গ+দান = গদান > কব. প্রতি. উপ. ক+তাল = কতাল, নতুন। সমীভবনে কাতাল। স্বার্থিক আ-কার। ত > দ > ত।

গুণদাক। সং গুন্ঠন ✓গুণ+(সং ত্বক >) দাক = কব. প্রতি. গুণদাক - ধানের উপরিভাগের আবরণ, তুষ।

দো। সং তু (কিন্তু) > কব. প্রতি. দো। কিন্তু, নিশ্চয়ভাব। ফাইদি দো-এস কিন্তু। নিশ্চয় এস। 'তো' বাংলায় নিশ্চয়ভাব, অনুরোধ ভাব। তুঃ সং উতাহু > পা. উদাহু - এস কিন্তু।

তুই। সং তোয় (তু+য) ✓ত > বর. প্রতি. ✓দ+ঐ-কার প্রত্যয় = দৈ. > প্রা. কব. প্রতি. তৈ (অধুনা অপ্রচলিত) > আধু. কব. ✓ত+উই প্রত্যয় = তুই, জল।

ত > ন। তুঃ সং তেনৈ পৈ. প্রা. নেন।

নুং। পা. তং > কব. প্রতি. নং, নুং - তুমি। বর. নং, নৌং। সং ত্বম্ > পা. তং, তুবং > প্রা. তং, তুবং, তুমং।

নবার। বাং তুফান > কব. প্রতি. নবার। কখনো মধ্যবর্ত্তী ক-প্রত্যয়যোগে নকবার। ঝড়। ত > ন, ফান > বার। বর. বার হুংকা।

থ > ত।

খুকতুই। বাং থুতু ✓থু > অস. থুই (= থু+ই) > কব. প্রতি. (বুখুক ✓খুক-মুখ >) খুক+তুই = খুকতুই - মুখের জল, লালা।

তং। পা. ঠা > বর. প্রতি. থা > কব. প্রতি. ত+ং প্রত্যয় = তং - থাকা, বাস করা। ঠ > থ > ত। ২। সং তিষ্ঠ ✓ত+ং অনুস্বার প্রত্যয় = তং - বাস করা, থাকা।

থ > হ।

বিহিক। পা. ইত্থি ✓থি > কব. প্রতি. ✓হি+ক প্রত্যয় = হিক - স্ত্রী। উপ. বি+হিক = বিহিক - তাহার স্ত্রী। সং স্ত্রী > পা. ইত্থী/থি। বর. বিহি।

হলং। বাং পাথর ✓থর > কব. প্রতি. ✓হল+ং প্রত্যয় = হলং, প্রস্তর। র > ল। উপ. ক+থর = কথর - শিলা।

দ > অ। তুঃ সং হৃদয় > প্রা. বাং হিঅঅ > বাং হিআ (= হিয়া)।

বঅক। সং উদর > বর. উঁদৈ ✓দ > প্রা. কব. প্রতি. উপ. ব+✓অ+ক প্রত্যয় = বঅক > আধু. কব. প্রতি. বহক - পেট। দ > অ > হ।

বুআ। বাং দাঁত ✓দা > প্রা. কব. প্রতি. অআ ✓আ > আধু. কব. উপ. বু+✓আ = বুআ (= বুয়া); দাঁত। দ > অ, আ-কার > আ। বর. হাথায়। (দা >)হা+(ত >) থ+আয় (ই) প্রত্যয়।

দ > ত, ৎ (= ত)।

কতাল। সং নূতন ✓তন > বর. প্রতি. উপ. গ+✓দান, পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার = গদান্ > কব. প্রতি. উপ. ক+✓তাল = কতাল - নতুন। ত > দ > ত। ন > ল।

মতাই। সং দেবতা > অস. প্রতি. দেউতা ✓তা > বর. প্রতি. প্রাণী বাচক উপ. ম+✓দা+আই প্রত্যয় = মদাই > কব. প্রতি. প্রাণীবাচক উপ. ম+তা+আই প্রত্যয় = মতাই, দেবতা। ত > দ > ত।

তান। সং ছেদন ✓দন > কব. প্রতি. ✓তন, পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কাব = তান - ছেদন করা, কাটা। ২। সং কর্ত্তন ✓তন > পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার = তান।

তিনি। সং দিন > বর. দিঁনৈ/দিনি > কব. প্রতি. তিনি - আজকের দিন।

তক। সং দত্যূহ ✓দ > বর ✓দ+আও প্রত্যয় = দাও > রিয়াং প্রতি. ✓ত+আও = তাও > কব. ✓ত+ক প্রত্যয় = তক। ডাক বা ডাহুক পাখি। সাধারণ অর্থে পাখি।

তা। বাং দাদা ✓দা > কব. প্রতি. তা। নং (তোমার) নি তা = নতা - তোমার দাদা, আনি তা = আতা - আমার দাদা। বিনি তা = বতা, ওর দাদা। বর. আদা।

তাবুক। সং এতদ্বৎ ✓দ্ব > বর. প্রতি. ✓দাব', পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার > কব. প্রতি. ✓তাব+উক প্রত্যয় = তাবুক - এখন। এতদ্বৎ > প্রা. বাং এ অব্ব > এবেঁ। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।

কৎ। হিং খদির ✓খদ্ > কব. প্রতি. কৎ - খর, খয়ের। সং ক্বাথ কৎ।

দ > থ।

বথর। প্রা. বাং দ্বন্দল ✓দল > কব. প্রতি. থর। উপ. ব+✓থর = বথর - গ্রন্থি, গাঁট। ল > র। সং দুদৌলিকা, চর্যা ৩৫ > দ্বন্দল।

থাম। প্রা. বাং দাম > কব. প্রতি. থাম - তিন। প্রাচীন বাংলার সংখ্যা গণনায় কষা, নিক্ক, দাম , দামরি ব্যবহৃত হতো। তা থেকেই কক-বরক সংখ্যা সমূহ বুৎপন্ন।

কথার। সং দাত > কব. প্রতি. ✓থার। পূত, পবিত্র। ত > র। উপ. ক+✓থার = কথার।

হারথি। সং বেদী ✓দী > কব. প্রতি. ✓থি। হারথি ২ - হা(মাটি)+সম্বন্ধে ৬ষষ্ঠী বিভক্তির 'র'+থি(< দী) = হারথি,মাটির দ্বারা তৈরী বেদী। আধু. হাতরাই।

থাই সিং। সং দণ্ড > বর. প্রতি. দান্দসে/ধুমাছে - এক দণ্ড, অল্প সময় > কব. প্রতি. থাইসিং, কিছুক্ষণ। ✓দা > থা(সংক্ষণ >) সিং+ই স্বার্থিক প্রত্যয়+ (সময় জ্ঞাপক) = থাইসিং। বর. সে = ছে = চে (এক সংখ্যা) = কব. সা। থাইসিং - একদণ্ড সময়।

দ > ন, র। তুঃ সং পন্নগ [পদ+ন+গ] সাপ। সং ছিদ্ > ছিন্দতি > বাং ছিন্ন (ছেঁড়ে)।

নাক। পা. মদ্দা ✓দা > কব. প্রতি. ✓না+ক প্রত্যয় = নাক - ফসল মাড়াই করা, মলা দেওয়া।

রম। সং দণ্ড ✓দন > কব. প্রতি. রম। উদুখলের দণ্ড। দে. বাং সেকাইট। দ > র, ন > ম, তুঃ সংষণ্ড > ষাঁড়।

র, রু। সং দান ✓দ > কব. প্রতি. র। র+স্বার্থিক উকার = রু - দান করা, র+স্বার্থিক ই-কার রি, দেওয়া, দান করা। তুঃ সং রা (দান করা)+ডক। সং উদার > উড়ার।

রুরু। কব. ফুদুদু ✓দুদু > প্রতি. রুরু, প্রায় বুঝাতে, ফু(র)+দুদু = ফুদুদু, প্রায় শ্বেতবর্ণ। দুদু এবং রুরু প্রায় বুঝাতে প্রত্যয়। সাল থাং রুরুক - সূর্য ডুবে বা বেলা যায় যায়। বাংলায় মর-মর (মুমূর্ষু) পড়-পড় (প্রায় পতিত হওয়া) ভাব।

দ > জ। তুঃ সং দূত্যং > প্রা. জুদুং, বাংলা জুয়া।

সিনজ। পা. মুষি ✓ষি >কব. প্রতি. সি+(বর.এনজর ✓ন্জ >) ন্জ = সিনজ। ইঁদুর। বর. এনজর < দে. বাং এনদূর < বাং ইঁদুর। জোড় কলম।

দ > ল। তুঃ সং উদার > পা. উলার। উড়ার।

সেলের। বাং দেরী ✓দের > কব. প্রতি. লের - ধীর, দেরী করা। উপ. স্+লের = সেলের - ধীরগতি সম্পন্ন, পরাগত সমীভবন। তা লেরদি - দেরী করো না।

থাইলিক। সং কদলী ✓লীদ+কৃৎ প্রত্যয় ৎ =✓লিৎ। (বাং গোটা ✓টা >)বর. প্রতি. ✓থা+লিৎ = প্রা. বর. থালিৎ > আধুনিক বর. (ৎ > র) থালির - কদলী গোটা বা ফল। দ-এর স্থান পরিবর্ত্তন। দ = ৎ-ও হতে পারে।

কব. ঃ বর. থালির ✓থালি+ক প্রত্যয় = কব. প্রতি. থালিক। পদমধ্যস্থিত ই প্রত্যয় যোগে থাইলিক - কদলী ফল বা গোটা।

ধ > ত, থ।

তুরুক। সং ধীর ✓ধর > কব. প্রতি. ✓তর+উক প্রত্যয় = তুরুক - আস্তে, ধীরে। পরাগত সমীভবন। তুরুক-তুরুক - ধীরে ধীরে। কক-বরকে এ বিশেষণ পদটি সর্বদা দ্বিত্ব হয়।

থাং। সং ধন্ব ✓ধ > কব. প্রতি. ✓থ+আঙ প্রত্যয় = থাঙ, গমন করা।

ধ > দ। তুঃ বাং গাধা > বর. গাদা।

দাগা। বাং ধাক্কা > কব. প্রতি. দাগা। ধাক্কা দেওয়া।

দুদ। বাং দুধ > কব. প্রতি. দুদ - দুগ্ধ। বর. গাইখের।

দাই। সং ধাত্রী > বাং ধাই, দাই > কব. দাই (জুক), দাসী। বর. ধাই।

মগদাম। প্রা. বাং মকধান > কব. প্রতি. মগদাম- ভুট্টা, মকাই। ক > গ, ন > ম।

দুমা। সং ধূম > কব. প্রতি. দুম+স্বার্থিক আ-কার = দুমা , যাহা থেকে ধূম নির্গত হয়। তামাক।

দোলাই। বাং ধোলাই > কব. প্রতি. দোলাই - চাদর, ধৌত করে রাখা হয়

বলে চাদরকে দোলাই বলা হয়। শ্বেতবর্ণের মোটা কাপড়।

ধ > হ, র। তুঃ শৌ মা. ইধ > মা.ইহ।

হকুল। সং ধূম > কব. প্রতি. হকুল, হকু। হু-হওয়া উচিত। পূর্ববর্ত্তী ধ্বনির প্রভাবে পদমধ্যবর্ত্তী প্রত্যয় ক, কু-তে পরিবর্ত্তিত। ম > ল। বর. উখন্দে।

হা। সং ধাত্রী (ধরণী) ✓ধা > কব. প্রতি. হা - পৃথিবী, মাটি।

হর। সং ধারণ ✓ধর > কব. প্রতি. হর। পজা হরদি - বোঝা ধারণ কর।

হহম-দদম। বাং ধূম ধাম ✓ধম ধম > কব. প্রতি. হহম-দদম। জাঁক-জমকের সঙ্গে। উভয়ক্ষেত্রে হ এবং দ দ্বিত্ব। ধ > দ।

রম। সং ধর > কব. প্রতি. রম। ধরা। তক রমদি - পাখি ধর। ১।চ সূত্র, র > ম, ৬নং সূত্র।

ন > ল।

মকল। সং নয়ন > বর. প্রতি. মেগন > কব. প্রতি. মকল, চোখ। ন > ম। বর. এ-কার প্রত্যয়। য়(= অ) স্থলে গ, ক। তুঃ মা. সঅন < সং শকট। মা. সঅল < সং সকল। বিপরীত ক্রম।

কতাল। সং নূতন ✓তন > বর. প্রতি. স্বার্থিক আ-কার যোগে ✓দান। উপ. গ+✓দান = গর্দান > কব. প্রতি. কতাল - নতুন।

বল। বাং বন > বর. বন (জ্বালানী কাঠ) > কব. প্রতি. বল - জ্বালানী কাঠ। কব. বলং - অরণ্য, বন - জঙ্গল।

সাল। সং বিবস্বান ✓স্বান > বর. স্বান। প্রতি. চান, সান > কব. প্রতি. সাল - সূর্য, দিন। স > চ।

তাল। সং চন্দ্র > হিং চনদর ✓দর > বর. প্রতি. স্বার্থিক আ-কার যোগে দান > কব. প্রতি. তাল - চন্দ্র, চান্দ্রমাস। দ > ত, র > ন > ল।

সির। সং সিঞ্চন ✓সিঞ(= ন) কব. প্রতি. সিল/সির - তরল পদার্থ একপাত্র থেকে অন্যপাত্রে ঢালা, সেঁচা।

খুলুম। সং নমস্ > পা. নম > কব. প্রতি. স্বার্থিক উ-কার ✓লুম। উপ. খ+লুম = খুলুম - নমস্কার করা। সমীভবন। একমাত্র খুলুম শব্দেই খ উপসর্গরূপে যুক্ত।

নুং। সং পান ✓ন+উং প্রত্যয় = নুং - পান কবা (To drink) বব. প্রতি. লং।

ন > ম।

হিম। সং হিণ্ড (গমন করা) ✓হিন > কব. প্রতি. হিম - হাঁটা। সং হিণ্ডন -ভ্রমণ করা।

মচা। অস.নচা>বর. প্রতি.মচা,মাচা >কব.মচা,সমীভবনে মাচা। নৃত্য করা।

তাম। বৈদিক সং ধ্মা > সং প্রতি. তান (শব্দ করা, বাজান) > কব. প্রতি. তাম - বাজান, শব্দ করা।

সম। সং সন্ধব ✓সন > কব. প্রতি. সম - নুন। বব. সংক্রি। 'কাবী' অর্থে ক্রি।

সম। সং কৃষ্ণ > প্রা. বাং কিসন ✓সন > কব. প্রতি. ✓সম - কালো হওয়া। উপ.ক+সম = কসম - কালো।

মারে। দে. বাং বহিনারি ✓নারি > কব. প্রতি. মারি (জুক), বান্ধবী। উপ, বু+মারিজুক = বুমারিজুক - বান্ধবী। ২। ✓নার > কব. প্রতি. এ কার প্রত্যয় যোগে মারে (জুক)। উপ.বু+মারেজুক = বুমারেজুঁক। সম্বোধনে - মারে।

ন > র।

গরিয়া। সং গণপতি > প্রা. বাং গণইআ > কব. প্রতি.গবইয়া > আধু. কব. গরিয়া। চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'গরিয়া'। কুমিল্লা জিলার মেঘনার পূর্ব তীরে চাঁদপুর অঞ্চলে বোয়ালিয়া গ্রামে পয়লা বৈশাখে অনুষ্ঠিত 'গলিয়া' (= গবিযা) মেলা। ন > র > ল।

খুর। সং খনন > প্রা. বাং খন > কব. প্রতি. স্বার্থিক উ-কারযোগে খুর - খনন করা।

সিকরুক। সং শকুন ✓শকন > কব. প্রতি. সিকরুক। স্বার্থিক ই-কার যোগে সিক+(ন >) ব+উক প্রত্যয় = সিকরুক - গৃধ্র।

খার। বাং খাওয়ান ✓খা+ন (= র- দেওয়া অর্থে) =✓খান > কব. প্রতি. খার। জল ইত্যাদি তরল বস্তু পান-কবানো বা খাওয়ানো। তুই খানদি /খারদি - জল পান করাও।

কুরুই। সং ন (নিষেধার্থক অব্যয়) > কব. প্রতি. √র+উই প্রত্যয় = রুই। উপ. ক+√রুই = কুরুই - রিক্ত, নাই। সমীভবন। ২। সং ন+ভূ = নু+ই প্রত্যয় = নুই > কব. প্রতি. রুই। উপ. ক+রুই = কুরুই - নাই। সমীভবন।

বরচুক। সং বন > কব. প্রতি. √বর. +(সং উচ্চ >) √চ+উক প্রত্যয় = বরচুক। যে বৃক্ষ বনের মধ্যে (সাধারণতঃ) সবচেয়ে উঁচু। শিমূল বৃক্ষ।

ন > ত, ং।

তা। বাং না > কব. প্রতি. তা - নিষেধ অর্থে। তা ফাইদি - এসো না। চর্যা নউ > বাং না।.সং মা > বর. মা, নিষেধ অর্থে। হিং মৎ (= ত), না।

চং। হিং চুন > কব. প্রতি. চং - নির্বাচন করা।

প > ফ। তুঃ সং পুরুষ > পা. ফুরুষ।

ফাংচ। সং পাচন √পা > কব. প্রতি. √ফা+ং প্রত্যয় = ফাংচ। ২। √পা. > কব. প্রতি. √ফা+ ং প্রত্যয়+ক প্রত্যয় = ফাংক ১৯, পরিপাককারী, হজমী। দেশীয় মদ্য।

ফারুক। সং পাবাবত √পাব > অস. পাব > বব. প্রতি. ফারেও √ফাব > কব. √ফাব+উক প্রত্যয় = ফারুক। পা. পারেবত। কবুতর।

ফনা। সং অপর √পর > কব. প্রতি. স্বার্থিক আ-কাব যোগে ফনা, নাম না জানা অপর ব্যক্তি। অমুক। পা.লি. আমুক ১৮, দে, বাং ফলনা।

ফ, ফা। বাং পর √প > কব. প্রতি. ফ - পর বা অপর বুঝাতে উপসর্গ। ফ কখনো সমীভবনে ফা, ফু, ফি, ফে ইত্যাদি হয়। যেমন, ফ্+নুক = ফুনুক। সমীভবনে ফু। অপরকে দেখানো।

আফার। সং অপর > কব. প্রতি. আফার। আফার রাউনি রাজা (পা.লি) অপর রাজ্যের রাজা।

ফিন। সং পুনঃ √পন > কব. প্রতি. স্বার্থিক ই-কার যোগে ফিন - পুনঃরায়, সত্ত্বেও।

এমফু। অস. পরুয়া (পোকা, ছারপোকা) √প > বর. প্রতি. √ফ+ঔ-কার প্রত্যয় = ফৌ (পোকা)। (এণ্ডি √এন >) এম+ফৌ = এমফৌ - এণ্ডিপোকা।

কবঃ প্রতি. (বেঙ >) এম+(পরুয়া √পরু >) ফু = এমফু - ব্যাঙাচি। সহগ প্রতীক এ-কার থেকে এ, ঙ > ম। জোড়কলম। প > ব। দ্রষ্টব্য।

ফল। দে. বাং পল্লা, পল > কব. প্রতি. ফল। বাঁশ দ্বারা তৈরী অর্দ্ধবৃত্তাকার ফাক যুক্ত এক প্রকার ঢাকনা।

বুফাম। দে, বাং বপা > কব. প্রতি. স্বার্থিক উ-কার যোগে বুফা+ম = বুফাম -.চর্বি। ম-পালি প্রত্যয়।

বুফাং। সং পাদপ ✓পা >·কব. প্রতি. উপ. বু+ফা+ং প্রত্যয় = বুফাং - বৃক্ষ। বর. বংফাং, ফিফাং, রজফাং।

ফা। সং পিতৃন ✓প > কব. প্রতি. স্বার্থিক আ-কার যোগে পা > ফা - পিতা - রাজা, অধিপতি। উপ. বু+ফা = বুফা, পিতা। বর. বি+ফা = বিফা। হারৌআফা (পা.লি.) - ভূমি দানকারী পিতা, ভূমি সৃষ্টির অধিপতি।

ফাই। হিংফৈ.- অগ্রসর হওয়া > কব. ✓ফ+আই প্রত্যয় = ফাই - আসা, আগমন। হিংফৈ (অগ্রসর হওয়া) > বর. ফৈ > কব. ফাই।

ফাতুই। বাং পান > বর. প্রতি. ✓ফাথ+ঐ-কার প্রত্যয় = ফাথৈ > কব. প্রতি. ✓ফাত+উই প্রত্যয় = ফাতুই - পান পত্র, ন > থ > ত। প্রাচীন বাংলায় পান ফিরিওয়ালাকে 'পানতি' বলা হত।

ফুং। সং প্রভাত ✓প > কব. প্রতি. ✓ফ+উঙ প্রত্যয় = ফুঙ - প্রত্যুষ। বর. ফুং।

ফাতরা। সং প্রান্তর > অস. প্রতি. ফথার > বর. প্রতি. ফথার > কব. প্রতি. ফাত্তরা - মাঠ (Field)। ফাতরা থাংদি - প্রান্তরে বা পায়খানায় যাও। অধুনা বাইরে যাও। তুঃ বাং পানথর, পাথর।

ফুরু। সং প্রহর ✓পর > কব. প্রতি. ফর+স্বার্থিক.উ-কার = ফুরু, সমীভবন। সাধারণতঃ 'সময়' অর্থে ব্যবহৃত। সালচুকফুরু (বর. সানজৌফু) - সূর্য উচুতে উঠার প্রহরে (সময়ে)। তুঃ সং দ্বিপ্রহর > বাং দুপুর।

ফুরাই। বাং ফুরান (কাজের চুক্তি) ✓ফুর > কব. ফুর+আই = ফুরাই - রাজ আমলে যুদ্ধে যোগদানের জন্য রাজার নির্দেশনামা। ২। ফা. পরোয়ানা ✓পর > কব. প্রতি. স্বার্থিক উকার ✓ফুর+আই প্রত্যয় = ফুরাই।

ফান। বাং প্যাঁচ/পেঁচ ✓পাঁ > কব. প্রতি. ফান - জড়ান, পেঁচান। ✓ > ন। কুতগী রি কুফুর ফানাই - কন্ঠে শ্বেত বস্ত্র জড়িয়ে। (ফিরগাই ফাইদি - সোনাচরণ)।

ফুল। সং লেপন ✓পন > কব. প্রতি. ✓ফল+স্বার্থিক উ-কার = ফুল - মাখা, লেপন করা। ✓ফল + অই প্রত্যয় = আধু. কব. ফুলই। মখাং থাও ফালে (= ফুলই)

পা.লি ২ - মুখমণ্ডলে তেল লেপন করে। ✓ফল+পদমধ্যে স্বার্থিক আকার, ঐ-কার প্রত্যয় = প্রা. কব. ফালৈ।

রূপাই। বাং রূপা > পা.লি প্রতি. রংফাই > আধু. কব. রূপাই। রংফাইনি বাচেং বাই ৯ - রূপার কাঠি বা চঞ্চালী দিয়ে। বর. রূপা।

ফুজা। সং পূজা > কব. প্রতি. ফুজা। সুর্চ্য ফুজা খেলাইমানি - সূর্য পূজা করা।

ফন। সং অপর ✓পর > কব. প্রতি ফন। (অপর কোন কিছুর) ক্ষুদ্র অংশ। মকলী ফন কালাইখা - চোখে কোন কিছুর ক্ষুদ্রাংশ পড়েছে।

ফিল। বাং পাল্টান ✓পল > কব. প্রতি. স্বার্থিক ই-কার যোগে ফিল - ফিরান (ফির > ফিল) - পাল্টান। বলাই ফিলদি - পাতা উল্টাও।

প > ব। তুঃ সং সমীপম > শৌঃ সমীবং।

বরুয়া। অস. পরুয়া (পোকা,ছারপোকা) > কব.প্রতি. বরুয়া, ছারপোকা।

বুরুঞ্জী। সং পঞ্জিকা > বুরুঞ্জি/বুরুঞ্জী। পাঁজি। বর. গাঞ্জামুথি।

বলাই। সং পর্ণ ✓পণ/পর > কব. প্রতি. ✓বল+আই প্রত্যয় = বলাই - পাতা। বর. বিলায়।

ব। সং অপি ✓পি > প্রা. বাং প্রতি. বি > প্রা. কব. বি > আধু. কব. ব। সংযোজক অব্যয। 'হামবি হামবি' - ভাল হলেও, ভাল হলেও, (জাদু কলিজা, রা. মো. ঠাকুর সমগ্র)।

বু। পা. পুথেত্তি ✓পু > কব. প্রতি. বু - প্রহার করা, আঘাত করা, (পাখা) ঝাপটান। বু (ঝাপটান)+পর্(পুনঃ পুনঃ)+আই প্রত্যয় = বুপ্‌রাই - পুনঃ পুনঃ পাখা ঝাপটান।

বুরুম-বুরুম। সং পুনঃ পুনঃ > কব. প্রতি. বুরুম বুরুম - বারংবার। ন > র, পা. প্রত্যয় ম। সা(ল)+বুরুম বুরুম = সাবরুম বুরুম-প্রতিদিন। উ-কার সমীভবন।

বুথিরি। বাং পুঁটুলি > কব. প্রতি. বুথিরি। পু > বু, ট > থ, ল > র। ই-কার সমীভবন।

ওয়াই বুরুম বুরুম। সং পুনর্বার ✓বা > কব. প্রতি. ✓ওয়+আই প্রত্যয় = ওয়াই+(পুনঃ পুনঃ >) বুরুম বুরুম = ওয়াই বুরুম বুরুম। বার ✓বা > কব. প্রতি. ওয়+আই প্রত্যয় = ওয়াই+সা (এক) ওয়াইসা - একবার, এক খেপ, একদফা।

বর। রোপন ✓পন > কব. প্রতি. বর - রোপন করা। মাই বরদি - ধান্য রোপন কর।

প > ম।

কুথুম। সং স্তূপ ✓স্তুপ > কব.প্রতি.থুম - জড়করা, স্তূপীকৃত করা। উপ. ক্+থুম = কুথুম, সমীভবন। জড়। সং স্তোম দ্রঃ।

মিজিল। বাং পিচ্ছল কব. প্রতি. মিজিল - পিছল, মসৃন।

মান। বাং পারা ✓পার > কব. প্রতি. মান - পারা। 'নার' বাংলায় নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া। ন+পার -এর সংক্ষিপ্ত 'নার'। মান অস্ত্যর্থক ক্রিয়া।

ফ > ব।

বুবার। বাং ফুল ✓ফল, পদমধ্যে আ-কার যোগে ফাল > কব. প্রতি. বার। উপ. বু+বার = বুবার - ফুল। সম্ভবতঃ ফু (ল)-এর সাদৃশ্যে উপসর্গ বু। ল > র।

বার। বাং ফুটা ✓ফট > কব. প্রতি. পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার যোগে বার - প্রস্ফুটিত হওয়া। ট > র। ১। ঘ সূত্র। বুবার বারখা - ফুল ফুটেছে।

বাব। সং লম্ফ > বাং লাফ > বর্ণ বিপর্যয়ে দে, বাং ফাল > কব. প্রতি.বার, লাফ দেওয়া। ৩নং/৬নং সূত্র। ২। সং আফন ✓ফন > কব. প্রতি. পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার যোগে বাব - লাফ দেওয়া। ন > র।

রবম। বাং ফুলা ✓ফল > কব. প্রতি. র (দানকরা অর্থে) + ✓বম = রবম - স্ফীতি দান করা, স্ফীত হওয়া। ল > ম।

বুলাম। বাং ফুটা ✓ফু > কব. প্রতি. ✓বু + (হিং রাহা ✓রা >)লা +ম প্রত্যয় = বুলাম - ফুটা করা ছিদ্রপথ। ফুটা ✓ফু+ক প্রত্যয় = ফুক - ছিদ্র করা। বুলাম ফুকদি - ছিদ্রপথ ফুটা করা।

ব > প, ফ, হ।

সাপান। বাং সাবান > কব. প্রতি. সাপান। অস. চাবোন।

পুং। সং বদ ✓ব > বর. ✓ব+উং প্রত্যয় = বুং > কব. প্রতি. ✓প+উং প্রত্যয় পুং - কথা বলা, আওয়াজ করা।

পুং। পা. বুক্ক ✓বু > কব. প্রতি. ✓পু+উং প্রত্যয় = পুং - পাখির ডাক। তক পুঙ্গী - পাখি ডাকে। বর. গাবনায়।

খলপে। প্রা. বাং কুড়বা > কব. প্রতি. খলপে - কুড়ি, বিংশতি। ক > খ, ড় > ল। প্রাচীন কক-বরক সংখ্যা গণনায় কুড়িকে খলপে বলা হতো। প্রাচীন বাংলায় সংখ্যা গণনায় কুড়িকে বলা হতো কুড়বা। যেমন, জমি মাপার আর্যায় - 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' - কুড়ি কুড়ি করে নিয়ে।

ফান। সং বল > কব. প্রতি. পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার যোগে ফান - বল, শক্তি। ৩নং/৬নং সূত্র। বর. ব'ল'/বৗলী।

ফানতক। সং বার্ত্তাকু ✓বারত > বর. প্রতি. ফান্থাও [বা > ফা, ব > ন, ত > থ+আও প্রত্যয]> কব. প্রতি ফানতক - বেগুন ক প্রত্যয়। ভ > ফ দ্রঃ।

হান। প্রা. বাং বাড়ন ✓বাড় > কব. প্রতি. হান - বৃদ্ধি পাওয়া। ব > ন। মুনুইমাসে হানখা চিনি - আমাদেব হাসি বৃদ্ধি পেয়েছে। (কগতাং কগলব বীতাং, গ্রন্থকার)।

র > ওঅ (= ৱ), বর্গীয় ব > অন্তঃস্থ ৱ। তুঃ সং কবল > প্রা. বাং কৱল। বাং সবর > সৱব।

ওয়া। বাং বাঁশ ✓বা > কব. প্রতি. ওআ > আধু. কব. ওযা/বর. ঔআ। ওয়ালাই। বাং বাঁশপাতা ✓বা > কব. প্রতি. ওআ+(পাতা/পর্ণ ✓পর ✓পণ >) কব. প্রতি. ✓বল+আই প্রত্যয় = বলাই।ওয়া+বলাই = ওয়ালাই-বাঁশপাতা।প > ব দ্রঃ।

ওয়ালাই। বাং বাদ ✓বা > কব. প্রতি. ওয়া+লাই, বহুবচন প্রত্যয় = ওআলাই; পরস্পর বাদ (ঝগড়া) করা। ২। বাদ ✓বা > কব. প্রতি. ওয়া+(দ >) ল +আই প্রত্যয় = ওআলাই। ১। জ সূত্র। তুঃ সং উদার > পা. উলার।

ওঅক। সং বরাহ ✓ব > কব. প্রতি. ✓ওঅ+ক প্রত্যয় = ওঅক(= ৱক) - শূকর। কখনো অ স্থলে আ যোগে ওআক। বর. অমা।

ওয়ানছা। বাং বাংগালীর ছাওয়াল। বাংগালী ✓বাং > কব. প্রতি. ওআন (= ওয়ান) +(ছাওয়াল ✓ছা >) ছা = ওআনছা (ৱানছা) - বাংগালীর সন্তান। কখনো ওয়াঁসা। জোড়কলম, ং > ন। ওয়ানছরাইনি বছা (পা.লি) - বাংগালীদের সন্তান।

ওয়াঁনজুই। বাং বাংগালী জাতি। বাংগালী ✓বাং > কব. প্রতি. ওআন + (জাতি ✓জ >) ✓জ+উই প্রত্যয় = ওআনজুই। ✓জ+ঐ কার প্রত্যয় = জৈ। পা.লি. - ওআনজৈ।

•কুয়াই। সং গুবাক > দে. বাং গুআ (= গুয়া) > কব. প্রতি. কুয়াই - সুপারি। গ > ক, ই-প্রত্যয়। বর. গই।

ওয়াইসা। বাং একবার। বার ✓বা > কব. প্রতি. ✓ওআ+ই প্রত্যয় ওআই+(কাইসা >) সা = ওআইসা (= ওয়াইসা) - একবার, এক খেপ, এক দফা। ওয়াইনুই - দুইবার।

ওয়াতুই। সং বারিবাহ। বারি ✓বা > কব. প্রতি. ✓ওআ (ৱা) +বাহ বা বহন করে নিয়ে যায় বলে 'তুই' =. ওআতুই, (= ওয়াতুই (ৱাতুই) - বারি বহনকারী, মেঘ। বৃষ্টি। ওয়াতুই ফাইখা - মেঘ (বৃষ্টি) এসেছে।

ওয়ানা। সং ভাবন ✓বন > কব. প্রতি. ✓ওঅন > স্বার্থিক আ-কার যোগে ওয়ানা - চিন্তা করা। কখনো 'ওন'। সং বিভাবনা - চিন্তা করা।

অন্তঃস্থ ৱ > বর্গীয় ব। তুঃ সং দ্বাদশ > মা. দুবদস। ধৌ-জৌ দুবাদশ। কৌ. দুৱাডস। পা. বাবস > বাং বার। দ্বা ✓ৱা > বাং প্রতি.বা। দ, ড > ব। বকারী ভবন।

বাই। সং দ্বারা ✓ৱা > কব. প্রতি. ✓বা+ই প্রত্যয় = বাই - দ্বারা, দিয়া। সং দ্বি শব্দ প্রাকৃতে অপভ্রংশে 'দি' বা 'দুবা'; বাংলায় 'বা' অথবা 'দো'। সং দ্বীনি (সং ত্রীণির সাদৃশ্যে) > বেন্নি > প্রা. বাং বেনি (চর্যা ১, ১৬), পরে লুপ্ত।

ব। হিং ব্ (ওহ্) কব. প্রতি. ব - সে, সর্বনাম পদ।

কবক। সং হেব (আহবান করা) ✓ব > কব. উপ. ক+✓ব+ক প্রত্যয় = কবক - আহবান করা, ডাকা।

ভ [ব্+হ]> ব।

বিখা। সং ভিক্ষা > কব. প্রতি. বিখা - প্রার্থনা, দানরূপে প্রদত্ত বস্তু। বাং ভিখ, ভিক্ষার কথ্যরূপ।

কবাই। সং ভগ্ন ✓ভ > কব.প্রতি. ✓ব+আই প্রত্যয় = বাই - ভগ্ন হওয়া। ক্রি। উপ. ক+বাই = কবাই - ভগ্ন। বিণ। সমীভবনে কাবাই। উপ. সে+বাই = সেবাই - ব্যক্তি বা প্রাণীর দ্বারা ভগ্ন হয়েছে এমন। ক্রি। বর. চিফায।

বাগ। সং ভাগ > কব. প্রতি. বাগ - অংশ। বাগ+(কাইসা >)সা = বাগসা - একভাগ। প্রথমভাগ। বাগ+(কুনুই >) নুই = বাগনুই - দুইভাগ।

বুবাগরা। সং ভূ+ভাগ (ভগের)+রাজা। সং ভূ > কব. প্রতি. ✓বু+(সং ভাগ >) ✓বাগ+(পা. রাআ >) রা = বুবাগরা - ভূভাগের অধিপতি, রাজা।

বান্দাল। সং ভাণ্ডার > কব. প্রতি. বান্দাল। তৈবান্দাল - জলেব ভাণ্ডাব। স্থানের নাম।

বাচুই। সং ভ্রাতৃজায়া > বাং ভাজ > বর. প্রতি. বাঁজৈ ✓বাজ > কব. প্রতি. ✓বাচ+উই প্রত্যয় = বাচুই - বৌদি। জ > চ।

বাই। সং ভ্রাতৃকা ✓ভা > অস. প্রতি. ✓বা+ই প্রত্যয় = বাই > কব. বাই - দিদি, বড়বোন। তুঃ বাংলায় সম্বোধনে 'দিদি ভাই'।

বি। সং ভগ্নী ✓ভ > কব. প্রতি. ✓ব+ই-কার স্বার্থিক প্রত্যয় = বি - দিদি। উপ. ব+বি = বিবি - দিদি, তাহার দিদি। পরাগত সমীভবন।

বাতি। সং ভ্রাষ্ট > বাং ভাটি > কব. প্রতি. বাতি - মদ চুয়াইবাব পাত্র বা স্থান। হিং ভট্টী।

বুবাইনা। বাং ভাগিনা > কব. প্রতি. বাইনা। উপ.বু+বাইনা = বুবাইনা - ওর ভাগিনেয়। বর. বিমনায়।

বুবুক। বাং (নাড়ী) ভুড়ি ✓ভুড় > অস. প্রতি. ভুরু ✓ভু > বর. প্রতি. ✓বু। উপ. বি+✓বু = বিবু > কব. উপ.ব+✓বু+ক প্রত্যয় = বুবুক - অন্ত্র (Intestine)। সমীভবন।

বাল। বাং ভার > কব. প্রতি. বাল - কাঁধে ভার বহন কবা অর্থে। বাং বার = ভার, বোঝা। সং বহ্ ✓ব > স্বার্থিক আ-কার যোগে বা - বহন করা। প্রা. বাং বাওয়া ✓বা।

বরক। সং ভোট > বর. প্রতি. বর্দ, বডো > বড়ো > কব. প্রতি. বড়+ক প্রত্যয় = বড়ক > প্রতি. বরক - বড়ো বা বর জাতি। ভ > ব, ট > দ, ড > ড়, র।

ভ [ব্+হ]> ব্র (= ওঅ)।

বাসুয়া। সং-অশুভ > কব. প্রতি. বা (< সংমা)+শুভ > ✓শু+স্বার্থিক আ-কার = শুআ (= শুয়া) = বাশুআ (বাশুয়া) = বাষুয়া। শুভ নয় যাহা। পা,লি. সং মা > বা - 'না' অর্থে। অ স্থলে আ (= য়া)। তুঃ মা. বম্মহ শৌ.মম্মধ = মন্মথ। (প্রাকৃত প্রবেশিকা - উলনার।)

ওয়াই। বাং ভাসুব ✓ভা > কব. প্রতি. ✓ওআ+ই প্রত্যয = ওযাই (ৱাই)
স্বামীব বড ভাই। ভাসুব জাযা - ওযাইজুক। জুক স্ত্রী লিঙ্গ প্রত্যয। বব. বেওয়ায - জ্যেষ্ঠ শালী, কনিষ্ঠ ভাইযেব জাযা (সম্মানার্থে)।

বুআই - বাং ভাই > বব. প্রতি. বেওযাই > কব. প্রতি. বুআই (= বুযাই) - ছোট বোনেব বব। ছোট বোনেব বব অনুজ তুল্য বলে বুযাই (ভাই)। বুআইজুক - কনিষ্ঠ ভাইযেব জাযা।

ভ [ব্র+হ] > হ, জ। তুঃ সং ভবতি > পা. হোতি।

হুক। সং ভূমি ✓ভূ > কব. প্রতি ✓হু+ক প্রত্যয = হুক - ভূমি, জুমভূমি।

❋ জুম। সং ভূম ✓ভূ > কব. প্রতি. ✓হু। পালিব হু ধাতুব হ-কাব স্থানে জ কাব আদেশ হয়। যেমন, ✓হু-জুহোতি, জুহ্বতি [১৩নং সূত্র, ১৩৫ পৃঃ পা. ব্যাকবণ]। এস্থলে ✓হু - জু+ম পা. প্রত্যয = জুম [২০৪ পৃঃ ৪৬নং সূত্র, পা. ব্যাকবণ]। সং ভূম ✓ভূ >✓হু+ক প্রত্যয = হুক - জুম।

হিন। প্রা. বাং ভন > বব. প্রতি. হন > কব. স্বার্থিক ই কাব যোগে হিন বলা। তা হিনদি - বলো না।

হিলিক। বাং ভাবী ✓ভবি > কব. প্রতি. সমীভবনে ✓হিলি+ক প্রত্যয = হিলিক - গুরুভাব, ওজন। ব > ল।

কাহাম। বাং ভাল > বব. প্রতি. হাম > কব. হাম, ভাল। উপ. ক+হাম = কাহাম, সমীভবন। ল > ম। সং ভদ্র > পা. ভড্ড > প্রা. বাং ভল্ল > বাং ভাল। পা. হিম্বতি (ভূ) - ভালবাসে। পা. হিম্বতি > কব. হাম (?)

ব্যতিক্রম ঃ

কব। সং ভ্রান্তি ✓বান্তি > বব. প্রতি. উপ. গ+বাস্থি = গবাস্থি ✓গব > কব. প্রতি. কব - ভুল কবা বা হওযা। ববত্তে ভ উহ্য, শুধু গ-উপসর্গ যোগে উচ্চাবণ ভিত্তিক পবিবর্ত্তন।

ম > প, ফ।

সাপল। সং মলন [মল্+অন]✓মল > কব. প্রতি. ✓পল। উপ. সা+✓পল = সাপল - মাখা, মিশান। মাইবগ সাপলাই চাদি - ভাতগুলো মেখে খাও।

ফনা। সং মুদ্রা ✓মদা > কব. প্রতি. ফনা ২৬, দেবাবাধনা কালে বিবিধ ভঙ্গীতে কবাঙ্গুলি বিন্যাস। ম > ফ, দ > ন। খুর্ম্ম ফনা কাবমনি - কুর্ম্ম মুদ্রা ত্যাগ কবা হল।

কবাঙ্গুলি বিন্যাসে মুদ্রাটির আকাব কচ্ছপেব আকৃতি ধাবণ কবে বলে একে কুর্ম্ম মুদ্রা বলা হয।

ম > ল, ব

সল। সং সম (অনুরূপ, সমান) > কব. প্রতি. সল - সদৃশ, অনুরূপ। ৬নং সূত্র।

চবা। সং সমিৎ (সংগ্রাম, যুদ্ধ) ✓সম > কব. প্রতি. ✓চব+স্বার্থিক আ-কাব = চবা - যুদ্ধ। ১।খ, ৩নং সূত্র।

বা। সং মা (নিষেধার্থক 'না' অর্থে) > বা + (শুভ >) ষুআ/ছুআ = বাষুআ/বাছুআ - শুভ নয যাহা। ৩নং সূত্র। সম্ভবতঃ সমস্ত ভাষায় একমাত্র এক্ষেত্রেই সংস্কৃত নিষেধার্থক 'মা' থেকে না অর্থে বা-এব ব্যবহাব কবা হযেছে।

য > সংস্কৃত উচ্চারণ ইঅ(= য), বাংলা উচ্চাবণ বিকবণে জ, চ, ছ। তুঃ সং যথা > মাহা. জধা, জহা।

মিআ। সং কল্য ✓ল্য > কব. প্রতি. মিআ ১৯ (পা.লি) - গতকাল, অতীতকাল ✓ল > ম+(য-এর সহগ প্রতীক (্য) য-ফলা >) ইঅ +স্বার্থিক আ-কাব = (ম+ইঅ+আ) মইআ > মিআ/মিযা। তুঃ সং ব্যাপক > বিআপক, চর্যা ৯। ্য (য-ফলা) = ইঅ।

জাদুকলিজা। বাং যাদু > কব. প্রতি. জাদু - প্রিয়, স্নেহসূচক সম্ভাষণ শব্দ। য উচ্চারণ বিকবণে জ। 'জাদু কলিজা' প্রিযজনকে সম্ভাষণ সূচক কলিজা (কলজে) বা অন্তর থেকে উৎসারিত গান। জুম সংগীত।

খনজু। প্রা. বাং কন্নযুগ (ল) ✓কন্ন > কব. প্রতি. ✓খন+(যুগ ✓যু >) উচ্চারণ বিকবণে জু = খনজু - কর্ণযুগল।

চুআক। দে, বাং যই, যৈ। সং যবাগূ (যব) > প্রাকৃত. উচ্চারণ বিকরণে জবাগূ > ম. প্রাকৃত. জআউ > অপ. জআউ > বাং জাউ (যব থেকে তৈরী মণ্ড)> বর. জৌ (যবের মণ্ড থেকে তৈরী মদ্য) > কব. প্রতি. চৌঅ/চৌঅক > চুআক/চুআরক - যব থেকে তৈবী তরল নির্যাস বা মদিরা।

২) দে. বাং জাউ (মণ্ড) > বব. জৌ - যৈ বা যবের মণ্ড থেকে তৈরী মদ্য > কব. প্রতি. (জৌ >) চু+(সং আবক >) আবক = চুআরক > চুআক - যবেব মণ্ড থেকে তৈরী মদ্য। পা.লি. - চৌঅক/চৌঅ ১৯।

আচু। সং আর্য্যক ✓আয > কব. প্রতি. ✓আচ+স্বার্থিক উ-কার = আচু - পিতামহ, মাতামহ। জ > চ দ্রঃ।

আচুই। সং আর্যকা ✓আয > কব. প্রতি. ✓আচ+উই প্রত্যয় আচুই - পিতামহী, মাতামহী। য > চ। জ > চ দ্রঃ।

ছান। সং যাজ্ঞা ✓যাঞ > কব. প্রতি. ছান। কোন কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা। ঞ > ন। সং যাজ্ঞা শব্দের পুরানো উচ্চারণ ছিল 'জাচিঙ্গা'। এখন এর উচ্চারণ করা হয় 'জাচ্‌ন্যা'।

চুং। সং বযম ✓যম > প্রা. বর. প্রতি. জং, জুং > আধু. বর. জৌং > কব. প্রতি. চুং - আমরা। য-উচ্চারণ বিকরণে জ। ম > ং।

র > ল। তুঃ সং রোম > পা. লোম।

তাল। হিং চনদার ✓দার > বর. প্রতি. দান > কব. প্রতি. তাল - চন্দ্র। দ > ত, র > ন > ল।

হিলিক। বাং ভারী ✓ভরি > কব. প্রতি. হিলি+ক প্রত্যয় = হিলিক গুরুভার। সমীভবন।

বাল। বাং বার (ভার) > কব. প্রতি. বাল - ভার বা বোঝা বহন করা অর্থে। বাং বা - বহন করা।

হলং। বাং পাথর ✓থর > কব. প্রতি. ✓হল+ং প্রত্যয় = হলং - প্রস্তর। থ > হ। উপ. ক+✓থর = কথর - শিলা।

খলাই। সং কর্ > কব. প্রতি. ✓খল +আই প্রত্যয় = খলাই - করা। পা. লিপিতে কোথাও 'খনাই'। বর. খালাম।

কলম। সং ঘর্ম্ম > বাং প্রতি. গরম > বর. প্রতি. গলম, গ'ল'ম > কব. প্রতি. কলম - উষ্ণ।

সিকলা। বাং ছোকরা > কব. প্রতি. সিকলা - যুবক। অবিবাহিত যুবক। বাংলাতে ছোকরা শব্দ সাধারণতঃ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়।

সিকলি। বাং ছোকরি > কব. প্রতি. সিকলি - অবিবাহিত যুবতী, যুবতী।

লামা। প্রা. রাহা ✓রা > কব. প্রতি. ✓লা+ম প্রত্যয়+সমীভবনে আ-কার = লামা - পথ।

র > ন, দ।

বাহান। প্রা. বর. বেদৎ > আধু. বর. বেদর ✓দর > কব. প্রতি. ✓হন। উপ. বা+✓হন = বাহান - মাংস। প্রগত সমীভবন। তলিত দ্রঃ।

ফানতক। সং বার্ত্তাকু ✓বারত > বর. প্রতি. ✓ফানথ+আও প্রত্যয় = ফানথাও, ফাম্থাও > কব. প্রতি. ✓ফানত+ক প্রত্যয় = ফানতক - বেগুন। ত > থ > ত।

রিং। বাং ডাকা ✓ড(= র) > কব. প্রতি. ✓র+ইং প্রত্যয় = রিং। (✓র >) ন + উং প্রত্যয় = নুং - ডাকা। প্রাকৃত যুগে ড কে ড় (= র)রূপে উচ্চারণ করা হতো। সূত্র ঃ ড (= ড়) = র = ল = ন = ম।

দুদরাই। সং রুদ্রাক্ষ ✓রুদ্‌র > কব. প্রতি. ✓দুদ্‌র+আই প্রত্যয় = দুদ্‌রাই - রুদ্রাক্ষ গোটা।

ল > র। তুঃ সং কিল > পালি. কির।

বুকুর। সং বল্কল ✓কল > কব. প্রতি. উপ. বু+✓কর = বুকুর - বাকল। প্রগত সমীভবন।

নারিকারা। বাং নারিকেল > কব. প্রতি. নারিকাবা। বর. নালিখর, নালেংখর।

সারুক। বাং সালিক > কব. প্রতি. সারুক। সং সারিকা পাখি।

থেনক্রুই। বাং তেঁতুল ✓তেঁ > কব. প্রতি. ✓থেন+(✓তুল >) তুর+উই প্রত্যয় = তুরুই (= ক্রুই) = থেনতুরুই, থেনক্রুই। বর. থিনথালাং। ত > থ, ঁ > ন, ল > র।

বাল। বাং ভার > কব. প্রতি. বাল। বোঝা বহন করা। বাং ভার = বাংবার (বোঝা, বোঝা বহন করা) > কব. প্রতি. বাল (বোঝা বহন করা) = কব. প্রতি. বাম (কোলে বহন করা) = বর. প্রতি. বান। র = ল = ম = ন। বাং বা- বহন করা।

ল > ন। তুঃ সং লাঙ্গ > পা. নঙ্গল (নাঙ্গল)।

না। সং ✓লভ্‌ (লওয়া) > পালি. প্রতি. নী > কব. না - লওয়া। সং লভ্‌ (লওয়া) > প্রা. বাং প্রতি. লেহ > ম. বাং প্রতি. লও > বাং নাও - লওয়া।

নাং। বাং লাগা ✓লা > কব. প্রতি. ✓না+ং প্রত্যয় = নাং - লাগা। উপ. ফ+নাং = ফনাং - লাগানো। ইয়াক তা ফনাংদি - হাত লাগিও না।

ল > ং অনুস্বার।

হমচাং। বাং মশাল > হ (র)+(✓মশাল >) কব. প্রতি. ✓মচাং - অগ্নি প্রজ্জ্বলিত মশাল। মধ্যবর্ত্তী বর্ণ র লুপ্ত (Syncope)। শ > চ।

জাংগিনি। বাং চালুইন, চালনি ✓চাল > কব. প্রতি. ✓জাং+(ছাকনি ✓কনি >) কব. প্রতি. ✓গিনি = জাংগিনি। চ > জ, ক > গ। সমীভবনে গিনি।

ল > ম।

হাম। বাং ভাল > কব. প্রতি. হাম। ভা > হা, উপ. ক+হাম = কাহাম। সমীভবন।

মিয়া। সং কল্য ✓ল্য > কব. প্রতি. মিআ, মিয়া। য-এর সহগ প্রতীক ্য- ফলা ইঅ-এর মতো উচ্চারণ। স্বার্থিক আ-কার। গতকাল, অতীতকাল (পা.লি)। য > ইঅ দ্রঃ।

শ > চ। তুঃ সং শব > পা. চব। সং (তাঁত) শাল > বর. চাল।

মিচরম। সং শ্রম > বর. প্রতি. উপ. ম+✓চ্রম = ম্রচম > কব. উপ. মি+চ্রম = মিচ্রম - শ্রমকারী প্রাণী, পিপীলিকা।

চিবরুই। সং শিবানী ✓শিব > কব. প্রতি. ✓চিব+(নী থেকে সূত্রানুযায়ী রই >) কব. প্রতি. ✓রুই = চিবরুই, ন > র। শিবানী বা শিবের নারী। উপ. বু+(নারী ✓রী) রুই = বুরুই - নারী।

হমচাং। সং মশাল ✓মশাল > কব. প্রতি. হ (র)+ ✓মচাং = হমচাং। ছোট লাঠি বা দণ্ডের মাথায় তেল মাখান নেকড়া, চট ইত্যাদি জড়িয়ে প্রস্তুত বড় বাতি বিশেষ।

. সিংলি। সং শিরদণ্ড ✓শির > বর. প্রতি. ✓চিন (চ্রিনি) হারা। র > ন। চ্রিনি দ্বিত্ব হয়েছে। আধু. বর. (হাড় >) হাড়া, হারা। কব. চিনচ্রিনি ✓চিননি > কব. প্রতি. সিং+(নি >) লি = সিংলি - মেরুদণ্ড।

শ > ছ।

আছা। সং আশা > কব. প্রতি. আছা - আকাঙ্খা। বর. আছা।

ছিয়াল। বাং শিয়াল > কব. প্রতি ছিয়াল। বর. চিয়াল।

শ > স। তুঃ সং শুনক > পা. সুনখ।

অসা। সং আশ্বিন > কব. প্রতি. অসা। বাংলা বৎসরের ৬ষ্ঠ মাস। অসা মতাই - আশ্বিন মাসে যে দেবতাকে পূজা করা হয়। দূর্গা দেবী।

সুক। সং দনশ্ ✓শ > কব. প্রতি. ✓স+উক প্রত্যয় = সুক - দংশন করা, হুল ফুটানো।

মুসুক। সং পশু ✓শু > কব. প্রতি. উপ. ম + ✓সু + ক প্রত্যয় = মুসুক - গরু। পরাগত সমীভবন। প্রাচিন ভারতে 'পশু' বলতে সমস্ত প্রকার চতুষ্পদ প্রাণীকেই বুঝাত। বর. মাঁষৌ, মুসৌ।

সুই। সং শ্ব ✓শ > কব. প্রতি. ✓স+উই প্রত্যয় = সুই - কুকুর। বর. চৈ।

মসা। সং শার্দূল ✓শা > কব. প্রতি. উপ. ম+✓সা = মসা - বাঘ। বর. মৈষা, মৈছা।

সিকাম্বুক। সং শম্বুক ✓শ > কব. প্রতি. স্বার্থিক ই-কার যোগে ✓সি+(সং কম্বু >) স্বার্থিক আ-কার যোগে ✓কাম্বু+ক প্রত্যয় = সিকাম্বুক। বর. চামু < শামুক।

সিকরুক। সং শকুন ✓শকন > কব. প্রতি. স্বার্থিক ই-কার ✓সিকর+উক প্রত্যয় = সিকরুক - গৃধ্র। ন > র। বর. চিগুন, শিগুন। দে, বাং শিকরা - বাজপাখি।

সু। সং শুল্ব ✓শু > কব. প্রতি. সু - পরিমাপ করা। বর. সু/চু। সং শুল্ব সূত্র - (যজ্ঞের ভূমি) পরিমাপ সূত্র।

বুসুন্দা। সং শুণ্ড > কব. প্রতি. উপ. ব+✓সুন্দা = বুসুন্দা - হাতীর শুঁড়। সমীভবন। স্বার্থিক আ-কার। বর. (মিদৎ/মৈদের) ছিন্দায়।

সুবরাই। সং শিব ✓শব > কব. প্রতি. স্বার্থিক উ-কার ✓সুব+(পা. রাঅ ✓রা >) রা+ই প্রত্যয় = সুবরাই - শিবরাজা। বর. চিবরাই।

সিংলি। সং শির দণ্ড ✓শির > কব. প্রতি. স্বার্থিক অনুস্বার ✓সিং+(দণ্ড, ✓দ > ল) প্রগত সমীভবনে লি = সিংলি - মেরুদণ্ড। প্রা. বর. চিনচিনি হাড়া। আধু. বর. হাড়া। ২। চিন চিনি ✓চিননি > কব. প্রতি. ✓সিং+(✓নি >) লি = সিংলি। ন > ং। শ > চ > স।

সাক। সং শরীর ✓শ > কব. প্রতি. স্বার্থিক আ-কার ✓সা+ক প্রত্যয় = সাক - দেহ। বব. মাঁদীম।

সুং। সং শুধান ✓শু > বর. প্রতি. স্বার্থিক ং অনুস্বার চুং > কব. প্রতি. সুং - জিজ্ঞাসা করা। অস. সুধি। শ = চ = স।

সিমালুং। শ্মশান ✓শমান > কব. প্রতি. স্বার্থিক ই-কার ✓সিমাল+উং প্রত্যয় = সিমালুং - মশান। ন > ল, শ লুপ্ত, হ্রস্বীকরণ (Syncope)।

শ > হ।

হর। সং শর্ব্বরী ✓শর > কব. প্রতি. হর - রাত্রি। বর. হর।

হালাহালি। দে. বাং শালাশালি > কব. প্রতি. হালাহালি - স্থানের নাম।

ষ > স, চ।

সম। সং কৃষ্ণ > প্রা. বাং প্রতি. কিসন ✓সন > কব. প্রতি. সম - কাল রং, অন্ধকার। উপ. ক+সম = কসম, কাল। বিণ। ন > ম।

মুচুং। সং ইষ ✓ষ > কব. প্রতি. ✓চ। উপ. ম+✓চ+উং প্রত্যয় = মুচুং - ইচ্ছা করা। পরাগত সমীভবন।

স > চ।

চামাই। সং সম্বন্ধ ✓সম > কব. প্রতি. ✓চম+আই প্রত্যয় = চমাই > সমীভবনে চামাই - যার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। বৈবাহিক।

কিচিং। সং সখি > আ. বর. প্রতি. চুকি। প্রা. বর. প্রতি. উপ. বি+সিগি = বিসিগি ✓সি > কব. প্রতি. উপ. ক+✓চি+ং অনুস্বার প্রত্যয় = কিচিং - বন্ধু। পরাগত সমীভবন। সং সখি শব্দ উভয় লিঙ্গ বলে তা থেকে বুৎপন্ন কিচিং শব্দের অর্থ বন্ধু এবং বান্ধবী দুই-ই হতে পারে।

চন্তাই। সং সন্ত > কব. প্রতি. ✓চন্ত+আই প্রত্যয় = চন্তাই। উচ্চারণে চোন্তাই (পা.লি.) - সাধু পুরুষ, চতুর্দ্দশ দেবতা বাড়ীর পূজক। সং সাধু > বর. চাদু।

আচুক। সং আস্ (বসা) > প্রা. কব. প্রতি. ✓আচ > আচো, আচৌ ১৯, আচৌগ > আধু. কব. ✓আচ+উক প্রত্যয় = আচুক - বসা। ও, ঔ, উক প্রত্যয়।

চবা। সং সমিৎ (সংগ্রাম, যুদ্ধ) ✓সম > কব. প্রতি. ✓চব+স্বার্থিক আ-কার = চবা - যুদ্ধ। (কোন কোন উপভাষাতে ম কখনো কখনো ব-তে রূপান্তরিত হয়। ম > ব। মা. বম্মই শৌ. মন্মধ = মন্মথ। প্রা. প্রবেশিকা, ২৫নং টীকা। - উলনার)।

স > ছ।

ছামপা। সং সমীপ > কব. প্রতি. ছামপা - নিকট। স্বার্থিক আ-কার।

বছাঁই। সং স্বামী > দে. বাং প্রতি. সাঁই (> হাঁই) > কব. প্রতি. ছাঁই - পতি। উপ. ব+ছাঁই = বছাঁই/বসাঁই - ওব স্বামী। বর. চুয়ামী।

স > হ।

হরুয়া। বাং সরিষা > দে বাং প্রতি. হউরা, হইরা > কব. প্রতি. হরুয়া। বর. বেছর।

হমান। সং সমান > কব. প্রতি. হমান - প্রায়শ, সম পরিমান।

হাওর। বাং সায়ব > কব. প্রতি. হাওব - বিশাল জলাভূমি। চম্পা হাওর - স্থানের নাম।

হাংগ্রাই। সং সংক্রান্তি ✓সংক্রা > কব. প্রতি. হাংগ্রাই - মাসের শেষ দিন। সং > হাং+(ক্রা >) গ্রা+ই প্রত্যয।

হাপ্তা। সং সপ্তাহ > কব. প্রতি. হাপ্তা - সাতদিন। সালসিনি - সাত দিন। হাতি বাবসা - সপ্তাহে একদিন হাট বসত বলে এক বাজাব বাবেব দিন থেকে পববর্ত্তী বাজাব বারেব মধ্যবর্ত্তী দিনগুলোকে হাতি বারসা বা এক সপ্তাহ বলা হতো।

হাপ। সং সংসন্ময়তি > প্রা. সন্মাঅই > প্রা. বাং সামাঅ > বাং সমাঅ > দে.বাং হাম > কব. প্রতি হাপ - প্রবেশ কবা। প = ম প্রত্যয়। অতীত কাল সূচক 'ইল' প্রত্যয় যোগে সমাইল > সমাইড়, চর্যা ২।

হ > অ।

অর (হর)। সং হর > প্রা. কব. প্রতি. অর ৩৫ > বর. অর '- অনল, অগ্নি। কব. হর।

অং। সং ভব ✓ভ > কব. প্রতি. ✓হ > কব. প্রতি. ✓অ+ং প্রত্যয় = অং - হওয়া। তুঃ বাং ভন > বর. প্রতি. হন> কব. হিন - বলা।

আই। বাং পোহান ✓হা > কব. প্রতি. ✓আ + ই প্রত্যয় = আই - রাত পোহান। হর আইখা - রাত পোহিয়েছে।

সং হ > খ। হ > স।

খক। সং হরণ ✓হ > কব. প্রতি. ✓খং+ক প্রত্যয় = খক - চুরি করা। ৪ নং সূত্রেব বিপবীত ক্রম হ > খ। প্রাণীবাচক উপ. সি+খক = সিখক - যে হরণ কবে, চোর।

সেনার। বাং হেলান > কব. প্রতি. সেনার। ঠেসান, হেলিয়া অবস্থান করা।

হ > দ। হ > অ।

আদা। সং আহার > দে. বাং প্রতি. আদার > কব. আদা - নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর খাবার। র লুপ্ত। হ্রস্বীকরণ (Syncope)।

আও। বাং হাঁ > কব. প্রতি. ✓আ+(আ)ও প্রত্যয় = আও - সম্মতি সূচক ধ্বনি।

ক্ষ [ক্+ষ] > ক। তুঃ সং দক্ষিণ > প্রা. দকখিন। ক্ষ = কখ। সং পক্ষী > বাং পকখী (উচ্চারণে)।

বিকা। সং ভিক্ষা > কব. প্রতি. বিকা (= বিখা) - প্রার্থনা, দান।

কাপ। সং আক্ষেপ ✓ক্ষেপ > কব. প্রতি. কাপ - বিলাপ, খেদোক্তি, ক্রন্দন। ২। সং বিলাপ > পা. লাপ ✓প > কব. উপ. কা+প = কাপ - ক্রন্দন করা। এর গাপ।

ক্ষ [ক্+ষ] > খ।

বখা। সং বক্ষ ✓ক্ষ > কব. প্রতি. ✓খ + স্বার্থিক আ-কার = খা - হৃদয়, মন। উপ. ব+খা = বখা - হৃদয়, মন।

খুই। সং ক্ষুধা ✓ক্ষু > কব. প্রতি. ✓খু+ই প্রত্যয় = খুই - ক্ষুধা। অ(ক) খুইখা - পেটে খিদে পেয়েছে। হ্রস্বীকরণ (Syncope)।

খেমা। সং ক্ষমা > কব. প্রতি. খেমা - মার্জনা করা।

খিব। সং ক্ষিপ্ > কব. প্রতি. খিব - নিক্ষেপ করা। প > ব।

খিথার। সং ক্ষিপ্ ✓ক্ষি > কব. প্রতি. খি+থার প্রত্যয় = খিথার - বলপূর্বক নিক্ষেপ করা। থার প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

দখিন। সং দক্ষিণ > প্রা. প্রতি. দকখিন > কব. দখিন। হ্রস্বীকরণ (Syncope)।

খিলি। সং ক্ষেল > প্রা. প্রতি. খেল > কব. প্রতি. খিলি - সঞ্চালন করা, নড়ানো। ওয়াইং খিলিমানি - দোলনা দোলানো।

রুংখু। সং ক্ষুদ্র ✓ক্ষু > কব. প্রতি. ✓খু (ক্ষুদ্র অংশ)। (মাইরুং ✓রুং >) রুং+খু = রুংখু - চালের ক্ষুদ্র অংশ, খুদ।

খাই। সং ক্ষয় ✓ক্ষ > কব. প্রতি. ✓খ+আই প্রত্যয় = খাই - হ্রাস করা। কমানো। সং ক্ষয় > প্রা. বাং খত্র।

লাখোআ। সং রক্ষাপাল > প্রা. রাখআল > কব. প্রতি. লাখোআ - রাখয়ালী, রাখাল। র > ল, অন্তঃস্থিত্ ল লুপ্ত। হ্রস্বীকরণ (Syncope)। প্রা. রাখআল > বাং রাখাল।

ক্ষ [ক+ষ] > সং। ষ = চ। ষ = স। ষ = ছ। তুঃ সং ক্ষণ > মাহা. ছন।

সিং। সং ক্ষণ ✓ষণ > কব. প্রতি. স্বার্থিক ই-কার সিং - ক্ষণিক সময়। ণ > ং অনুস্বার। নাই (দেখা)+সিং = নাইসিং - ক্ষণিক অপেক্ষা করে দেখা। মাই (ধান)+সিং = মাইসিং - ধান্য বা ফসল কাটার সময়, শরৎকাল।

চব। সং ক্ষর ✓ষর > কব. প্রতি. চর - ক্ষরণ, বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়া।

ছিল। সং ক্ষরি ✓ষর > কব. প্রতি. স্বার্থিক ই-কার ✓ছিল+নাই = ছিলনাই নাপিত। র > ল। দে. বাং নাপিতকে 'শীল' বলা হয়।

ন ৯ ম। ন (= ণ) = ম = ং (= ঙ) = ঞ = ঁ চন্দ্রবিন্দু। ৭নং সূত্র।

হিম। সং হিণ্ড ✓হিন > কব. প্রতি. হিম - হাঁটা।

রিসুম। বাং রসুন > কব. প্রতি. রিসুম - পিঁয়াজের মতো আকার বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ কন্দ বিশেষ। সং লসুন। বর. সমব্রাম।

সম। সং কৃষ্ণ > প্রা. বাং প্রতি. কিসন ✓সন > কব. প্রতি. সম - কৃষ্ণবর্ণ। উপ. ক+সম = কসম। বিণ।

মগদাম। বাং মকধান > কব. প্রতি. মগদাম - ভুট্টা, মকাই। ক > গ, ধ > দ।

মামখা। কব. মানখা > প্রতি. মামখা - পেয়েছি। হিং মিল > মান - পাওয়া।

কাম চুলুই। কব. কানচুলুই > কব. প্রতি. কাম চুলুই - গায়ে জড়ানোর পট্টবস্ত্র বিশেষ। আধু. জামা। সং গাত্র ✓গাত > বর. প্রতি. গান > কব. প্রতি. কান+(সং চেলি >) চুলুই = কানচুলুই > কামচুলুই। সং চেলি > দে. বাং চেলু ✓চলু > কব. সমীভবনে চুলু+ই প্রত্যয় = চুলুই, জামা। বর. গোছলা, গোশ্লা।

ন > ঞ।

নাচাই। ন+আচাই = ঞাচাই (পা.লি) - জন্ম গ্রহণ করেনি এমন। ঞাচাই নাথং - জন্মাবধি বধিব।

নাগফা। সং নাগ > ঞাগ(+ফা) = ঞাগফা - নাগের পিতা।

ন > ং অনুস্বার। ঁ চন্দ্রবিন্দু

পুংখি। কব. পুনখি = কব. প্রতি. পুংখি - ছাগলের বিষ্টা।

মাঁইয়া। কব. মানইয়া = কব. প্রতি মাঁইয়া - পারিনি, পাইনি।

ম > ং (= ঙ) অনুস্বার। ন

তুই কাং। সং তোয় কাম > কব. প্রতি. তুই কাং - জলার্থী, পিপাসার্ত।

বংরাই। সং ভ্রমর > দে, বাং প্রতি. বমরাই > কব. প্রতি. বংরাই - ভ্রমর।

মুইখুন। সং কুসুম ✓কু+ম > প্রা. কব. ক্ষুম (পা.লি) > আধু. কব. খুম। মৈ (খাদ্য, সব্জী)+খুন = প্রা. কব. মৈখুন। আধু. কব. মুইখুন - (সব্জীরূপে ব্যবহৃত) কলার ফুল বা মোচা। ক > ক্ষ > খ।

কাছিং। দে. বাং কাছিম > প্রা. কব. কাছিং (পা.লি.)।

ং অনুস্বার >. ম।

মতম। প্রা. কব. মতং ৩৬ (পা.লি.) > আধু. কব. মতম - সুগন্ধ। বর. মীনাম। তুঃ সং বরং > বরম > বর. চর্যা ৩৯।

ঞ > ন।

ছান। সং যাজ্ঞা ✓যাঞ > কব. প্রতি. ছান - প্রার্থনা করা। উচ্চারণ বিকরণে প্রচীন বাংলায় অন্তঃস্থ য বর্গীয় জ রূপে উচ্চারিত। তৎপর জ > ছ।

সির। সং সিঞ্চন ✓সিঞ > মধ্যবর্ত্তীরূপ সিন(?) > কব. প্রতি. সিল > প্রতি. সির - সিঞ্চন করা। একপাত্র থেকে অন্যপাত্রে ঢালা। ঞ > ন > ল > র।

ঁ চন্দ্রবিন্দু > ন।

কেনজুয়া। বাং কেঁচো > (কেঁ >) কেন+(চ >) জ+উয়া প্রত্যয় = কব. প্রতি. কেনজুয়া।

থেনক্রুই। বাং তেঁতুল ✓তেঁ > কব. প্রতি. থেন+(✓তুল >) তুর+উই প্রত্যয় = তুরুই (= ক্রুই) = থেনতুরুই (=. ক্রুই)। বর. থিনথিলিং।

থানতি। সং তাঁত > কব. প্রতি. থানতি। ত > থ। স্বার্থিক ই-কার প্রত্যয়।

ফান। বাং প্যাঁচ ✓পাঁ > কব. প্রতি. ফান - প্যাঁচানো, জড়ানো। কতগ রি কুফুর ফানই - কন্ঠে শ্বেত বস্ত্র জড়িয়ে। ফিরগই ফাইদি - সোনাচরণ।

বানজি। সং বন্ধ্যা > বাং বাঁজা > কব. প্রতি. বানজি - বন্ধ্যা নারী।

সানজা। সং সন্ধ্যা > বাং সাঁঝ > কব. প্রতি. সানজা - সন্ধ্যাকাল।
• ঝ > জ।

চন্দ্রবিন্দু > ং অনুস্বার।

খাংরাই। সং কর্কট > বাং কাঁকড়া > প্রা. কব. প্রতি. খাঁড়াই (পা.লি) > আধু. কব. প্রতি. খাংরাই।

মুখাং। সং মুখ > প্রা. কব. প্রতি. মখাঁ (পা.লি.) > কব. প্রতি. মুখাং - মুখ মন্ডল।

দেংগি। বাং ঢেঁকি > কব. প্রতি. দেংগি - ধান্যাদি কুটিবার পদ চালিত স্থূল কাষ্ঠ খণ্ড। বর. দেংখি। ক > গ > খ।

জাংগিনি। বাং ছাঁকনি > (ছাঁ >) জাং+পরাগত সমীভবনে গি+নি =কব. প্রতি. জাংগিনি। ছ > জ, বর. জাংগিনি/চানদ্রি।

ঁ চন্দ্রবিন্দু > ম।

ছাম্পারি। বাং চাঁপা > কব. প্রতি. ছাম্পারি, চাঁপাফুল। চ > ছ, স্বার্থিক র স্থলে রি। সং চম্পক > বাং চাঁপা > দে. বাং চম্পা।

ঙ > ম।

এমফ্রু। বাং বেঙ > কব. প্রতি. এম। এ-কার স্থলে এ, ঙ > ম = এম+(অস. পরুয়া ✓পরু > কব. প্রতি.✓ফ্রু = এমফ্রু - ব্যাঙাচি।

॥ ধ্বনি বিলুপ্তি ॥

কক-বরকে পদাদিতে পদমধ্যে এবং পদান্তে স্বরধ্বনি বিলোপের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। স্বরধ্বনি বিলোপের কারণে পদটির আদি এবং প্রকৃতরূপটি অনেক সময় বোধগম্য হয় না।

আপাত দৃষ্টিতে এগুলোকে সন্ধিপদ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো সন্ধিপদ নয়। উচ্চারণেব দ্রুততার জন্যই সাধারণতঃ এ জাতীয় ধ্বনি বিলুপ্তি ঘটে থাকে। কোন কোন স্থলে অবশ্য শব্দের অন্তর সন্ধির (যাউক > যাক) কারণেও এরূপ হতে পারে।

প্রাচিন বাংলা থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা ভাষাতেও এ জাতীয় ধ্বনি বিলোপের নিদর্শন রয়েছে। যেমন, বাক সংযম = বাচংযম - সংযত বাক। বনশ্বাপদ = বনশ্বা (পদ) - ব্যাঘ্র, খট্টাস, শৃগাল ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক বিচাবে একে পদেব 'হ্রস্বীকরণ' (Syncope) বলে।

কক-বরকে ধ্বনি বিলুপ্তির কতিপয় উদাহরণ।

সিযা দো = সিদো - কি জানি, জানি না।

নিয়া+দে = নিদে (?) দেখ না কি ?

মাই+কচাং = মাইচাং - ঠাণ্ডা ভাত।

সম+মছ্ = সমছ - নুন এবং মরিচ (লংকা)

মাই+মুই = মামুই - ভাত ও তরকারী।

(মুই >) মি+ল+ক = মিলক - লাউ।

(তুই >) তি+ল+ক = তিলক - জল রাখার জন্য শুকনো লাউয়ের খোসা।

(তুই >) তি+আরি = তিয়ারি - জলের প্রান্ত সীমা।

(তুই >) তি+পার্ = তিপ্রা - আ-কারের স্থান পরিবর্ত্তন। কোন এক কালে জলেব পারে বসতি ছিল বলে তিপরা।

তাও+আইউং (যুং জ্যেষ্ঠ অর্থে) = তাইউং (যুং) - ধনেশ পাখি।

মাই (প্রাণী)+আইউং (জ্যেষ্ঠ অর্থে) = মাইউং - হাতী।

তাই+কিছা = তাকছা - আরো কিছু।

আনি+মা = আমা - আমার মা।

নিনি+মা = নুমা - তোমার মা।

আনি+ফা = আফা - আমার পিতা।

নিনি+ফা = নুফা - তোমার পিতা।

বিনি+ফা = বুফা - তাহার পিতা।

আনি+তা = আতা - আমার দাদা।

নিনি+তা = নতা - তোমার দাদা।

বিনি+তা = বতা - তাহার দাদা।

নিনি+ছা = নছা - তোমার সন্তান।

বিনি+ছা = বছা - তাহার সন্তান।

আনি+ছা = আংছা (ব্যতিক্রম) - আমার সন্তান।

নিনি+তই = নতৈ/নতই - তোমার মাসী।

আনি+তই = আতৈ/আতই - আমার মাসী।

আনি+হিক = আহিক - আমার স্ত্রী।

নিনি+হিক = নিহিক - তোমার স্ত্রী।

বিনি+হিক = বিহিক - তাহার স্ত্রী।

নিনি+হামজুক = নুহামজুক - তোমার পুত্রবধূ।

বিনি+হামজুক = বাহামজুক - তাহার পুত্রবধূ।

নিনি+বি = নিবি - তোমার দিদি।

বিনি+বি = বিবি - তাহার দিদি।

বিনি+তুই = বতুই - তাহার মত।

নিনি+তুই = নুংতুই - তোমার মত।

আনি+তুই = আংতুই - আমার মত।

আনি+চু = আচু - আমার পিতামহ/মাতামহ।

নিনি+চু = নুচু - তোমার পিতামহ/মাতামহ।

আনি+চুই = আচুই - আমার পিতামহী/মাতামহী।

নিনি+চুই = নুচুই - তোমার পিতামহী/মাতামহী।

নিনি+কিচিং = নিকিচিং - তোমারবন্ধু/বান্ধবী।

বিনি+কিচিং = বিকিচিং - তাহার বন্ধু/বান্ধবী।

নিনি+ছাজুক = নুছাজুক - তোমার কন্যা সন্তান

বিনি+ছাজুক = বুছাজুক - তাহার কন্যা সন্তান।

নিনি+চামারি = নুচামারি - তোমার জামাতা।

বিনি+চামারি = বুচামারি - তাহার জামাতা।

নিনি+ছুক = নুছুক - তোমার পৌত্র/পৌত্রী।

বিনি+ছুক = বুছুক - তাহার পৌত্র/পৌত্রী।

নিনি+অক = নহক - তোমার পেট।

বিনি+অক = বহক - তাহার পেট।

আনি+হানক = আহানক - আমার সহোদর।

নিনি+হানক = নাহানক - তোমার সহোদর।

বিনি+হানক = বাহানক - তাহার সহোদর।

আনি +হানকজুক = আহানজুক - আমার সহোদরা।

নিনি+হানকজুক = নাহানজুক - তোমার সহোদরা।

বিনি+হানজুক = বাহানজুক - তাহার সহোদরা।

আনি+ফাইউং = আংফাইউং - আমার ছোটভাই। (ব্যতি.)

নিনি+ফাইউং = নুফাইউং - তোমার ছোটভাই

বিনি+ফাইউ = বুফাইউং - তাহার ছোটভাই।

নিনি+কারা = নুক্‌রা - তোমার শ্বশুর।

বিনি+কারা = বুক্‌রা - তাহার শ্বশুর।

আনি+কারা = আংকারা - আমার শ্বশুর (ব্যতিক্রম)।

আনি+কারাজুক = আংকারাজুক - আমার শ্বাশুরী (ব্যতিক্রম)

. নিনি+কারাজুক = নুক্‌রাজুক - তোমার শ্বাশুরী।

বিনি +কারাজুক = বুক্‌রাজুক - তাহার শ্বাশুরী।

নিনি+চামাই = নুচামাই - তোমার বৈবাহিক।

বিনি+চামাই = বুচামাই - তাহার বৈবাহিক।

নিনি+বাচুই = নুবাচুই - তোমার বৌদি।

বিনি+বাচুই = বুবাচুই - তাহার বৌদি।

নিনি+সাই = নুসাই - তোমার স্বামী।

বিনি+সাই = বুসাই (বসাই) - তাহা স্বামী।

হিক+সাই+কুনুই = হিচাগনুই - স্বামী এবং স্ত্রী দু'জন।

ফা+ছা+কুনুই = ফাছাগনুই - পিতা এবং পুত্র দু'জন।

মা+ছা+কুনুই = মাছাগনুই - মা এবং সন্তান দু'জন।

নিনি+প্রাংরং = নুপ্রাংরং - তোমার শ্যালক।

বিনি+প্রাংরং = বুপ্রাংরং - তাহার শ্যালক।

আনি+প্রাংরং = আংপ্রাংরং - আমার শ্যালক।

নিনি+প্রাংরংজুক = নুপ্রাংরংজুক - তোমার শ্যালিকা।

বিনি+প্রাংরংজুক = বুপ্রাংরংজুক - তাহার শ্যালিকা।

আনি+প্রাংরংজুক = আংপ্রাংরংজুক - আমার শ্যালিকা।

।। বিভক্তির রূপ ।।

সংস্কৃতেব মতো পালিতেও ছটি বিভক্তি পাওয়া যায। তবে সংস্কৃতেব তিনটা বচন পালিতে নেই। সংস্কৃতেব দ্বিবচনটি পালি ভাষান্তবে উঠে গিযে একবচন ও বহুবচন দুটি মাত্র বচন বক্ষিত হয়েছে।

কক-ববকেও পালিব মতো একবচন ও বহুবচন বক্ষিত হযেছে; দ্বিবচন নেই। কক-ববকেব বিভক্তিব রূপগুলোও সংস্কৃত, পালি এবং বাংলা ভাষা থেকে পবিবর্তিত আকাবে নেওযা হযেছে। কোন একটি ভাষা তেকে এককভাবে নেওযা হযনি বলেই মনে হয। পালিতে চতুর্থী ও পঞ্চমীব বহুবচনেব রূপ অনেক জাযগায ষষ্ঠী ও তৃতীয়াব বহুবচনেব মতো। কক-ববকে প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বহুবচনেব বিভক্তিব রূপ একই প্রকাব। একবচনে দ্বিতীযা ও চতুর্থীব রূপ এবং পঞ্চমী ও ষষ্ঠীব একবচনেব রূপেব মধ্যে কোন প্রভেদ বক্ষিত হযনি। নীচে কক-ববকেব বিভক্তিব রূপগুলোব উৎস সম্বন্ধে আলোচনা কবা হলো।

প্রথমা বিভক্তি ঃ কক-ববকে কর্তৃকাবকে একবচনে প্রথমা বিভক্তিবরূপ ০ (শূন্য)। যেমন, বাম, (মুশুক) মুসুক। পালি এবং বাংলা উভয ভাষাতেই কর্তৃকাবকে প্রথমা বিভক্তিব রূপ শূন্য। যেমন, বাম, গরু।

বহুবচন 'বগ' বিভক্তি ঃ 'বগ' কক-ববকেব বহুবচন সূচক প্রত্যয। সংস্কৃত 'বর্গ' শব্দ যোগে বিশেষ্য পদ বহুত্ব অর্থ প্রকাশ কবে। কক-ববকেব 'বগ' প্রত্যযটি সংস্কৃত বর্গ (= বব্‌গ ✓বগ) শব্দ থেকে আগত। এটি একেব অধিক প্রাণীবাচক এবং অপ্রাণীবাচক বস্তু নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয (বচন দ্রষ্টব্য)। যেমন, ববকবগ মানুষগুলো। চেবাইবগ - শিশুগুলো। বুফাংবগ - গাছগুলো।

বহুবচন বিভক্তি 'সও' ঃ কক-ববকে এটিও একটি বহুবচন সূচক প্রত্যয। এ প্রত্যযটিব বুৎপত্তি হলো সংস্কৃত সঙ্গ (সও) শব্দ থেকে। মধ্য বাংলায় অন্যান্য বহু বচন সূচক পদেব সঙ্গে 'সও'-ও যুক্ত হতো। " যেমন, গণ, সব[illegible], কুল, আদি প্রভৃতি।" (মধ্য - ভা. আর্যভাষা ও বাং. ভাষাতত্ত্ব)।এ প্রত্যযটি শুধুমাত্র মনুষ্যবাচক পদেব অন্তেই যুক্ত হয। অপ্রাণী বাচক বা মনুষ্যেতব প্রাণীব ক্ষেত্রে এটি যুক্ত হয় না। যেমন, আমাসও - আমাব মা এবং সঙ্গীয জনেবা। নুমাসও - তোমাব মা এবং সঙ্গীয়জনেবা। লগিসও - সঙ্গীয়গণ।

দ্বিতীয়া বিভক্তি ঃ কক-বরকে দ্বিতীয়া বিভক্তির রূপ হচ্ছে - 'ন'। এটি এসেছে পালির ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নং - নো থেকে। দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ রগ+ন = রগন। মুণ্ডক বগন - গরুগুলোকে। সঙ+ন = সঙন। আমাসঙন - মা দিগকে।

তৃতীয়া বিভক্তি ঃ- কক-বরকে তৃতীয়ার রূপ হল 'বাই'। বাংলার তৃতীয়া বিভক্তির অনুকরণে 'দ্বারা' থেকে। সং দ্বারা ✓বা+ই প্রত্যয় = বাই। যেমন, আঙবাই - আমার দ্বারা। ব বাই - ওর দ্বারা। বহুবচনে রগবাই। বরগবাই - ওদের দ্বারা। চুঙবাই - আমাদের দ্বারা। সঙবাই - আমাসঙবাই - আমার মায়েদের দ্বারা।

চতুর্থী বিভক্তি ঃ পালির ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ এবং উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনে স্ম, নো এবং বহুবচনে নং হয়।

কক-বরকে একবচনে এবং বহুবচনে পালি থেকে আগত এই (নো >) ন-এর রূপ প্রায় একই থাকে। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তির উদাহরণ হলো। নং ন সপেখা, নং ন দানেখা ৩০ - তোমাকে সর্পেছি, তোমাকে দান করেছি। এখানে নংন শব্দের অন্তঃস্থিত- ন চতুর্থী বিভক্তি প্রত্যয়।

আধুনিক কক-বরকেও চতুর্থী বিভক্তির প্রত্যয়রূপ ন-এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন, বিকা বিনাইন বিকা রদি - ভিখারীকে ভিক্ষা দাও। বহুবচনে নরগন - তোমাদিকগে। বরগন - তাদেরকে। বিকা বিনাইরগন - ভিক্ষুকদিগকে। কক-বরকে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির রূপ একই প্রকার।

পঞ্চমী বিভক্তি ঃ কক-বরকে পঞ্চমী বিভক্তির রূপ হছে 'নি'। এর বুৎপত্তি হলো, পালির ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ এবং উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পঞ্চমীর একবচনে বিভক্তিরূপ হচ্ছে 'না'। কক-বরকে না > ন, স্বার্থিক ই-কার যোগে নি। যেমন, নখানি - আকাশ থেকে। বলঙনি - বন থেকে।

বহুবচনে রগনি, সঙনি। বলঙরগনি - বনগুলো থেকে। বরগ সঙনি - তাদের থেকে।

ষষ্ঠী বিভক্তি ঃ কক-বরকে ষষ্ঠী বিভক্তি রূপ হল পঞ্চমীর মত্তো 'নি'। যেমন, বলঙনি - বনের। নখানি - আকাশের। আমাসঙনি - আমার মায়ের। বুফা সঙনি - ওর বাবার।

বহুবচনে রগনি, সঙনি। তকরগনি-পাখিগুলোর। আরগনি-মাছগুলোর। নিহিরগসঙনি - তোমার স্ত্রীর বা স্ত্রীদিগের (সম্মানার্থে)।

কক-বরকে ষষ্ঠী বিভক্তির নি এসেছে পালির ঈ-কারান্ত পুলিঙ্গ শব্দ অথবা

উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তি প্রত্যয় 'নো' থেকে।

বাংলায় সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'র' হয়। মন্ত্র রচনার কাল থেকে কক-বরকে অদ্যাবধি ভাষার কোন কোন স্থানে সম্বন্ধে র-এর ব্যবহার অবিকৃত ভাবে দেখা যায়। যেমন, মন্ত্রে হার্থি (= হারথি ১, ২)/ হার্ত্তি (= হারতি ৯, ১৩, ২১)। (বুৎপত্তি ঃ সং ধাত্রী √ধা >)হা+র(কোথাও রেফরূপে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্যোতক, পরবর্ত্তী শব্দের সহিত পূর্ববর্ত্তী শব্দের সম্বন্ধ স্থাপন করেছে)+(সং বেদী √দী >) থি/তি (স্ববর্গবর্ণ ১/ছ এবং ১/ঙ সূত্র) = হার্থি/হার্ত্তি মাটির বেদী। আধু. হাতরাই।

মন্ত্রের ৩৪নং শ্লোকে 'খারচি পূজার তৈচিং রেমনি' (খারচি পূজার জলার্ঘ দান) মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'পুজার' শব্দের অন্তস্থিত 'র' বাংলার ষষ্ঠী বিভক্তির সম্বন্ধ সূচক র-এর মতো ব্যবহৃত। আধুনিক কক-বরক অনুযায়ী বাক্যাংশটি 'খারচি পূজানি তৈচিং রুমানি' হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু মন্ত্রের ৩১নং শ্লোকে 'সুর্চ্য পূজার খনাইমানি' বাক্যাংশের অন্তর্গত 'পূজার' শব্দে যুক্ত 'র' সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তির 'র'রূপে ব্যবহৃত হয়নি, স্বার্থিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (র - প্রত্যয় দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক কক-বরকে সম্বন্ধে ষষ্ঠীর 'র' যুক্ত এ জাতীয় একটি পদ হলো, হারপেক (হানিপেক)। হা (< ধা)+র(= নি)+পেক (< পাঁক) = হারপেক - ধাত্রী বা ধরিত্রী জাত পঙ্ক, মাটি থেকে জাত কাদা। এখানে র-সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তিরূপে যুক্ত।

এ থেকে বলা যেতে পারে, কক-বরকে ষষ্ঠী বিভক্তির 'নি' বাংলার ষষ্ঠী বিভক্তির র-থেকে প্রতিবর্ণীকরণে ন, স্বার্থিক ই-কার যোগে 'নি' হয়েছে।

সপ্তমী বিভক্তি ঃ আধুনিক কক-বরকে সপ্তমী বিভক্তির রূপ হচ্ছে 'অ'। পাণ্ডুলিপির মন্ত্রে এটির বিভিন্ন প্রকার রূপ দেখা যায়। যেমন, কোথাও- এ (বখাএ ৩৬ হৃদয়ে), কোথাও-ও (ওয়ানাও ১-বংশ দণ্ডে), আরাও৩৭ (সীমানাতে)।

চর্য্যাপদ তথা বাংলা ভাষায় এর রূপ হচ্ছে - এ (অ+ই)। যেমন, হিঁএঁ ৪৪ (হৃদয়ে), চীএ ১ (চিত্তে), আধুনিক বাংলায় এর ভিন্নরূপ হচ্ছে য় (= অ)। যেমন, খাচায় (= অ), বাসায় (= অ) ইত্যাদি।

কক-বরকে সপ্তমী বিভক্তির এ রূপটি এসেছে চর্য্যাপদের 'এ' (অ+ই) থেকে। সংস্কৃত ব্যঞ্জন বর্ণ এ-কে বিশ্লিষ্ট করলে তন্মধ্যে অ পাওয়া যায়। এই অ-ই কক-বরকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন অ-রূপে (যেমন, রকুংঅ ১৭) ব্যবহৃত হচ্ছে। মন্ত্র রচনার কালেই এই 'অ' কখনো 'ও' রূপে উচ্চারিত হতো। যেমন, ওয়ানাও ১

(বংশ দণ্ডে), আরাও ৩৭ (সীমানাতে) ইত্যাদি।

সম্বোধনে ঃ কক-বরকে এই সম্বোধন সূচক ধ্বনিটি এসেছে পালি ভাষা থেকে। সংস্কৃত এবং পালি উভয় ভাষাতেই ধ্বনিটির রূপ হচ্ছে 'অ'। কক-বরকে ধ্বনিটি অবিকৃত রূপে গৃহীত হয়েছে। যেমন, অ বাচুই - ওগো বৌদি ! অ আচু - ওগো ঠাকুর দা !

।। কতিপয় সমুচ্চারিত বিভিন্নার্থক শব্দ ।।

কক-বরকে সমুচ্চারিত শব্দগুলোর মূল উৎস নির্দ্ধারণ করতে হলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মতো কক-বরকেও শব্দগুলো বিভিন্ন সূত্র থেকে ব্যুৎপন্ন হয়ে ভাষায় এসে একই রূপ নিয়েছে। ফলে বিভিন্ন শব্দগুলোর অর্থের তারতম্য হলেও পরিবর্ত্তিত কক-বরক নতুন রূপটি একই হচ্ছে। এ নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের মনে নানা প্রকার বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক এ, সি, উলনার কর্তৃক প্রণীত An Introduction to Prakrit (প্রাকৃত প্রবেশিকা) নামক পুস্তক থেকে একটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। উক্ত পুস্তকে তিনি বলেছেন; "স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণের লোপ সাধারণ কবিতায় ব্যবহৃত সাহিত্যিক মহারাষ্ট্রীতে এত সুদূর প্রসারী হইয়াছিল যে তাহার ফলে স্বভাবতই কিছুটা অনিশ্চয়তারও সৃষ্টি হইয়াছিল। 'কই' বলিলে 'কতি, কবি ও কপি' এই তিনটিই বুঝাইতে পারিত"।

সমুচ্চারিত শব্দগুলোর বিভিন্নতা দেখাতে গিয়ে 'কগ-বরক ছীরীঙ' পুস্তক প্রণেতা দশরথ দেববর্মা শব্দের গায়ে দু'তিনটি চিহ্ন দিয়ে শব্দটির বিভিন্নতা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা বিভিন্ন কারণে অবশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা, সমুচ্চারিত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে একই শব্দের গায়ে তিন প্রকার তিনটি চিহ্ন দিয়ে তিনটি অর্থ না হয় বুঝানো গেল; কিন্তু একই শব্দ যখন তিনের অধিক চারটি কিংবা পাঁচটি অর্থ প্রকাশ করে, সে সকল ক্ষেত্রে কি হবে - তা' কিন্তু পুস্তকের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, কক-বরকের নুং শব্দটিকে নেওয়া যেতে পারে। পদটির তিনটি অর্থ হতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ং অনুস্বার এবং ঙ একই ধ্বনি মূল্য বহন করে (ODBL. S.K. Chatterjee)। তাই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ অনুযায়ী তিন অর্থ সম্বলিত পদটির বানানও একই হবে। যেমন, ১) নুং - তুমি ২) নুং - পান করা ৩) নুং - ডাকা।

এবার বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করতঃ কি করে পদটি ভাষায় এসে একই রূপ নিয়েছে তা দেখানো হলো। ১। ধ্বনি পরিবর্ত্তনের ১/গু সূত্রানুযায়ী সং ত্বং (তুমি) পা. তং শব্দ থেকে নুং পদ বুৎপন্ন। তং > পা.লি. নং > আধু. কব. উং প্রত্যয় যোগে নুং। বর. নং নীং।

২। সং পান ✓ন > ✓ন > নং ১৯ পা.লি. পান করা। ✓ন+আঙ প্রত্যয় = নাঙ ১৯, পা.লি.। আধু. কব. ✓ন+উং প্রত্যয় = নুং - পান করা। বর. ✓ন > প্রতি. ল+ং প্রত্যয় = লং - পান করা। ন > ল।

৩। ডাকা অর্থে নুং পদটির দুটি শব্দ থেকে বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

(ক) ডাকা ✓ড (= ড় = র) > ✓র+স্বার্থিক ই-কার প্রত্যয় = রি+স্বার্থিক ং প্রত্যয় = রিং - ডাকা। ১/ঘ সূত্র।

(খ) ✓র > প্রতিবর্ণীকরণে ✓ন+উং প্রত্যয় = নুং - ডাকা।

(গ) রব - আওয়াজ করা, ধ্বনি কবা, রাও করা। কক-বরক এবং বব উভয় ভাষাতেই যে কোন প্রকার ধ্বনি করে ডাকা হয় বলে অর্থান্তরে বব অথবা রাও থেকে রিং, নুং এবং লেংহর হতে পারে। সূত্র ঃ র = ন = ল।

রব/রাও ✓র > ✓র+স্বার্থিক ই-কার প্রত্যয়+ ং প্রত্যয় = রিং ডাকা। ঘ) র প্রতিবর্ণীকরণে ✓ন+উং প্রত্যয় = নুং - ডাকা। বর. লেংহর।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, কক-বরকের সমুচ্চারিত শব্দগুলোর বাক্যে অর্থ নির্ধারণ করতে হলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য (Situational Context) বিচার করেই নির্ধারণ করতে হবে। এরজন্য পদগুলোর মাথায় কিংবা পাশে কোন প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। চিহ্ন যুক্ত পদ সমূহ নিঃসন্দেহে ভাষার গতিশীলতাই বিঘ্নিত করবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার অভিধান থেকে একই বানান, কিন্তু বিভিন্ন ধ্বনি সম্বলিত, বিভিন্ন সূত্র থেকে আগত একটি পদ নিয়ে খানিকটা আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন, বাংলা 'বার' শব্দটির ছয় প্রকার অর্থ হতে পারে। ১। বার -দিন (হাটবার) ২। বার - বাহির ৩। বার - দ্বাদশ সংখ্যা ৪। বার (ফা.) - দরবার। ৫। বার (ইং bar) উকিল সমাজ ৬। বার - (ফা.) ভার, বোঝা।

বাংলা ভাষায় এ জাতীয় শব্দগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বাপর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেই অর্থ করা হয়। এদের অর্থোদ্ধারে ধ্বনিতত্ত্বের উচ্চ-নীচ জ্ঞাপক কোন চিহ্ন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এ আলোকেই নীচে কতিপয় সমুচ্চারিত বিভিন্নার্থক শব্দের বিশ্লেষণ করা হলো।

১। সাই < দে. বাং সাই < সং স্বামী, পতি। স = ছ। বর. চুয়ামী।

ছাই < বাং বাছাই ✓ছাই। নির্বাচন করা, পৃথক করা (ভাল-মন্দ বাছা)।

২। নুখুং < নুখুম < বর. ননি (ঘরের) উখুম (ঘরের চাল বা ছাদ) = নুখুম। ম > ং।

নুখুং = একই ঘরের চালের নীচে বসবাসকারী অধিবাসিগণ বা একটি সংসার। বর. খং - চাল, ছাদ। শব্দটি ন (ঘর) + খং(< উখুম) = নখং হওয়া উচিত।

৩। হর < সং হর - আগুন। পা.লি./বর. অর।

হর < সং শর্বরী ✓শর > হর - রাত্রি। শ > হ। প্রতি.

হর < পা. হর, বহন করা।

হর < সং ধৃর, ধারণ করা। ধ > হ।

হর < বাং পাঠান, ✓ঠন > হর। ঠ > হ, ন > র।

[বব. হর, হ- দেওয়া। ফাথাই - পাঠান]

৪। বার < দে, বাং ফাল < বাং লাফ < সং লম্প। বর্ণ বিপর্যয়।

বার < ফুল ✓ফল, স্বার্থিক আ-কার। উপ. বু+বার = বুবার। পদমধ্যস্থিত বা-কে স্বার্থিক প্রয়োগ ধরে নিলে 'বুর' থেকে প্রতিবর্ণীকরণে ফুল হতে পারে।

বার (বাং) - দিন, দিবস। তিনি তামী বার ? - আজ কি বার ?।

৫। ব < হিং ওহ্ (ৰ)। সে। সর্বনাম পদ।

ব < সং অপি ✓পি > বি > ব - ও। সংযোজক অব্যয়। প্রাচীন কব. - বি। প > ব। প্রাচীন বাংলায় ব-দ্বারা -ও বুঝানো হতো। নাড়ী বিআরণ্তে সেব বায়ুড়া - নাড়ী বিচার করতে দেখি সেও লুপ্ত। ভাষাতত্ত্ব, ২৫৮ পৃঃ।

৬। বল < বর. বন. জ্বালানী কাঠ। সং বন শব্দের অর্থান্তর। ন > ল।

বল প্রা. বাং বল - আবৃত করা, ঢেকে রাখা। উপ. ক+বল = কবল। ETDB. - S. Sen.

৭। সুতুই - প্রস্রাব। শরীর থেকে নিঃসৃত জল বলে শরীর বাচক উপ. শ্+তুই (জল) = পরাগত সমীভবনে শুতুই। পালি প্রভাবে (শ = স) সুতুই। বর. হাসুঁদে ✓সুঁদে > সুতুই হতে পারে।

সুতুই < প্রা. কব. সুল্বতুই/ছুলতুই < বর. হার্লদৈ < বাং হলদি। অস. হলধি। হ্ > স, উই্ প্রত্যয়।

৮। তাং < পা. নিড্ডা ✓ডা > ✓তা+ং প্রত্যয় = তাং - জমি নিড়ানো।

তাং। ক) হিং কাতান ✓তান > তাং - সারি, ছড়া, শ্রেণীবদ্ধ, লাইন। উপ. ব+তাং = বতাং - শ্রেণীবদ্ধ। ন > ং।

খ) সং স্তর ✓ত >✓ত+আং প্রত্যয় = তাং - ছড়া। দে, বাং থরি। মাইতাং - ধানের ছড়া।

তাং। সং গ্রন্থন ✓থ্ > প্রতি. ✓ত+আং প্রত্যয় = তাং - মালা। খুমতাং - গ্রন্থন করা ফুল; ফুলের মালা। বাংতাং - গ্রন্থন করা বা গাঁথা টাকা, টাকার মালা। 'হাতীর দাঁতের গান্থিয়া' (গরিয়া গান) - হাতীর দাঁত গ্রন্থন করা গাঁথা মালা। সারি অর্থে তাং এবং মালা অর্থে তাং দুটি অর্থই খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবতঃ দুটি শব্দের উৎস একই।

তাং। ক) ধরা ✓ধ > প্রতি. ✓ত+আং প্রত্যয় = তাং - ধরা, স্পর্শ কবা, আগুন স্পর্শ করা, পোহানো। খ)। দে. বাং তাংড়ান ✓তাং > তাং - ধরা, স্পর্শ করা।

তাং < সং তৈয়ার ✓ত >✓ত+আং প্রত্যয় = তাং - তৈরী করা। নক তাংদি - ঘর তৈরী কর।

৯। বু। পা. পুথেতি ✓পু > প্রতি. ✓বু - প্রহার করা, পাখা ঝাপটান বা পুনঃ পুনঃ আঘাত করা। বু+পর্ (< পুনঃ)+আই প্রত্যয় = বুপ্রাই - পাখা ঝাপটান, পুনঃ পুনঃ আঘাত করা।

বু। বধ ✓ব+স্বার্থিক উ-কার = বু+থার (< তাড়ন ✓তাড় > থার) = বুথার - তাড়না পূর্বক বধ করা।

১০। বারি। বাং বাড়ী < সং বাটিকা। মুইকুথুং বারি - সব্জী বাগান (বাড়ী)। মগদাম-বারি - ভুট্টা বা মক্কধান বাগান (বাড়ী) বা খেত।

বারি। হিং বারি - পালা (turn)। তাবুক সাবনি বারি - এবার কার পালা ?

১১। বাই। অস. বাই < বাং (দিদি) ভাই < সং ভ্রাতৃকা। ভগ্নী। বড় বোন।

বাই। সং দ্বারা ✓অন্তঃস্থ বা >✓বর্গীয় বা+ই প্রত্যয় = বাই - দ্বারা, দিয়া।

বাই। সং ভগ্ন ✓ভ > প্রতি. ✓ব+আই প্রত্যয় = বাই - ভগ্ন। উপ. ক.+বাই

= কবাই - ভগ্ন, বিণ। উপ্. সে+বাই = সেবাই - ভগ্ন করা। বাংবগ তা সেবাইদি - টাকাগুলো ভেঙ্গো না বা খরচ কবো না।

১২। ওয়ালাই (ৱালাই) - বাঁশ পাতা। বাঁশ ✓বা > (✓ৱা >) ওআ+ [সং পর্ণ ✓পর/পণ > প্রতি. বল+আই প্রত্যয় বলাই >] লাই = ওয়ালাই (ৱালাই)।

ওআলাই - বিবাদ করা, ঝগড়া কবা। বাং বাদ ✓বা >✓ৱা (= ওআ) +লাই বহুবচন সূচক প্রত্যয় = ওআলাই (ৱালাই) = ওয়ালাই (ৱালাই)। নিত্য বহুবচন।

১৩। সাল। সং বিবস্বান ✓স্বান > চান, সান - সাল। সূর্য। সূর্যের এক নাম বিবস্বান। স = চ, ন = ল।

সাল - দিন। বব. সান। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী ক্রান্তি বৃত্তেব একাংশ পরিক্রমণে সূর্যের যে সময় লাগে তাকে এক সৌর দিবস বলে। সে অর্থে দিনকে সাল বলা হয়। সালসা - একদিন।

১৪। তাল - চন্দ্র। সং চন্দ্র > চনদর, চনদাব ✓দার > বব. দান > কব. প্রতি. তাল। দ > ত, র = ন = ল।

তাল - মাস। চন্দ্রের পৃথিবীর চর্তুদিক পরিক্রমণে আটাশ দিন লাগে। এই সময়কে এক চান্দ্রমাস বলে। সম্ভবতঃ ফার্সী প্রভাব। তালসা - একমাস।

১৫। কব.। বর. গরান্থি ✓গর > প্রতি. কর - ভুল হওয়া। লামা করখা - পথ ভুল হয়েছে। গ > ক। সং ভ্রান্তি > বর. গরান্থি।

কর। বাং গবম ✓গর > কব. প্রতি. কর - (ডিম) গরম করা, উম বা তা দেওয়া। বর. গ। গ > ক।

১৬। থার। সং দাত - পূত, পবিত্র। দা > থা, ত > র। উপ. ক+থার = কথার - পবিত্র।

থার। সং তাড়না ✓তাড় > কব. প্রতি. ✓থার। বু (< বধ)+থার = বুথার - তাড়না পূর্বক বধ করা। সাক+থার = সাকথার - দেহকে তাড়না দেওয়া বা তাড়াতাড়ি করা। ✓চা+থার = চাথার - দেহকে তাড়না পূর্বক খাওয়া বা অতিরিক্ত খাওয়া। ত > থ।

১৭। তাম। পা. কতম ✓তম + স্বার্থিক আ কার = তমা - কি, কেন, কিরূপ। আ-কারের স্থান পরিবর্ত্তনে তাম।

তাম। সং তান - শব্দ করা, বাজান < বৈদিক ধ্মা - বাজান। ন > ম।

১৮। পুং। বর. বুং < সং বদ (বলা) ✓ব+উং প্রত্যয় = বুং > কব়. প্রতি. পুং - বলা, আওয়াজ করা।

পুং। পা. বুক্ক (পাখির ডাক) ✓বু > কব. প্রতি. ✓পু+ং প্রত্যয় = পুং - পাখির ডাক। তক পুন্তী - পাখি ডাকে। বর. গাবনায়।

পুং। সং পূর্ণ ✓পু+ং প্রত্যয় = পুং - পূর্ণ হওয়া। উপ. স্+পুং = পরাগত সমীভবনে সুপুং - পূর্ণ করা।

১৯। খুর < সং ক্রোড়, কোল। ক > খ, স্বার্থিক উ-কার। ড় = র = ল। কখনো স্বার্থিক ই-কার যোগে খুরি। মাই খুরদি - ভাত (ক্রোড়ে বা কোলের কাছে স্থাপন কর) বেড়ে দাও। ই-কার লোপ। হাচুক খুরিঅ - পাহাড়ের কোলে।

খুর। সং খনন ✓খন >✓খর+স্বার্থিক উ-কার যোগে খুর। হাকর (= খর) খুরদি - মাটির গর্ত (খনন) কব।

২০। তুং। সং তপ্ত ✓ত+উং প্রত্যয় = তুং - উষ্ণ হওয়া, ঝাঁজিয়া উঠা বা রাগিয়া উঠা। উপ. ক্+তুং = পরাগত সমীভবনে কুতুং, উষ্ণ, বিণ।

তুং। সং ত (লেজ)+উং প্রত্যয় = তুং - লেজ। খি(< ক্ষিপ্ - বর্জনীয় অর্থে)+তুং = খিতুং। বর. লনজাই। [উতুং < সং উত্তর (পশ্চাৎ) ✓উত+উং প্রত্যয় = উতুং - পশ্চাৎ, পিছন দিকে]।

২১। তুই। পালিতে দি - মত, ন্যায়, সদৃশ বুঝায়। কক-বরকে দি > তুই - সদৃশ অর্থে প্রত্যয়। পালি. মাদি = কব. আংতুই - আমা সদৃশ। হিং. তরহ্ বিচার্য।

তুই - দিক নির্দেশক প্রত্যয়। হিং তরফ ✓ত+উই = তুই। ইয়াংতুই - এদিকে। বিয়াংতুই - কোন দিকে।

২২। বুরুই - চার। দামড়ী ✓ড়ী (= র+ঈ) >✓র+উই প্রত্যয় = রুই। উপ. ব+রুই = পরাগত সমীভবনে বুরুই। কব. চি (দশ)+বুরুই = চিব্রুই/চিব্রুই- চতুর্দশ। ধ্বনি বিলুপ্তি। বর. জি - ব্রৈ। গ্রীক দ্রাখমে > সং দ্রাম্য > ম. বাং দামড়ী (a small value, 1/8th of a pice) > বাং দাম (Price)। ODBL. S. K. Chatterjee. এ থেকে কক-বরক এবং বর তিন এবং চার সংখ্যা বুৎপন্ন।

বুরুই - নারী। স্ত্রীলোক। নারী = রী (= র+ঈ) >✓র+উই প্রত্যয় = রুই। উপ. ব+রুই = পরাগত সমীভবনে বুরুই। বর. চিব (< শিব)+বুরুই (নারী) = চিবরুই - শিবের নারী। শিব ও নারী (পার্বতী),

২৩। বুচু - বোঁচকা, পুটুলি। বোঁচকা < চ+স্বার্থিক উ-কার যোগে চু। উপ

ব্+চু = পরাগত সমীভবনে বুচু। রি বুচু - কাপড়ের পুটুলি।

বুচু - পিতামহ, মাতামহ। সং আর্যক ✓আয, উচ্চারণ বিকরণে আজ। জ > চ, স্বার্থিক উ-কার যোগে চু। উপ. ব্+চু = পরাগত সমীভবনে বুচু।

২৪। বুতুই - ডিম। সং ডিম্ব ✓ড > বর. প্রতি. ঐকার প্রত্যয় যোগে দৈ.। উপ. বি+দৈ = বিঁদৈ > কব. প্রতি. ✓ত+উই প্রত্যয় তুই। উপ. ব+তুই = পরাগত সমীভবনে বুতুই - ডিম। তক+বুতুই = তকতুই - পাখির ডিম।

বুতুই - রস, ঝোল (জল)। সং তোয় ✓ত > বর. ঐকার প্রত্যয় যোগে প্রতিবর্ণীকবণে দৈ। কর. ✓ত + উই প্রত্যয় = তুই। উপ. ব+তুই = পরাগত সমীভবনে বুতুই।

২৫। কক। সং কথন্ ✓ক+ক প্রত্যয় = কক। সং কথন্ ✓ক+আও প্রত্যয় = কাও (পা.লি) - কথা, ভাষা।

কক। দে. বাং কাও ✓ক+ক প্রত্যয় = কক - এক প্রকার বনজ টক ফল।

কক। সং. ক্ষরণ (ক্ষ ✓ক >) ✓ক+ক প্রত্যয় = কক - বন্দুকাদির অভ্যন্তরস্থ কক্ষ থেকে গুলি ইত্যাদির ক্ষরণ। ছিলাই ককদি - বন্দুক (তৎকালে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ছড়া বন্দুক বুঝতে হবে) ছোড়।

২৬। থুই - রক্ত। অস. তেজ ✓ত > বর. প্রতি. ✓থ+ঐ-কার প্রত্যয় = থৈ > কব. প্রতি. ✓থ+উই প্রত্যয় = থুই - রক্ত। সং রক্ত এবং শোণিত থেকে অন্তঃস্থিত বর্ণ ত-কে সিদ্ধ ধাতুরূপে নিয়ে প্রতিবর্ণীকরণে প্রত্যয় যোগে 'থুই' হতে পারে।

থুই - চিরনিদ্রা। থু (নিদ্রা)+ই প্রত্যয় = থুই, ক্রি। উপ. ক+থুই = কুথুই - চিরনিদ্রিত, মৃত। সমীভবন। বিণ।

(থু - ঘুমান, নিদ্রা। বর. উন্দু ✓ন্দু > কব. প্রতি. ✓থু - নিদ্রা। বর. উন্দু। দে, বাং উংগান (ঝিমান) ✓উ+প্রা. বাং নিন্দ ✓ন্দ = উন্দ, সমীভবনে উন্দু - নিদ্রা - ঘুমান)।

২৭। সম। সং কৃষ্ণ > প্রা. বাং কিসন ✓সন > কব. প্রতি. সম - কালো হওয়া। উপ. ক+সম = কসম - কালো। বিণ।

সম। সং সন্ধব ✓সন > কব. প্রতি. সম - নুন। বর. সংক্রি। 'কারী' অর্থে 'ক্রি'।

২৮। ফান - বল, শক্তি। সং বল > কব. প্রতি. পদমধ্যে স্বার্থিক আ-কার = ফান। বর. ব'ল'/বৗলী। ব > ফ, ল > ন।

ফান - প্যাঁচান, জড়ানো। ✓পাঁ > কব. প্রতি. ফান। প = ফ, ˇ = ন।

॥ কক-বরক সংখ্যা ॥

কক-বরকেব রাশি লিখনে বাংলায় ব্যবহৃত ১,২,৩ ইত্যাদিরূপে লিখিত সংখ্যার ব্যবহার নেই। কিন্তু বস্তুর সংখ্যা নির্ধারণে সংখ্যাগুলো কথায় ব্যবহার কবার রীতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন, সা (১), নুই (২), থাম (৩) ইত্যাদি।

কক-বরকে কথায় ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বিশেষণ গুলোর একটা বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে - যা' বাংলা কিংবা অপরাপর ভাষায় দেখা যায় না। এ সংখ্যাবাচক বিশেষণগুলোর উৎসস্থলও নির্ধারণ করা কষ্টকর। বর ভাষাতেও এ জাতীয় ব্যবহার খুবই সীমিত; কক-বরকের মতো এতটা ব্যাপক নয়।

কক-বরকে এ জাতীয় সংখ্যাবাচক বিশেষণ গুলোর উদাহরণ হলো, বরক খরক (মাথা) সা - একজন মানুষ। রাং খক (টাকার প্রতিনিধিত্ব করছে) সা - একটি টাকা। তক মা (প্রাণীবাচক উপসর্গরূপে প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করছে) সা - একটি পাখি। নক খুং (ঘরের চাল বুঝাচ্ছে) সা - একটি ঘর। কক-বরকের এ জাতীয় সংখ্যা বাচক বিশেষণগুলো বিশেষ বিশেষত্বের দাবী রাখে। এ জাতীয় বিশেষণগুলোর অধিকাংশই বস্তুর ধরণ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য ব্যতিক্রমও অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে। প্রাচীন কালে মানুষের মাথাগুণে গণনা করা হতো বলে মানুষ গোণার ক্ষেত্রে খরক (মাথা), পাতা (বলাই) গোণার ক্ষেত্রে 'লাই', ডিম (তকতুই) গোণার ক্ষেত্রে 'তুই', আবার ছোট গোলাকার বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন, চোখ (মকল) ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'কল' ইত্যাদির সাথে সা, নুই থাম ইত্যাদি যোগ করে সংখা বুঝানো হতো। এভাবে গণনা করার প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি নিয়ম রয়েছে। এগুলোর সবগুলোর বুৎপত্তি নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব।

বর্ত্তমানে প্রচলিত কক-বরক সংখ্যাগুলো হলো, সা(১), নুই (দুই), থাম (৩), ব্রুই(৪), বা(৫), দক(৬), সিনি(৭), চার (৮), চুকু(৯), চি(১০)। পরবর্ত্তী স্তবে দশ ভিত্তিক সংখ্যাগুলো হলো, চিসা(১১), চিনুই(১২), চিথাম(১৩)

ইত্যাদি। বর ভাষাতেও এক থেকে দশ অব্দি সংখ্যাগুলো প্রায় কক-বরকের অনুরূপ।

দুটি ভাষার সংখ্যাগুলোর তুলনামূলক বিচারে বলা যায়, দুটি ভাষারই সংখ্যাগুলোর উৎপত্তিস্থল একটি এবং একটি উৎস থেকেই আত্মকরণের বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী ভাষায় এসে নতুনরূপ পেয়েছে। সংখ্যাগুলোর পারস্পরিক সামঞ্জস্যই একথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন,

কব.	বর.	
সা	সে/চে(১) মাগধী প্রভাব। ১/শ সূত্র।	
নুই		নৈ (২)
থাম	থাম (৩)	সংখ্যা দুটি মূল্য সূচক, যা
ব্রুই	ব্রৈ(৪)	থেকে বাংলা 'দাম' (মূল্য) শব্দেব উৎপত্তি।
বা	বা(৫)	
দক	দো (৬)	
সিনি	স্নি (৭) দ্রুত উচ্চারণ জনিত কাবণে স্নি	
চার	ডাইন/দাইন (৮)	
চুকু	গু (৯)	
চি	ঝি/জি (১০)	

কক-বরকের বর্ত্তমান সংখ্যাগুলো সম্বন্ধে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৬১ইং সনে কতাল কথমা পাত্রিকা প্রথম প্রকাশের প্রায় সমসাময়িক কালে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে কতাল-কথমা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুধন্বা দেববর্মা বলেছিলেন, সা (এক) থেকে সিনি (সাত) এবং খলপে (২০) সংখ্যাগুলো ব্যতীত অপরাপর কক-বরক সংখ্যাগুলো চর্চার অভাবে হারিয়ে গেছে। পরবর্ত্তীকালে পাহাড়ের প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট অনেক খুঁজে পেতে লুপ্ত সংখ্যাগুলোকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। এবং তাঁর আবিষ্কৃত সংখ্যাগুলোই অধুনা দশ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে পূর্ণতা দিয়েছে। কিন্তু এ থেকেও কক-বরক সংখ্যা সমূহের মূল উৎসস্থল নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

কক-বরক সংখ্যা সমূহের মধ্যে সা, নুই, থাম এবং খলপে (কুড়ি) এবং বর সে/চে, নৈ, থাম সংখ্যা গুলোর উৎসস্থল নির্ণয় করা গেলেই অন্যান্য সংখ্যাগুলোর উৎসস্থল নির্ণয় করা সহজসাধ্য হবে। কেননা, এ তিন চারটি সংখ্যা ব্যতীত বাকী শব্দগুলো সংস্কৃত এবং বাংলায় প্রচলিত সংখ্যা থেকেই যে কোনভাবে আত্মকরণের মাধ্যমে এসেছে।

কক-বরক এবং বর সংখ্যাগুলোর উৎসস্থল নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রচীন আসাম সহ গৌড় বাংলায় সাধারণ্যে প্রচলিত সংখ্যাগুলোর অনুসন্ধান করতে হবে। অনুসন্ধানে জানা যায়, তৎকালে বাংলাদেশে প্রচলিত সংখ্যা শব্দ দু'একটি ছাড়া অধিকাংশই তদ্ভব। যেগুলো নয়, সেগুলো দেশী কিংবা বিদেশী শব্দ। দেশী শব্দ যেমন, কোল ভাষা হতে আগত 'কুড়ি' (২০), বিদেশী যেমন, ফারসী থেকে নেওয়া 'হাজার' (১০০০)। অধুনা অপ্রচলিত বুড়ি, গণ্ডা প্রভৃতি শব্দগুলোও অনার্য ভাষা থেকে গৃহীত বলে মনে হয়। 'পণ' (২০ গণ্ডা) তদ্ভব হতে পারে।

এছাড়া তৎকালে বাংলাদেশে সাধারণ্যে কষা, নিষ্ক, দাম, দামড়ী প্রভৃতি মুদ্রা ও সংখ্যাগুলোও হাটে বাজারে আদান প্রদানেব ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। জমি ইত্যাদি পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ছড়ার আকারে আর্যাও প্রচলিত ছিল। এ রকম একটি ছড়া হলো, 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।। কাঠায় কাঠায় ধূর পরিমান। বিশ ধূরে হয় কাঠার প্রমাণ।।' অর্থাৎ কুড়ি কুড়ি নিয়ে জমির কাঠার পরিমাপ করতে হবে। কক-বরকের প্রাচীন গণনা পদ্ধতি অনুসারে কুড়ি সংখ্যাকে 'খলপে' বলা হতো (আধু. চিনুই)। উল্লিখিত আর্যার 'কুড়বা' শব্দ থেকেই ধ্বনি পরিবর্ত্তনের নিয়মানুযায়ী 'খলপে' সংখ্যাটি বুৎপন্ন। যেমন, ক > খ, ড় > ল, ব > প = খলপে। কু-এর উ-কার এবং বা-এর আ-কার পরিত্যক্ত। স্বার্থিকভাবে এ-কারযুক্ত হয়েছে।

নীচে অপরাপর সংখ্যাগুলোর বুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হলো। যেমন,

কষা (প্রচীন বাংলার এক সংখ্যা) √ষা > কব. প্রতি. সা। বর. সে/চে ১/খ সূত্র।

নিষ্ক (প্রা. বাং দুই সংখ্যা) √ন+উই প্রত্যয় = নুই। দুই থেকেও প্রতিবর্ণীকরণে 'নুই' হতে পারে। বর. ঐ কার প্রত্যয় যোগে নৈ।

দাম (< গ্রীক. দ্রাখমে) > প্রতি. থাম। বর. থাম। ১/শু সূত্র।

দামড়ী ✓ড়(ড় = র) >✓র+উই প্রত্যয় = রুই। উপ.ব+রুই = বুরুই। সমীভবন। দ্রুত উচ্চারণে ব্রুই। চার। বর. ঐ-কার প্রত্যয়যোগে ব্রৈ।

কক-বরক এবং বর উভয় ভাষারই তিন এবং চার সংখ্যা দুটি গ্রীক শব্দ দ্রাখমে সংস্কৃত হয়ে মধ্য যুগে বাংলার মধ্য দিয়ে কক-বরক এবং বর ভাষায় গৃহীত হয়েছে। যেমন, গ্রীক দ্রাখমে > সং দাম্য > ম. বাং দামড়ী (a small value, 1/8th of a pice) বাং দাম (Price) ODBL. Vol. I. Page 195. বুৎপত্তি ঃ দামড়ী ✓ড়ী (= র+ঈ) >✓র+উই প্রত্যয় = রুই। উপ. ব+রুই = বুরুই - পরাগত সমীভবন। দাম থেকে প্রতিবর্ণীকরণে থাম।

পরবর্ত্তী দশ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সংখ্যা সংস্কৃত কিংবা বাংলা সংখ্যা থেকে আত্মকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কক-বরকে গৃহীত হয়েছে। যেমন,

বাং পাঁচ ✓পা > প্রতি. বা - পাঁচ। বর. বা। ৩নং সূত্র।

সং ষষ্ঠ (সং ষষ্+থ) > প্রতি. ✓দ+ক প্রত্যয় = দক - ছয়। বর. ও-কার প্রত্যয়যোগে 'দো'। ১/ঙ সূত্র।

বাং সাত ✓সত > স্বার্থিক ই-কার যোগে সিনি। ত > ন। ১/ঙ সূত্র। বর. স্নি।

সং অষ্ট ✓ষট্ > ষ > প্রতি. চ (৫নং সূত্র), স্বার্থিক আ-কার = চা+(ট >)র(১/ঘ সূত্র) = চার - আট। বর. ডাইন/দাইন।

চুকু (নয়) সংখ্যাটি সম্ভবতঃ এক অংকের সর্বোচ্চ সংখ্যা বলে উচ্চ ✓চ+উ-কার প্রত্যয় যোগে চু এবং ক প্রত্যয় প্রগত সমীভবনে কু = চুকু করা হয়েছে। বর. গু।

সং দশ ✓·। > প্রতি. চ+স্বার্থিক ই-কার = চি। বর. ✓শ = প্রতি. ষি/জি। ৫নং সূত্র।

মন্ত্রের ১৩নং শ্লোকের দু'জায়গায় (আঙ্গবা) দোগচি এবং (মন্ত্রি) দোগচি একটি সংখ্যাবাচক শব্দের দু'বার উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত দোগচি শব্দটি দোগ (ছয়)+চি(দশ) সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ দক (ছয়)+চি (দশ) = দকচি (ষোল)। আধুনিক কক-বরক গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী ষোলকে চিদক (বর. জি - দো) বলা হয়। এ থেকে দু'একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যেমন, মন্ত্র রচনার কালেও ভিন্ন প্রকারের হলেও কক-বরকের একটা গণনা পদ্ধতি ছিল। তবে তা আধুনিক দশ ভিত্তিক গণনা পদ্ধতির মতো ছিল না। কক-বরক দক (ছয়) এবং বর দো (ছয়) মন্ত্রে উল্লিখিত

দোগ থেকেই বুৎপন্ন। আবার 'দোগ' পদটিও প্রতিবর্ণীকরণে সংস্কৃত ষষ্ঠ (ষষ্+থ) শব্দ থেকে বুৎপন্ন।

অতীতে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন কোন মহারাজের নিজস্ব মুদ্রা ছিল। পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধীন করদ রাজ্য ছিল বলে এখানে বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রচলিত মুদ্রারও প্রচলন ছিল। দশভিত্তিক গণনা প্রচলনের পূর্বে এতদঞ্চলে এক পয়সা, দু'পয়সা, এক আনা (চার পয়সা), দু'আনা (আট পয়সা), চার আনা (ষোল পয়সা), আট আনা (বত্রিশ পয়সা) এবং এক টাকা (চৌষট্টি পয়সা) ইত্যাদি মুদ্রারও প্রচলন ছিল। এদের প্রায় প্রতিটির কক-বরকে স্বতন্ত্র নাম বা পরিচিতি ছিল। যেমন, লেপসা (এক পয়সা)। লেপনুই - দু'পয়সা ইত্যাদি। গানাসা (উপ.গ+আনা+সা) - একআনা, গানাকনুই - দু'আনা। গানাকথাম - তিনআনা। গানাব্রুই - চারআনা ইত্যাদিরূপে গণনা করা হতো। চার আনা এক টাকার এক চতুর্থাংশ বলে কখনো একে চুসা (চতুর্থ ✓চ >✓চ+স্বার্থিক উ-কার = চু+সা) ও বলা হতো। আট আনাকে বলা হতো মাসা (মুদ্রা ✓ম+স্বার্থিক আ-কার = মা+সা) এবং এক টাকাকে বলা হতো 'খকসা'। তবে 'খক' (সং খন্ড ✓খ+ক প্রত্যয় = খক)লেপ সহ অধিকাংশ বিশেষণ পদগুলোর উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য।

আধুনিক কক-বরক শতকিয়া দশ ভিত্তিক। যেমন, চিসা (এক দশ এক), চিনুই (এক দশ দুই), চিথাম (একদশ তিন) ইত্যাদি। বাংলা গণনা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই 'এক দশ এক এগার, এক দশ দুই বার, এক দশ তিন তের' ইত্যাদি বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এগার, বার, তের ইত্যাদি শব্দগুলো কক-বরকে নেই। আবার নুইচি (দুই দশ), থামচি (তিন দশ), ব্রুই চি (চার দশ) ইত্যাদি দশ ভিত্তিক গণনাও রয়েছে।

দশ ভিত্তিক আধুনিক কক-বরক সংখ্যা দ্বারা গণনা পদ্ধতি ১৯৭৪ ইং সনে ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ একটি কমিটির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সৌভাগ্য বশতঃ উক্ত কমিটিতে বর্তমান পুস্তক প্রণেতাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বর্ত্তমান পুস্তক প্রণেতার দ্বারা দশভিত্তিক নতুন সংখ্যা অবলম্বনে প্রথম শ্রেণীর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কক-বরকের প্রথম অংক বই 'লেখামুং' (পরীক্ষামূলক সংস্করণ, শিক্ষা অধিকার, ১৯৭৪ইং) রচিত হয়। সেটাই ছিল কক-বরকের মাধ্যমে বিদ্যালয় স্তরে গণিত শিক্ষার ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ।

।। আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জী ।।

১। পাণ্ডুলিপি ঃ (সূর্য্য ফুজা খেলাইমানি) - সরকারী সংগ্রহশালা, আগরতলা।

২। ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা জীবন ও সমগ্র রচনা - করবী দেববর্মণ, সংকলয়িতা, ১৯৯৫ইং।

৩। ত্রৈপুর কথামালা - রাধামোহন দেববর্মা, শিক্ষা বিভাগ।

৪। কগ-বরক ছাঁরীও - দশরথ দেববর্মা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭ইং সাল।

৫। ককতাং ক্লই - বংশী ঠাকুর। ১৩৬৩ ত্রি. অগ্রহায়ণ।

৬। রাজমালা - কালীপ্রসন্ন সেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লহর

৭। রাজমালা - কৈলাস সিংহ।

৮। ক্তাল কথমা - সম্পাদক, সুধন্বা দেববর্মা।

৯। ইয়াপ্রি কতাল - শান্তিময় চক্রবর্ত্তী, ১৯৬৪ইং শিক্ষা বিভাগ।

১০। ফিরগই ফাইদি - সোনাচরণ দেববর্মা, শান্তিময় চক্রবর্ত্তী অনূদিত।

১১। ত্রিপুরার রূপকথা - সংগ্রাহক, শান্তিময় চক্রবর্ত্তী, ট্রাইবেল রিসার্চ অধিকার।

১২। কগতাং কগলব বতাং - শান্তিময় চক্রবর্ত্তী, ১৯৮৩ইং

১৩। ককতাং - সুধীর কৃষ্ণ দেববর্মা।

১৪। কক বথপ, কক বরক অভিধান - নিতাই আচার্য।

১৫। ইতিহাসের আলোকে কিশোর রাজমালা - ডঃ জ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত। ডঃ সুধাংশু বিকাশ সাহা।

১৬। বড়ো ভাষা শিক্ষা - মোহিনী মোহন ব্রহ্ম।

১৭। Boro Eng Dictionary - Rev. H Halvarsrud and Rev. Maguram Mosahari, 1968.

১৮। Bodo language through Eng and Assamese - - D R Uwari, 1980

১৯। Simple Eng. Translatıon (Anglo-Bodo) - - Prof. M. R. Lahary, 1968

২০। Students Word-Book (Anglo-Bodo with Assames Equivalents) - Prof. M R. Lahary, 1968.

২১। The orıgin and Development of the Bangali Language (ODBL) - Sunıti Kumar Chatterjee, Vol. I, II & III

২২। Kırata-Jana-Krıtı - S K. Chatterjee

২৩। Sanskrit English Dictionary - Monier Wılliam.

২৪। An Etymological Dictionary of Bengali (ETDB) - Sukumar Sen. C. 1000-1800 A. D.

২৫। পালি ব্যাকবণ ও অনুবাদ শিক্ষা - শ্রীনীবদ বঞ্জন মুৎসুদ্দি ও শ্রী ভূপেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দি।

২৬। সবল বাঙ্গালা অভিধান - সুবল মিত্র। প্রাচীন সংস্করণ।

২৭। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান - শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত।

২৮। বাংলা শব্দতত্ত্ব - ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

২৯। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাব ক্রমবিকাশ - পবেশ চন্দ্র মজুমদাব।

৩০। মধ্যভাবতীয আর্যভাষা ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব - অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়।

৩১। মধ্যভাবতীয আর্যভাষা ও সাহিত্য - অতীন্দ্র মজুমদাব।

৩২। চর্য্যাপদ অতীন্দ্র মজুমদাব।

৩৩। ভাষাতত্ত্ব - অতীন্দ্র মজুমদার।

৩৪। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন - নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ও দীননাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

৩৫। সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী - শ্রীহেমেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ।

৩৬। রচনা বিচিন্তা - পি, আচার্য, ১৯৮০।

৩৭। বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি - শ্রীবামদেব স্মৃতিতীর্থ।

৩৮। Nepali self tought - Bidhu Bhusan Dasgupta & Madharlal Kamcharya.

৩৯। Learn Tamil in 30 days - Dr. Jegtheesh.

৪০। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা - সুনীতি কুমার চট্টাপাধ্যায়

৪১। ত্রিপবার কগ বরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ - সুহাস চট্টোপাধ্যায়।

৪২। Chinese for Beginners - Foreign Language Press. Peking.

৪৩। প্রাকৃত প্রবেশিকা - (An Introduction to Prakrit, A C. Wolner) মুহঃ আবদুল হাই ও পি. আর বড়ুয়া অনূদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৪। বাঙালা দেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান - ডঃ শহীদুল্লা সম্পাদিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৫। আধুনিক অসমীয়া অভিধান - অসম প্রকাশন পরিষদ।

৪৬। Friends Pocket Dictionary - Compiled by Shitaljit (Eng. to Monipuri)

৪৭। স্তব কুসুমাঞ্জলি - স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্যালয়।

৪৮। রাজযোগ - স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়।

৪৯। যোগবলে রোগারোগ্য - শিবানন্দ সরস্বতী, নীলাচল আশ্রম, গৌহাটি।

লেখকের রচিত অন্যান্য বই -

১। ভারতনি পানচালি (কক-বরকের প্রথম ইতিহাসের ছড়ার বই)

- শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা। ১৯৬০ইং।

২। রামায়ন কচরজাক (কক-বরকে ছন্দোবদ্ধ প্রথম সংক্ষিপ্ত রামায়ণ)

- শিক্ষা অধিকার। ১৯৬২ইং।

৩। ইয়াপ্রি কতাল (প্রথম পদ্ধতিগত ভাবে কক-বরক শেখার বই)

- শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা। ১৯৬৪ইং।

৪। রিয়াং - শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা। ১৯৬৮ইং।

৫। লেখামুং (বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য প্রথম অঙ্ক পুস্তিকা)

- শিক্ষা অধিকার, ১৯৭৪ইং।

৬। হিন্দী-ত্রিপুরী অভিধান - নাগাল্যান্ড ভাষা পরিষদ। ১৯৭৬ইং।

৭। ত্রিপুরার রূপকথা (বাংলা সংস্করণ)

- উপজাতি গবেষণা অধিকার। ১৯৮০ইং।

৮। ত্রিপুরানি কেরেং কথমা (ত্রিপুরার রূপকথা, কক-বরক সংস্করণ)

- উপজাতি গবেষণা অধিকার। ১৯৮০ইং।

৯। কেরেং কথমা (ত্রিপুরার রূপকথা, হিন্দী সংস্করণ)

- নাগাল্যান্ড ভাষা পরিষদ। ১৯৮০ইং।

১০। কগতাং-কগলব বীতাং (আধুনিক ছন্দে ছড়া কবিতার বই)

- শ্রী সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী। ১৯৮৩ইং।

১১। ফিরগই ফাইদি

- সোনাচরণ দেববর্মা। শান্তিময় চক্রবর্তী কর্তৃক অনুদিত। ১৯৮৬ইং।

১২। মুকতাই (অশ্রু)

- একটি রোমান্টিক কাব্য পুস্তিকা। ১৯৮৯ইং।